CONTENTS

Wednesday, the 21st September, 1994

Thursday the 22nd September. 1994

FRIDAY—23rd September, 1994

3. CALLING ATTENTION :— 22—44

a) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister regarding "Murder of certain Pratima Ray at Paul Nursing Home."

b) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister regarding a news entitled in "Dainik Sambad" about stagnation of voter list lakhs of Notics and possibilities of Omissions.

c) Statement made by Shri Anil Sarkar, Minister. regarding the incident of abstraction to publish " 1 (one) year of Left front Govt. (by Dept. of I. C A. T. Printed by Bharat offset 1 Ronaldsey Road, Agartala) in the tittle of "One year of Tripura Govt. (from 10th April. 93 to 10th April, 1994.)

d) Statement made by Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister regarding the incident of attact Causing 5 (five) Persons including Nitai Paul. seriously injured at Dhalabil under Khowai P. S. on 19.9.94.

e) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister, regarding Killing of three inosent People at Panchabati under Sidhai P. S. and injuries of 12 Villager's.

f) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister, regarding bullet inguries of Maguria DebBarma and Mani-

DebBarma on return home from the Mohar-charra Market at Maij Bhander under Teliamura P. S. on 10th June 1994.

g) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister regarding murder of two C. P. I. (M). Leader Sadai mohan Tripura and Karta Mohan Tripura on 20 th September, 1994 by T.T.V.F. extreemists at Ananda Roaja para under Chowmonu P.S.

h) Statement made by Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister regarding Kidnaping of Gaganjoy, Son of Ananda Mohan Roaja. M. L. A.

4. LAYING OF PAPERS ON THE TABLE:— 44

Shri Samar Choudhury, Minister

Laid— 'The Tripura sales tax (Eleventh Amendment) Rules, 1994 as required uuder Sub-Section (3) of Section 44 of Tripura Sales Tax Act, 1956."

5. LAYING OF REPLIES TO POST POND QUESTION ON THE TABLE :— 44—45

—Shri Anil Sarkar, Minister Laid on the Post pond Question. No 50 in the House.

6. PRESENTATION OF PETETIONS :— 45

i) —Petetion Signed by Babul Sen and other's 27 persons, laid by Bidhu Bhusan Malaker. M.L.A.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on Wednesday, the 21st September 1994 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speakar (the Hon'ble Bimal Singha) in the Chair, the Cheif Minister in-charge, the Deputy Speaker nine Ministers, two Minister of State and 35 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মি স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে [illegible] বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, এই বিধানসভার কেউ বিষয় আমরা [illegible] চাই বিষয়টি হচ্ছে জুডিশিয়াল অফিসার সমন্বয়ের কর্মীদের হাতে [illegible], উনার অফিস [illegible] করা [illegible] জুডিশিয়াল অফিসারকে মারা হয়েছে। অপনাদের জুডিশিয়াল সংগঠন সমন্বয়ের কর্মীরা জুডিশিয়াল অফিসারকে [illegible] করেছে উনার অফিসে। স্যার, সরকারের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এটাকে সি. বি. আই.-তে পাঠানো হবে কিনা তা যদি না হয় তো সুপ্রিম কোর্ট থেকে এটা সি বি আইতে যাবে। স্যার, [illegible] ঘটনাটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যে [illegible] হয়েছে এই [illegible] [illegible]। [illegible] জুডিশিয়াল অফিসারকে মারা হচ্ছে [illegible] জুডিশিয়াল অফিসারকে [illegible] করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— বিচার বিভাগকে বিধানসভার [illegible] বিষয়বস্তু করা [illegible] না। এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছুই এলাউ করা যাবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার — বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা রক্ষার স্বার্থে এটাকে এডমিট করা হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, রাজ্য সরকার যে কোন অপরাধমূলক ঘটনা যেখানেই ঘটে সেখানেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তদন্ত [illegible] দের [illegible] করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এই সরকার প্রতিদিন [illegible] আসন [illegible] এটাই করে যাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার — [illegible] না। [illegible] বিচার বিভাগের [illegible] রক্ষা [illegible] বিভাগের [illegible] [illegible] না। মাননীয় [illegible] অনুরোধ করছি [illegible]।

এখন প্রশ্ন—মাননীয় সদস্য শ্রী [illegible] চক্রবর্তী।

([illegible] সদস্যদের [illegible] ত্যাগ)।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার [illegible] কর্ন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী।

শ্রী তপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২ ।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২ ।

প্রশ্ন

১। কবে থেকে রাজ্যের রেশন কার্ড সমূহের নবীকরণ শুরু হবে ?

২। পুরানো রেশন কার্ডের স্থলে নতুন রেশন কার্ড সরবরাহ করার কাজ এখনো শুরু না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। শীঘ্রই রেশন কার্ডের বই মুদ্রিত হওয়ার পরই নবীকরণের কাজ শুরু হবে ।

২। যেহেতু রেশন কার্ডের বই ছাপানো শেষ হয়নি তাই নবীকরণের কাজ আরম্ভ করা যায় নি ।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে রেশন কার্ডগুলি ইস্যু করা হয়, তার আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ...মাদের পুরানো রেশনকার্ডগুলি দেওয়া হয়েছিল, এইগুলির পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেছে। এখন নতুন করে ছেপে রেশন কার্ডগুলি দিতে হবে। এবং আমাদের কতগুলি ব্যবস্থা নিতে হয় যে কোন ভুয়া রেশন কার্ড আছে কিনা, তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যে রেশন কার্ডগুলি রয়েছে এইগুলির মধ্যে কোন রকম ভুজাল আছে কিনা এইগুলি পদন্তক্রম নতুন কার্ড ইস্যু করা হবে। এই কারণে আমরা নতুন রেশন কার্ডের ফরম ছাপাতে দিয়েছি। এইগুলি ছাপা হলে আমরা নবীকরণের কাজ পুরাপুরি আরম্ভ করতে পারব।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে অনেক ভুয়া রেশন কার্ড ওদের আমলে ওরা দিয়ে গেছে, সেগুলি ... বাতিল করে প্রকৃত নাগরিকদের রেশন কার্ড দেওয়ার কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের কাছে যে খবর বহু ভুয়া রেশন কার্ড বিভিন্ন জায়গায় ছিল, সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। এই ভুয়া কার্ডগুলি খোঁজে বের করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই রকম হয়েছে যে গরীব মানুষ তাদের কার্ড বন্ধক রেখেছে। এই কার্ডগুলি আমরা খোঁজে বের করে মালিকের হাতে দিয়ে ... কিছু কিছু নিয়েছি। আর ভুয়া কার্ড আছে কিনা তদন্ত করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যের মধ্যে খুব বিরাট সংখ্যক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটছে। চারদিকে সীমান্তগুলি খোলা ... এবং অনেক বাংলাদেশী নাগরিকও যেভাবে হউক ... রেশন কার্ড মেনেজ করে নিয়েছে। সেই দিক থেকে ... বাংলাদেশী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের হাতে যদি কোন রেশন কার্ড থাকে ... এই রেশন কার্ডগুলি বাতিল বলে গণ্য হবে কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে রেশন কার্ডগুলি দেওয়া হবে নবীকরণ পুনঃনবীকরণ ইত্যাদি যেসব ব্যাপার আছে, সেগুলির মধ্যে নাগরিক কার্ড দেখা হয় এবং আমাদের পরিষ্কার নির্দেশ আছে যদিও বাংলাদেশী কোন নাগরিক আমাদের দেশের নাগরিক নয়। কাজেই তাদের রেশন কার্ড দেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছিলাম অবশ্য আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের বিধায়করা এত চিৎকার ... যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আলোচনা হচ্ছে সেটা সবাই শুনতে পাননি। আমরা এই পরিষ্কার ভাবে বলে দিতে চাই যে ভুয়া কার্ড কোথাও যদি থাকে সেইগুলি দেখবার জন্য অলরেডি আমরা নির্দেশ দিয়েছি এবং এইগুলি দেখা হচ্ছে, অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এবং এই কাজ গুলিকে খতিয়ে নতুন কার্ড দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। তিনি অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টেড কোশ্চেয়েন নাম্বারে ৩১ স্যার।

মিঃ স্পিকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১ স্যার।

প্রশ্ন

১. ইহা কি সত্য ১৯৯২ ইং সনের ১৯ মে কাতলামারা পি-এইচ, কে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার জন্য শিলান্যাস করেছিল ?

উত্তর

১৯৯২ ইং সনের ১৯ শে ডিসেম্বর তারিখে কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিলান্যাস করা হয়েছিল।

প্রশ্ন

২, যদি হয়ে থাকে বর্তমানে উক্ত পি, এইচ সি গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

তীব্র আর্থিক সংকটের দরুণ উহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা যায়নি পরবর্ত্তী সময়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত আছে সেইগুলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন কোন কাজ হাতে নেওয়া হবেনা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :—সাবলিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি যে এখানে সিমনা এলাকা বিরাট এরিয়া, মোহনপুরে একটা আছে প্রায় ২২ কি, মি। সেই বিরাট পপোলেশান এরিয়া। সেখানে কাতলামারা একমাত্র পি এইচ সি সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রচুর রোগী সেখানে আসে দূর দূরান্ত এবং দুর্গম এলাকা থেকে এবং সেখানে যে ৯ টা সিট বিশিষ্ট যে পি এইচ সি সেই ৯টা সিটের দ্বারা রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করা সম্ভব নয়, কাজেই সেখানে এলাকার জনগণের স্বার্থে এখানে পি, এইচ, সি কে আগামী দিনে গ্রামীণ হাসপাতালে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা দপ্তরের নজরে আছে। আমরা সেখানে যদি ওটাকে পি এইচ সি করতে পারতাম তাহলে সুবিধেই হতো কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যেসব জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে যেমন পি, এইচ বা পি এইচ সি যে গুলি অসমাপ্ত থেকে গেছে সেইগুলিকে আগে আমাদের শেষ করার প্রশ্ন সুতরাং সেই অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করার পর আমরা এই পি, এইচ, সি টিকে সি, এইচ , সি তে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেব।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাবলিমেন্টারী স্যার, পি, এইচ, সি, কে সি, এইচ, সি, তে উন্নীত করার আগে জনগণের স্বার্থে সেখানে যে ৯ টা সিট আছে সেটাকে বাড়ানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : —মিঃ স্পীকার স্যার, এক্সটেনশন বিষয়গুলি আমরা সেখানে স্থান সংকুলানের ভিত্তিতে দেখব। তবে এখুনি কতটা করতে পারি তা সরকার বিবেচনা করে দেখবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নম্বার— ৩৪

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জোট আমলে টাকার সংস্থান না রেখে অনেক মোড়কেন্দ্র সাব সেন্টার শিলান্যাস করা হয়েছিল,

২। সত্য হইলে এইরূপ প্রকল্পের সংখ্যা কত ছিল;

৩। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার শিলান্যাস করা উক্ত প্রকল্পগুলির কাজ আরম্ভ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কি না?

উত্তর

১। জোট সরকারের আমলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (সাব-সেন্টার) খোলার জন্য কোন শিলান্যাস করা হয় নি।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— মি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী, আমি নিজেই দেখিছি গনিছড়া এবং ব্রজেন্দ্র নগরে এই ধরণের শিলান্যাস করা হয়েছে। ইহা কি সত্য নহে?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—স্যার, ওটা সাব-সেন্টার নয়। ব্রজেন্দ্র নগরে হচ্ছে উপস্বাস্থ কেন্দ্র। সাব সেন্টার এবং উপ স্বাস্থ কেন্দ্র কিছু পার্থক্য আছে। সুতরাং ওটা ঠিক ওটার কাজ করছে।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে গত জোট আমলে কোন সাব সেন্টার উদ্বোধন করা হয় নি তাহলে আমি জানতে চাই তৈদু এবং ছেছোয়াতে যে শিলান্যাস করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। যদি তাঁরা প্রশ্ন করেন তবে উত্তর আমি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার— ৪৫

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার— ৪৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,

২। উপরি উক্ত পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে কত বেকারদের কর্মসংস্থান হয়েছে,

(তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান প্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে বিভিন্ন শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে।

যেমন (১) প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা।

(২) শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প (কেন্দ্রীয়)

৩) অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প (রাজ্য)

বিভাগীয় পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে মোট ১২৪ জন বেকারের কর্মসংস্থান হইয়াছে। তন্মধ্যে তফসিলী জাতি ২২৬ জন, তফসিলী উপজাতি ৮৭ জন ও অন্যান্য উপকৃত শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ৪৮১ জন

শ্রীবিমল চন্দ্র দেবনাথ:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এরা যাদের কর্মসংস্থান হয়েছে এটা কি টেম্পুরারী না পার্মানেন্ট?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— না এটা চাকরী নয়, এটা একটি স্বনির্ভর প্রকল্প।

এই স্বনির্ভর প্রকল্পটা হলো মালিকের নিজের দ্বারা যে কোন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। এখন মালিক নিজে যদি সঠিকভাবে তার প্রকল্পটা পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে সেটা পার্মেনেন্ট হয়েও যেতে পারে।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া):— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে ৮৮১ জন স্বনির্ভর প্রকল্প প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা স্কীমে ঋণ পেয়েছেন। তাই আমি জানতে চাই যে, এই রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্প কত জন শিক্ষিত বেকার এই স্বনির্ভর প্রকল্পে ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ পেয়েছেন?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য চেয়েছেন সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। প্রশ্নের উত্তর যেটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে এসেছে, তাদের দেওয়া সংখ্যাটাই আমি জানিয়েছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে, নিশ্চয় তার উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীসুবল রুদ্র:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে গত দুই বছরে যে সমস্ত বেকার এই স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ নেওয়ার জন্য স্কীম তৈরী করে দেয়ার করতেই তাদের ৩/৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। অথচ গত দুই বছরে তাদের কেউ ১টি পয়সাও ঋণ পায় নি, এটা আপনার জানা আছে কি?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, এটা একটা নতুন প্রশ্ন। কাজেই নতুন করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রশ্ন করলে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীমানিক [illegible] সাহা ([illegible]):— মাননীয় মন্ত্রীর কি এটা জানা আছে যে, এই প্রকল্পে [illegible] [illegible] স্কীম তৈরী করে প্রদান করতেই ২ থেকে আড়াই হাজার টাকা খরচ করতে হয়? অথচ ঋণ [illegible] পাওয়া [illegible] নিশ্চিত নয়। কাজেই যেসব বেকার এই ঋণ নেওয়ার জন্য আগ্রহী, তারা যাতে এই চাকরিটা [illegible] [illegible] থেকে পেতে [illegible] এর কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ ([illegible]):— স্যার, মাননীয় সদস্যের **এই প্রশ্নটা** মূল প্রশ্নের সাথে যুক্ত নয়। [illegible] করে প্রশ্ন করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীদেবব্রত কলই:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্বনির্ভর প্রকল্পে যে সমস্ত বেকারদের ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মোট পরিমাণ কত এবং তাতে মোট কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীরনজিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—স্যার, স্বনির্ভর প্রকল্প বলতে অনেকগুলি স্কীম [illegible] [illegible] প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনার সঙ্গে যুক্ত, কোনটা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন যোজনার সঙ্গে [illegible] [illegible] কোনটা কেন্দ্র সরকারের যোজনার সঙ্গে যুক্ত। এই রাজ্যে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের **মোট ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার** টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে। কাজেই সুনির্দিষ্ট ভাবে কতজন কোন প্রকল্পে কি পরিমাণ ঋণ পেয়েছে, তা বলা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার:— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) —কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮২।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮২,

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার পরিচালিত যে সমস্ত ইট ভাট্টা বন্ধ হয়ে গেছে, তার কয়টিতে এই বৎসর পুনরায় উৎপাদনের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

২) জিরানীয়া বিদ্যুৎ চালিত ইট ভাট্টার বর্তমান পরিস্থিতি কি ?

৩) তার জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্য্যন্ত মাসিক কত টাকা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও জমির মালিকদের ভিড করা জমির মূল্য দিয়েছেন ?

৪) আর, কতদিন একরূপভাবে দিতে হবে ?

উত্তর

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— ১) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (ত্রিপুরা সরকারের একটি সংস্থা) এ বছর মোট তিনটি বন্ধ ইট ভাট্টা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত তিনটি ভাট্টা চালু করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণের সংস্থানও করা হইয়াছিল। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বর্তমান বর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ইটের উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী আর্থিক বছরে উক্ত তিনটি ইট ভাট্টার উৎপাদনে শুরু করা হবে।

২) জিরানীয়ার বিদ্যুৎ চালিত মেকানাইজড ইট ভাট্টাটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে।

৩) উক্ত ভাট্টার কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ মাসিক ২৪, ৮৭৩ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। এছাড়াও জমির ভাড়া বাবদ মাসিক ৮,২৫৬ টাকা সম্পাদিত চুক্তি মতে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে।

৪) বর্তমানে উক্ত ইট ভাট্টির বাণিজ্যিক দিকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সংস্থাটি অলাভজনক। এমতাবস্থায় উক্ত ভাট্টার যন্ত্রপাতি বিক্রয় করার পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— পার্লামেন্টারী স্যার, যে তিনটি ইট ভাট্টার কাজ শুরু হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সেগুলি কোন কোন জায়গায় অবস্থিত এবং এগুলির নাম কি কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমেই পি ডবলিউ ডিপার্টমেন্টের ইট কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে আমাদের প্রোডাকশন থাকতে হবে, মার্কেট থাকতে হবে সেই দিক থেকে কাঞ্চনপুরে বিবেচনা করা হয়েছিল। তারপরে হাপানিয়া ইট উৎপাদনের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছিল এবং তারপরে খোয়াই মহকুমায় এই রকম বিবেচনা করা হয়েছিল। এই বছরে যে ধরনের আর্থিক অবস্থা তাতে পি ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট ইট উৎপাদন করে বিক্রী করার সুযোগ পাবে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পার্লামেন্টারী স্যার, এই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন ইটের চাহিদা কম কিন্তু বেসরকারী ইট ভাট্টাগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার ইট বিক্রী করে লাভবান হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা লক্ষ্য করেছি চাহিদা কম বা বেশী এটা বড় কথা নয়, সরকারের পরিচালনাধীন এই শিল্প প্রায় ধ্বংসের পথে। সেগুলিকে পুনর্জীবিত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নেবেন ? জিরানীয়ায় যে ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এটার কোন বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা ছিল না। কি ভাবে বিদ্যুত পাওয়া যাবে, মেকানাইজড ইট বাজারে চলবে কি না এই সব চিন্তা করা হয় নি। যার ফলে সরকার এই ইট ভাটা নিয়ে এক বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়েছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৫ বছরে জোট সরকার যে ধরণের আর্থিক অবস্থার সৃষ্টি

করে গেছে যাতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করতে গেলে আরও বেশী অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই দিক থেকে চাহিদা যতক্ষণ না বাড়ে ততক্ষণ এটা লাভজনক হবে না। এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। যতক্ষণ পর্যাপ্ত চাহিদা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষন পর্যান্ত আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে পি. ডাবলিউ. ডি মূলতঃ যে ব্যবস্থায় কনষ্টাকশান ওয়ার্ক করছেন, তাদের বাধ্য হয়েই তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সে সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উৎপাদন করলে পরেও এই ধরণের ইট ভাটার সমস্যা আছে। জোট সরকার ইট ভাট্টার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করেছেন। যে টাকা তাঁরা খরচের হিসাব দেখিয়েছেন, সে টাকা ইট ভাট্টায় খরচ করেন নি। এখনও পি. ডাবলিউ. ডি টি. এস. আই. সি থেকে লক্ষ লক্ষ ইট পাওনা রয়েছে এবং সে টাকাও এখন পর্যান্ত দেওয়া হয় নি। গ্রীফ কোম্পানী কয়েক লক্ষ ইটের টাকা এডভান্স করে রেখেছে। এডভান্স নিয়েছেন গেয়েছেন। তাদের টাকাও পেমেণ্ট করেন নি বা ইটও দেন নি। এই পরিস্থিতিতে মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছি না। নানা সমস্যা রয়েছে। কর্মচারী রয়েছেন, তাদের বেতন দেওয়াই কষ্টকর হয়ে উঠেছে, তাদের ছাঁটাইও করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্যা থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীঅনিল চাক্‌মা (পেচারথল) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে জোট সরকারের আমলে ইট ভাট্টার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কোন মন্ত্রী কত টাকা, কোন্ এম. এল. এ. এবং চেয়ারম্যান কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, টাকা আত্মসাতের দলিলপত্রগুলি সমান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে. রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে গেলে, ঘোষণা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করাতে হবে। আমাদের ভিজিলেন্স দপ্তর রয়েছে, সেখান থেকে রিপোর্ট না পাওয়া পর্যান্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যাচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :—এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৮ স্যার।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস রান্নার গ্যাস লাইন হিসাবে ব্যবহার করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি,

২) যদি থেকে থাকে, তবে কবে পর্যান্ত কার্য্যকরী করা হবে,

৩) যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) আগরতলা শহরে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম (টি. আই. ডি. সি) এবং আসাম গ্যাস কোং যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোং (টি. এন. জি. সি.) নামক সংস্থা গঠিত হয়। এই প্রকল্পের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ভুকলি এবং বাধারঘাট অঞ্চলে মোট ৪২০ টি রান্নার গ্যাসের নতুন কানেকশান দেওয়া হয় (কনজ্যুমার্স কানেকশান)।

২) বর্তমানে প্রকল্পটি রূপায়নের ব্যাপারে দুটো বিকল্প পদ্ধতি ভাবা হচ্ছে—

ক) ত্রিপুরা সরকার ও আসাম গ্যাস কোং-এর যৌথ উদ্যোগে।

খ) বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ন। তাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়-সীমা বলা যাচ্ছে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, শুধু আগরতলা শহরের আশেপাশে এবং শহরতলীতে যদি এই রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার দেওয়ার পরিকল্পনা থাকে তবে বাকী যে সমস্ত জায়গা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে এই সমস্ত বটলিং করে গ্যাস সিলিণ্ডার সেই সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে সেটা আরও সহজ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ত্রিপুরার গ্যাস বটলিং-এর কথা নয়। গ্যাস সিলিণ্ডারের যে বটলিং-এর কথা বলা হয়েছে সেই বটলিং সেটা তৈরী হচ্ছে বিশালগডের কাছে জায়গা নেওয়া হয়েছে, এটা আই ও সি কর্তৃপক্ষ দেখবেন। এভাবে বটলিং করা যাবে না আমি আগেও বলেছি। যৌথ ভাবে আলাপ-আলোচনা চলছে, এখানে সিদ্ধান্ত হলে এই সম্পর্কে কিছু বলা যাবে তার আগে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

(মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম):—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

প্রশ্ন

১। জোট সরকারের আমলে মোট কতগুলি ব্যাগ (ডেমেজ সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড) হিসাবে জুট মিল থেকে বিক্রি করা হয়েছিল ,

২। কোন কমিটি দ্বারা উক্ত ব্যাগগুলিকে ডেমেজ। সাব-ষ্টাণ্ডার্ড বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কিনা ;

৩। না হলে তার কারণ কি ;

৪। ঐগুলি বিক্রি করার জন্য কোন টেণ্ডার কোটেশ্যান নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সমস্ত বিষয়টি জুট মিলের বিভিন্ন সন্দেহজনক কাজকর্ম ও অর্থের হিসাবের গড়মিলের জন্য ভিজিলেন্স দপ্তরের তদন্তাধীনে আছে। এই ক্ষেত্রে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর জানানো সম্ভব।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ভিজিলেন্সে যদি দেওয়া হয়ে থাকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গায় তাহলে এম. ডিকে কেন সাসপেণ্ড করা হচ্ছে না। কারণ এম. ডিকে সেখানে পাওয়ারে রেখে কোন তদন্ত চলতে পারে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তথ্য জানাবেন কি ?

শ্রীসমরচৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, যখন একটা তদন্ত চলে তখন ভিজিলেন্স দপ্তর থেকে এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট তার অপরাধ প্রাথমিক সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত এই রকম কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারেন না।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাহলে ভিজিলেন্সে আছে এটা করে পাস কাটানোর তো কোন প্রয়োজন নেই তাহলে। এখনও মন্ত্রী বলছেন প্রাথমিক অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়নি। তাহলে তো আমরা কিছু কিছু আলোচনা করতে পারি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্প্রর্কে প্রচুর তথ্য বিভিন্ন ধরণের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ওখানকার নথীপত্র ঘেটে কিছু কিছু যেগুলি সন্দেহ মনে হয়েছে সেই সন্দেহ ভিত্তি করে ভিজিলেন্সে

দেওয়া হয়েছে। সন্দেহ ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এটা পাশ কাটানোর প্রশ্ন নয়। একজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে তার সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ অন্তত এইটুকু অভিযোগ প্রমাণিত হতে হবে যাতে সাসপেণ্ড করা যায়। দ্বিতীয়তঃ এটা একজনের ব্যাপার নয়, এখানে চেয়ারম্যান ছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন, অনেক রকম অনেক কিছু তথ্য এখান থেকে বের হতে পারে।

কাজেই আমরা সমস্ত তথ্যকে ভিজিলেন্স দপ্তরের কাছ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর সবই প্রকাশ করা হবে। এই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই নেই এবং যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।,

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে তাতে ভিজিলেন্স থেকে একটা রিপোর্ট অলরেডী সাবমিট হয়েছে গভর্ণমেণ্টের কাছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেভাবে বলছেন তিনি হয়তো জানেন আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে এখন পর্যন্ত এই রকম কোন রিপোর্ট আমাদের হাতে পৌঁছায়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আর সাপ্লিমেণ্টারী হতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রী যেখানে বলছেন এটা ভিজিলেন্সে আছে। সুতরাং রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সাসপেনশান করাটা বা বরখাস্ত করাটা শাস্তি নয়। তদন্তের খাতিরে এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সেই অফিসের হেড হয়ে থাকবে, আর এখানে তদন্ত সুষ্ঠু ভাবে চলবে, সেটা কি রকম ভাবে সম্ভব সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, ভিজিলেন্স দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে তার তদন্তের স্বার্থে এম, ডিকে সরিয়ে দেওয়া হোক এই রকম সুপারিশ বা পরামর্শ আসেনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা ৭১।

শ্রী অনিল চাকমা :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৭১।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৭১।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে কয়টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা যাবে বলে আশা করা যায় এবং

২। এই সময়ের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে খেদাছড়ায় কোন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে ৬টি খাদ্য গুদাম নির্মান করা যাবে বলে আশা করা যায়

২। হ্যাঁ আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য অশোক দেববর্মা, শ্রীরশিরাম দেববর্মা।

(অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার—২৮

প্রশ্ন

১) গত ছয় মাসে সারা রাজ্যে ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিকে কতজন আক্রান্ত হয়েছেন আলাদাভাবে হিসাব,

২) তন্মধ্যে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং কোন মহকুমায় কতজন (আলাদা হিসাব),

৩) এ দুটি রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

১) ১লা জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং হইতে ৩০শে জুন ১৯৯৪ইং পর্যন্ত রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় ২৩৫৩ জন এবং আন্ত্রিকে ২৩২৪০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

২) তন্মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ১৪জন এবং আন্ত্রিকে ২৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। সদর-আন্ত্রিকে ৯জন। খোয়াই-আন্ত্রিকে ১জন। কৈলাশহর-ম্যালেরিয়ায় ৪জন, আন্ত্রিকে ৬জন। ধর্মনগর-ম্যালেরিয়ায় ১জন, আন্ত্রিকে ২জন। কমলপুর-ম্যালেরিয়ায় ১জন, আন্ত্রিকে ৫জন। উদয়পুর-ম্যালেরিয়ায় ১জন। অমরপুর-ম্যালেরিয়ায় ৫জন। বিলোনীয়ায়-আন্ত্রিকে ১জন। সাব্রুম-ম্যালেরিয়ায় ২জন, আন্ত্রিকে ১জন। মোট-ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৪জন। আর আন্ত্রিকে মারা গেছে ২৬জন।

৩) ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি

. জ্বরের রোগীকে খুঁজে বের করে ক্লোরোকুইন বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া জীবানু পাওয়া গেলে Plasmodium Falciparaum এর ক্ষেত্রে একদিন এবং Piasmodium vivax এর ক্ষেত্রে ৫দিনের জন্য ক্লোরোকুইন এবং প্রাইমাকুইন বড়ি দিয়ে Radical Treatment করে পুরোপুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ম্যালেরিয়া সংক্রামন মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেশী হয়ে থাকে। তাই এই সময় প্রতি পর্যায়ে ৭৫ দিন করে দুই পর্যায়ে ডি. ডি. টি ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কোথাও জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটলে Mass Blood Survey করে ক্লোরোকুইন ও প্রাইমাকুইন বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং বিশেষ মেডিক্যাল টীম আক্রান্ত এলাকায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়।

জনগণের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে ডি ডি. টি ছড়ানোর কাজ ঠিক ভাবে হয় এবং জ্বরের রোগীরা সময়মত ক্লোরোকুইন বড়ি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময় যেমন বি. ডি. সি. মিটিং ইত্যাদি মধ্য দিয়ে যাতে এইসব রোগে মানুষের চেতনা বাড়ানো যায় তার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। জেলা শাসকের নেতৃত্বে প্রতি জেলায় সভা করে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া অ্যাক্টিভিটিস তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আমরা বিনামূল্যে ক্লোরোকুইন বড়ি যাতে পাওয়া যায় তারজন্য ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা করার জন্য কীভাবে ট্রিটমেন্ট সেন্টারও করা হয়েছে।

আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি

আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে একটি করে মেডিকেল টিম রাখা হয়েছে। যাতে আন্ত্রিক বা ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। ইহা ছাড়া স্টেট হেড কোয়ার্টার এবং জেলা হেড কোয়ার্টার থেকেও প্রয়োজনে মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েথাকে। তারা বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিক্ষার শিবির করা হয়েছে। সেখানে ঔষধ-পত্র নিয়ে মেডিকেল টিম যায়।

এ ছাড়া আমাদের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্তভাবে এই রোগকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন কর্ম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানে আমদের টিম পাঠিয়ে ওখানে একটা সেন্টার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া এই সম্পর্কে জন চেতনা বাড়ানোর জন্য পোষ্টারিং ও লিফলেট-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়ে থাকে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ৭৫ দিন প্রতি বছরে ডি, ডি, টি স্প্রে করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এখন এই যে ৭৫ দিন করা হচ্ছে তাতে এলাকাগুলিকে কিভাবে চিহ্নিত করা হলো? কারণ আমরা দেখেছি যে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যই আজকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে গেছে এবং প্রতিটি কেসই পজিটিভ-প্রায় সর্বত্র হচ্ছে। সেই হিসেবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে তাদের কমাণ্ড-এরিয়ার মধ্যে আনতে হলে এই ৭৫ দিন আমি মনে করি যথেষ্ট নয়। আজকে সারা উত্তর ত্রিপুরা জেলা যেমন ছাওমনু, পেচারথল ও কাঞ্চনপুরে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হয়ে গেছে এবং সেই ক্ষেত্রে শহর এলাকায়ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। অথচ গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই এলাকার শহরাঞ্চলে-কৈলাশহরে টাউন এলাকায় ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়নি) এবং এই টাউন এলাকায় যে সব কেস্‌ দেখা গেছে তার সবগুলি প্রায় পজিটিভ্‌ কেইস। সেজন্য কিছু জায়গা আন-কাভার্ড থাকলে হবে না—সমগ্র রাজ্যকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। কাজেই এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে দেখা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই স্প্রে কর্মসূচীকে আমরা দুই ভাবে নিয়ে থাকি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে-তাতে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় নয়, বছরে দুইবার দেওয়া হয়ে থাকে-যে জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে গেছে সেসব জায়গাকে চিহ্নিত করে সেখানে ডি ডি টি স্প্রে করা হচ্ছে। কাজেই এইভাবে সারা রাজ্যেই এটা করা হচ্ছে।

এই একটা অসুবিধা হচ্ছে এই ডি, ডি, টি স্প্রে করার ক্ষেত্রে দপ্তরের-সেটি হচ্ছে যখনই দপ্তর থেকে কর্মীরা ডি, ডি, টি স্প্রে করতে যান তখন সাধারণতঃ ঘরের ভেতরে স্প্রে করতে দেওয়া হয় না। কারণ সেখানে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় সেখানে একটা দাগ পড়ে যায় এবং সে জনাই হয়তো অনেকে ঘরের ভেতরে ডিডিটি স্প্রে করতে দেন না এবং ঘরের বাইরে স্প্রে করার জন্য বলা হয়। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের মাধ্যমে আমি আবেদন করব যে এই দুর্বিসহ বিষয় যেখানে ভারত সরকার ঘোষনা করেছিলেন যে ম্যালেরিয়া ইরেডিকেটেড্‌ হয়ে গেছে কিন্তু সেটা হয় নি। তাই এখন আবার বলা হয়েছে যে ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশন নয়-এখন এইটা কনট্রোল করতে হবে এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার সমানভাবে আগ্রহী কিন্তু তাতে জনসাধারণের সহযোগীতার প্রশ্ন রয়েছে। এই জন্য সকলের কাছে আবেদন রাখছি-ডি, ডি, টি যারা স্প্রে করতে যাচ্ছেন তারা যাতে সর্বত্র ঘরের বাইরে এবং ভেতরে সেটা স্প্রে করতে পারেন সেজন্য সকলকে সহযোগীতা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ শহরাঞ্চলে যেহেতু অন্যান্য বিষয়গুলি রয়েছে এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা রয়েছে মশা পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন করা এবং এই রেজিস্টেণ্টটা সেখানে আছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, শহরাঞ্চলে ম্যালেরিয়া-প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে সেসব অঞ্চলকেও চিহ্নিত করা হবে। আমি সকলের কাছে আবেদন রাখছি এব ডিডিটি স্প্রে কর্মসূচী যাতে সফল হয় সেজন্য সকলেই যেন সহযোগিতা করেন।

(বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষে প্রবেশ)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটিড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

প্রশ্ন

১. ১৯৯৪ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত মাধ্যমিক পাশ এবং তদূর্দ্ধ পাশ),

২ চাকুরীর বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে এরকম শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?

৩ তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কোন চিন্তাভাবনা আছে কিনা ?

উত্তর

১. ১৯৯৪ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ১, ০১, ১৪১জন।

২. চাকুরীর বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে এরকম শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ১৬,৫৭৯ জন।

৩. তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেমন বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ঋণ দানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সাহায্য বা কোচিং দেওয়া এবং সুসংহত গ্রামীণ কর্মসূচীর মাধ্যমে যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তাছাড়া বিভিন্ন দপ্তরে শূণ্যপদে নিয়োগ করা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যাদের চাকুরীর সীমা পেরিয়ে গেছে তাদের জন্য রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্প আছে। শুধু কি তাই হবে ? তাদের জন্য চাকুরীর কোন ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জানেন যে, চাকুরীর সময় পেরিয়ে গেলে কি করে তাদের চাকুরী দেওয়া যায়, সেটাতো কোন্ নিয়ম বা সেটা সরকারের নিয়মনীতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর প্রকল্প বা অন্যান্য যেকোন সাহায্য বা অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে স্ব-নির্ভর করা যায় তারজন্য সরকার আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ অভার। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হযনি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মিনিষ্টার) :— স্যার, যে ষ্টার্ড কোয়েশ্চানগুলি ছিল, তারমধ্যে একটি প্রশ্নে একটু ভুল ছাপা হয়েছে। আমি বলার সুযোগ পেলে সংশোধন করে দিতাম আমি এটাকে সংশোধিত আকারে টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রশ্নটা হল ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯.। তার তৃতীয় পৃষ্ঠার ছয় প্যারাতে ১৯৯৪ ইং লেখা আছে, ১৯৯৫ ইং হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার (মন্ত্রী):— ঠিক আছে সংশোধিত হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেসব প্রশ্ন এখানে আপনি লে করবার জন্য বলেছেন তারমধ্যে এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯-, এরমধ্যে প্রশ্ন কর্তার নামে একটু ভুল আছে। এখানে অশোক তলাপাত্র উঠেছে। এই নামটি প্রিন্টিং ভুল হয়েছে। এই জায়গায় অশোক দেববর্মা হবে। এটা যাতে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক, উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—'A'&'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ্য বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। যিনি নোটিশটি দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো" "বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঈশানপুর দ্বাদশ স্কুলে (সিধাই থানাধীন) উপজাতি ছাত্রাবাসে আক্রমণ করে ছাত্রদের বই এবং পোশাক পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, আমি ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমোদিত দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজা।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো " গত ১১.৮.৯৪ ইং তারিখে আনুমানিক বিকাল চার ঘটিকায় গণ্ডাছড়া হইতে রইস্যা বাড়ী যাওয়ার পথে নৌকাডুবিতে একজন পুলিশ কর্মী মারা যাওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আগামী ২৩.৯.৯৪ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ের যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল " গত ২০শে সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সিধাই এ যুবক খুন : গ্রেপ্তার নেই" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ২৩.৯.৯৪ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে ১ টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৬.৯.৯৪ইং

তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ৪.৮.৯৪ইং খোয়াই মহকুমার বাচাই বাড়ী এলাকায় ৬ জন গ্রীফ শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে মারা যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত -৮-৯৪ ইং খোয়াই মহকুমার বাচাইবাড়ী এলাকায় ৬ জন গ্রীফ শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে মারা যাওয়া সম্পর্কে"

বিগত ৪.৮.৯৪ইং তারিখ বেলা ৬ ঘটিকার সময় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই থানাধীন চার ঘড়িয়ায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রীফ কোম্পানীর শ্রমিকগণ রাস্তা তৈরী করছিলেন। রাস্তা তৈরীর জায়গাটি উচ্চতর টিলার মধ্যে হওয়ায় গ্রীফ শ্রমিকগণ ঐ স্থানের মাটি কেটে অর্নি এ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীতে ভরছিলেন। মাটি কাটার সময় হঠাৎ করে টিলার মাটি ধ্বসে পরে ঘটনাস্থলেই কর্মরত নিম্নলিখিত শ্রমিকগণ মাটি চাপা পরে মারা যান :

<u>নিহত শ্রমিকদের নাম</u> :

১. গোবিন্দ দেববর্মা	২. প্রশান্ত দেব বর্মা	৩. বিদ্যাচরণ দেববর্মা
৪. অরুন দেববর্মা	৫. বুধুরাই দেববর্মা	৬. মলেন্দ্র দেববর্মা

ঘটনাটি গত ৭.৮.৯৪ইং তারিখ রাত অনুমান ১.৩০ মিঃ এর সময় গ্রীফ কোম্পানীর কর্মী শ্রী সচিদানন্দ মিশ্রের অভিযোগমূলে খোয়াই থানার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৭নং ধারায় ২(৮) ৯৪ নং মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্ত কালে পুলিশ মৃতদের শুলির ময়না তদন্ত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে গ্রীফ শ্রমিকরা যে মাটি চাপা পরে মারা গেছে, সেটি গাড়ী সহ মাটি চাপা পরেছিল কিনা? এবং মাটি যাহাতে চাপা না পরে তার জন্য কোন ইঞ্জিনীয়ার ছিল কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— স্যার, পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই যে ছয় জন লোক মাটি চাপা পরে কবর হয়ে গেছে সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সবাই। সেই সময় সেখানে কোন অফিসার ছিল না কোন ইঞ্জিনীয়ার ছিল না। সেই দিক থেকে সেটি খুবই দুঃখের। আর যারা মারা গেছে তারা সকলেই অল্প বয়সের, তাদের মধ্যে অনেকে মাত্র বিয়ে করেছে। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষতি পূরণের জন্য কত পরিমাণ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে এটা হল মৃত ব্যক্তিরা কন্ট্রাকটরের অ্যান্ডারে কাজ করছিল। যদি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরীর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তাহলে কর্পোরেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী তারা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। এবং পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাধা নিষেধ আছে সেগুলি তারা পরীক্ষা করে দেখবে। একথা আমি কর্পোরেশনের

ইন্সপেক্টরকে জানিয়েছি। তারা অবশ্যই পরীক্ষা করা দরকার এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর যদি প্রয়োজন মনে করে সরকার নিজেই ক্যাশটি পরিচালনা করতে পারে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিসের ভিত্তিতে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ঘটনাটি যেহেতু দুঃখজনক ব্যাপার কেন না সেখানে কোন অফিসার বা ইঞ্জিনীয়ার না থাকাতে এই দুর্ঘটনা হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই কোম্পানি কমাণ্ডারকে সেখানে থেকে ট্রান্সফার বা সাস্পেনশন করা হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তারা একটি কণ্ট্রাক্টারের কাজ করছেন। তাহলে ওয়াসমেণ্ট কমিটমেণ্ট এক্ট অনুযায়ী যে বিধি আছে সেই বিধি অনুযায়ী কোর্টে রায় হবে। রায় হলে পরে সেই পরিবারকে আর্থিক সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এটাই হচ্ছে বিধান।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এখানে অফিসারদের বাদ দিয়ে তদন্ত করা হলে আরও দুর্নীতিতে পরিণত হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তাছাড়া এটা একটি একসিডেণ্টেস ব্যাপার। কাজেই এটার পদ্ধতি আলাদা।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করতে হবে। আমি যতটুকু জানি এখানে সৈনিক বোর্ড আছে সেখান থেকে তাদেরকে কারও শ্রমিক কার্ড দেওয়া হচ্ছে। আর অনেকে শ্রমিক কার্ড পাচ্ছে না কাজেই এখানে শ্রম বিভাগ থেকে কিভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে খতিয়ে দেখা দরকার তাছাড়া তারা এখানে বিভিন্ন জায়গায় জোর জবর দস্তি করে কাজ করছে। যে জায়গায় ধ্বস নেমেছে সে জায়গায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট রাবার প্ল্যাণ্টেশন করছে সেই দুর্ঘটনার কথা তাদেরকে পর্য্যন্ত জানতে দেওয়া হয় না। আর যাদেরকে এই রাজ্য থেকে নিয়োগ করেছেন তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচয়পত্র দিচ্ছে কি দিচ্ছেনা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার সঠিক ব্যবস্থা আছে কিনা এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি বিস্তৃত বিবরণ দেন যে কার কি কি ব্যাপার, তাহলে সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— স্যার, আমি যতটুকু জানি যে গ্রীফ সেখানে টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের আইডেনটিটি কার্ড দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে সমস্ত কাজকর্ম করছে। আমরা এই ব্যাপারটা মহকুমা প্রশাসনের নজরে নিয়েছি। তাই, আমি অনুরোধ করবো যে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর এই সম্পর্কে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার, এই সম্পর্কে যা কিছু করার তা তাদেরই করতে হবে। কাজেই আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্য দিলেও আমরা সেটা তদন্ত করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে এই বিষয়টা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু যে ৬টা প্রাণ গেল, অর্থাৎ মারা গেল তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে কোন রকম সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, এটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়ে বিস্তৃত কিছু আমাদের জানা নেই, আমরা খোয়াই এস, ডি, ওর সংগে যোগাযোগ করবো, তিনি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা, আর না নিয়ে থাকলে তাদের কিঞ্চিত সাহায্য দেওয়া যায় কিনা তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজকে আমি মাননীয় সদস্য শীমাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সভায় উত্থাপন করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিয়েছি। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ১০ই জুন তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া বাজার থেকে বাড়ী যাবার পথে মাঝ ভাণ্ডারে মাগুনিয়া দেববর্মা ও মনি দেববর্মা কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক গুলি বিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে।"

এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারাগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং তারিখে এই বিষয়ে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আমি, পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী পবিত্র কর ও খগেন্দ্র জমাতিয়া'র কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, সেটি এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। তাঁদের নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ১৭/৯/৯৪ ইং তারিখে সিধাই থানাধীন পঞ্চবটি এলাকায় ৩ জন নিরীহ নাগরিক খুন হওয়া এবং ১২জন গ্রামবাসী আহত হওয়া সম্পর্কে।"

এখনও আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমি আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— আজ কয়েকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। মাননীয় সদস্য মাধব চন্দ্র সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো গত ২৯শে আগষ্ট ১৯৯৪ইং অমরপুর মহকুমার দেবাড়ী পঞ্চায়েতে ৩(তিন) জন মৎস্যজীবী খুন ও এক জন নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ২১-৮-৯৪ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৪ ঘটিকার সময় বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কমারিখলা নিবাসী (১) শ্রীরতিশ দাস ও (২) পরিধন দাস (৩) শ্রীআনন্দ দাস(৪) শ্রীপিতন দাস মাছ ধরার উদ্দেশ্যে চারিমুড়া নামক স্থানে গোমতী নদীতে যায় কিন্তু ২০-৮-৯৪ইং তারিখ সকাল পর্যন্ত তাহারা বাড়ী ফিরে না আসায় ঐ গ্রামেরই শ্রীআমীর দাস গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গীসহ ঐ সমস্ত এলাকায় খোঁজাখোঁজি শুরু করে। সকাল অনুমান ৯টার সময় চরিমুড়া নামক জায়গায় একটি ছড়ায় (যাহা গোমতী নদীর

সঙ্গে যুক্ত) রতিশ দাস ও হরিনন দাসের মৃত দেহ ভাসতে দেখতে পায়। মৃতদেহ দুইটির হাতে দড়ি দিয়ে পেছনের দিকে বাঁধা ছিল। উক্ত ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫৫/৯৪ নথিভুক্ত করা হয়। অপর নিখোঁজ ব্যক্তি আনন্দ দাসের মৃত দেহ মহারানী নামক জায়গায় গোমতী নদীতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আর একজন নিখোঁজ ব্যক্তি পিওন দাসের আজ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে। হত্যার ঘটনাটি কোন উগ্রপন্থী দল করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী):—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এতো সকলেরই জানা ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচন এর জন্য দিন ধার্য্য হয় ২৪শে আগষ্ট। আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে সুষ্ঠভাবে এই রাজ্যে সম্পন্ন না হতে পারে তার জন্য এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর জন্য কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস চেষ্টা করেছে। এবং ঐ এলাকায় মৎস্যজীবীরা ছবিমুড়া, দেবতাবাড়ী গাঁওসভা, প্রতিদিন মাছ ধরতে যায়। ২১ তারিখ রাত্রে তাদেরকে খুন করা হলো এবং সেখানে ট্রাইবেল ও বাঙ্গালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ পুলিশ যাওয়ার আগেই কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এস এই ঘটনা জানাতে পারে। এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য ওরা চেষ্টা করেছিল। এই ব্যাপারে গত কালকে, তার আগের দিনও এই হাউসে আলোচনা হয়েছে। যে বিষয়টি মাননীয় সদস্য এনেছেন সেই সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য উনার কাছে থাকলে পুলিশকে সাহায্য করতে পারেন তাদের এনকোয়ারির জন্য সুবিধা হবে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই দেববাড়ী গাঁওসভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে ক্যাণ্ডিডেট ছিল এবং এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই এলাকার কংগ্রেস (আই) প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী জওহর সাহা গিয়েছিলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার গিয়েছিলেন এবং টি ইউ. জে. এস এর প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন যে—যদি সি. পি. আই (এম) ক্যাণ্ডিডেটকে ভোট দাও, তাহলে পরে এই অঞ্চলে দাঙ্গা হবে। এই ধরণের বক্তব্য তারা রেখেছিলেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী :—স্যার, প্রচারে তারা কি বক্তব্য রেখেছিলেন সে সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন থাকত তাহলে আমি বলতে পারতাম। এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। এই ঘটনা সম্পর্কিত কোন তথ্য পুলিশের কাছে দিলে তাদের তদন্ত করতে সুবিধা হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—গতকাল উনি বলেছিলেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১১টা উগ্রপন্থী গ্রুপ আছে। এই হত্যাকাণ্ড কোন উগ্রপন্থী দলের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার:—(ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, এখনও আইডেন্টিফাই করা যায়নি পুলিশ তদন্ত করছে

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি যতটুকু জানি এই আনন্দ দাস রতীশ দাস বিজন দাস এবং যার ডেডবডি পাওয়া যায়নি পরিমাধন দাস তারা সকলেই সি. পি. আই (এম) দলের সমর্থক ছিলেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, আমি এখানে যে তথ্য দিলাম তাতে কে কোন দলের সেটা

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (ভারপ্রাপ্ত) মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া ও শ্রী জিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৯৪ ইং হাওয়াইবাড়ী এলাকার দুলাল দাসের পরিবারের ছয়জন খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রী জিতেন্দ্র সরকার মহোদয়দ্বয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি —

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৯.৪.৯৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ এর সময় তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ী নিবাসী শ্রীস্বপন দাস তাহার বাড়ী থেকে ৩টি গুলির শব্দ পেয়ে তাহার ঘর থেকে বাহির হয়ে আসেন ১০/১২ জন অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী ঐ গ্রামেরই দুলাল দাসের বাড়ীর লোকজনদের আক্রমণ ও হামলা চালাইতে দেখতে পান। শ্রী স্বপন দাস তাহার বাড়ী থেকে পালিয়ে অন্যান্য গ্রামবাসীদের খবরটি জানায় ও তেলিয়ামুড়া থানায় ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করেন।

অনুমান ১০ | ১২ মিঃ পর শ্রীস্বপন দাস ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ দুলাল দাসের বাড়ীতে এসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাহার বাড়ীর উঠানে রক্তাক্ত মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

১) ফুলকুমারী দাস—দুলাল দাসের শাশুড়ী।
২) প্রদীপ দাস —পিতা মৃত দুলাল দাস।
৩) মালী দাস —পিতা মৃত দুলাল দাস।
৪) সীতা রাণী দাস —স্বামী মৃত দুলাল দাস।

তাছাড়া নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় ঘরের ভিতর দেখতে পান।

১) দুলাল দাস — পিতা মৃত গজেন্দ্র দাস।
২) যমুনা দাস — পিতা মৃত দুলাল দাস।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে আহত দুলাল দাস ও যমুনা দাসকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ঐ দিনই তারা এই মারাত্মক জনিত কারণে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মারা যায়। দুস্কৃতকারীরা দুলাল দাসের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে বাড়ীর দক্ষিণ দিকে চলে যায়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—উপরোক্ত ঘটনাটি হাওয়াইবাড়ী নিবাসী শ্রী স্বপন দাসের অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৮ | ১৪৯ | ৩০২ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৭৬ | ৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত কুকীপাড়া নিবাসী সর্বশ্রী (১) রামায়ণ কলই, (২) ধনঞ্জয় রূপিনী, (৩) খগেন্দ্র দেববর্মা (৪) মনাচন্দ্র দেববর্মাকে গত ৩০.৪.৯৭ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করেন এবং (৫) কাশেম দেববর্মা সাং শর্দকরবাড়ি ও (৬) অশোক কলইকে সাং রাঙ্খন পাড়া গত ৭.৫.৯৪ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে যথাসময়ে আদালতে প্রেরণ করেন।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

শ্রী জিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা দেখেছি এই দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যারা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস তাঁরা বলেছেন এই সরকারের যারা বিধায়ক আছেন, মন্ত্রীরা আছেন তাদের বিরুদ্ধে নয় ছয় ইত্যাদি এনে সরকারকে হটানো যাবে না, তাই তাঁরা পরিকল্পিতভাবে তাদের বাহিনীদের নিয়ে এই রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই হাওয়াইবাড়ীর যে ঘটনা সেই এলাকাটা হচ্ছে মিকসড এলাকা সেখানে ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেলের বসবাস। বিশেষ করে দুলাল দাসের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম দিকে ট্রাইবেল বাড়ী এবং উত্তর দিকে বাঙ্গালী বাড়ী। আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে দুলাল দাস ইনোসেন্ট পারসন, সে একজন দীন মজুরী। কাজেই তাকে খুন করার পেছনে আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এই খুনটা হলো পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীর মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করা যাবে এবং দাঙ্গা বাধানো যাবে। তাই এই পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা এটা সংগঠিত করছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর ধারণাটা কি সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই যে পরিবারটা এটা নিরমন্ন পরিবার সেখানে ডাকাতির কোন প্রশ্ন নেই, জমি নিয়ে ঝগড়ারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত আক্রমণ যেখানেই হোক, কোন ট্রাইবেলের উপর আক্রমণ হোক, কোন নন্ ট্রাইবেলের উপর আক্রমণ হোক এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি সম্প্রীতি যেটা আছে সেটা বিঘ্নিত করা। এই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কারুর নেই এবং এই ঘৃন্য পথে আগুন নিয়ে ওরা খেলা করছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষকে ওরা দেখছেন না। সেদিন কংগ্রেসের নেতারা কথা বলতে গিয়েছিলেন, আমি এই কথা বলেছি এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে একদল যাচ্ছে আর একদল ক্ষমতায় বসছে কিন্তু মানুষগুলি তো রয়েছে। মানুষগুলির দিকে তো তাকাতে হবে। ক্ষমতায় আসার জন্য কোন অবৈধ পথ এবং রাজ্যের ভিতরে যারা হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে এবং নিরপরাধ মানুষকে খুন করে, উত্তেজনার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই পথ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং রাজ্যের মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। যারা এই সমস্ত কাজের সংগে যুক্ত আমাদের কাছে কিছু কিছু খবর রয়েছে, যেহেতু আমরা সরকারে রয়েছি, আমাদের পুলিশ রয়েছে, গোয়েন্দা রয়েছে- আমরা জানি কারা কারা করছেন। কিছু কিছু লোকের নাম জানি যারা সক্রিয়ভাবে এইগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন পেছন থেকে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরার ইতিহাসে এটা একটা জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। আমরা টি. এন. ভির আমল থেকে দেখেছি, কিন্তু এরকম একটা পরিবারের ৬ জনকেই হত্যা এই ধরণের ঘটনা ত্রিপুরার ইতিহাসে দেখা যায় না। এটার উদ্দেশ্য কি আমরা জানি। যারা আমাদের পেছনে ছুরি মেরে ক্ষমতায় আসতে চান, আরও দাঙ্গা বাঁধাতে চান তারাই এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এইটুকু জানাতে চাই যে, হত্যার সংগে জড়িত সন্দেহে প্রথমে ৪ জন এবং পরে ২ জনকে ধরা হয়েছিল এবং তাদের স্বীকারোক্তির মূলে আমাদের নায়ক মহানায়করা আছেন। গোটা এলাকার মধ্যে টি, টি, টি, এফ নামক যে উগ্রপন্থী সংস্থা যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সংস্থাটি তারাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করছে, এটা স্বীকারোক্তির মূলে পুলিশের কাছে আছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে বলতে চাই রাঘব বোয়ালের ভূমিকায় যারা আছেন, যারা নাকি ট্রাইবেল বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা লাগাতে চান যেমন জুন মাসে দাঙ্গা হবেই সেই চিন্তা ভাবনা করে এপ্রিল মাসে সেই হত্যাকাণ্ড করেছিলেন সেই নায়ক বর্তমানে বিধানসভায় আছেন। উনাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানতে চাই।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে এক-একটা সংগঠন, যে সমস্ত অরগেনাইজেশানের কথা বলছি, নামগুলি বলিনি, প্রায় ১১টা অরগেনাইজেশান, প্রত্যেকটাতে অনেকগুলি করে গ্রুপ আছে। স্যার, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত. যারা বাঁকা পথে. যারা জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, বাঁকা পথে যারা আসতে চাইছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এই পথ অত্যন্ত ভয়ংকর পথ। যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের শান্তি ও গণতন্ত্রকে বিঘ্নিত করার পথ। এর থেকে আপনারা সরে আসবেন। যারা এই কেইসের ব্যাপারে ধরা পড়েছে তাদের কাছ থেকে যেসমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে তার উপর আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং দোষী প্রমাণিত হলে তারা শাস্তি পাবেন।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী রাজ্যের একটা পরিবারের ৬ জন লোক মারা গেছে, তার জন্য কারা কারা আসামী এই ব্যাপারে না গিয়ে উনি গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। কাজেই আমার বক্তব্য হল স্পেসিফিক এই কেইসের সঙ্গে কারা জড়িত, কোন সেই হতাশাগ্রস্ত দল এবং কোন্ সেই হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ আছে কিনা এবং থাকলে কতদিনের মধ্যে অ্যারেষ্ট করা হবে এবং তারা কারা কারা এটা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যারা অ্যারেষ্ট হয়েছে, স্যার, কানাকে কানা বলে দিতে হয়না, কানা মনে মনে জানা। কানাকে কানা বলতে হয়না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. এখানে যারা এরেষ্ট হয়েছেন তারা কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির দলের অন্তর্ভুক্ত এবং সমর্থক আমরা এটা জানি, আমরা এটাও জানি যে, এরা আরও বহু এই ধরণের কাজ করছেন। এখানকার ঘটনাটা হল, ওরা ডিক্ল্যারেশান দিয়েছিল ৬ই জুন দাঙ্গা করবে এবং এই দাঙ্গার জন্য ওরা বেছে নিয়েছিল ঐ চাওয়াই বাড়ী থেকে কল্যাণপুর এরিয়াটাকে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজগুলি হয়েছিল। স্যার, ২৮শে এপ্রিল চড়াইর কর্ণসিং জমাতিয়ার বাড়ীতে মিটিং হয়েছিল এবং সেই মিটিং এ শব্দ কুমার জমাতিয়া, কর্ণসিং জমাতিয়া অশোক বৈদ্য ও আমরা বাঙ্গালীর গৌরাঙ্গ পালরা উপস্থিত থেকে প্ল্যানটা তৈরী করেছিল চাওয়াই বাড়ী থেকে দাঙ্গা শুরু করার এবং দাঙ্গা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে, ঐ পরিবারটাকে খুন করাবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাঙ্গা বাধিয়ে দেবে এই রকম প্রস্তুতি ছিল তাদের এবং সেইমত খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকাটায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওরা আমাদের ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এমন কি আমাদের যে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তিনি সেদিন খোয়াই থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ওনাকেও রাস্তায় আক্রমণ করেছিল কিন্তু আমাদের লোকদের প্রতিরোধের দরুন তিনি সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন। স্যার, সেদিন তারা এটা পরিকল্পিতভাবেই ঘটিয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্বে ছিল পূর্ণসিং জমাতিয়া অশোক বৈদ্য ও শব্দ কুমার জমাতিয়ারা। তার পরের দিন তেলিয়ামুড়াতে তারা আবার এই রকম একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপের জন্য সেই দাঙ্গা সেদিন রক্ষা পেয়েছে, এই যে তথ্যটা এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, এটা অনেক আগের ঘটনা। কাজেই এক্ষুণি এইভাবে বললে আমার পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীদেবব্রত কলই :— পয়েন্ট অব. ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, মাননীয় বিধায়ক যে বিষয়টা এখানে তুলেছেন আমি সেই ব্যাপারেই একট বলছি। স্যার, গত আগষ্ট মাসে কিল্লা থানার অন্তর্গত কোন এক গোপন আস্তানায়

মাননীয় বিরোধী দলের বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়া সহ গোপন মিটিং করে যেবার পরে কিল্লা থানার পুলিশ লক্ষণধন কলই নামে একটা ছেলেকে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে এবং বাকীরা পালিয়ে যায়। তার পর যে লক্ষনধন কলই গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিল্লা থানায় তাকে তার পাড়া মানে তার গ্রাম যেহেতু তৈদু থানার অন্তর্গত সেহেতু তাকে তৈদু থানায় প্রেরণ করা হয়। স্যার, বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি পুলিশ ইনটারগেশানে সে লক্ষনধন কলই স্বীকার করেছে যে কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে, স্যার, যুব সমিতির নির্দেশে এবং রতিমোহন জমাতিয়ার নির্দেশে এ, টি, টি, এফ দলরা ২৭শে এপ্রিল ...বাড়ীতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত এবং শুধু তাই নয় আমার তৈদু এলাকার সামপারী বাজারে কে, বি, টির একজন শিক্ষক উপজাতি কর্মচারী কমিটির সদস্য এবং বামফ্রন্টের সমর্থক অমরেন্দ্র দেববর্মাকে খুন করার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তারপর তৈদু থেকে আগরতলা আসার পথে একটা মিনিবাসের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে ডি ওয়াই এফ এর একজন কর্মী বাদল পালকে হত্যা করার ঘটনাও সেই লক্ষনধন কলই স্বীকার করেছে। কাজেই এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা বা কোন কার্যাকরী ব্যবস্থা জনস্বার্থে এবং শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এই সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এক্ষুনি আমি এই তথ্য দিতে পারছি না। তবে লক্ষ্মণধন কলই সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য মাননীয় সদস্য দিয়েছেন আমি সেগুলি কালেক্ট করব।

শ্রী দেবব্রত কলই :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই লক্ষ্মণধন কলই ইনটারগেশন করার সময় সে স্বীকার করেছে যে জেলা পরিষদ থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫০০ টাকা করে তাকে বেতন দেওয়া হয়। এবং সে আরো স্বীকার করেছে যে টি, টি, এফ এর ..০ জন সদস্য নাকি সারা ত্রিপুরাতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে এটা সত্য কি না?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শুধু লক্ষ্মণধন কলই নয় আরো শুনেছি যে এরা এইসব কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আমার হাতে কনক্রিট এভিডেন্স নেই সেহেতু আমি এক্ষণি এই সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছি না। তবে আমি এই রকম কথাবার্তা শুনেছি।

শ্রী দেবব্রত কলই :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা আরো জানি এই লক্ষ্মণধন কলই এর স্বীকারোক্তির পর যখন তৈদু এলাকায় জনগণের মধ্যে জানাজানি হয়— এরপর উপজাতি যুব সমিতির কোন সক্রিয় কর্মী আর বাজারে নামেন না এবং তারা পরবর্তী সময়ে সেখানে টি, টি, এফ নাম দিয়ে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেমন রাধাকৃষ্ণ দেববর্মা পাড়ার মধ্যে ৭ জন সি পি আই (এম) কর্মীর বাড়ী তাদের হুকুমে হামাক দেয় এবং তারা এখন বাড়ীছাড়া। এভাবে তৈদু এলাকায় বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকদের তারা হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং এই সমস্ত যুব সমিতির কর্মীরা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই ধরণের চক্রান্ত করছে। এখন তারা প্রকাশ্যে বাজারে নামছে না এই সম্পর্কে সরকারের কাছে তথ্য আছে কি না?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিলে পরে তথ্য দেওয়া যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"দিশনে পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় খারাপ পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবল দাস। আমি আমাদের সরকারের বক্তব্য হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। এবং আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই খরা পরিস্থিতি শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরায়ও যে খরা চলছে সে সম্পর্কে তথ্য হাউসের সামনে উপস্থিত করতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, লে করে দিন।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — বর্তমান খারিপ মরশুম মে মাস হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু বিশেষ করে আউস, আমন ধানের চাষ ব্যাহত হয়েছে। এই সময়ে পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায় যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে তার সঙ্গে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের তুলনামূলক হিসাব আমি হাউসে উপস্থিত করছি। হিসাবটা বেশ লম্বা। সমস্ত বিভাগের মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট এই চার মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কত এবং প্রকৃত বৃষ্টিপাত কত হয়েছে—এটা লম্বা চার্ট। এটা আপনার অনুমতি পেলে জেলা ভিত্তিক গড় হিসাবটা দাখিল করে বিস্তৃত হিসাবটা হাউসে লে করতে পারি।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— জেলা ভিত্তিক গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব :

: মে মাসের গড় বৃষ্টিপাত :

জেলা	স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের গড়	প্রকৃত বৃষ্টিপাত
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৯৭·৬ মিঃ মিঃ	১৮৭·৬ মি, মি,
দক্ষিণ ত্রিপুরা	২৫৭·৫ মি, মি,	১৪৯ মি, মি,
উত্তর ত্রিপুরা	৩৮৯·১ মি, মি,	২১৩·৪ মি, মি,

: জুন মাসের গড় বৃষ্টিপাত :

জেলা	স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের গড়	প্রকৃত বৃষ্টিপাত
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪৩৫·৭ মি, মি,	২২৮·৯ মি, মি,
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪২৩ মি, মি,	২৩৯·৫ মি, মি,
উত্তর ত্রিপুরা	৪৭৮·১ মি, মি,	২৯২·৪ মি, মি,

জুলাই মাস

জেলা	স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের গড়	প্রকৃত বৃষ্টিপাত
পশ্চিম ত্রিপুরা	৩৭৮·৭ মিঃ মিঃ	১২৯·১ মিঃ মিঃ
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৩৮২·২ মিঃ মিঃ	২৩০·৮ মিঃ মিঃ
উত্তর ত্রিপুরা	৩৮১·৬ মিঃ মিঃ	৩১৯·৭ মিঃ মিঃ

	আগস্ট মাস	
পশ্চিম ত্রিপুরা	৩১৯.৩ মিঃ মিঃ	২১৫.২ মিঃ মিঃ
দক্ষিন ত্রিপুরা	৩৫০.৫ মিঃ মিঃ	৪২১.৪ মিঃ মিঃ
উত্তর ত্রিপুরা	২৮৬.৫ মিঃ মিঃ	৪৫৪.৬ মিঃ মিঃ

যে তথ্য আমি দিয়েছি তাতে এটা পরিষ্কার যে, আগস্ট মাস পর্যান্ত আমন মরশুমের শেষ দিকে যে বৃষ্টিপাত হয় উত্তর ত্রিপুরায় তার থেকে একটু বেশী হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় মোটামুটি হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় কম হয়েছে। যার ফলে আউশ মরশুমে যে, জুন এই মাসটি রাজ্যের সর্বত্র বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ফলে আমন ফসলে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এরিয়া বা এল'ক ভিত্তিক যা হওয়ার কথা তার থেকে কম হয়েছে। কিন্তু আমন মরশুমের শেষে আগস্ট মাসে একটু বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ার ফলে যদিও আমার কাছে তথ্য নেই তবে সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে যে কয়দিন আমন ধান লাগানোর মরশুম রয়েছে তখন অনেক কৃষকরা লাগিয়েছেন, সেটা সহ ধরলে আমন ফসল কম হবে ঠিক কিন্তু এরিয়া অনেকটা কাভার করেছে। একদিকে যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল স্বল্প অপরদিকে সব জায়গায় বৃষ্টিপাত সমান না হওয়ায় অনেক এলাকাতে ধানের বীজ বোনা বা রোয়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। আগস্ট মাস থেকে সব জেলাতে বৃষ্টিপাতের কিছুটা উন্নতি হওয়াতে আমন ধানের রোয়ার কাজ সেপ্টেম্বর মাসেও চলছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী যে পরিমান জমিতে আউস ও আমন ধান করা সম্ভব হয়নি তার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	ফসলের নাম	হেক্টর হিসাবে) চাষের লক্ষ্যমাত্র	যে পরিমান জমিতে চাষ করা হয়েছে	(হেক্টর হিসাবে) যে পরিমান জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি
পঃ ত্রিপুরা	আউস	৩২,০০০	২২,৮৭০	৯,২৬০
	আমন	৬১,০০০	৪৮,৭৬০	১২,২৭০
দঃ ত্রিপুরা	আউস	২৩,০০০	১৬.০৪০	৬,৯৬০
	আমন	৪১,০০০	৩৭,৯৫০	৩,০৫০

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আউস ফসলের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩,০০ হেক্টর, চাষ করা সম্ভব হয়েছে ১৬,০৭০ হেক্টর জমিতে আর ৬,৯৬০ হেক্টর জমিতে চাস করা সম্ভব হয়নি।

আমন ধানের ক্ষেত্রে চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১,০০০ হেক্টর চাষ করা সম্ভব হয়েছে ৩৭,৯৫০ হেক্টর জমিতে, ৩,০৫০ হেক্টর জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি।

উত্তর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আউস চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০,০০০ হেক্টর, চাষ করা সম্ভব হয়েছে ২৯,৫৮০ হেক্টর জমিতে ৪২০ হেক্টর জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি। আমন ধানের ক্ষেত্রে চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮,০০০ হেক্টর, চাষ করা সম্ভব হয়েছে ৩৪,৬৩০ হেক্টর জমিতে আর ৩,৩৬০ হেক্টর জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি।

সমগ্র ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আউস ফসল চাষের লক্ষ্যমাত্র ছিল ৮৫,০০০ হেক্টর জমিতে, চাষ করা সম্ভব হয়েছে ৬৮,৬৬০ হেক্টর জমিতে, আর ১৬,৫৪০ হেক্টর জমিতে চ করা সম্ভব হয়নি।

আমন চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১, ০,০০০ হেক্টর জমিতে, চাষ করা সম্ভব হয়েছে ১,২১,৩৫০ হেক্টর জমিতে, ১৮,৬৫০ হেক্টর জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি।

২০শে আগষ্টের পর হইতে শুধু স্থানীয় জাতের আমন চারাই রোপন করা হইতেছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা এইরূপ :—

জেলার নাম	ক্ষতিগ্রস্ত
পশ্চিম ত্রিপুরা	৯১,১৬০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪২,৬৭০
উত্তর ত্রিপুরা	১৬,১০০
মোট সমগ্র ত্রিপুরা—	১৪৯,৯০০ পরিবার।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ভাইদের বিষয়ে রাজ্য সরকার খুবই সচেতন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ভাইদের সহায়তার জন্য এবং সম্ভবত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাউজে দাখিল করছি —

১. কৃষক প্রতি ০.১০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করার জন্য ২৫,০০০ কৃষককে প্রয়োজনীয় ধান বীজের মিনিকিট প্রদান।

২. কৃষক প্রতি ০.৭০ হেক্টর জমিতে গম চাষের জন্য ২,০০০ কৃষককে প্রয়োজনীয় গম বীজের মিনিকিট প্রদান,

৩. কৃষক প্রতি ০.২০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের জন্য ৭,০০০ কৃষককে সরিষা বীজের মিনিকিট প্রদান,

৪. আমন ফসলের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার জন্য ৫০,০০০ কৃষককে ১০ কিলোগ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রদান করা,

৫. ১০,০০০ কৃষককে সব্জি উৎপাদনের জন্য মূলা, মটরশুটী ও আলু বীজের মিনিকিট প্রদান এবং

৬. ৫০০ কৃষককে সেচের জন্য পাম্প মেসিন ক্রয় করতে পাম্পসেট প্রতি সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকা ভতুর্কী প্রদান।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আমাদের রাজ্যে সর্বমোট ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ? এবং তার থেকে এই খরা পরিস্থিতির জন্য মোট কত পরিমাণ ফসল কম উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে খারিফ মরশুমে ফসল উৎপাদনের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৮০ হাজার হেক্টর তার উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭ শত মেট্রিক টন। এছাড়া আমাদের যতটুকু ফসল উৎপাদন হওয়ার কথা খরার ফলে তার থেকে কম হবে। এবং যেটা কম হবে সেটি আমাদের দপ্তরের এসেসমেন্ট হচ্ছে ১৬ হাজার ৫ শত ৪০ হেক্টর জায়গা কম হচ্ছে। আর ২০ হাজার ৮০ মেট্রিকটন আউস ফসল কম হচ্ছে। আর তার টাকার হিসাবে ১ কোটি ২ লক্ষ ৬১ [illegible] আমন উৎপাদন কম হবে ৩১ হাজার ৩ শত মেট্রিক টন। তার টাকার হিসাবে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। সব অন্যান্য শুকনো ফসল আছে সেই হিসাব আমি এখন দিতে পারছি না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, যারা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মিনিকিট ও দেওয়া হবে। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণের জন্য কৃষি বীমা চালু করে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি পূরণের পরিকল্পনা সরকার দিবেন কিনা ?

ASSENT TO BILL

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফসলের উপর বীমা আছে—যেমন ধান। যারা এই ধানের উপর বীমা করে রেখেছেন তারা নিশ্চই ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। আর যারা করেননি তারা এই স্কীমের আওতায় পড়বে না।

AFTER RECESS AT-2 P.M.

ASSENT TO BILL

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন, একটি ঘোষণা। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় নিম্নোক্ত বিলটিতে উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলটি হল :—

১) দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইম্যান বিল, ১৯৯৩	সম্মতির তারিখ
(ত্রিপুরা বিল নং ৭ সব ১৯৯৩)	১-১-১৯৯৪ ইং

LAYING OE PAPERS ON THE TABLE

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—Laying of Annual Report and Accounts Laying of a copy of The Annual Report & Accounts of the Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited for the year 1987-88 as required under Section 619A (3) of the Companies Act, 1956.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত এ্যানুয়েল রিপোর্ট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস এই সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Aghore Deb Barma (Minister) : —Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to lay before the House a Copy of The Fifth Annual Report and Accounts of the Tripura Rehabilit-atoin Plantation Corporation Limited for the year 1987-88 as required under Section 619A (3) of the Companies Act, 1956.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকের সভায় পেশ করা এ্যানুয়েল রিপোর্ট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস এর প্রতিলিপিটি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

GOVERNMBNT EILL

এই সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে, The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. of 1994) এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Sri Kashab Majumder (Minister) Mr. Deputy Speaker, Sir I beg to move before this House that The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994) be taken into consideration স্যার, আমি এই বিলটি হাউসের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে গিয়ে দুই একটি কথা বলতে চাইছি। স্যার, আমরা সবাই জানি আমাদের এই রাজ্যে মিউনিসিপ্যালিটি চালু আছে, তবে সেটা দুইটি অবস্থার মধ্যে আছে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি। স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের এই রাজ্যে যে আইন, সেটা বেঙ্গল মিউনিসিপাল এ্যাক্ট এ্যাডপ্ট করে করা হয়েছে। স্যার, সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ স্বাধীনতার বয়স যত বাড়ছে, মানুষের প্রয়োজনও সেই রকম ভাবে পারবর্ত্তিত হচ্ছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৫১ বছর ধরে আমাদের বিভিন্ন আইনেরও কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই রকমই বৃদ্ধি হল আমাদের সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধন, যেটা ১৯৯২ সালেই পাশ হয়ে গেছে যে দেশের মধ্যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কিভাবে চলবে। আগে যে ধারণা ছিল, সেই ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, কাজেই এই ব্যাপারে নূতন করে আইন তৈরী করা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোন রাস্তা নেই। তাই, সাংবিধানিক সংশোধনীকে কার্যাকরী রূপ দেওয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিলটাকে এই হাউসে উত্থাপন করেছি। যখন এই সংশোধনীটা পাশ হয়, তখন আমাদের এই রাজ্যে বিধানসভার কোন অধিবেশন ছিল না, তাই সাংবিধানিক নির্দেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের একটা অর্ডিন্যান্স জারী করতে হয়েছে এবং সেই অর্ডিনান্সকে এ্যাকটে রূপান্তরিত করার জন্যই এই বিল।

দ্বিতীয়ত: এটা সবারই জানা ভারতবর্ষে সংসদীয় ধারা চলে আসছে এবং এই সংসদীয় ধারণা এতকাল একটা স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। পার্লামেন্ট এবং এসেম্বলিতে কথাবার্তা চলে আসছে যে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। ভারতবর্ষ যারা শাসন করে আসছেন, আজকে স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর তারা বুঝতে পারছেন যে তৃণমূল পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক নির্দ্দেশ প্রয়োজন। এই সংসদীয় নির্দ্দেশটি বা ধারাটি এই আইনের মধ্যে রূপ পেতে চলেছে। আমাদের পার্লামেন্টারী সিসটেম যেটা আছে তাতে লেজিসলেটিভ ফাংশন আছে, একজিকিউটিভ ফাংশন আছে এবং জুডিশিয়েল ফাংশন আছে। এই ত্রিপুরার মধ্যে পঞ্চায়েত ধারা বলতে কিছু ছিল না। এই দুইটা সংশোধনী ৭৩ এবং ৭৪, ধারা ১৯৯২ সালে এসে চুড়ান্ত রূপ নিয়েছে। আগে পঞ্চায়েত স্বায়ত্বশাসন এই বিষয়গুলি পার্লামেন্টারী সিসটেমের সংগে জড়িত ছিল না। পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনেক কথা, অনেক বাণী উপস্থিত হতো কিন্তু অন্য দিকে হাত তুলে ভোট সংসদীয় গণতন্ত্রে চালু ছিল। সেই কারণে সংবিধান সংশোধন হয়েছে এবং এই বিলটা উপস্থিত হয়েছে যাতে ভারতের পার্লামেন্টারী সিষ্টেম সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির হাতে ক্ষমতাও দেওয়া হবে এবং সেটাকে নগর জীবনেও উপস্থাপিত করতে হবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যার দুই এক ভাগ হচ্ছে মহিলা। যদিও আমাদের সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে এসেছে এবং সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মহিলারা পণ্যে পরিণত হয়েছিল। তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল মাত্র। সেই কারণে এই বিষয়টি এই বিলের মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছে সংবিধানের নির্দ্দেশ অনুসারে। যাতে অন্ততঃ মহিলারা প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন, নিজেরা বিকশিত হতে পারে সেই জন্য।

সে কারণে এই আইনের মধ্যে এই বিধিটা উপস্থিত করা হয়েছে। সংবিধানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মহিলারা যাতে প্রশাসনিক কাজে পারদর্শিতা দেখাতে পারে, তারা বিকশিত হতে পারে মুক্তির আন্দোলনের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। স্যার, এই বিষয়গুলি ছাড়াও এই বিলের যে সব বিশেষ দিকগুলি আছে সেটা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। এই বিলটি ২০টি চাপটার এবং ২টি সিডুয়েল নিয়ে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ কনষ্টিটিউশান অব মিউনি-সিপ্যাল এরিয়াস—এই বিলের মধ্যে তিনটি ভাগে এরিয়াকে ভাগ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে যে ক্যাপিটালিষ্ট ডেভেলাপমেন্ট চলছে, সেই ক্যাপিটালিষ্ট ডেভেলাপমেন্টের বিকাশ সব রাজ্যে সমানভাবে ঘটেনি। যার ফলে রাজ্য-গুলির উন্নতিও সমান ভাবে ঘটেনি। এই যেমন হয়েছে, তেমনি একই রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলের সমানভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ভারতবর্ষের ক্যাপিটালিষ্ট ডেভেলাপমেন্ট যতটুকু ঘটেছে বিভিন্ন রাজ্যে তার কাছেও আমরা নেই ত্রিপুরা রাজ্য ফারদেষ্ট কর্ণারে আছে। যার ফলে ক্যাপিটালিষ্ট ডেভেলাপমেন্ট প্রতিফলিত হয় নি।

তেমনি একই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অংশ ও এই ভাবে উপেক্ষিত থেকেছে, বিকাশ সমান ভাবে ঘটে নি। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নগর, বন্দর, শহর গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন সমতা নেই। যে কারণেই এই বিলের মধ্যে এটাই চাওয়া হয়েছে কিছু এলাকাকে লার্জার মিউনিসিপ্যাল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু এলাকাকে স্মলার মিউনিসিপ্যাল এরিয়া বা আর বানএরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিছু এলাকাকে ট্র্যান্সিশন্যাল এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে এলাকাগুলি এখনও গ্রাম স্তরেই রয়ে গেছে শহরে পৌছতে পারেনি, এই ধরণের এরিয়াকে এই বিলের ট্র্যান্সিশন্যাল এরিয়া হিসাবে এই বিলের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত এলাকাগুলি নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত সেগুলি ট্র্যান্সিশন্যাল এরিয়া হবে। তিন ধরনের ব্যাখ্যা এই বিলের দেওয়া হয়েছে যেটা—লার্জার মিউনিসিপাল এরিয়া সেটাকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যেটা স্মলার এরিয়া সেটার পরিচিত হবে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল হিসাবে এবং ট্র্যান্সিশন্যাল এরিয়াকে বলা হবে নগর পঞ্চায়েত। এই ভাবেই বিলে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরকেই তিনটাপ্রনালীতে ভাগ করা হয়েছে লেজিস-লেটিভ বিষয়, এ্যাক্জিকিউটিভ অথরিটি এবং এ্যাগজিকিউটিভ হেড। এটা ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্য রেখে এই ভাবে করা হয়েছে। কোন এলাকাকে কি ধরনের এরিয়া বলা হবে তার ব্যাখ্যা এই বিলে দেওয়া আছে। যে অঞ্চলের পপুলেশান ৫০ পার্সেন্ট অথবা তারও বেশী, যারা নন এগ্রিকালচারিষ্ট, কৃষির উপর নির্ভরশীল নয় এই রকম এলাকাও আছে। যে এলাকা ডেনসিটি অব পপুলেশান, প্রতি বর্গ কিলো মিটারে ৫০ এর উপর হবে সেই সব এলাকাকেও এই বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এখন ৫০ হাজারের উপর থেকে ৫০ লাখের নীচে পর্য্যন্ত এই ধরণের যে জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরাঞ্চল এই শহরাঞ্চলগুলিকে বলা হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল। এই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মধ্যে তিনটি ধারাই আছে (১) মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (২) চেয়ার পারসন ইন কাউন্সিল (৩) আর একটা যে অঞ্চল আছে সেটা হচ্ছে চেয়ার পারসন। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থা হবে কর্পোরেশন ভুক্ত হবে, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ভুক্ত হবে যে সব এলাকার জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০০ এর উপরে আছে যে সব অঞ্চলের মানুষ যারা আছেন তাদের মধ্যে ৫০ পারসেন্ট বা ৫০ পারসেন্টের উপরে মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করেন। এমন সব জনগণকে নিয়ে, এমন সব অঞ্চলগুলিকে নিয়ে, কাউন্সিল নিয়ে এই কর্পোরেশনই বলুন বা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলই বলুন তার এলাকা নির্ধারিত হয়ে থাকে সুতরাং সে জন্য ওর মধ্যে আছে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল যেমন একটা আছে, মেয়র ইন কাউন্সিল একটা হচ্ছে এগজিকিউটিভ বডি এবং চেয়ার পারসন হচ্ছে এগজিকিউটিভ হেড। কনষ্টিটিউশান অর্থাৎ মিউনিসিপাল গঠন এই তিন ধারা এই সমস্ত বিষয়গুলি এর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। স্যার, এই বিলের মধ্যে সংস্থান রাখা হয়েছে এইগুলি যাতে অর্থবহ হতে পারে তার জন্য সব রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর হয়ে যারা সামান্য অবস্থার মধ্যে তাদের বিষয়ে ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্র সেগুলি দেওয়া হয়েছে, যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। এবং তার মধ্যে যারা নির্বাচিত সদস্য হবেন সেই নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যেকটি গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন করতে গেলে কতগুলি এরিয়া নিয়ে এগুলি ভাগ করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ড। এখন নগর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেতে সর্বনিম্ন ৫ এবং সর্বোচ্চ ১৫ এই রকম ভাবে নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলিকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ক্ষেত্রেতে সর্বনিম্ন ১৫ এবং সর্বোচ্চ ২৫ এই রকম ভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে কতগুলি ওয়ার্ডে বিন্যস্ত করা হবে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেতে যেটি আমাদের রাজ্যের কোন শহর নেই। সুতরাং আমাদের রাজ্যে প্রয়োজ নেই কিন্তু তা সত্বেও তো হতে পারে ভবিষ্যতে

সুতরাং এই আইনে বা এই বিলের মধ্যে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাতে নীচে ২০ জন উপরে ৪০ জন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত সদস্য থাকবে এবং এইগুলি গঠন করবার মধ্যে যেমন নির্ব্বাচিত সদস্য থাকবে, এই নির্বাচিত সদস্যরা হবেন সিঙ্গল মেম্বার কনষ্টিটিউন্সি থেকে সেটাও এই বিলের মধ্যে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখন জনসংখ্যা অনুযায়ী বলা যাবে যে কত জনসংখ্যা বিশিষ্ট একটা ওয়ার্ড করা যাবে এই বিলের মধ্যে প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে যে সর্ব্বনিম্ন ৮০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চলকে নিয়ে একটা ওয়ার্ড করা যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন অঞ্চলকে বলা হয়েছে ট্যান্সিশন্যাল আরবান এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত হবে তার মধ্যে যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় মোট জনসংখ্যা ৮০০ করে যে সব ভাগ করেছি যদি কোন অসুবিধা দেখা যায় টোট্যাল জনসংখ্যার ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিফলন না ঘটে তাহলে এই বিলের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এটাকে উল্লেখ করার জন্য অর্থাৎ তাকে বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে এই বিলের মধ্যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে সেই হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে এই বিধান রাখা হয়েছে। তারা চিন্তা ভাবনা করলে তাহলে একদিকে হচ্ছে নির্বাচিত সদস্যরা থাকবেন অন্যদিকে এইগুলির রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য থাকবেন। মনোনীত সদস্যদের রাখার ক্ষেত্রেতে কারা কারা মনোনীত হতে পারেন এই হিসাবে বিলের মধ্যে সেই সবসংশোধন রাখা হয়েছে।

এক একটা ক্ষেত্রে এক-একরকম রাখা হয়েছে। অনধিক ২ জন সদস্য নগর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে হবে, ৩ জন সদস্য মিউন্যাসিপ্যাল কর্পোরেশানের ক্ষেত্রে হবে, ৬ জন সদস্য মিউন্যাসিপ্যাল কর্পোরেশানের ক্ষেত্রেতে হবে। এই ধরণের বিধান এর মধ্যে রাখা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় এইবার যে মিউন্যাসিপ্যালগুলো আছে তাদের ক্ষমতার মধ্যে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন বিধি কার্যকর্তা ইত্যাদি সমস্ত নির্বাচন করতে গেলে এর মধ্যে যাতে কোন অংশের জনগণ তার প্রতিবন্ধি থেকে বঞ্চিত না হন বিশেষ করে যারা পেছনে পড়ে আছেন আমাদের এখানে সিডুলডকাষ্ট আছে, সিডুলডট্রাইব আছে তাদের জন্য রিজার্ভেশান-এর ব্যবস্থাও এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। সেটা মিউনিসিপালিটি অঞ্চলের মধ্যে যে প্রপোরশনেটলি তারা তা করেন যে রেশিওতে জনসংখ্যা হবে এস সি, এস টি এবং অন্যান্য অংশ এরা যে প্রপোরশনে হবে সেই প্রপোরশনে তাদের প্রতিনিধি তার মধ্যে নির্বাচিত হবে, তার মধ্যে সীটের রিজার্ভেশান ওভাবে হবে এবং শুধু এখানেই নয় এর মধ্যে আর একটি বিধানও আছে উইম্যানদের জন্য ও ওয়ান-থার্ড থাকবে। আবার এই ওয়ান থার্ডের মধ্যে এস সি, এস টিও তাদের সংখ্যা অনুযায়ী থাকবে। চেয়ার পারসন বা কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সেখানে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই রিজার্ভেশানের ভিত্তি হচ্ছে সমস্ত মিউন্যাসিপ্যালিটির ভিতরে যে টোট্যাল জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে ওখানকার এস সি, এস টি পপুলেশান যা আছে পপুলেশানের রেশিওতে ওদেরও যাতে ওরা বঞ্চিত না হন কর্মকর্তার নির্বাচনের ক্ষেত্র থেকে সেই বিধান রাখা হয়েছে। মহিলাদের মধ্যেও ওয়ান থার্ড তার জন্য রাখা হয়েছে। স্যার, এর আর্থিক দিক, পরিকল্পনার দিক এই সমস্ত করতে যাওয়ার ক্ষেত্রেতে এবং এর যে অ্যাকৃজিকিউটিভ বডি আছে সেই অ্যাকৃজিকিউটিভ বডি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কাদের কাদের নিয়ে অ্যাকৃজিকিউটিভ বডি হবে সেইগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিধান রাখা হয়েছে। এটার পরিচালনা করার জন্য এই অ্যাকৃজিকিউটিভ বডিতে চেয়ার পারসন থাকবেন, ভাইস, চেয়ার পারসন থাকবেন। এছাড়া ৩টি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকবে। এই ৩টি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মধ্যে ফিনান্স কমিটি থাকবে পাবলিক হেল্থ কমিটি থাকবে এবং পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট থাকবে। বলতে গেলে একটা নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চিন্তাভাবনা করেই এগুলিকে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে শুধু এই ৩টা বিষয় যা উল্লেখ করা হয়েছে সেইগুলিই মিউন্যাসিপ্যাল এক্তিয়ার ভুক্ত থাকবে বা নগর পঞ্চায়েতের অন্যগুলি থাকবে না। কিন্তু নগরজীবনকে যদি সুষ্ঠু করতে হয়, সুষ্ঠু করে পরিচালনা করতে হয় তার জন্যই এই বিষয়গুলি স্পেশিফিক্যালি এখানে বলা আছে।

এছাড়া যেটা থাকবে টোটাল পরিকল্পনা করার জন্য প্ল্যানিং বোর্ড, আর্থিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দেখার জন্য ফিনান্স কমিশন। রাজ্য সরকার থাকবেন, মিউন্যাসিপ্যাল থাকবেন। রাজ্য সরকার এবং মিউন্যাসিপ্যাল তার মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিন্যাসটা কিভাবে হবে ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করার জন্য টাইম টু টাইম ফিনান্স কমিশন বসতে পারেন। তারা তাদের সেখানে পরামর্শ দিতে পারেন, চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন। এছাড়া ফিনানশিয়েল দিকও এই বিলের মধ্যে উল্লেখ করা আছে, সেটাও দেখতে হবে। আর্থিক দিক থেকে ৩ ভাগে এটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটা যেমন গভর্ণমেণ্টের থেকে গ্রাণ্ট-ইন-অ্যাইড পাবে, একটা মিউন্যাসিপ্যালিটি তাদের নিজস্ব কিছু করে বা খাজনা-টাজনা ইত্যাদি তুলে তার মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও রাজ্য সরকার যেসব কর ইত্যাদি পেয়ে থাকে তাকে তার মধ্য থেকে যাতে একটা অংশ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এদের কাজ চালাতে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য এটা করা হয়েছে। এখানে যেটা অ্যাকজিকিউটিভ বডির কথা বলেছিলাম অ্যাকজিকিউটিভ বডির মধ্যে নগর পঞ্চায়েতের বেলায় ফিনান্স কমিটি যা হবে তার একটা গঠন প্রণালী আছে, মিউন্যাসিপাল কাউন্সিলের বেলায় গঠন প্রণালী একই ধরণের রাখা হয়েছে। তারমধ্যে সংখ্যার কিছু হেরফের ইত্যাদি রয়েছে। নগর পঞ্চায়েতে তিনজন নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা, মানে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের মধ্যে তিনজন সেখানে যাবেন। চারজন সরকারী অফিসার যারা থাকবেন ফিনান্সের সঙ্গে যুক্ত তারা সেখানে থাকবেন। চেয়ার পারসন তিনজন থাকবেন, এই নিয়ে সেখানে ফিনান্স কমিটি হবে এবং এই ফিনান্স কমিটিতে চেয়ার পারসন হবেন মিউনিসিপ্যালিটির বা নগর পঞ্চায়েতের যিনি চেয়ার পারসন তিনিই ফিনান্স কমিটির চেয়ার পারসন হবেন। অন্যান্য কমিটিরও এই ধরণের গঠন প্রণালী আছে। মিউনিসিপাল কাউন্সিলের বেলায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে চারজন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন। করপোরেশানের বেলায় ছয় জন থাকবেন। কিন্তু যারা অফিসার থাকবেন তাদের চার জনের বিধানই সব জায়গাতে রাখা হয়েছে। অন্যান্য স্টেণ্ডিং কমিটিগুলির গঠন প্রণালী একই ধারায় রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়গুলি বিলের মধ্যে আমরা নিয়েছি। এই বিলের মধ্যে যেটার সংস্থান রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, নির্বাচনের সংস্থান জেনারেল ইলেকশান হবে এবং তাতে ভোটাধিকার যাদের রাখা হয়েছে তারা হল এই অঞ্চলের মধ্যে ১৮ বছর বয়সের যারা বসবাস করবেন তারাই ভোট দেবার মালিক। কিন্তু কোন নির্বাচনে যদি অংশ গ্রহণ করতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ২১ বছরের বয়স্ক হতে হবে। এই রকম বিধান এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমি এখানে সবগুলি বিস্তারিত আলোচনা করছি না, চাপ্টার ৬ থেকে বার পর্যন্ত এইগুলির মধ্যে অ্যাপ্লিমেণ্ট অফ মিউনিসিপালিটি, বিভিন্ন জেনারেল পাওয়ার, ফাংশনস্ মিউনিসিপালিটির এইগুলি কি হবে তা মধ্যে নিবদ্ধ আছে। এইগুলি আমি বিস্তারিত বলতে চাই না, কারণ তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। চাপটার ১৩ তে এখানে মিউনিসিপালিটির রেভেনিও কি হবে সেটা বলা আছে। এইটা আমি আগেই বলেছি করারোপ করে সেখানে রেভেনিও আদায় করতে পারবে, মিউনিসিপালিটিগুলি সরকারের তরফ থেকে গ্যারাণ্টিও পাবে এবং যারা শেয়ার অফ ডিউটিস এইগুলি পাবে, এই তিনভাবে মিউনিসিপালিটিগুলি, নগর পঞ্চায়েত বা অন্যগুলি আসতে পারে সেটাই এখানে আছে। চাপটার ১৪ তে যে বিধান রাখা হয়েছে তা হচ্ছে আরবান অ্যাণ্ড রিজন্যাল প্ল্যানিং এন ডভলাপ-মেণ্ট। এখানে একটা প্ল্যানিং বোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এখানে ফিনান্স আসবে এবং তাতে ফিনান্স কমিটির ব্যবস্থাও করা আছে এটা আপনারা জানেন। পঞ্চায়েত আসলেও এই ধরণের বিধান আছে সুতরাং এখানে রাখা হয়েছে একই রাজ্যের মধ্যে দুইটা যাতে এই রকম ঘটে না যায় তার জন্য একই ফিনান্স কমিশন যেটা হবে

সেটা পঞ্চায়েতের জন্যও কাজ করবে, আবার মিউনিসিপালিটির জন্যও কাজ করবে। প্ল্যানিং বোর্ড যেটা পঞ্চায়েতের জন্য গঠিত হবে সেটাই এখানেও এই মিউনিসিপালিটির মধ্যেও কাজ করবে, এই বিধানগুলি সেখানে রাখা হয়েছে। তারপর মিউনিসিপালিটির পরেরগুলি বিভিন্ন চাপটারের মধ্যে যেগুলি দেওয়া আছে সেই চাপটারগুলির মধ্যে নগর জীবনে কি কি জিনিষপত্র আসবে এবং কোনটা কিভাবে ডিসপোজেল হবে, কি আসবে এবং তার আউট কি হবে এই সব জিনিষগুলি সব উপস্থাপিত হয়েছে, এগুলি আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। অন্যান্য সদস্যরা আছেন তারাও সেখানে আলোচনা করবেন এইসব বিষয়গুলি নিয়ে। সুতরাং সেই জন্য আমি হাউসের কাছে যেটা আবেদন করব এই বিষয়গুলির জন্য, যেগুলি আমি উল্লেখ করেছি, এইগুলিকে এখানে আইনে পরিণত করতে হবে। তাই এই বিষয়গুলি কনসিডার করার জন্য হাউসের সামনে আমি এটাকে উপস্থিত করেছি। আমি আশা করব যাতে করে সমস্ত সদস্যরা তাদের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে এই বিলটাকে পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করবেন। এই আশা রেখে আর সংশোধিত আলোচনা আমি এখানে পেশ করছি এবং এই টি কনসিডারেশানের জন্য হাউসের সামনে রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো:—

"The Tripura Municipal Bill 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় উপরোক্ত বিলটির উপর কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উৎথাপন করে উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994) যেটা সভার সামনে উপস্থাপন করেছেন মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী মহোদয় সেই বিলের মধ্যে যে জনগনের কল্যানে এবং জনগণের স্বার্থে উপস্থাপন করেছেন এমন কিছু অসঙ্গতি আছে যেগুলি পূরণ না হলে ঠিক ঠিক গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা এবং স্বাধিকার এই স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার মধ্যে থাকবে না। যার কারণে আমি কিছু সংশোধনী এনেছি। সেই সংশোধনীগুলি হচ্ছে সেখানে ২০ এর সাব—সেকশন-(৩) ধারার মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার যেখানে স্যার, বলা হয়েছে—এই জিনিসটা একটা গণতান্ত্রিক যে সংস্থা সেই গণতান্ত্রিক সংস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার পর তার মৃত্যু সংবাদ আমরা পাব। সেটা ঠিক নয়। সেই জন্য গণতান্ত্রিক সংস্থাকে ভেঙ্গে দেবার অধিকার থাকবে কিন্তু তার আগে বিধানসভায় সদস্যদের সামনে এটাকে আনতে হবে ফর কন্‌সেন্ট। আমরা জানি ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেও এই ধরণের অনেক কেস্ হয়েছে (এস, আর, বোম্বাই কেস্ ইত্যাদি)। সেজন্য আমার প্রস্তাবে এই সংশোধনী আমি চাইছি যে গণতান্ত্রিক সংস্থাকে ভেঙ্গে দেবার পূর্বেই যেন বিধান সভার কন্‌সেন্ট নেওয়া হয়।

তারপর বিলের সেকশন ৫০ এর মধ্যে কিছু সংশোধনী এনেছি। এখানে নির্ব্বাচন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা—কি ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হবে এবং তার স্থায়িত্ব কি হবে, কি ভাবে তাকে অপসারণ করা হবে তার উল্লেখ এই সেকশন ৫০ এ নেই। তারজন্য আমি নতুন কিছু সংযোজন চেয়েছি। এরফলে জিনিসটা পরিস্কার হয়ে যাবে যে এই নির্ব্বাচন কমিশনার হিসেবে কি ধরণের পদ মর্য্যাদার ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে। তা না হলে কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিববাঁচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে একটা চাপের মধ্যে রাখতে সরকার চান। কারণ এই রকম নিয়মবিধি না থাকার ফলে বিগত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যে সমস্ত ঘটনা জনগণের অধিকার হরণ করেছে। কাজেই যা'তে তাদের তাবেদার কোন সংস্থা না থাকে তারজন্য এই বিলে নির্বাচন কমিশনার পদে কি ধরণের পদমর্য্যাদা সম্পন্ন লোককে নিয়োগ করা হবে এবং তার কর্মকালের স্থায়িত্ব ইত্যাদি ব্যবস্থা যেন থাকে। কেননা স্যার, আমরা এবং এখানে যারা সরকারে আছেন—যারা এই হাউসে আছেন, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তাই এই বিলে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সচিব পদমর্য্যাদা সম্পন্ন এবং যার পাচ বৎসরের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই ব্যক্তিকে ছয় বছরের জন্য যেন নিয়োগ করা হয়। কারণ বিগত পঞ্চায়েত নিববাঁচনে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করছি স্যার,। কাজেই বিগত পঞ্চায়েত নিববাঁচনের মত যেন আর কোন ঘটনা না ঘটে তারজন্য আমি এই সংশোধনী এনেছি। এবং মাননীয় সদস্যগণ এই সনশোধনটি গ্রহণ করবেন সেই আবেদন রাখছি।

৫১ (৪) এটা বাতিল করার জন্য বলেছি। কেননা সংবিধানের ২৪৩ জেড, এ, অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নিববাঁচন কমিশনারের উপর এবং বর্তমানে আইনের ৫১ (৩) ধারা সংযোজিত হয়েছে। এবং সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধনী অনুযায়ী এবং ৫১ (৩) ধারা অনুয়ায়ী ভোটার লিস্ট তৈরীর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নিববাঁচন কমিশনারের। উক্ত সাংবিধানিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে কিনা স্যার, সেটা চিন্তার বিষয়। মাননীয় পৌরমন্ত্রী সহ সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ আজকে সংবিধানের উপর আনুগত্য দেখিয়ে এখানে এসেছেন বা আমরাও এসেছি। কাজেই এই সভায় এটা কি আমরা আশা করতে পারি না যে আমরা সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করব। কাজেই প্রস্তাবিত আইনের ৪১৫ ধারা বিধানসভা নির্বাচন কমিশনারকে যেমন ভোটার লিস্ট গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারছে না, খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত প্রণয়ন, চুড়ান্ত কারণ নিববাঁচন কমিশনারের এক্তিয়ার ভুক্ত সরকারের ৫১৪ ধারা মতে সভাকে বিভ্রান্ত করে সাংবিধানিক সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। তাই ৫১ (৪) ধারা বিলুপ্তির জন্য আমি সংশোধনী এনেছিলাম।

৫৫ (১) নিববাঁচনী মামলা যেটার জন্য স্যার, দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এবং এটা কেন কি কারণ-এ দেওয়া হয়েছে স্যার, এর পেছনে কি ষড়যন্ত্র ? কেননা আমরা জানি স্যার, নিববাঁচনে এখানে সংস্থান রাখা হয়েছে মাত্র দশ। কারো বিরুদ্ধে অন্যায় কিছু করা হলে, নিববাঁচনী অধিকার হরণ করা হলে সেটার জন্য বিভিন্ন মামলায় যেতে গেলে সেখানে মাত্র দশ দিনের সংস্থান রাখা হয়েছে। স্যার, আজকে এই অল্প সময় দেওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারছি না। কেননা সুষ্ঠু সুযোগ এই সময়ে পাওয়া যাবে না। একজন বিচার চাইতে গেলে সমস্ত তথ্য এবং কাগজপত্র সংগ্রহ করে মামলা করতে গেলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। কেননা আমরা দেখি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেও ৪৫ দিন সময় দেওয়া আছে।

আমি আশা করব মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পৌরমন্ত্রী যেটা দায়িত্ব নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যার কারণে পঞ্চায়েতের প্রথম সংশোধনী আইনে ৬০ দিনের সংস্থান রাখা হয়েছে। কাজেই মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই দশ দিনের জায়গায় ৬০ দিনের সংস্থান রেখে যেন এটার ব্যবস্থা করেন। আর যদি র‍্যাগিংয়ের সুবিধার জন্য এটা করেন তাহলে দশ দিনের জায়গায় একদিন করলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্যার, আমি ৬৬ এর নতুন কিছু সংযোজনী চেয়েছি। কোন্ কোন্ কারণের ভিত্তিতে পৌর নির্বাচনকে অবৈধ করা যাবে সেটা '৬ ধারাতে তা অসম্পূর্ণ। অবশ্য স্যার, অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণ এই সরকারের মূলধন। পঞ্চায়েত আইন করার সময়ও নির্বাচনী বৈধতা উপস্থাপন করার কোন কারণ আইনে সংযোজিত হয়নি। কাজেই, ঐ অপূর্ণতার দায় আমাদের পৌরমন্ত্রীর গায়ে যেন না লাগে, ভুল স্বীকার করতে যেন না হয় তারজন্য আগেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এটাকে বিবেচনা করার জন্য। কেননা আবার যদি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর মত বলতে হয় আমি ভুল করে ফেলেছি সেটা যেন না হয় তারজন্য অনুরোধ করছি। কাজেই অবৈধভাবে কোন প্রার্থীর নমিনেশন বাতিল বা কোন বৈধ ভোটার বাতিল বা ভোট গ্রহণ করে ভুল গণনা, নির্বাচনে দুর্নীতি, বা নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা ইত্যাদি। কেননা অতীত এর অভিজ্ঞতায় বলছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় উত্তর সালবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতের অনুরাধা জমাতিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নমিনেশন জমা দিল। স্যার, জমা দেওয়ার পরে কেউ উইথড্র করল কেউ করল না এবং বিভিন্নভাবে উইথড্র হয়েছে সেই বিতর্কে যেতে চাই না। স্যার, উইথড্র কিভাবে হয়েছে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি-অনুরাধা জমাতিয়া উইথড্র করল না। যখন প্রচার করতে লাগল তখন জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করল 'আপনার পরিচয়পত্র আছে?" যখন সে পরিচয়পত্রের জন্য অফিসে গেল তখন তাকে বলল যে "না আপনার নমিনেশন প্রত্যাহার করা হয়ে গেছে"। অথচ সে জানল না কিভাবে তার মনোনয়ন প্রত্যাহার হয়েছে। কারা করল, কে করল। কেউ কিছু জানে না এই সমস্ত ঘটনা স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ঘটেছে। কাজেই তারজন্য আমি সংশোধনী চেয়েছি।

প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে গণনা কেন্দ্রে গুণ্ডাবাজী করে এবং নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়া এবং ক্যাডার ভিত্তিক কর্মচারী দিয়ে গণনার ফলে স্যার, সে ঘটনা ঘটছে। এটা স্যার, আমার আপনার ব্যাপার না সেই ঘটনা আমরা দেখেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে তেলিয়ামূড়া ব্লকে আপনি ভালো করে জানেন সেই আমার বাড়ীর যে গাঁও পঞ্চায়েত, সেই গাঁও পঞ্চায়েতে কি ঘটনা ঘটেছে? সেই পঞ্চায়েতে প্রথম গণনায় বলল যে একটাও বিরোধীরা পায়নি। তারপরে যখন আবার গনল তখন বলল যে দুইটা সীট পেয়েছে।

এটা আমার কথা নয় আপনাদের অফিসারের কথা। তারপর যখন সবাই মিলে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ধরল তখন নির্বাচন কমিশনের আদেশে যখন আবার গণনা হল তখন গণনার পর দেখা গেল যে আরো দুইটা আসন পাওয়া গেল। তা হলে দেখা গেল যে মোট ৬টা আসন পেয়েছে। এই পঞ্চায়েতে শূন্য থেকে ৬ এগিয়ে পৌঁছল। এইভাবে যে কতটা করেছেন তা আপনারা জানেন। তা আমরাও কিছু কিছু জানি এই সমস্ত ঘটনা। কল্যাণপুরে কৃষ্ণবন গাঁওসভার পত্র সিং কে প্রথমে বলল যে "তুমি হেরে গেছ।" কিন্তু তার কিছুদিন পর দেখা গেল যে তার নামে কাগজ গিয়েছে যে সে পাস করেছে। তবে এই সমস্ত ঘটনা যাতে পুনঃরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্যই আমি এই সংশোধনী এনেছি। কাজেই আমি আশা করব এই সংশোধনী এই সভা গ্রহন করবেন। আমি কিছু নুতন আকারে করার জন্য সংশোধনী এনেছি স্যার, কেন না প্রস্তাবিত আইনের ৭৮(১) এবং ৭৯ ৮২ ধারার পৌরসভার কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী এবং স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী। সরকারের কিছু আগ্রাসন নীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের সীমিত বাজেটের অধীনে সেই কর্মচারীর পদ সৃষ্টির বিলুপ্ত তা ঠিক নয়।

স্যার, আমি প্রস্তাবিত আইনের এই অবাঞ্ছিত সরকারের হস্তক্ষেপের থেকে বিরত থাকার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে অনুরোধ জানাব। কেননা এখানে আপনারা আপনার সরকারের হস্তক্ষেপটা এখানে একটা প্রতিহিংসার প্রতিচ্ছবি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। কাজেই আমরা সংশোধনী কর্তৃপক্ষের হাতে পৌর কর্মচারীদের পদসৃষ্টি এবং বিলুপ্তির অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব আমি এখানে এনেছি। ৭৭ তে স্যার প্রস্তাবিত ধারা মতে সরকার, রাজ্য সরকারের কর্মচারীকে পৌর সভায় ডেপুটেশনে পাঠাতে পারবেন তার অধিকার রেখেছেন যা স্বায়ত্ব শাসন ধারার পরিপন্থী। নির্বাচিত পৌর কর্তৃপক্ষকেও নাজেহাল করা এবং পৌরসভার শূন্য পদগুলি যাতে পৌরসভার কর্মচারীরা না পায় তার একটা অস্ত্র যে সৃষ্টি হবে। কাজেই ধারা পৌরসভার কর্মচারীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে কাজেই এই ধারা যেন সংশোধন করা হয়। তাই আমি এই সংশোধনী এনেছি স্যার। প্রস্তাবিত ৮১ ধারায় একটি পৌরসভা থেকে অন্য আরেকটি পৌরসভায় ট্রান্সফার করার যে সংস্থান রাখা হয়েছে এটা এই আইনের ১০৪ ধারার পরিপন্থী এবং নগর পালিকা বিধান ধারার মূলে কুঠারাঘাত করবে। প্রতিটি পৌরসভা একটা স্বশাসিত সংস্থা, এটা একটা নিজস্ব বডি, সেই একটা স্বশাসিত সংস্থা আরেকটা স্বশাসিত সংস্থার উপর কি ভাবে খবরদারী করতে পারে। এবং এতে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই আইনে দেখা যাচ্ছে যে সাব্রুমের পৌরসভার কর্মচারীকে ধর্মনগর পৌর সংস্থায় বদলি করা যাবে। আমরা জানি সাব্রুম এবং ধর্মনগর আলাদা আলাদা পৌর সংস্থা এই আইন বা। এই স্বশাসিত সংস্থার অধিকার তা কোথায় প্রতিষ্ঠিত রইল। সেই ব্যাপারে বার বার ইন্টারফেয়ারেন্স করা হচ্ছে। তা যেন বাদ দিয়ে থাকেন তারজন্য আমি বলছি স্যার। আজকে ক্ষমতায় আপনারা আছেন, আরেক দিন হয়তো আপনারা থাকবেন না কিন্তু সমস্যা তো থাকবেই। এই সমস্যা একজনের না। আজকে আপনাদের উল্লাস আমরা তার প্রতিবাদ করছি, আরেকদিন আপনারাই বলবেন যে এটা তো ভাল এমনি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই সেটা ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় যাতে সবারই ইন্টারেস্ট থাকে কমন ইন্টারেস্ট কমন পাবলিকের যেন কমন ইন্টারেস্ট রক্ষা করা যায় তারজন্য সবাই চিন্তা ভাবনা করা দরকার। তারজন্য আমি বলছি এই রাজনৈতিক হয়রানি যাতে না হয় এর জন্য স্যার আমি এই সংশোধনী এনেছি। এই সংশোধনিগুলিকে সমর্থন করার জন্য এই হাউসের সবাইকে অনুরোধ করব। কেন না স্যার এই সংশোধনীগুলি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হবে অন্যথায় পৌর সংস্থাগুলি সরকারের একটা তলপিবাহক সংস্থা হিসাবে পরিণত হবে। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক অধিকার বিঘ্নিত হবে। পৌর কর্মচারীরা একটা রাজনৈতিক আক্রোশের স্বীকার হয়ে থাকবেন কাজেই স্যার, এই জিনিসগুলি আমার সংশোধনীতে আছে, এই হাউসে যেন তা গ্রহণ করা হয়।

কেন না স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে নারীদের অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং নারীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ৩১ শতাংশ আসন রাখা হয়েছে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যেটা ছিল তাকে লংঘন করছেন কেন? আমি জানি না কোথায় নির্যাতন হচ্ছে। এখানে ৬০জন এম. এল, এ আছে তারা সবই জানে ছেলের সামনে মা, স্বামীর সামনে স্ত্রী, মা বাবার সামনে মেয়ে, আমি আর বলতে যাচ্ছি না। কিন্তু কোথায় আমাদের এখানে ৬০ জনের মধ্যে শুধু একজন স্ত্রী ছিল—তাও আপনারা রক্ষা করতে পারেননি। তার সম্মান রক্ষা করা দরকার ছিল তাও আপনারা রক্ষা করতে পারেননি। আর ৩১ শতাংশ রক্ষা করবেন কি করে তা বলা যায়। কাজেই আমি আশা করি আমার পঞ্চায়েত আইনের উপর যে সংশোধনী সেটিকে গ্রহণ করলে সমস্ত কিছু সুরক্ষিত হবে। আইনের হস্তক্ষেপকে যাহাতে অবৈধভাবে নষ্ট করতে না

পারে তারজন্য আমি আমার সংশোধনীর উপর বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খিত যে মিউনিসিপ্যাল বিল এই হাউসে পেশ করেছেন, সেজন্য আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং সেই সংগে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। স্যার, এই বিলের পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন থাকবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। স্যার, এরই মধ্যে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সাফল্য এই রাজ্যের মানুষ অর্জন করেছে এবং তার মাধ্যমে তাদের যে দায়িত্ব এবং অধিকার পাওয়ার কথা, সেটা পাবেন এবং ভোগ করবেন। কাজেই, এর চাইতে আমাদের আর কি আনন্দ হতে পারে? কিন্তু যারা নাকি নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে চায়, তারা নিজেদের দোষ ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করবেন, তারা এর বিরোধিতা করবেনই এতে কারো আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই স্যার, আমরা দেখেছি যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে ভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ গ্রহণ করেছেন, তাতে আমার মনে হয়, সেটা বিগত বিধানসভার নির্বাচনের চাইতে কম নয়, বরং বলবো বেশী। স্যার, আমরা এই রাজ্যের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে শুধু নয়, তাদের যে অধিকার, দায় দায়িত্ব তা আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দেব। আজকে এই বিল এই সভায় পেশ করে, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চলছি। আমরা দেখেছি, আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যতই গণতন্ত্র বলে চিৎকার করুক না কেন, আসলে গণতন্ত্রে তাদের কোন বিশ্বাসই নেই, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। স্যার, এই রাজ্যে আমাদের বিগত বামফ্রন্টের আমলে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, তার মেয়াদ মাত্র দেড় বছর বাকী ছিল এবং যে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, তারও খুবই অল্প মেয়াদ ছিল' কিন্তু তারা ক্ষমতায় এসে সেই নির্বাচিত সংস্থাগুলি বে-আইনী ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। কেন না, তারা নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের কাছে যেতে ভয় পান। স্যার, আমরা সবাই জানি যে এক সময়ে সমীর দাদা বিধানসভার মেয়াদ পূড়াবার আগেই, তা ভেঙ্গে দিয়ে কেয়ার টেকার মিনিষ্ট্রি রেখে, এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই আশায় বালি পড়লো। যা হউক শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেন্টে নগর পালিকা বিল পাশ হয়ে গেছে এবং তারজন্য সংবিধানের সংশোধন করতে হয়েছে। যার পরিণতিতে আজকে এই বিলটা এই হাউসে এসেছে, কিন্তু তাতে দেখছি বিরোধী পক্ষের সদস্য অমল বাবু এই বিলের উপর কতগুলি সংশোধনী এনেছেন। আমি মনে করি না, এই বিলের উপর এক্ষুণি কোন সংশোধনী আনার প্রয়োজন আছে। আমি বলি, আপনাদের এত আশঙ্কা কেন? এর মধ্যে তো আশঙ্কা থাকার কথা নয়। আমরা দেখেছি' ত্রিপুরাতে একটি মাত্র মিউনিসিপ্যালিটি থাকবে, আর বাকাগুলি হবে নগর পরিষদ, সেগুলির সংখ্যাও খুব একটা বেশী নয় এবং সেগুলির এক একটাতে ২০ হাজারের বেশী লোক সংখ্যা হবে না। যেগুলির এক একটা কনষ্টিটিউন্সীতে ৮০০ থেকে ৯০০ ভোটার থাকবে। আমি বলি, আগে তো আমরা এই বিলটাকে পাশ করি, তারপর বিল অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে যখন আমাদের বিধানসভা আছে, সেখানে এমেণ্ডমেণ্ট এনে তার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে।

নগরবাসীদের যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকা দরকার সেটা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিতে নেই। বাদ বাকী যে শহরগুলি আছে আমরা দেখেছি সেখানে ১৯৭৮ সালে বেংগল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট একসটেণ্ট করা হয়েছে টু দি সাবডিভিশনেল টাউনস। সেখানে যেমন তেলিয়ামুড়া ও কুমারঘাট। যেখানে মানুষকে তার জীবন জীবিকার জন্য এস, আর, ই, পি-র জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। সেখানে মানুষের যে জীবন যাত্রা, তার যে চিন্তা ভাবনা, তার যে অধিকার

সেটাকে একটা জায়গাতে এনে মোটিভেট করবার প্রয়োজন রয়েছে। ইনফাস্ট্রাকচার এক জন এস, ডি, ওর অফিসে নোটিফায়েড এরিয়ার কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত ছিল। সেখানে স্টাফ বলতেই ওয়াজ দি মেম্বার, সেক্রেটারী সব। সেই জায়গাতে এখন একসপেরিয়েনসড স্টাফ দরকার হবে। সেই স্টাফ আমার নেই। এক্ষুণি এমপলয়মেনট দিতে পারছি না। কাজেই সেই জায়গাতে একসপেরিয়েনসড স্টাফ ট্রানসফার করতে হবে। যেমন এ, ডি, সিতে সেখানে ষ্টাট গভর্ণমেনটের অফিসার ডেপুটেশনে যাচ্ছেন, তাদের সার্ভিসটা সেখানে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে। ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ষ্টাট গভর্ণমেনটের একসপেরিয়েনসড স্টাফ মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে পারবে না। ইনজিনীয়ার, অ্যাকউটেনট যেতে পারে। তাতে নোটিফায়েড এরিয়ার, মিউনিসিপ্যালিটির যে গণতান্ত্রিক চরিত্র সেটা নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমি মনে করিনা। কাজেই অমলবাবু যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে আমি মানতে পারছি না। ইট ইজ দি নেসেসিটি অব দি মাওয়ার নোটিফায়েড অথরিটিকে, মিউনিসিপ্যালিটিকে টেকনিকেল অ্যাসিসটেন্ট, তাদেরকে গাইডেন্স দিতে হবে, ইন রেসপেক্ট অব মেইনটেনেন্স অব অ্যাকাউন্টস। একা এস, ডি, ও দিয়ে হবে না। তিনি একাধারে মেম্বার, সেক্রেটারী এবং জুডিশিয়েল ওয়ার্কস আছে। কাজেই এটি চেঞ্জ করতে হবে। ইন্ডিপেনডেন্স চার্জ দিতে হবে। কাজেই ট্রানসফার অব সার্ভিস, ট্রানসফার অব অফিসারস এই মুহূর্তে দরকার আছে। কাজেই এই বিলে যে জিনিসগুলি আনা হয়েছে সেগুলির প্রতিটাকে আমি সমর্থন করছি। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্র যুবকদেরকে ১৮ বছরে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এস টি এবং এস, সি রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা এই বিলে আছে। গ্রামে যেমন পঞ্চায়েত রয়েছে, পঞ্চায়েতের যে অধিকার রয়েছে, সে অধিকার আমরা শহরগুলির মধ্যেও আনতে চেয়েছি। সেখানে এস, টি এবং এস, সি দের যে রিজারভেশান আমরা পঞ্চায়েতে দেখেছি, এ, ডি, সিতে দেখেছি, স্টেট এ্যাক্ট এ হোল দেখেছি সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা সেই প্রভিশান রেখেছি। সুতরাং এই বিলকে আমি দুই হাত তুলে সমর্থন করছি। স্যার এই বিলে মহিলাদের জন্যও রিজারভেশান রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষের নারীদেরকে মধ্যযুগের শাসন শোষণের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল, সমাজের, মঙ্গলের জন্য দেশের কল্যাণের জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নারীদের যে একটা ভূমিকা রয়েছে সে জিনিষটা এত দিন আমাদের নজরে ছিল না। তারজন্য কারা দায়ী সেটা ইতিহাস বলবে। কিন্তু আজকের দিনে নারীদেরকে বাদ দিয়ে দেশের, সমাজের উন্নতি প্রায় অচল। এই চিন্তা আজকের দিনে গ্রহণ করা যায় না। সেই সংগত কারণেই এই প্রভিশান বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। কাজেই এই বিলকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, এই বিলের মধ্যে যে পাওয়ার্স ডেলিগেট করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সামান্য কিছু উল্লেখ করতে চাই। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে শহরগুলি যেভাবে গড়ে উঠেছে খুব অসঙ্গত ভাবেই গড়ে উঠেছে। সত্যিকার অর্থে একটা শহরও পরিকল্পিতভাবে এ রাজ্যে গড়ে উঠেনি এই আগরতলা রাজধানী শহর হলে কি হবে তার একটা অংশ বাদ দিলে বাকী অংশগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেনি। টোট্যাল এরিয়াতে টাউন প্ল্যানিং এবং কান্ট্রি প্ল্যানিং-এর দরকার আছে। তার জন্য যে ট্যাকনিক্যাল এসিস্টান্ট মিউনিসিপ্যালিটি গুলির থাকে সেটা ছিল না। এদের অর্থকারী ছিল না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর অনেক রাজ্যেই উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু যেটা দেখিনা যে ভারতবর্ষে যে ক্যাপিটালিষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট সেটা আনইভেন্ট ডেভেলাপমেণ্ট হয়েছে। যার ফলে ভারতবর্ষের অঙ্গ রাজ্য হয়েও একটা রাজ্যের সাথে আরেকটা রাজ্যের অগ্রগতির কোন তুলনা করা যায় না। আমরা কোন কোন রাজ্য শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বানিজ্যের দিক থেকে,

যোগাযোগের দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত হয়ে গেছে। আবার কোন কোন রাজ্য তাদের থেকে অনেক বেশী পেছনে পড়ে রয়েছে। সেই দিক থেকে আমাদের মত একটা রাজ্যে যেখানে শিল্প কাঠামো বলতে কিছু নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ, সেখানে এই রাজ্যের উন্নতির জন্য সার্বিক কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী সরকারী শহরগুলির উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা যে পরিমান কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দরকার, সেটা অতীতে করা হয়নি। এখানে দলমতের কোন প্রশ্ন নেই, এই শহরটার উন্নয়নের জন্য কত জনে চিন্তা করেছেন? আমরা দেখেছি যে জিনিস অ্যাবসেন্ট ছিল। আজকে রাজধানী শহরের বাইরে কেউ মফস্বলে যেতে চায় না, আজকে সাবডিভিশান টাউনগুলি, ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুন সেই দিক থেকে এই নতুন আইনের মধ্যে নির্বাচিত যে সংস্থাগুলি গঠিত হবে তারা তাদের শহরগুলিকে সাজাবার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন। সেখানে নাগরিকদের অধিকার যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি তাদের দায়িত্বও কর্তব্য এখানে বলা হয়েছে। প্রথম দিকে আমাদের অসুবিধা হবে কিন্তু সেটা মানিয়ে নিতে হবে। আমরা দেখেছি শহরকে উন্নয়নের জন্য শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না কাজেই সেখানে নাগরিকদের উপর যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য বর্তাবে সেগুলি তাদের গ্রহণ করে নিতে হবে যদি শহরকে তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় বা তাদের সাচ্ছন্দ্য যদি সরকার থেকে বা মিউনিসিপ্যাল থেকে পেতে হয় তাহলে এইগুলি তাদের দরকার হবে সেই প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই বিল বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে রেসিডেনশিয়াল এরিয়া, কমারশিয়াল এরিয়া কমার্শিয়াল এরিয়া এখন নেই। কমারশিয়াল এরিয়া যে ল্যাণ্ড জিনিষটা সেগুলি বিভিন্নভাবে এখানে দেওয়া হয়েছে প্রথম দিকে আমাদের অসুবিধা হবে কিন্তু সেটা মানিয়ে নিতে হবে আমাদের। আমরা দেখেছি শহরকে উন্নয়নের জন্য শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কাজেই এখানে নাগরিকদের উপর যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য বর্তাবে সেগুলি তাদের গ্রহণ করে নিতে হবে যদি শহরকে তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় বা তাদের স্বাচ্ছন্দ্য যদি সরকার থেকে বা মিউনিসিপ্যাল থেকে পেতে হয় তাহলে এইগুলি তাদের দরকার হবে সেই প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই বিল বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে রেসিডেনশিয়াল এরিয়া, কমারশিয়াল এরিয়া কমারশিয়াল এরিয়া এখন নেই। কমারশিয়াল এরিয়া যে ল্যাণ্ড জিনিসটা যেগুলি বিভিন্ন ভাবে এখানে দেওয়া হয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণ নুতন হলেও এটাকে আমাদের ফেস করতে হবে এটা বলা হচ্ছে আমাদের স্বার্থে। কাজেই আমাদের জন্যই মেনে নিতে হবে। সে দিক থেকে আমি মনে করি যে পাওয়ারস্ এবং ফাংশ্যান এখানে নূতন আইনের মধ্যে সংস্থান রাখা হয়েছে সেগুলিকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত এটা ধীরে ধীরে আমাদের জনগনের মধ্যে গ্রহণ করার জন্য আমাদের মোটিভেশ্যান, আমাদের পলিটিক্যাল সাইড থেকেও জনগণকে সে জিনিস গ্রহণ করার জন্য আমাদের ধীরে ধীরে যেতে হবে। আমি সব শেষে বলব এই বিল পাশ হয়ে যাবার পর আমাদের হয়তো আর খুব বেশী সময় নেই। কারণ নির্ব্বাচনের দিকে যেতে হবে নিশ্চয়ই সরকার সে ব্যবস্থা করবেন। সে দিক থেকে মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিক অহেতুক কতগুলি আশংকা প্রকাশ করেছেন। এখানে ভোটার তালিকা প্রনয়ন, নির্বাচনের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া হবে এই সমস্ত মনে করার তো কোন কারণ আমরা দেখছি না কাজেই সে দিক থেকে তিনি বলছেন কি রকম ব্যাক্তি নির্বাচন কমিশনার হবেন। আপনারা তো পঞ্চায়েত নির্বাচনের বর্তমান যে কমিশনার আছেন তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এর চেয়ে এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে নাকি, তিনি তো তাঁর কর্ম জীবন প্রায় শেষ করে ফেলেছেন, মানুষের কি মরে গেলে এক্সপেরিয়েন্স হয়? একজন নিষ্পাপ, একজন

কর্তব্যনিষ্ঠ, একজন কর্মঠ ব্যক্তিকে আপনারা কলংকিত করেছেন বিভিন্ন ভাবে। কাজেই আমার মনের পছন্দ মত ব্যক্তি না হতে পারে, সমীরদার পছন্দ মত ব্যক্তি না হতে পারে এবং এই সরকার যাকে বিবেচিত করবেন তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন এমন তো কোন কথা নেই তাহলে তো তিনি নির্বাচিত সদস্য হতে পারতেন টি. এন. শেষণ আপনারা মানতে পারছেন না, আমরা মানতে পারছি না কিন্তু পারছেন কি সরাতে? তিনি গলায় কাটা হোক, ফুলের মালা হোক" রাখতেই হবে তাকে। 'ছন্দ মত সব কাজ করবেন, আপনাদের কথায় মানুষ উঠবেন, বসবেন এই রকম ভাবে তো হওয়া উচিত নয় কাজেই সেদিক থেকে সে প্রভিশানটা এখানে আছে সেটা মেনে নিন এবং প্রয়োজনে সে কথা বলতে পারে সেই নির্বাচন কমিশন ভাল লোক কি খারাপ লোক কাজ দিয়েই সেটা প্রমাণ হবে ভবিষ্যতে। কাজেই সে দিক দিয়ে আমি মনে করি সেই সমস্ত সংশোধনগুলি অবান্তর এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সর্ব্বান্তকরণে এই বিলটা হাউস থেকে পাশ হয়ে শহর অঞ্চলের মানুষদের সেই অধিকার নির্ব্বাচিত সংস্থা গড়ে দেবার জন্য এখানে নূতন বিল এসেছে- যেটাকে আমরা বলতে পারি ঐতিহাসিক এক অর্থে কারণ এটা নূতন বিল আমাদের রাজ্যে সেদিক থেকে এই বিলকে সর্ব্বতো ভাবে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর):—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী" দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত এমেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৪ হাউসে পেশ করেছেন। এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী অমল মল্লিক কিছু সংশোধন এনেছেন এবং সেই সঙ্গে শাসক দলের মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী তার উত্তর দিতে যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই বিলটি আনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছে এই সভাকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন রাজ্যের মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই বিলটি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং আনা হয়েছিল ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে পঞ্চায়েতরাজ এবং নগর পালিকা নামে তার মুল প্রবক্তা ছিলেন ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। যার দৃষ্টিতে ছিল উনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে, বিংশ শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দীর এক নূতন ভারতবর্ষ যার প্রকৃত অর্থে তার সমস্ত অবস্থা ব্যবস্থা নিয়ে সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং গণতন্ত্রের যেটা কেশব বাবুও বলেছেন যেটা তৃনমুল পর্যাস্ত পেঁৗছে দেবার জন্য দীর্ঘকাল যে কাজ করা সম্ভব হয়নি সেই আরদ্ধ কাজ যাতে আমরা শেষ করতে পারি এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শক্তি আহরন করি, ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিক এবং গণতন্ত্র তার মর্যাদা ফিরে পাক, যেটা আসল মর্যাদা মানুষের কাছে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক সেই উদ্দেশ্য, সেইগুলি তিনি করে যেতে পারেননি, কিন্তু তারপরে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরসীম রাওজী সেটা পার্লামেণ্টে পেশ করেছেন এবং তার সংগে সঙ্গতি রেখে ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা কেশব বাবু বলেছেন যে আমরা এই বিল বিধানসভায় পেশ করেছি। আমি সম্পূর্ণ সাধুবাদ জানানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু কিছুটা ভাগ্যের পরিহাস যেটা পূর্ণ সাধুবাদ পাবার কথা ছিল সেটার পূর্ণতা হয়ত উনিই দিতে পারেন নি বা আমার অক্ষমতা আমিই বলতে পারছিনা। কারন একটা কথা আছে কয়লা ধুলে ও ময়লা যায়না কারন অভ্যাস একবার খারাপ হয়ে গেলে। বক্তৃতা করতে আমিও পারি আপনিও পারেন, সবাই পারে, গণতন্ত্র সেই সুযোগ আমাদের দিয়েছে। বিভিন্ন উদাহরণ উনি একটু একটু বলেছেন যে স্বাধীনতার বয়স বাড়ছে, তৃণমূল পর্য্যস্ত গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। ৪৫ বৎসরে কাজ হয়নি, ক্যাপিটেলিস্ট ডেভেলাপমেন্টের কথা বলেছেন। আমি সবই মানছি আপনার এই বক্তব্যই। আসলে এখনও আপনারা এখন স্থির করতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না যে গণতন্ত্র নামক জিনিসটা

সেটার সঙ্গে আপনাদের চিন্তার, মননশীলতার এবং বাস্তবতার কতখানি মিল আছে। আমার মনে হয় সেটা আপনাদেরও ভেবে দেখা দরকার। কারণ যদি গণতন্ত্র মানুষেই হয় তাকে পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য সেটা রাজীব গান্ধী বা কংগ্রেস বা মহাত্মা গান্ধী স্বপ্ন দেখেছেন যা কাজ করা যায়নি, সেটা সাথে আমি মানছি যে সে কাজ আমরা কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় থেকেও আমরা করতে পারিনি। কারণ কেউ কোন কাজ সম্পূর্ণ করেছে এই দাবী সেদিনই করা যাবে যেদিন মানুষ এর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বামফ্রন্ট সরকার এর আগে ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিল, এর অর্থ এই নয় যে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত কাজ করে মানুষের পূর্ণ অধিকার এবং তার সমস্ত সর্বাঙ্গীন বিকাশ করে দিয়ে তারপর তারা ক্ষমতা থেকে চলে গেছেন। এই কথা আমি মনে করিনা, এই দাবী করার মত লোক কোন দলেই নেই। এখানে আমি শুধু কয়েকটা ধারার কথা উল্লেখ করতে চাই, বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, বিস্তৃত আলোচনার দরকার ছিল। আমরা এটা সবাই জানি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে ৭৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২৭৩ তম ধারার এবং উপধারা যে তৃতীয় নগর পালিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা বিষয়ই চাওয়া হয়েছে যে মানুষের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু আমি মনে করি যে বিলটি মাননীয় কেশববাবু এখানে পেশ করেছেন তার মধ্যে এটা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। যার জন্য মাননীয় সদস্য অমলবাবু কয়েকটা সংশোধনী এনেছেন। এর মধ্যে কয়েকটা আমি উল্লেখ করতে চাই। যে কারণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের যে মূল স্পিরিটটা, সংবিধানে যেটা বলতে চেয়েছে, সেই মূল স্পিরিটটা হয় বিঘ্নিত হবে এইরকম একটা আশংকা তপনবাবু করেছেন। সেইরকম একটা আশংকা আমাদের আছে সেটা ঐ রিগিং-টিগিং-এর প্রশ্নে নয়। কারণ রিগিং এক নাগারে খুব বেশ দিন কেউ চালিয়ে যেতে পারে না। দীর্ঘদিন এক জিনিস খুব বেশীদিন চালানো যায় না। সেটার পরিবর্তন হবে। এই বিশ্বাস আমার বা আপনার কারোরই বোধহয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তা আমি এ ... চেয়েছিলাম, এখানে সেটা আছে রিজার্ভেশান অফ্ সাটস-এর প্রশ্নে মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী ... বলেছেন, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দল ক্ষমতায় থেকে সেটা বিভিন্ন সময় করার চেষ্টা করেছে, এস টি, এবং এস, সিদের সংরক্ষণের আওতায় আনা, পিছিয়ে পড়া মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার সুরক্ষা এবং প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষে কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝলাম না, বিশেষ করে শাসক দলে যারা আছেন তারা বিভিন্ন সময়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা বলেন, মানুষের অধিকার রক্ষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, খুব ভাল ভাবে শ্লোগান দেন যেগুলো আমরা দিতে পারি না। ওরা শ্লোগান দিয়ে মানুষকে টানেন ঠিকই এবং খুব জোরদার গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন ঠিকই। কিন্তু কি কারণে যে পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে যে রিজার্ভেশানের সুযোগ ও, বি, সিদের জন্য ছিল সেই সুযোগটাকে এখনও গ্রহণ করা হল না তা বুঝলাম না। কারণ এতে এখানে কোন বাধা ছিল না যেহেতু কনস্টিটিউশন-এর ২৭৩ ধারার মধ্যে এইটা পরিস্কারভাবে লেখা আছে (ডি উপধারাতে আছে) Nothing in this part shall prevent the legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any panchayat or office of chairpersons in the Panchayats at any level in favour of backward class of citizens. আমার মনে হয় সেই দিক থেকে যদি একটু চিন্তা আপনি করতেন তাহলে এইটা আরও পরিপূর্ণরূপ পেত। যেটা অনেক সময়ই আপনারা আমাদের দোষারূপ করে থাকেন যে আমরা সব সময় দোষ স্খালনের চেষ্টা করি, এইটাও ঠিক নয়, নিশ্চয়ই আমাদের ত্রুটি আছে এবং ছিল। আমরাও চাই সেই সমস্ত জায়গায় যাতে অগ্রসর হতে পারি এবং এই কথা কোন রাজনৈতিক দলই বলে না যে আমরা পিছিয়ে পড়া মানুষের বিপক্ষে। তবে কাজ করার 'সুযোগ

এলে সেগুলি প্রমাণ হয়ে যায় যে কারা পিছিয়ে পড়া দলিত মানুষের পক্ষে এবং বিপক্ষে। কারণ সারা ভারতবর্ষে এখন দলিতদের দিয়ে রাজনীতি চলছে। দেখা যায় কেউ চামারের নেতা, কেউ বৈশ্যের নেতা, কেউ ছুতোরের নেতা, কেউ শুদ্রের নেতা—এইভাবে জাতপাত করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের নাভিশ্বাস হচ্ছে। আমরা যেটুকু সুযোগ পাচ্ছি বা পেয়েছি বা সংবিধান আমাদের যেটুকু অধিকার দিয়েছে, সংবিধানের এই সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আমরা যদি তাদের ঢুকাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে তাদের অগ্রগতি হবে, তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই সেই দিকটাকে আমি বিবেচনা করতে বলব এবং এই দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা এখানে রাখা প্রয়োজন। এখানে ২০ ধারাতে যেটা আছে রিজিলিউশান অফ্ মিউনিসিপালিটিস ভেঙ্গে দেবার সংস্থান সংবিধানের ২৪৩-এর ইউ ধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতায় এটা আমার আপনার বলে নয়, কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বলে নয়, বামফ্রন্ট জোট সরকার বলে নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে কোন নির্বাচিত অথবা কোন স্বশাসিত সংস্থাকে যদি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সেটা কোন ভাবেই সাধারণ মানুষের উপকারে আসে না এবং কোন দিনই আসেনি বা লাগেনি। কাজেই সেই দিক থেকে চিন্তা করলে এটা আশংখা করা অমূলক নয়, যে, এই ধারাটি যে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যে এবং রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কাজেই সেই রিজিলিউশানের প্রশ্নটির আমি বিরোধিতা করি। আর একটা প্রশ্ন যেটা মাননীয় তপন বাবু বলেছেন যে ক্রিয়েশন অফ্ পোষ্ট। এটা সম্পর্কে এই বিলের ৭৮-এ আছে ক্রিয়েশন, অ্যাবলিশন অ্যাণ্ড রিক্রুটমেন্ট। এটা একটা স্বশাসিত সংস্থার একটুও অধিকার থাকবে না। তাহলে স্বশাসনটাকি? আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে স্বশাসনের অর্থটা কি, নিজেকে বা নিজেদেরকে শাসন করার অধিকার অর্জনের নামইতো স্বশাসন, সেটা রাজ্য সরকারের হাতে থাকতে হবে কেন? আমাদের এতটুকু বিশ্বাসনেইকেন? যে তারা শূন্য পদ সৃষ্টি করে সে পদে লোক নিয়োগ করে তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব স্বায়ত্বশাসন সংস্থার বা পরিষদ হিসেবে মিউনিসিপালিটি করপোরেশনে যারা ক্ষমতায় থাকবে, মানুষ যাদের নির্বাচন করবেন যারা ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকে তাহলে কোন অবস্থাতেই এই পদ তৈরী করা বা পদ বাতিল করা বা লোক নিয়োগ করার অধিকার তাদের হাত থেকে তোলে রাখতাম না। কারণ এই ৮২ তে বদলি করে পূর্ণ অধিকার আপনারা হাতে নিয়েছেন। কোন প্রয়োজন ছিল না। ৮২ তে বদলি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ৮২ তে বদলি করে আমরা কি বোঝাতে চাইছি? আমরা এই বিলের বিরোদ্ধে কেউ নেই। সম্পূর্ণভাবে কেউ বিরুদ্ধে নেই। আংশিভাবে কিছু কিছু প্রশ্নে আমরা দেখেছি কারণ আমরা চাই এই বিল পূর্ণভাবে মানুষের কাজে লাগুক এবং সে কাজের মাধ্যমে মানুষের উপকার হোক, নাগরিক জীবন উপকৃত হোক। নগর জীবনের দিকে যারা ধাবিত হচ্ছেন এবং হবেন আগামী দিনে নগর জীবনের সুফল এখনো যাদের কাছে পৌছয়নি সে সমস্ত সুফল যাতে তাদের কাছে পৌছয় সেই ব্যবস্থা করার জন্যইতো এই বিলের উপস্থাপনা। এবং মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী এত পরিশ্রম করে এত সুন্দরভাবে এটার উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু আমি জানিনা একটা অজানিত কারণে তিনি এই পোষ্ট ক্রিয়েশন অ্যাবেলিশন এবং রিক্রুটমেন্ট-এর অধিকার রেখে দিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের হাতে। কাজেই এইগুলির যে অপপ্রয়োগ হতে পারে সে আশংকা থেকেই যাচ্ছে।

কাজেই আমার মনে হয় যে জিনিসগুলি এখানে তোলা হয়েছে বা মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় তোলেছেন সেগুলিকে শুধু বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে আপনারা বাস্তব সম্মতভাবে ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে

দেখুন। কারণ আমরা একটা জায়গায় মূলতঃ এক—পঞ্চা ত ইলেকসনে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেটাতে আমি যাচ্ছি না বা মিনিউসিপালিটিতে কি ঘটবে বা না ঘটবে সে প্রে যাচ্ছিনা। কারণ জনগণই যদি শক্তি হয় তাহলে জনগণই তার জবাব দেবে। আমি একটাই প্রশ্নে যাচ্ছি যারা । নিয়ম কানুনগুলি যেটা থাকে বা থেকে যায়—ভারতবর্ষের সংবিধানে যেটা রয়ে গেছে—হয়তো আপনারা কোন র লালকেল্লায় লাল নিশান উড়াতে পারলে সেটার পরিবর্তন করতেন, কিন্তু আপনারা করতে পারেন নি। এই অবস্থার মধ্যেই আপনারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কারণ কম্যিউনিষ্ট রাজ্য হিসেবে-যারা দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট শাসনের —তাদের কি অবস্থা সেটা আমরা দেখেছি। সেদিন মাত্র সোমনাথবাবুকে নতুন শিল্পনীতির জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। বড় বড় শিল্পপতিরা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এইসব আপনারাও জানেন। নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা ভাল করেই জানি যে আপনারাও একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন। আপনারাও একটা ডাইলেমার মধ্যে আছেন। কোথায় কি করতে হবে এ ক্রাইসিসটা খুব একটা অদ্ভুত কিছু নয়। একটা রাজনৈতিক দল যখন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দি সে এগিয়ে যায় তা প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু আছে বাস্তবে—তার প্রয়োগ কোথায় কখন হতে পারে সেট বিচার বিবেচনা না করে কোন রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। জ্যোতিবাবু হয়তো আমার মনে হয় ে বাস্তববাদী বলেই নীতির কচকচানিতে বা আদর্শের কথাতে না গিয়ে তিনি বিদেশী পুঁজি বা বিদেশী পুঁজিপতিদের লগ্নি করার জন্য ডাকছেন। সিটু বিরোধিতা করলেও সেটার দিকে তোয়াক্কা না রেখে তিনি কেন্দ্রীয় শিল্পনীতিকে প্রায় সমর্থন করে সেদিকে পশ্চিম-বাংলায় যাতে উন্নতি হয় সে চেষ্টা করছে। কাজেই বাস্তব সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে আমরা যদি এখন পেছনের দিকে তাকাই, বিশেষ করে যারা এখন শাসন ক্ষমতায় রয়েছে—অ বকে আপনারা অনেক বেশী সংখ্যায় আছেন—এইজন্য আপনাদের আত্মতুষ্টির কোন কারণ রাজনীতিতে আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ এটা অতীতের শিক্ষা আপনারাও শিক্ষা পেয়েছেন আমরা শিক্ষা-পেয়েছি যে ভুল করে সে ভুলের উপর দাঁড়িয়ে আ বার নতুন করে ভুল করলে আরো বড় গাড্ডার মধ্যে পড়তে হয়। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইদানিংকালের রাজনীতিতে প্রমাণিত। আমি অনেক সময় অবাক হয়ে যাই যখন দেখি যে কোন কোন জায়গায় যারা শাসকদলের দীর্ঘকালের সংগ্রামী যুদ্ধা হিসেবে পরিচিত, যাদেরকে মানুষ ভেতর থেকে শ্রদ্ধা করে যে তারা সংগ্রামী মানুষ—তারাও অনেক সময় খুব বালখিল্যভাবে চাপল্যের বশে—কেন যে তাদের চাপল্য আসে আমি জানি না—তারা বহু উদাহরণ টানেন সেগুলির কোন যুক্তিই তাদের নেই। আমি যদি কোথাও ভুল করে থাকি এবং সে ভুলটিকে যদি উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করি তখন আপনারা আরেকটা নতুন ভুলের দিকে পা বাড়াবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি কিন্তু সেই দিকে চলছে। আমি আমার শাসক দলের শ্রদ্ধেয় নেতারা যখন যারা বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে নয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই করছেন তাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি। আমি মনে করি এই সমস্ত রাজনৈতিক ভুল বা গাড্ডার মধ্যে না পড়ে নতুনভাবে বাস্তব সম্মতভাবে চিন্তা করার সময় এসে গেছে। কারণ এই দেশটা আমার, আপনার আমাদের সবার।

এখানে তপনবাবু বলেছেন, বলতে হবে সেইজন্য বলেছেন যে, গণতন্ত্র দেশের মানুষের সমর্থন নিয়ে পঞ্চায়েত হয়েছে। দেখুন আমি নুতন করে আর এই কথা বলতে চাইনা এর চবিতে চবন হবে। আপনারও বলেছেন আমরাও বলেছি যে, পঞ্চায়েতে মানুষ খুব স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভোট দিয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি একটা জিনিষ বুঝি যে পঞ্চায়েত রাজ এমন একটা রাজ, এমন একটা পদ্ধতি যার মধ্য

দিয়ে মানুষ একদিন না একদিন যদি আমার ভাষায় আজকে না ও পেয়ে থাকে আর আপনার ভাষায় পেয়ে থাকে, আমার ভাষায় আমি বলব মানুষ একদিন না একদিন তার অধিকার নিয়ে পাবেই। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক তেমনি নগর পালিকা বিলের মাধ্যমেও মানুষ নগর জীবন বা সভ্য জীবনের যেসমস্ত সুযোগসুবিধা-গুলি আছে সেই সুযোগ সুবিধাগুলি অর্জন করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। সেটা আমি আপনি যেই চেষ্টা করুন সেটা রুখতে পারবে না। সময়কালে সেটা বার বার প্রমাণ করেছে। কাজেই আপনি বলেছেন যে আমরা অতীতে কি বলেছি, সেই সমস্ত নিয়ে নতুন কথা বলতে চাই না। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা তপনবাবু বলেছেন, আমি এটা না বলে পারছিনা। আপনারা গণতন্ত্রকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন আর আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি না তার ভূরিভূরি নিদর্শন আপনি বলেছেন নিদর্শন আছে, আপনি কেন এটা অনেক দিতে পারবেন কিন্তু মূলত আপনি দেখবেন চিন্তা করে ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের কথা চিন্তা করলে, ভারতবর্ষের বড় বড় নেতাদের কথা চিন্তা করলে জ্যোতিবাবুর মত নেতার কথা চিন্তা করলে বা যেটা বলেছেন আন-ইভেন-ডেবেলাপমেন্ট যদি এই কথা বলি এটা কি সত্যের অপলাপ হবে? যে যেখানে কম্যুনিষ্ট নেই সেখানে উন্নয়ন হয়েছে বেশী আর যেখানে আছে সেখানে হয়েছে কম, এই কথা বললে হয়ত বিতর্ক হতে পারে, বিতর্কের সূচনা হতে পারে। কিন্তু-আন-ইভেন ডেবেলাপমেন্ট এটা আমিও স্বীকার করি আপনাদের মত। আন-ইভেন-ডেবেলাপমেন্টের একটা না তার কারণ বহু। সেটা খুঁজতে সেটা খোঁজার জন্য যতখানি প্রাসঙ্গিক, যতখানি বাস্তববাদী ঠিক ততখানি বাস্তববাদী যদি অন্যরা হন আপনি তাহলে কম্যুনিষ্ট বিচারে অস্তিত্ব রক্ষা হতে পারে। নাহলে অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হবে। অপনারা মন্দিরে যাচ্ছেন, মসজিদ যাচ্ছেন, গীর্জায় যাচ্ছেন আরও যাবেন, নতজানু হবেন। আজকে ক্ষমতায় আছেন ৪৯ জন বিধায়ককে নিয়ে সেটা কিন্তু বিচার্য বিষয় নয়। রাজনীতি যারা করেন তারা সব পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকে। বিরোধী বেঞ্চে যদি একজনও থাকে গণতন্ত্র থাকবে, আর একজন ও যদি না থাকবে, হাউসে একজন স্পীকার থাকবেন, তাঁর হাতে একটা দণ্ড থাকবে এটাই যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এর মধ্যদিয়ে পরিববর্তন হচ্ছে যদি না হত তাহলে সংবাদপত্রের কোন সুবিধা থাকত না, কথা বলার কোন অধিকার থাকত না, কিছুই থাকত না। কাজেই সংবিধান নিয়ে, গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করতে গেলে তাকে আরও ভালভাবে পর্যালোচনা করা উচিৎ।

আর বদলীর জাষ্টিফাই, যে কথা বলেছেন এটা সবাই জানে বদলী জাষ্টিফাই। কিন্তু যেহেতু আপনার স্ব-শাসন দিচ্ছেন, এই ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন সবাইকে। সেইহেতু বদলী দিয়ে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে যখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুন না কেন তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, দলীয় প্রতিহিংসা চিরতার্থ করে সুযোগ সুবিধা পেয়ে যেতে পারেন এবং পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এটা অতীতের শিক্ষা' এটা আপনাদের যেমন অভিজ্ঞতা আছে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই কোন কারণে আপনারা সেটা রুখবেন এটার যুক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার একটা বক্তব্য সেখানে ঘুরেফিরে আসবে যে আমরা টোটাল এই বিলের বিরুদ্ধে নয়, এই বিলের পক্ষে কিন্তু যেসমস্ত কিছু কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে এটা এমন কোন মারাত্মক সংশোধনী নয়। আমার মনে হয় বাস্তব সম্মত দৃষ্টি দিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে এই সমস্ত সংশোধনীগুলি বাস্তবতা বা যুক্তিকতা খোঁজে পাওয়া যাবে। এবং স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রীর কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই হাউজে সুবোধ বাবুর

চাইতে যাতে এফিসিয়েন্ট না হয়। কারণ সুবোধ বাবু যে বিল উপস্থাপন করেছিলেন আমরা হয়তো সেই দিন ছিলাম না এটার উল্লেখ করেছেন আপনারা। আমরা যেই কারণেই হোক ছিলাম না—রাজনৈতিক হোক গণতন্ত্রও ছিল হাউজ ও ছিল আগামী দিনেও থাকবে, কোন অবস্থাতে গণতন্ত্রের কথা বলল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা যে সময়ে যে কালেই যে দেশে হয়েছে যারাই করেছে সেটাই বুমেরাং হয়েছে।

মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী যিনি অনেক বেশী অভিজ্ঞ, অনেক বেশী সার্ফ মনে হয় সুবোধ বাবুর চেয়েও অনেক সার্ফ। আরো সার্ফলি যাতে এটা হয় অন্তত সংশোধনীগুলি যাতে গ্রহণ হয়. ইলেকশানটা কতটুকু সাফিলি করবেন এটা আপনাদের ব্যাপার, সেটা আপনারা করবেনা আপনারা ক্ষমতায় আছেন অনেক সুবিধা আপনাদের আছে কিন্তু আমরা জানি গনতন্ত্র যদি থাকে মানুষ তার শেষ কথা বলবে। আমরা যদি কোন অন্যায় করে থাকি তা হলে তার শাস্তি হবে। ইন্দিরা গান্ধীর মত নেত্রী যিনি ওয়ার্ল্ড ফিগার ছিলেন, একটা সময়ে তিনিও ক্ষমতচ্যুত হয়েছেন। গণতন্ত্র ছিল বলেই তা হয়েছিল। রাজীব গান্ধী ছিলেন অনেক নুতন, আজকে তিনি এই বিলের প্রবক্তা। তিনি আজকে আমাদের মধ্যে নেই। যে কোনভাবেই হোক তিনি হিংসার বলি হয়েছেন। ইন্দিরাজী হিংসার বলি হয়েছেন। অনেক বড় বড় মানুস নেই কিন্তু তাদের চিন্তাধারাগুলি থেকে যায়। সেই তাদের চিন্তাগুলিকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাই। আজকে আপনি যে বিলটি পেশ করেছেন আপনার মস্তিস্ক থেকে এমন কিছু বের হয়নি। মুল যে জিনিসটা যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছে তাদেরকে শ্রদ্ধা করুন। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারা জাত পাতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, শুধু বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে বড় মনে করেননি। আমরা যারা আজকে রাজনীতি করি তাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের সামনে এমন ভুড়ি ভুড়ি জলন্ত উদাহরণ আছে যারা সত্যিকারের এই কাগজে যে জিনিষগুলি লেখা আছে সেইগুলি ন্যায় এবং সত্যের কথা বলেছে চিরকাল সেই জিনিষগুলিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে, এবং এই বিলের যিনি প্রবক্তা তিনিও আজকে হিংসার বলি হয়েছেন। যে হিংসা ভারতবর্ষকে বার বার গ্রাস করতে চেয়েছে, যে হিংসা বার বার গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে, যে হিংসা এবং উন্মত্ত এবং যে মানবতা বিরোধী কাজ মানুষকে এবং রাজনৈতিক দলকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা গ্রহণ না করে আমরা যারাই উন্মত্ত হয়েছি, উৎবদ্ধ হয়েছি তারাই কিন্তু সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি। আর মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেছে কিছু মানুষ, ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত মানুষ। যার জন্য আমি বললাম ও. বি. সি-র কথা। আমাদের চেয়ে আরো বেশী অনেক চিৎকার করেন কিন্তু তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য এই হাউজে অনেকবার চিৎকার হয়েছে, আজকে তো সংবিধানে সম্পূর্ণ প্রভিশান থাকা সত্বেও আপনারা তা করলেন না। আমি জানিনা কেন তা করলে না। কাজেই সুযোগ যখন আসে আমাদের জিনিসগুলি নিয়ে আপনারা যখন করতেন তাতে আমরা গর্বিত। হ্যাঁ নগর পালিকা হউক, পঞ্চায়েতি রাজ হউক, হতে পারে আপনারা ৩৩ পারসেন্ট সিটে আমাদের প্রার্থী দিতে দেননি। আপনারা বলবেন তা আমাদের দুর্বলতা কিন্তু এটা কি কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করবেন। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত এমন একটা জায়গা আবিষ্কার করা যাবে যেখানে কংগ্রেস একটা প্রাথী দিতে পারবে না ?

মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, ১৯৭৮ সালে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে কংগ্রেস

এই ত্রিপুরা রাজ্যে হেরে গেছে। ভারতবর্ষের কোন জায়গার প্রশ্ন নে স্যার। মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তীর যদি মনে থাকে ১৯৭৮ সালে এই রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে তখন কংগ্রেস একজন প্রার্থীও দেয়নি এই ত্রিপুরা রাজ্যে। তখন সাইকেল কংগ্রেস ছিল, ঘোড়া কংগ্রেস ছিল, কলসি কংগ্রেস ছিল। তখন একজন প্রার্থীও দেয়নি। ভারতবর্ষের দরকার নেই, এটা ত্রিপুরা রাজ্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঠিক আছে, ঠিক আছে। পয়েন্ট অব অর্ডার হলে বলতে দিতে হয় এটাও হাউজের নিয়ম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তা দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে আমরা কখন কি দিয়েছি বা দিতে পারিনি। সেটা বিচার বিবেচনা গবেষণা করে বই লিখলে বই বাজারে ভাল কাটাতে পারে কোথাও কোথাও, তাও অবশ্য যদি আপনাদের বাজার থেকে থাকে। তবে আমি জানিনা আপনাদের সেই বাজারটা কোথায় আছে। তবে আমি এটার কোন রিলাভেন্সি খুঁজে পেলাম না যে কথা আমি বলতে চেয়েছিল মানুষের অধিকারের কথা। তপন বাবু যেটা বলতে চেয়েছেন আমি উনার কথা টেনেই বলছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৪ পারসেন্ট আসনে আমরা প্রার্থী দিতে পারিনি। আমার বলছি যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে হরণ হয়েছে। আমরা ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ পাইনি। শূন্য যেহেতু কলসি আমার বাক্স শূন্য যেহেতু তা হলেও আমার যে রাইট পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর এটা একটা নজীর বিহীন ঘটনা হয়েছে তা শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয় আমার মনে হয় পৃথীর মধ্যে ও এটা একটা নজীর বিহীনা ঘটনা। সেই দিনওতো রাশিয়াতে ভোট হয়েছে, সেখানে কি বিরোধী প্রার্থীরা দাঁড়ায়নি? দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বোধ হয় আমার জানা মতে আমি জানি না অন্য কোথাও এই রকম হ'য়েছে কিনা যে এত বিপুল সংখ্যক আসনে একটা নেশানাল পার্টি প্রার্থী দিতে পারেনি। বিরোধী পার্টি হিসাবে এখনও আমরা পাঁচ জন হউক আর দশ জন হউক আমরা এখানে যেভাবেই হউক আছি। এখানে আপনারা যে ব্যাখ্যা করেন না কেন ৩৪ শতাংশ আসনে আমরা প্রার্থী দিতে পারি নাই এটা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় আর এটা যদি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তাহলে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে গণতন্ত্র যদি মানুষের তন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে একদিন না একদিন কথা বলবে। আর এই স্বায়ত্ত শাসন এই নগর পালিকা বিল এবং পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হউক এটা দেশবাসী চায়। এটা এই দিনের চাহিদা এটা এই যুগের মানুষের চাহিদা। এই চাহিদা পূরণে যারা ব্যর্থ হবে এই ব্যর্থতার দায়ভার তাদেরকে বহন করতে হবে। সেটা আমার একার চিৎকার করলে হবে না বিরোধী ব্যাঞ্চে সমীরবাবু, মতিবাবু চিৎকার করতে হবে না সেটা অটোমেটিক্যালি আসবে মানুষের কাছ থেকে। সেটি নূতন করে আমি কোন কিছু বলছি না। আমি আপনাদের লাইন থেকেই এই কথা বলছি। যারা আপনাদের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা ছিলেন যিনি অসুস্থতার কারণে এখানে আজকে অনুপস্থিত। মানুষের অধিকারের পক্ষে ওরা অনেক বড় বড় সওয়াল করেছেন। সেইগুলির কথাও আমি এই হাউসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে মানুষই কিন্তু শেষ কথা বলবে। কাজেই আজকে যে বিল এই হাউসে উত্থাপন হয়েছে সেই বিলের সঙ্গে আমাদের সামগ্রিকভাবে কোন বিরোধ নেই। যে নগর পালিকা বিল শুধু আমাদের নয়,

সেটি আমাদের দলের ও সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের। তেমনি আপনাদের আজকে স্বপ্ন জুড়িয়ে গেছে যে স্বপ্ন আমরা রাজীব গান্ধীর চোখ দিয়ে দেখেছিলাম একদিন ভারতবর্ষ একবিংশ শতাব্দীতে যাবে পৌঁছবে তার সম্পূর্ণ মানুষের অধিকার নিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে বিজ্ঞানের দিক থেকে আবার নূতন করে জেগে উঠবে এবং সে জাগা হবে পূর্ব দিকে একটি নূতন রাস্তা দেখানো। যা হউক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি শুধু মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহাশয় সংশোধনী যে এনেছেন সেটাকে জেনে নিয়ে যাতে সম্পূর্ণ এক মত হয়ে আগামী দিনে এই বিলটি অর্থবহ হয়ে উঠে আমরা সবাই চেষ্টা করব—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মাধব চন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতারবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী 'দা ত্রিপুরা মিউনিসিপিলিটি বিল ১৯৯৩' এ হাউসে যে উৎথাপন করেছেন তা অনুমোদনের জন্য আমি এ বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং এ হাউসের সকল সদস্যবৃন্দকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি বিলটির সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বালা বন্ধু রতন চক্রবর্তী, উনার খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন আমি শুনেছি। ভালই লেগেছে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের গড ফাদার কবে হয়েছেন সেটি আমার জানা নেই। দলের খবরাখবর না রেখে অন্য দলের খবরা খবর রাখা ভাল। কিন্তু বন্ধু সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল ছিল কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পর বন্ধুর ভারতবর্ষের ম্যাপ সম্পর্কে বন্ধুর ধারণা কমে গেল এটা আমার ধারণা ছিল না। কারণ তিনি যে তথ্য দিয়েছেন এ হাউসে এটা বিস্ময় এবং রাজ্যের মানুষের বোধগম্যের বাইরে যেখানে কমুনিষ্টরা রাজত্ব করে সেখানে নাকি ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন তাতে ধনতন্ত্রের কতটা বিকাশ হয়েছে। আমি তো আপনাদের এক লাইনে বলে দেব যে ধনতন্ত্রের বিকাশটা কি ? সেটা হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশনই সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম ধাপ। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে একমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে তো কমিউনিষ্টরা সরকার চালাচ্ছে না, সেই রাজ্যগুলিতে কেন উন্নয়ন হল না ? আমরাও তো এই রাজ্যে সমাজতন্ত্র বিকাশের কথা বলছি না। ধনতন্ত্রের যে দল, সেটা তো হচ্ছে আপনাদের কংগ্রেস দল, এবং এই দল যে সব রাজ্যে আছে, আজকে সেখানেও তো দেখছি কোন বিকাশ ঘটেনি, তবু আপনারা বলছেন, এটা অতীব দুঃখের কথা। আপনারা বলছেন আপনাদের দলের নেতা, আমি বলবো ভারতের প্রধানমন্ত্রী—রাজীব গান্ধী। এটা ভারতের প্রতিটি মানুষ জানে। সেই দক্ষিণ ভারতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুন হয়ে গেলেন আর সেই খুনের দায় দায়িত্বও আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার কি ফলাফল হয়েছিলো, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা হল প্রধান মন্ত্রীকে কে খুন করেছেন ? কোন উগ্রপন্থী ? না, তার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না—হয়তো বলবেন এটা রাজনৈতিক খুন। আপনারা কি আমার সঙ্গে এক হবেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যে যারা অ-উন্নত, যারা পিছিয়ে পড়া, তাদের উন্নত মানুষের পাশে তুলে আনার জন্য আজ পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? আমি তো মনে করি, সত্যি যদি তাদের উন্নত করার চেষ্টা করা হত, তাহলে তো এই দেশের মধ্যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ চলতেই পারে না ভারতের ৮৮ কোটি মানুষ তার বিচার করবে, এই উগ্রপন্থার জন্য কে দায়ী, কোন রাজনৈতিক দল বা অন্য কেউ। কিন্তু আজকে আমি বলবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গর্বিত কারণ, সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী অনুযায়ী তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে যে পঞ্চায়েত

নির্বাচন হয়ে গেলে, তা ইতিহাসে একটা সাক্ষী হয়ে থাকবে এটা আমরা দাবী করতে পারি। অবশ্য আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা বলবেন যে আমরা তো শতকরা ৩৩ ভাগ আসনে নমিনেশানই দিতে পারি নি। আমার জিজ্ঞাসা কেন দিতে পারেন নি? এই পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য সমীর দাদার নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল এই কমিটিটাকে নাকচ করে দিতে রাধিকা বাবু নেতৃত্বে ৭ জনের একটা নির্বাচনী কমিটি গড়া হল, জানি না, সেটা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের চাপে করা হয়েছে কিনা। পত্র পত্রিকাতে এসব খবর বেরিয়েছে, এবং ত্রিপুরার মানুষ সেটা দেখেছে। কাজেই সে দিক থেকে নির্বাচনে নমিনেশান সাবমিট করতে পারলেন না, এর মধ্যে অন্য কিছু আছে যে হয়তো আপনারা নির্বাচনে জনগণের সম্মুখীন হতে চান নি, সেটা আপনারাই ভাল করে জানেন। কিন্তু আমি তো জানি অমল বাবু বিলোনীয়া এবং সাব্রুমে দল বেধে নমিনেশান সাবমিট করতে গিয়েছিলেন। এখন, উনারা যদি নমিনেশান সাবমিট করতে না পারেন, তাহলে গণতন্ত্রের কোথায় আছে, যে বিরোধী দলের হয়ে শাসক দল নমিনেশান সাবমিট করবেন। স্যার, আমি তো নাম করে বলতে পারি যে আপনাদের বহু কংগ্রেসের নেতা যেমন উদয়পুরের ব্রজমোহন সরকার, কামিনী দাস আরও অনেকে দল বেধে নমিনেশান সাবমিট করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন সেটা সাবমিট করলেন না, নাকি তাদের প্রতি তাদেরই দলীয় লোকদের কোন আস্থা ছিল না। তাই নমিনেশান সাবমিট করতে পারলেন না। স্যার এসব কথা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা হয়।

যাহাই হউক এখানে যেটা বলেছেন, এই আইনের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী যে প্রোভিশন রেখেছেন সেটা অত্যন্ত সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন এই রাজ্যের মধ্যে ৭৩, ৭৪ সংশোধনী ধারা অনুযায়ী এই বিলটা এখানে উত্থাপিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে আমাদের রাজ্যে নির্বাচন হবে। আমাদের রাজ্যে একমাত্র আগরতলাতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল হতে পারে, এখানে বিলো ৫ লাখ পপুলেশন আছে। আর বাকী সব সাবডিভিশনে নগর পঞ্চায়েতে হবে। এই জন্য এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে এখানে মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলে কত সীট হবে এবং নগর পঞ্চায়েত হলে কত সীট হবে। এস, সি এবং এস টি রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ৭৫, ৭৩ সংবিধান সংশোধনীর ভিত্তিতে ওয়ান থার্ড উইম্যান রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য অমল বাবু এই রিজার্ভেশনের উল্লেখ করে ব্যাঙ্গ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ পার্সেন্ট মহিলা। তাদেরকে নিয়ে কেন কটাক্ষ করলেন বুঝি না। মহিলাদের প্রতি সম্মান দেখানো তাদের কোষ্ঠীতে নেই। এখানে সংশোধনীর নাম করে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা হলো মিউনিসিপাল কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েত যে ষ্টাফ থাকবেন তাদেরকে ট্রেন্সফার করা যাবে না। আমরা দেখেছি বিগত পাঁচ বছর আপনারা কি করেছেন। আমি জানি উদয়পুরে নোটিফায়েড এরিয়ার চেয়ারম্যান প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ রেখে গেছেন। সেই দিক থেকে এই নোটিফায়েডগুলি পরিচালনা করছেন। নোটিফাইডের জন্ম যখন হয়েছে কর্মচারী হিসাবে সেখানে যদি তাদের রাখতে হয় তাহলে পরে সেখানে কর্মচারীদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আর্থিক সংস্থান কোথা থেকে আসবে সেটা বলে দিতে হবে। আপনারা জানেন গত পাঁচ বছরে কিছু কিছু নোটিফাইডে এরিয়ায়, বিশেষ করে উদয়পুর নোটিফাইড এরিয়া অথরিটিতে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমি নোটিফাইড এরিয়ার একজন মেম্বার, আমি দেখেছি এমন একজন লোককে ঢুকানো হলো এবং যে কাজে তাকে ঢুকানো হলো এবং সেইকাজে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অমল বাবু আমার বন্ধু মানুষ এবং তিনি আমার সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট-এর লোকও আমি উনাকে বলব জোট সরকারের আমলে একজন জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করলেন। এই নোটিফাইড

এরিয়ার মধ্যে একটাই পোষ্ট এবং একজনকেই জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এটা পলিটিক্যাল এপয়েন্টমেন্ট কিনা আমি জানি না। স্যার, এই ভারতবর্ষের মধ্যে সেণ্ট্রাল আইন করে পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, তেমনি মিউনিসিপ্যালিটি ব্যাপারেও সারা ভারতবর্ষে একটা এ্যাকট তৈরী করা হয়েছে যা আগে ছিল না এবং এটা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আমি এই কথা বলতে চাই না যে এটা একশত পার্সেণ্ট শুদ্ধ হবে। অন্ততঃ এই দাবী কোন মানুষ করে না, করতে পারে না - চলতে গিয়ে এমেণ্ডমেণ্টের প্রয়োজন আছে। সেটাকে যদি কেউ ভুল বলেন তাহলে বলতে হবে যিনি বলছেন তিনি হয় গড্ না হয় অতি মানব। বিশেষ করে মানুষ যখন কাজ করবে, যিনি কাজ করছেন তারই ভুল হবে। যিনি কাজ করবেন না তার ভুল হওয়ার প্রশ্ন নেই। মাননীয় সদস্য অমল বাবু এটা আণ্ডারলাইন করার চেষ্টা করেছেন যে আপনারা আগে বলেছেন সব শুদ্ধ আর এখন বলছেন সব ভুল। আমি উনাকে বলতে চাই যে আমরা ষ্টেটিক্স পয়েণ্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি না, আমরা যুক্তিতে বিশ্বাস করি। কাজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক নূতন নূতন প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হবে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য। নগরবাসী যারা উন্নয়নের স্বাদ চান, যারা বিশ্বাস করেন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলগুলি আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এগুলি করতে গিয়ে আমাদের নূতন নূতন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলি দূর করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেখানে যেটা করা দরকার—ইন্টার চেঞ্জ, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছু কর্মী আছেন যাদেরকে নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে পাঠালে তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন। যারা সার্ভিস কনডাক্ট রুল জানেন, সার্ভিস কনডাক্ট রুলে আছে প্রতি বছর এক এক জন কর্মচারীকে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে কাজ করার সুযোগ করে দিয়ে হবে যাতে করে এই দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে সে কর্মচারী অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কাজেই সেখানে ইন্টার চেঞ্জ হবে, অসুবিধার কি আছে? তা নাহলে অভিজ্ঞ কর্মচারী কোথা থেকে পাওয়া যাবে? কালকেই যদি নোটিফাইড এরিয়া তুর্ভিক্ষ মানুষের উপর ট্যাক্স ইম্পোজের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা তো কালকেই ইম্পোজ করা যাবে না। এই রাজ্যে অধিকাংশ জায়গাতেই এই ব্যবস্থা নেই। এমন কি আগরতলা শহরে যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে এখানেও; আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনি যখন বক্তব্য রাখবেন তখন সভার সামনে যেন এই তথ্য দেন যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে কত কোটি টাকা বাকী পড়ে আছে। সমস্ত মানুষ থেকে কর আদায় করা যাচ্ছে না। কারণ মানুষ সেই ভাবে প্রস্তুত হয়নি। কাজেই হঠাৎ করে নগর পঞ্চায়েত করে সমস্ত মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করব আর এই দিয়েই নোটিফাইড চলবে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেটা আস্তে আস্তে করতে হবে। কাজেই সে সময় আমাদের নগর পঞ্চায়েতকে পরিচালনা করার জন্য কোথা থেকে অভিজ্ঞ লোক পাব? আইনে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে এ্যাক্সপেরিয়েন্সড শুধু নয়, মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত, কাজে অভিজ্ঞ এই রকম লোকদের পাঠাতে হবে যারা এই কাজে সাহায্য করতে পারে।

এখানে আর একটা কথা বলছেন, মেম্বারের দিক থেকে সিনিয়র মেম্বার অমল বাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন "যাকে দেখতে পারি না তার চলন ব্যাকা" এই রকম বললে তো হবে না। অমল বাবু যেমন বলেন উনার সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা ছিল। আমি বলব পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন করার দায়িত্ব ভার কেন্দ্রীয় সরকারের না রাজ্য সরকারের? ইলেকশান কমিশনের এপয়েন্টমেণ্ট সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভোটার লিষ্ট কিসের ভিত্তিতে হয়? পঞ্চায়েত নির্বাচন না উনারা বাতিল করতে পারবেন, না আমরা পালটাতে পারব। পঞ্চায়েত ভোটার লিষ্ট হচ্ছে পঞ্চায়েত রেজিষ্টার। চেক আপ যদি করতে হয় পঞ্চায়েত লিষ্টকে চেক আপ

করতে হবে। ম্যানুপুলেশ্যান যদি কেউ করে থাকে যা গত ২ বছরে দেখছি। পঞ্চায়েত রেজিসষ্টারের মধ্যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সাহায্য নিয়ে করতে হবে। প্রত্যেকটা নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে যা নগর পঞ্চায়েত হবে তার একটা রেজিষ্টার আছে, ভোটার লিষ্ট আর এই নির্বাচন কনডাক্ট করার সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব ৭৭ সালের এ্যামেণ্ডমেন্টে এই কোথাও বলেনি যে একজন নির্ব্বাচন কমিশনারকে ভোটার লিষ্ট করতে হবে। নির্ব্বাচন কমিশনারের এপয়েন্টমেন্ট এটা তো রাজ্য সরকারের ব্যাপার, যারা রাজ্য সরকার হয়, এখন আমরা রাজ্য সরকারে আছি আমরা এপয়েন্টমেন্ট করব এবং আপনারা আসলে করবেন, এটাতে তো সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। সেই দিক থেকে এখানে বলেছেন ডিজলিউশ্যান অব্ মিউনিসিপ্যালিটি থাকতে হবে; এ না থাকলে পরে চলতে পারে না। এখানে দেখছেন কিনা জানি না পরিস্কার ভাষায় বলা আছে আইনের মধ্যে যে কোন পর্য্যায়ে আমরা রিজলিউশ্যান করতে পারব যে কাজের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশান করে মানুষ পাঠালেন সেই কাজ করার ক্ষেত্রে যদি অভিজ্ঞ প্রমাণিত হয় সেটা তো আমার কথায় হবে না, আপনার কথায় হবে না। জনগণ দেখবে, ভোটাররা দেখবে এর ভিত্তিতেই তো হবে। অযোগ্য যদি হয়ে যায় এই রকম যদি দেখা যায় যে করাপশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এন্টিসিটিপিলস এ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য যাদের পাঠানো হয়েছে তারা কি অমঙ্গলের কাজ করে। তাই রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়া কোন স্বায়ত্ব সংস্থা চলতে পারে না সেদিক থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বলি হতে পারে, আমি এটা উল্লেখ করে বলব মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যারা আছেন তারা সম্পূর্ণ সরকারী কর্মচারী যেকোন মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল হলেও হবে, কর্পোরেশন হলেও হবে. নগর পঞ্চায়েত হলেও হবে তাদের পলিটিকস করার সম্পূর্ণ রাইট আছে। তারা ইলেকশানে দাড়াতে পারে তার জন্য তাদের রেজিগনেশ্যান দিতে হবে না। কারণ এটা আধা সরকারী সংস্থা. স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা সেই রাইট তাদের আছে, সে দিক থেকে আমি এই অবেদন করব মাননীয় সদস্য যে এ্যামেণ্ডমেন্টটা এনেছেন এটা এমন কিছু এ্যামেণ্ডমেন্ট আনেন নি তাই এটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব এটা আবার ভেরিফিকেশনের জন্য এই টোটাল আইনের মধ্যে আমি দেখছি যে আমাদের যত নোটিফায়েড এরিয়া ছিল সেই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে এখানে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট পাওয়ার দেবেন ডেভেলাপমেন্টের প্রশ্নে এটা বলা আছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমি অতীতে দেখেছি সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াগুলিকে এবং আরবান টাউনগুলিকে সরাসরি ডেভেলাপমেন্টের জন্য টাকা দিতে পারে যতটুকু আমার মনে আছে, আমার যদি মেমোরি ফেইল না করে তাহলে আশংখা মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা দেওয়া হবে। এই রকম কোন অধিকার কোন নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিলকে দেওয়া হবে কিনা? রিজলিউশ্যান করে থেকে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট সেন্টাল গভর্ণমেন্টের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন কিনা, এই রকম যদি থাকত তাহলে মনে হয় এটা আরও একটু সুন্দর হতো। সেদিক থেকে আমি আরও একটু বলতে চাই এখানে মানুষের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এখানে একটা প্রভিশান আছে, সেটা শুধু পঞ্চায়েত নির্বাচন, কাউন্সিল নির্বাচন বা নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে শেষ নয়, সেখানে সুন্দরভাবে প্রভিশান রাখা হয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডের মধ্যে যেসমস্ত ওয়ার্ড হবে একটি ওয়ার্ড বা একাধিক ওয়ার্ডকে নিয়ে সেখানে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের প্রভিশান এই বিলের মধ্যে আছে। সেখানেও একজন চেয়ারম্যান-পারসন হবেন। তারা তাদের দাবী, তাদের বিষয়বস্তু, তাদের এলাকার

উন্নয়ন সম্পর্কে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল বা নগর পঞ্চায়েতের নগর পালকে বলতে পারবেন। সেই অধিকার এখানে রাখা হয়েছে। গণতন্ত্রকে আরও তৃনমূলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই আইনের মধ্যে প্রভিশান রাখা আছে। আমি জানি এই আইন ছিলনা এই রাজ্যের মধ্যে। মিউন্যাসিপ্যালিটি নোটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করার পরেও আমাদের রাস্তাকে সুন্দর করা যাচ্ছে না। ইললিগ্যাল অ্যানফোর্সমেন্ট, প্রতিদিন রাস্তা দখল করে ঘর উঠছে, তাকে পরিস্কার করা যাচ্ছে না। কারণ নগর পঞ্চায়েতগুলি যেগুলি বর্তমানে নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে আছে তাদের হাতে কোন আইন নেই, তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। তাদেরকে আরক্ষা দপ্তরের কাছে লিখতে হয়। তার জন্য আইন রাখা হয়েছে। কোন বিল্ডিং প্রয়োজনে তারা অ্যাবেলিশ করতে পারবে। কোন জায়গা তারা অ্যাকুইজিশা করতে পারবে যদি জনস্বার্থের প্রয়োজন হয়। এই আইন দেওয়া আছে। তার মধ্য দিয়ে শহরকে সুন্দর করা যাবে। শহরের মানুষকে সুযোগ দেওয়া যাবে যাই হোক এই বিল নিয়ে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে সংশোধনীগুলি এনেছেন তা আলোচনা হয়েছে. আমরা এই বিলকে সমর্থন করে এই রাজ্যের মধ্যে নূতন করে মিউন্যাসিপ্যাল আইন তৈরী করে কার্যকরী করতে যাচ্ছি। এই সামান্য সংশোধন প্রত্যাহার করে. এই রাজ্যের মিউন্যাসিপ্যাল এরিয়ার মানুষদের স্বার্থে, নোটিফাইড এরিয়ার মানুষদের স্বার্থে নূতন করে আইন করে আমরা যে উন্নয়নের চেষ্টা করছি তাকে সাহায্য করুন এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এবং চলতে চলতে ভবিষ্যতে গিয়ে যদি দেখা যায় এর পরিবর্তন দরকার তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ তা ঠিক করবে, আমরা তা ঠিক করব। আমি বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব এই সংশোধনী প্রত্যাহার করে, এই বিলকে সমর্থন করে. সর্বসম্মতভাবে ত্রিপুরা মিউনিসিপাল বিল ১৯৯৭কে নিয়ে আমরা এই রাজ্যের উন্নয়নে এগিয়ে যাই এই আবেদন রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার (অনুপস্থিত)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. ত্রিপুরা মিউন্যাসিপ্যাল বিল ১৯৯৪ হাউসের মাননীয় স্বায়ত্ত শাসনমন্ত্রী উপস্থাপিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আজকে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নূতন করে পঞ্চায়েতের আইন করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ এইপঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং এই শহরে মিউনিসিপালটি নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল যে, ক্ষমতায় আসতে পারলে একদম তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে তারা নিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে তারা চেষ্টা করছেন এবং গ্রামীণ অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্বারা তারা সেটা প্রমাণ করেছেন। এখানে শহর- এবং কিছুটা আধা শহর যেগুলিকে বলা চলে, তাদের জনসংখ্যা সেই রকম হয়না। নোটিফায়েড এরিয়া এবং মিউনিসিপ্যাল এরিয়া, এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য তাদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বায়ত্ব শাসনের ভিতর দিয়ে তারা নিজেদের উন্নতি দিয়ে নগর জীবনের সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যাবে যাতে তার জন্যই এই বিল এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই বিল পার্লামেন্ট ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের ভিতর দিয়ে সেই নিরীখে এই বিলটা এখানে এসেছে। যদিও এই বিল নিয়ে বিরোধী সদস্যগণ যারা আছেন তারা এটাকে অস্বীকার করতে

পারেন কি যে পঞ্চায়েত নির্বাচনই হোক বা আজকে মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে এখানে দ্রুত মিউনিসিপ্যাল এরিয়া নোটিফায়েড এরিয়া বা নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন যাই হোক যে লক্ষ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যাচ্ছেন সেটা তারা ৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সময় করতে পারলেন না, কেন? তারা এটা বলেছেন যদিও স্বীকার করেছেন যে দোষ ত্রুটি আছে নিজেদের মধ্যেতো গণ্ডগোল আছেই, তা ছাড়াও মানুষের কাছে যাবার জন্য যে প্রচেষ্টা থাকা দরকার, সত্যিকারের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা থাকা দরকার সেটা কংগ্রেস টি. ইউ. জে এসের জোট সরকারের বিভিন্ন আচরণের ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে তারা সেটা মানেন না, তারা সেটাকে প্রসারিত করতে চায় না। বরং নির্বাচিত যে সংস্থাগুলি ছিল সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং নিজেদের লোককে সেখানে বসিয়েছেন এবং সেই বসানোর ফলে সেই ধারণাটা তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করত বলেই আজকে চলছে ঠিক এই বিলের মধ্যে সেইভাবে আজকে কি মিউনিসিপাল করপোরেশানই হোক, বা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলই হোক নগর পঞ্চায়েতই হোক, সেখানে নির্বাচনের ভিতর দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা তাদের বিভিন্ন পদাধিকার ঠিক করবেন এবং তাদের সেই পদাধিকারের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন। আজকে এখানে মিনিষ্টাররা যেভাবে তাদের কাজ ভাগ করে নিয়েছেন তাদের মত সেখানেও তাদের ক্ষমতা ভাগ করে দেবেন বেটার ফাংশনিং-এর জন্য। তারপর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল সেটা আছে যেটা বসবে, বসে সেখানে পলিসি ঠিক করা হবে, সমালোচনা হবে। সিদ্ধান্ত আসবে। এই পদ্ধতিতে আমরা যেমন বলেছি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সরকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং এখানেও বলা যেতে পারে এই মিউনিসিপ্যাল এরিয়া এবং নগর পঞ্চায়েতের মধ্যেও একটা মিনিয়্যাচার ফরম্ গভর্ণমেন্ট সেখানে কো-অপারেট্ করছে। সেই রকম একটা ধ্যান ধারণা দিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনার ভিতরে চেতনার স্তরকে উন্নতি করে এবং গণতান্ত্রিক করে তোলার প্রচেষ্টা এই বিলের মধ্যে আছে। যে বিলটা এখানে উপস্থিত করেছেন তাতে বলা যেতে পারে এমন জিনিষ সেই পদ্ধতির মধ্যে আছে তবু কেন আজকে আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় এটা ভুল দিকে যাবে, খারাপ দিকে যাবে, অর্থাৎ আমরা আমাদের সামনে যেন নিজেদের মুখটা দেখছি, ভয় হয় যেটা আমরা জোট আমলে দেখেছি বিভিন্নভাবে কিভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে বা হয়েছিল নির্বাচিত সরকারগুলিকে। কেন, কি দোষ ছিল তাদের, পঞ্চায়েতগুলি ছিল নির্বাচিত, সেগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। তা এই রকম ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে যারা দিয়েছে তাদের প্রতিমুহূর্তে এই রকম একটা সন্দেহ, একটা অমূলক ধারণা গড়ে উঠেছে এবং তার জন্যই আমরা দেখেছি বিরোধী দলের তারা এই বিলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজকে কটাক্ষ করছেন নির্বাচনে কে কমিশনার হবেন, ইলেকশান অথরিটি কে হবেন, তার পর মহিলাদের রিজার্ভেশানের ক্ষেত্রে কি হবে, ভোটারদের ক্ষেত্রে কি হবে এই সব নিয়ে। আসলে একটা ঘটনার ব্যাখ্যা এক একজন এক একভাবে করে থাকেন। আজকে সেই মহিলাদের রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি হবে? আজকে ভোটারদের মধ্যে কি হবে? আসলে একটা ঘটনার ব্যাখ্যা এক একজন এক একভাবে করছেন। যারা ডেমোক্র্যাট তারা আজকে দেখছে যে এই মিউনিসিপ্যাল বিলের ভেতরে দিয়ে যে একটা মিউনিসিপাল করপোরেশন হওয়ার মত জনসংখ্যাও নেই। আজকে কিছু ট্রানজিশন্যাল ধরণের একটা কিছু করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আরবান-ঠিক সেমি-আরবান এই ধরনের অঞ্চলগুলিকে এই নগর পরিষদের এর মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা সত্য যে তাদের তেমন একটা রেভিনিউ নেই, তাদের কোন ইনফ্রাষ্ট্রাকচার নেই। অনেক নোটিফায়েড এরিয়া এখনো রয়েছে

যাদের কর্মী সংখ্যা তেমন নয়, তাদের রিসোর্স তেমন নয়। সুতরাং সেদিকে থেকে আমরা দেখছি যে ওদের অর্থা কিভাবে আসবে, তাদের রিসোর্স কিভাবে আসবে, তাদের রিভিনিউ কিভাবে আসবে সে সম্পর্কে এই বিলের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এই যে অবস্থাটা এর মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বিলের মধ্যে যারা নগর জীবনে প্রবেশ করবে তাদের নগর জীবনের সুযোগসুবিধাগুলি কিভাবে দেওয়া যায় সেসব সুযোগসুবিধাগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে এই বিলের প্রতিটি চাপ্টারে উল্লেখ আছে- যে সেখানে যেসব ড্রেনেজ আছে - সোয়ারেজ আছে এইগুলি আজকে এনক্রোজমেন্ট করে ফেলেছে, সেগুলিকে কিভাবে উন্নত করা যায়। এবং আজকে সে সমস্ত জায়গায় অনেক বেশী পাওয়ার তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে সে সব জায়গায় সে নগর জীবনে যারা আসবে নির্বাচিত হবে তারা সেখানে কিভাবে সে সুযোগসুবিধাগুলি দিতে পারে সেজন্য তাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে যেখান থেকে এই ধরনের ঘটনাগুলির তারা মোকাবিলা করতে পারে। এই সুবিধাগুলি আজকে আমরা এই বিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

আর এখানে যেটা তুলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় যে সংশোধনী আনা হয়েছে, এখানে সেক্শান ৭৯, সেক্শান ৭২ যেখানে আজকে আমরা দেখি যে এখনও নোটিফ য়েড আছে অনেক জায়গা আছে সেখানে আজকেআমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টাফ ডেপুটেশনে আনতে হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেপুটেশানে আসছে। কারণ সেখানে স্টাফ পেটার্ন সেই রকম নেই যে এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। এখন নূতনভাবে যে বিল আসছে তাতে তার পরিধি আরও অনেক বেশী। সেখানে আজকে যদি একটা জায়গা থেকে ডেপুটেশানে আনতে হয় সরকারের অন্য কোন দপ্তর থেকে সেটা বরং তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত নগর পঞ্চায়েত আছে সেখানে তাদের পক্ষে হেল্পফুল হবে। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সেক্শান ৮৩তে বিভিন্ন জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় একটা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া থেকে আর একটা মিউনিসিপাল এরিয়ার মধ্যে যে চেইন এইগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় এক রকম মানসিকতা গড়ে উঠছে। যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কিন্তু আমার এখানে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক কাজের ভিতর যে রিক্রুটমেন্ট হয় সেখান থেকে কাজ করার মত যে অবস্থাটা সেটা যদি যেকোনভাবে হয়, জোট আমলে হয়েছে তার ফলশ্রুতি আমরা ভুগছি। আবার অন্য আমলেও বিভিন্ন পর্য্যায়ে হতে পারে। যাতে এটা না হয় তারজন্য একটা রোটেশান একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গার অভিজ্ঞতাকে আর এক জায়গায় আরও এনকারেজ এবং এর ভিতর দিয়ে এটা একটা ওয়ার্ক কালচারও গড়ে উঠে। সুতরাং সেই দিক থেকে সন্দেহ করার যে জায়গাটা, সেই সন্দেহ জিনিষটা কোন জায়গায় খারাপভাবে লাগবে এটা মনে করবার এখনই কোন কারণ ঘটবার মত কিছুই নয়। যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই মিউনিসিপ্যাল নূতন। যদিও এটা ঠিক শহরের মানুষ বা এই যে টৈনক্সিশনাল এরিয়াগুলি আছে তাদের কাছে আরও বেশী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য একটা চিন্তাধারা এখানে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই চিন্তাধারাকে সামনে রেখে চেষ্টা হচ্ছে এই বিলের ভিতর দিয়ে। আর এটা ঠিক যে, এখানে অনেকেই অনেক জানেন যে আমরা যেখানে যেখানে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিসগুলি আছে। কিন্তু আজকে নোটিফায়েড বলুন, আজকে মিউনিসিপ্যাল বলুন আজকে সার্বিকভাবে রাজ্য যেখানে তেমনভাবে উন্নত না, গরীব অংশের মানুষের সেখানে ব্যাপক উন্নতি সাধনের জন্য এই যে ডেমোক্রেটিক ভেলু সেগুলি সেখানে তুলে ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মানুষকে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের দিকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এই বিল অনেকখানি সাহায্য করবে। এবং তাদের মধ্যে একটা উন্নতি দেখা দেবে। কিন্তু আমরা দেখছি পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে এবং এখানে একজন বিরোধী পক্ষের বক্তা বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে

আন-ইভেন-ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন যে যেখানে আজকে বামফ্রন্ট আছে সেটা একরকম চলছে, সেখানে উন্নতি হচ্ছে না, অন্য জায়গায় উন্নতি হচ্ছে আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষ দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে পত্রপত্রিকায় এবং বিভিন্ন বইতে আমরা দেখেছি যে ইষ্টার্ন রিজিওন এবং ওয়েষ্টার্ন রিজিওন। ভারতবর্ষ তো দুটো ভাগ সেই ভাগ কিসের জন্য হচ্ছে? সেখানে আজকে নর্থের কথা বাদ দিন পূর্বাঞ্চলের কথা ধরুন সেই উন্নয়ন কোথায় হচ্ছে? সুতরাং সেই জায়গায় আজকে পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল এই যে ভাগ আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে হয়েছে কেন সেগুলি আজকে হচ্ছে এবং তার মধ্যদিয়ে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না হউক অন্তত এ ইধরণের একটা মনোভাব আছে।

আজকে এই বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরতি অথচ এখানে দরকার সেইগুলিকে ব্যবহার করা, সেখানে শিল্প স্থাপন করা, তার জন্য রেল দরকার, ভারী শিল্প আসার জন্য, ভারী যন্ত্রপাতি আসার জন্য। কিন্তু সেখানে রেল নেই। আজকে এখানে কলকারখানা নেই। এই যে কলকারখানা নেই, রেলও নেই এইভাবে আজকে এখানে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেকগুলি রাজ্যের মধ্যে রেল নেই এবং তার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া সেখানে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা ব্যবহার করার মত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এর ফলে আজকে মানুষের মধ্যে যে একটা ক্ষোভ সেই ক্ষোভটাকে কাজে লাগাবার জন্য, সাম্রাজ্যবাদ শক্তিরা চেষ্টা করছে, আজকে বিচ্ছিন্নবাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অথচ আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় যেখানে এই ক্ষোভকে ব্যবহার করে আজকে যারা দেশ বিরোধী শক্তি তারা কাজে লাগাচ্ছে। এতে আমাদের ক্ষতি হবে কিন্তু এইগুলিকে প্রশাসিত করার জন্য যেই ব্যবস্থা আজকে নেওয়া দরকার এই ধরণের কাজকে এবং রাজ্য থেকে যে সমস্ত জায়গায় যাওয়া যায় স্বশাসিত অঞ্চলগুলিতে আরো বেশী অব ফাণ্ড বেশী হওয়া দরকার সেই-গুলির ক্ষেত্রে আরো বেশী সম্পদ সৃষ্টি করা রেভিনিও এবং সেই সমস্ত স্কোপ তৈরী করা। আজকে মিউনিসিপালিটিই হউক বা নগর পালিকাই হউক তাদের অঞ্চলের ভেতরেই তাদের রিসোর্সকে বাড়াবার জন্য আজকে সেনেটারী এবং ট্রিটমেন্ট প্লেন ড্রিংকিং ওয়াটার-এর সুবিধ বাড়াবার জন্য যে ব্যবস্থা আছে সেইগুলি করার জন্য যে অর্থ সেই অর্থের জন্য আজকে কি হচ্ছে আজকে রাজ্যের ক্ষেত্রে যে চিৎকার হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমনভাবে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা। কারণ আমরা দেখছি পূর্বাঞ্চলের বলুন তার মধ্যেও তার তুলনায় আজকে শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হচ্ছে আজকে ঐ অঞ্চলের মধ্যে সেটা হচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে এটা হচ্ছেনা। সার্বিকভাবে যে চিত্র আমাদের সামনে আছে সেই চিত্রের ভিত্তিতে এটা পরিস্কারভাবে বলা যায় যে আমাদের এই প্রচণ্ড আর্থিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটা চেষ্টা করেছে। এই যে আর্থিক অসুবিধা থাকবে, এটা আছে, এটা আমরা গত ১০ বৎসরও বামফ্রন্ট সরকারের সময় এবং সেটা আগামী দিনেও থাকবে। এটার জন্য রাজনৈতিক লড়াই করতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমাদের যে কমিটমেণ্ট মুখে বলেছি একটা কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে আরেকটা আমরা সেটা করতে দেবনা। তাতে কে ক্ষমতায় আসবে কে আসবেনা সেটা অন্য কথা। কিন্তু আজকে গ্রাউন রোড লেভেলে ডেমোক্রেসিকে নিয়ে যাওয়া সেখানে লোক আছে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন সেখানে যাবেন, নমিনিটি লোকেরা সেখানে থাকবেন এবং বিভিন্নভাবে নগর পঞ্চায়েতের দুই জন, মিউনিসিপাল কর্পোরেশ-নের তিন জন এই রকম বিভিন্নভাবে আছে। সবচেয়ে বড় জিনিস এই বিলের মধ্যে সেটা ইণ্টভিউস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিস্টিক প্লেনিং কারণ আমরা দেখিছি বিভিন্ন জায়গায় যেমন বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া চালাবার ক্ষেত্রে আজকে সেই কো-অপারেশান, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কো-অপারেট করা একটা প্লেন করা। আমরা টোটাল প্লানিংটা

দিচ্ছে রাজ্য সরকার এবং সেখান থেকে যে রিসোর্স তৈরী হচ্ছে তা আমরা কি খাতে ব্যবহার করব। আমাদের মাষ্টার প্ল্যানিং সেখানে তৈরী হচ্ছে না এবং তার ফলে একটা পরিকল্পনা আমরা পাচ্ছি না। আমরা এই পরিকল্পনা দরকার, অল্প অল্প করে সেই কাজটা করছি যত টাকা আসে সেই পরিমাণে কিন্তু টোট্যাল যে একটা স্কীম আমাদের সামনে তুলে ধরা সেটা এতদিন পর্যন্ত হচ্ছে না। যে একটা খাপছাড়া খাপছাড়াভাবে কিছু কাজ কর্ম হচ্ছে। আজকে ডিষ্ট্রিক প্ল্যানিং-সেখানে একটা প্ল্যান করা হবে উপরতলা থেকে, সেখানে মেম্বার থাকবে সুতরাং সেই জায়গাতে এই ডিষ্ট্রিকট প্ল্যানিংকে সামনে রেখে সেখানে সমস্ত স্কীমগুলি যাবে সেইগুলি পর্যালোচনা হবে গৃহীত হবে এবং তার পর থেকেই এগুলি ইমপ্লিমেন্ট হবে।

এবার এটার মধ্যে বাধা হয়েছে ডিষ্ট্রিক প্ল্যানিং এর ফলে উপরতলা থেকে রিসোর্স করা এবং সেইগুলিকে এক ডিভিশনের জায়গায় নিয়ে যাওয়া। তাতে নাগরিক জীবনের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা আমরা বলি এবং সেই সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র এবং আমাদের যে চিন্তা আছে সেই জায়গাটাই মানুষের মধ্যে এটা অর্থবহ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে দেখাব। এবং এর দ্বারা মানুষের ধারণার পরিবর্তন হবে। আমরা চাই যে কোন বিল যে কোন আইনের ভিতর দিয়ে মানুষের যাতে উপকার হয় এবং এর ফলে সেখানে যাতে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। আজকে আমরা সবাই স্বীকার করছি যে এই বিলটি কার্যকরী হউক কিন্তু কার্যকরী করতে গেলে সবাই সহযোগিতা করা দরকার। সবার প্রত্যাশা আছে। আমরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছি। এবং এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবার একটা প্রত্যাশা আছে। এখানে আছে অনেকে মানুষের কাছে ক্ষমতা তুলে দেওয়াটাকে বিকৃত করতে চেষ্টা করেছেন। আজ যে কোনভাবে মানুষ এই সমস্ত বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে স্বতস্ফূর্তভাবে উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়ে প্রমাণ করেছে যে মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে আছে। এবং আজ এই মিউনিসিপিলিটি বিলটিও কোন সন্দেহ নেই পাশ হয়ে যাবে। এবং যারা সংশোধনী এনেছেন তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটাকে এনেছে এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদন দাস।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী যে বিল উত্থাপন করেছেন—"দ্যা ত্রিপুরা মিউনিসিপিলিটি বিল" ১৯৯৪ এই বিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এই জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি গত ৯২ইং নির্বাচনের আগে গণতন্ত্র পুনঃ উদ্ধার করার আহ্বান নিয়েই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সেই দিন সেই আহ্বানে কংগ্রেসের দলেরও একটি অংশ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সেইদিন রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তো বটেই, কংগ্রেস দলের বিরাট অংশের লোক আশংকা করেছিলেন যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস এর হাতে গণতন্ত্র বিপন্ন। এটাকে উদ্ধার করতে হলে বামফ্রন্টের আপাতত দরকার। সেই জন্য রাজ্যের মানুষ বামদলকে ক্ষমতায় এনেছেন। এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই রাজ্যের মানুষের যে আশা আকাঙ্খা সেটিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে কার্য্যকরী করতে শুরু করলেন। এবং প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রথম স্তরের প্রথম কাজটি শুরু করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এইগুলি আক্রমণ করতে অনেকগুলি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস বারবার চেষ্টা করেছেন কিভাবে এই নির্বাচন থেকে পালিয়ে থাকা যায়, এই নির্বাচনটিকে আটকিয়ে দেওয়া যায়।

গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে চেষ্টা আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে নিয়েছেন, তাকে কিভাবে আটকানো যায় তার ব্যবস্থা তারা বিভিন্নভাবে করেছেন, কখনও হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আবার কখনও তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। স্যার, আমরা সেদিনও দেখেছি, যখন সত্যিই এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে, সেই নির্বাচন থেকে কিভাবে পালানো যায়, তার চেষ্টাও তারা করেছেন। আমরা আরও দেখেছি কিভাবে জনগণের সামনে উপস্থিত না হওয়া যায়, তার সবরকম প্রচেষ্টাই তারা করেছিল। তা তো করবেই। কারণ বিগত ৫ বছর ধরে তারা এই রাজ্যে যে রাস্তায় চলেছিল, তাতে এই রাজ্যের জনগণের বিন্দুমাত্র আস্থাই তাদের প্রতি ছিল না। তবু বিলোনীয়া এবং সাব্রুমে তারা কিছুটা সফল হয়েছে, আবার দেখা গেছে সাব্রুমের কোন কোন জায়গায় নমিনেশান পেপার সাবমিট করেও সেগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং তা করে তারা আপাতত: রক্ষা পেয়েছেন বলেই আমি মনে করি। সে যা হউক, এটা সত্য যে তারা তাদের বিগত কাজকর্মের জন্য জনগণের সামনে উপস্থিত হতে পারছেন না, আর ভবিষ্যতে যদি উপস্থিতও হন, তাহলে তার জন্য তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আজকে এই বিলের উপর সংশোধনী এনে, তারা সুষ্ঠু কাজ করছেন কি না, তাতে আমার সন্দেহ আছে। হয়তো, দলের চাপে পড়ে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা না করে, কিছু সংশোধনী এনে সেটার বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। তাই, আমি বলবো যে এই বিলের মাধ্যমে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে যে একটা শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন, সেটাকে কার্যকরী করার জন্য তারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবেন। এবং সেইসঙ্গে বলবো যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্ট করতে গিয়ে, এমনিতেই তাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, সেটাকে আর বাড়িয়ে তুলবেন না। এই বিলে নগর পালিকা এবং নগর পঞ্চায়েত-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের সুখ, সাচ্ছন্দ এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে প্রতিশ্রুতি এই রাজ্যের মানুষকে বামফ্রন্টের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই আজকে এই বিল। কাজেই, আজকে এই বিলকে হাউসে পাশ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করার দরকার এই কথাটা যেন বিরোধী দলের সব সদস্যই মনে রাখেন। এখানে বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব গান্ধীই নগর পালিকা এবং পঞ্চায়েত রাজ বিল দুটোর প্রধান প্রবক্তা। এটা খুবই সুন্দর কথা, আমি উনার সংগে এক মত, দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু সেই সংগে একথাটা বলতে হয় যে দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে, এই রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাজকর্ম দেখে, এতই অবিভূত হয়েছিলেন যে তিনি প্রকাশ্যে এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। এবং তার এই প্রশংসার দরুণ পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লীতে কংগ্রেসীদের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী একটা কমিউনিষ্ট শাসিত রাজ্যে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই খবরটা সারাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে এবং সারা দেশের মানুষ এটা জানে। আমি বলবো এতে ক্ষতির কি আছে? রাজীব গান্ধীর বড় মন ছিল, তাই পশ্চিম বঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাজ কর্ম দেখে তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মতামতের সরকার থাকতেই পারে, কিন্তু সেই সব সরকার যদি একটা ভাল কাজ করে এবং তাতে যদি সামগ্রিক ভাবে সেই রাজ্যের জনগণের উন্নতি হয়, তাকে প্রশংসা করবেন না তো কি করবেন? কাজেই, যা ন্যায্য, তিনি সেটাই করেছেন।

এই বিল যে এখানে আনা হয়েছে কথাটা ভাল করে সবাই স্মরণ করবেন অনুভব করবেন যে পশ্চিমবঙ্গের

পঞ্চায়েত একটা মডেল হিসাবে দৃষ্টান্ত হিসাবে ছিল এবং সেখানে পঞ্চায়েতের যে পদ্ধতি চালু হয়েছিল সেটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। যেটা জনসাধারণের মঙ্গলের করা হয় সেটা জ্যোতি বাবুর মডেল হউক বা রাজীব গান্ধীর মডেল হউক আমাদের গঠনমূলক সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আশা করি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনকে বাধা দেওয়ার জন্য যেভাবে বিরোধী পক্ষ হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট করেছে সেটা এখন করবেন না। শহরাঞ্চল এবং তার আশপাশের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বিল এখানে উত্থাপিত করেছেন সেটাকে আশা করছি সর্ব্বান্তকরণে সবাই সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর দেবসরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আজকে নগরপালিকা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড অথরিটি যেটা শহরাঞ্চলে সেখানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে সে বিল উত্থাপন করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছি। এবং বিরোধী সদস্য অমল বাবু যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটার সরাসরি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই কংগ্রেস (আই) দলের গণতন্ত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কোন সময়ই ছিল না তাদের রাজত্বে আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে হাত তুলে ভোট হাতো বড় লোকদের স্বার্থে এবং পুঁজিপতীদের স্বার্থে। আবার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্য এলাকাগুলিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিল সেটাকে বিগত পাঁচ বছরে ধ্বংসে করেছে। আবার পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমরা দেখেছি এই কংগ্রেস (আই) দল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে ফিরে না পায় তার জন্য কিভাবে ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিল।

গত পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি তারা গায়ের জোরে যেমন ক্ষমতা দখল করেছেন, তেমনি তারা পঞ্চায়েত এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন তারা করেন নি নির্বাচন না করে ওরা একটা লুঠ পাটের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। গ্রামের মানুষ তাদের পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন নি। তার কারণ ছিল একটাই গ্রামের মানুষ যদি গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়ে যান তাহলে সমীর বাবু, অমল বাবুদের অসুবিধা হবে এটা তারা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তারা স্বাভাবিক চেয়েছিলেন তাদের নিজেদের চরিত্রটা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ না পায়। স্যার, আজকে নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশন নির্বাচিত হতে যাচ্ছে। তার জন্য আজকে বিল আনা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত বিলে বিরোধিতা করার মত কিছু নেই, কিন্তু কংগ্রেস (আই) দল তার বিরোধীতা করছে। আজকে তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি তাদের চরিত্র। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। বিলোনীয়ার কথা আর বলে লাভ নেই সেটা অমল বাবু ভালই জানেন। উদয়পুরের কথাও তিনি ভাল জানেন। সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সমীর বাবু বিরোধী দলনেতা উনি নিজে জানেন গোষ্ঠি দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে আছেন। এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য অনেকে দলের প্রতীক পেলেন না, কেউ বা মনোনয়ন উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, কেউ বা দলের নোমিনেশান সাবমিট করেননি। তেলিয়ামুড়াতে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কি ঘটনা ঘটেছিল? সেখানে আমরা দেখেছি কংগ্রেস দলের পক্ষে একটা কেন্দ্রে ২,৩ জন প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেছেন। কেউ হয়ত কংগ্রেসের কাটা হাত চিহ্নে কেউ বা শংখ চিহ্নে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের দলের মধ্যে যে সমস্ত মহড়া সেদিন হয়েছিল সেটা তেলিয়ামুড়া তথা সারা রাজ্যের মানুষ সেটা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছেন। সেদিন মহারানী বিভু কুমার দেবীকে নানাভাবে হেনস্তা হতে হয়েছে তাদের দলের লোকদের হাতে। এবং বিমল সিনহা শংখ চিহ্নে প্রার্থী ছিলেন, সমীর বাবুর চেলা চামুণ্ডাদের

হাতে তাকেও নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসের গণতন্ত্রের নমুনা যে কি সেটা তারা তাদের দলের লোকরাই ভাল করেই জানেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) রাজ্যের সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র রক্ষা না, তাদের দলীয় যে গণতন্ত্র সেটাই তারা রক্ষা করতে পারেন নি। আমি জানিনা কংগ্রেসী নেতাদের মত তারা বলবেন কিনা গণতন্ত্র মানে হচ্ছে—হৈ, হট্টগোল, রাম দা নিয়ে লাফালাফি, সেখানে প্রার্থী টিকিটের নামে খুন খারাপি করা। এই যদি কংগ্রেস (ই) র গণতন্ত্রের চেহারা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই গণতন্ত্র চায় না এবং চায় না বলেই গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের চেহারা দেখতে চায় নি। স্বাভাবিকভাবেই একটা বিরাট অংশে তারা প্রার্থী খুঁজেও পান নি। সেদিন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন দিল্লীতে দৌড় ঝাঁপ করতে। উদ্দেশ্য একটাই ছিল কে পাবেন টিকিট দেবার চাবি কাঠি। কে হবেন দলের সভাপতি। এখানে এমন একজন বিধায়ক আছেন যিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে একটা মাসের মধ্যে ৩/৪ বার দিল্লীতে দৌড়ান নি দরবার করতে? আমরা সেদিন দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে কোর্টের রায় যখন হয় তখন বিরোধী দলনেতা দিল্লী থেকে ত্রিপুরায় ছুটে এসে নিজেই দলীয় টিকিট বন্টনের একটা কমিটি করে নিজেই স্বঘোষিত চেয়ারম্যান হয়ে বসেছিলেন। উনি সেখানে বসে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রার্থী পদ ঠিক করে বসে বসেছেন। সেদিনও আমরা কংগ্রেস (ই) ভবনে গণতন্ত্রের যে চেহারা দেখেছি চেয়ার টেবিল ভেঙ্গে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছিল, ত্রিপুরার পুলিশকে সেদিন তাদের গণতন্ত্র রক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এটা তো তাদের জানা কথা। কাজেই গণতন্ত্রের নামে গত ১১ তারিখে তারা যে মহড়া দিয়েছিলেন, তারা নিজেরাই নিজেদের গণতন্ত্র সম্পর্কে ভাল করে জানেন। পরবর্তী সময়ে দলীয় টিকিট দেবার পাঞ্জা যার হাতে এসেছিল, দলীয় কোন্দলের কারণে অনেকের ভাগেই টিকিট জুটে নি। অমল বাবুরা সেদিন মন খারাপ করে বসেছিলেন তাদের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে। অনেক প্রার্থীকে বসিয়ে দিতে হয়েছে। শুধু বিধানসভা নির্বাচনেরই না, পঞ্চায়েত নির্বাচনেও একটা কেন্দ্র কংগ্রেসের দুই জন করে প্রার্থী ছিলেন। কেউ কাটা হাত চিহ্নে, কেউ বা শংখ চিহ্নে। যদিও কেউ সেখানে জন সমর্থন পান নি। তাদের প্রত্যেকেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হবার মত অবস্থা হয়েছিল। আমি আমার এখানকার কথাই বলছি গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা ত্রিপুরার কথা বলছেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গণতন্ত্র রক্ষা হয় নি। আমাদের খোয়াইয়ে সমীর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য সুখময় কর ছিলেন নমিনেশ পেপার সাবমিট হওয়ার দিন। তখন ছিল আমাদের সকল শ্রেণীর বন মহোৎসব রাজ্যভিত্তিক উৎসব। সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মিষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সেখানে একত্রে বসে কংগ্রেস (আই) নেতারাও সেই সরকারী উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে নমিনেশ্যান সাবমিট করেছেন দলে দলে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কথাগুলি যখন সাধারণ মানুষের নিলেন এখানে গণতন্ত্র নেই, নমিনেশ্যান সাবমিট করা যাচ্ছে না, আমরা তখন সুখময় বাবুকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম "আপনারাই বলুন একটা প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করব সেখানে আপনারা বক্তব্য রাখবেন আমরাও বক্তব্য রাখব!" সে দিন কিন্তু সুখময় বাবু বলেছেন দাঁড়িয়ে যে না খোয়াইয়ে এমন কোন ঘটনা হয় নি এবং সেদিন সত্যিকারের সেই মিষ্টিও তাঁরা খেয়েছেন, সে মিষ্টি তাদের তেতো লাগে নি সেটা স্বীকার করতে হয়েছে এবং ঠিক ঠিক ভাবে সেখানে নমিনেশন সাবমিট করেছেন, কোথাও সেই নমিনেশ্যান সাবমিট তড়িঘড়ি করতে গিয়ে কে কাদের প্রার্থী করবেন, প্রার্থী করার লোক নেই, দলের নেতারা সে দিন আগরতলায় বসে আছেন। যাদের

প্রার্থী করা হয়েছে নমিনেশ্যান পেপার সময় মতো শুদ্ধভাবে ফিলাপ করার লোক নেই। সবাই তো আর আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যের মত আইন বিশারদ নয়। ফরম ফিলাপ করতে অনেক ভুল-ত্রুটি তারা করেছেন সেই ক্ষেত্রে অনেক নমিনেশ্যান পেপার রিজেকট হয়েছে তাদের দলীয় নিবুদ্ধিতার কারণে অথবা ইচ্ছা করে এমনও হয়েছে দলের মধ্য থেকে কাউকে ইচ্ছাগত, গোষ্ঠিগত, কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে নমিনেশ্যান পেপার সাবমিট করতে ভুল করেছেন। এবং আমার সামনে সেখানে তাদের দলের নেতা সুখময় কর উনি নিজে দাঁড়িয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এতে মনে হচ্ছে ফরমটা ফিলাপ বোধহয় আমরা যাকে করতে বলেছি তিনি করে নি অন্য কেউ করেছেন। সেখানে তার প্রার্থী বলেছে দাদা আমার ফরমটা তো অমুকে ফিলাপ করেছেন তিনি আবার অমুক গোষ্ঠীর লোক কাজেই বলা যায় না হয়তো ইচ্ছা করেই অশুদ্ধ করে রেখেছেন যাতে আমার নমিনেশ্যান পেপার রিজেকট হয়ে যায়। কাজেই দলের গণতন্ত্রের এই চেহারাগুলি আপনারা ভালভাবে জানেন। অমল বাবুরা, গণতন্ত্রের কথা উনাদের মুখে শোভা পায়না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে গত ৫ বছর গণতন্ত্রের চেহারাটা আপনারা দেখিয়েছেন, এখন দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চেহারা আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কিছু দিন আগে দেখেছিলাম এখানে সন্তোষ বাবু এসেছিলেন, গাড়ী নিয়ে যারা এসেছিলেন, আমি সে দিন নরসিংগড়ের পথে যাচ্ছিলাম সুধীর বাবু, সন্তোষ বাবু আসছেন, আমি জানি না সে দিন সমীর বাবু কোথায় ছিলেন তাঁকে কিন্তু দেখিনি, কিন্তু কারণে অভিমান করে নাকি কি কারণে সে দিন তার চেহারা দেখতে পায় নি। কাজেই আমি বলব এটা দলীয় সে সমস্ত কারণে কারা কোথায় কখন স্থান পান, কাদেরকে কে ল্যাং মারে গণতন্ত্রের চেহারা আপনারা ভাল বুঝেন। এটা আর বিধানসভায় বক্তৃতা করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে এই জিনিষটা আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। কারণ আপনাদের দলকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চেনেন। কাজেই যে প্রশ্ন এখানে এসেছে আমরা আমরা সাধারণ মানুষের হাতে শহরাঞ্চলের গণতন্ত্র পৌঁছে দিতে চাই এবং শহরাঞ্চলের উন্নয়ণের দায়িত্ব তুলে দিতে চাই। উন্নয়নের প্রশ্নে আপনাদের কি দরকার, আপনারা কি উন্নয়ন করেছিলেন? বিগত ৫ বছরে উন্নয়নের কি ছিল। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এখানে যে ভাবে লুটপাট কমিটি করে রাখা হয়েছিল নমিনেটেড করে রেখেছিলেন নির্বাচন করেন নি এবং এদের হাতেই সমস্ত উন্নয়নের ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন লুটপাট করার জন্য এবং আপনাদের দলীয় তহবিল অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আরও বাড়ানোর জন্য নির্বাচনের ধারে কাছে আপনারা যান নি। কাজেই আজকে যখন উন্নয়নের প্রশ্ন আসছে এবং সাধারণ মানুষ যখন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছেন আরও কাজ, আরও বেশী উন্নতি তখন উনারা আতংকিত হয়ে উঠছেন। এক দিকে যেমন দিল্লীর প্রতি আপনাদের নজর সেখানে কাকে বসিয়ে এখানে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে যাতে এখানে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ না করতে পারে তার জন্য যেমন প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন ঠিক তেমনি আবার এখানে নির্বাচিত সংস্থাগুলির হয়ে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা যারা এখানে আসেন, তারা অবশ্য আপনাদের মত দায়িত্ব আপনাদের মত হীন নয়, মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। তাঁরা অবশ্যই সাধারণ মানুষের ভোটে জন প্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, গায়ের জোরে নয়। তাঁরা যদি সত্যি নির্ব্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পান যা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে। সমস্ত গণতন্ত্র এর শত্রুদের, যারা জবরদস্তি করে, যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করে..., যারা মানুষকে শুধু অত্যাচার করতে জানে, তাদের প্রতি যে ঘৃনা এবারকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ তা প্রকাশ করেছে। সেই ঘৃনার চেহারা আপনারা জানেন। কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারবে, তাদের

মনমত জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে, নগর পঞ্চায়েতগুলিতে অথবা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে সেটাই হচ্ছে আপনাদের আতংকের কারন। কাজেই আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাছে যে এখানে আইনগত যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অমলবাবু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আইনকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা চলিনা। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্রকে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ত্রিপুরার মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। গত ৫ বৎসর আপনারা জানেন যে গণতন্ত্রের নামে আপনারা যে কাজগুলি করেছেন, ত্রিপুরার মানুষ তার রায় দিয়েছেন কি বিধানসভা নির্বাচনে, কি পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কাজেই আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিল এখানে এসেছে সেই বিল ত্রিপুরার মানুষের কাছে, শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে সঠিক অর্থেই তারা গণতন্ত্রের স্বাদ ভোগ করবেন এবং উন্নয়নের প্রশ্নে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারবেন। তার জন্যই এই বিল এসেছে, যেখানে মিউনিসিপ্যাল বিল ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে সঠিকভাবে কাজ করবে। উন্নয়ন যদি চান আপনারা, তাহলে আপনারা এই বিলকে সমর্থন করবেন। আপনারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন কিনা সেটা আপনাদের নিজস্ব প্রশ্ন কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, শহরাঞ্চলের মানুষ গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে সাথে সাথে তারা উন্নয়নের প্রশ্নে তারা অনেক আশান্বিত। তারা দেখেছেন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এসেছে। কাজেই উন্নয়নের প্রশ্ন আপনারা আশাকরি গত ৫ বৎসরে যা করেছেন, আপনারা মানুষের সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন দাঁড়ান নি, আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাছে গত ৫ বৎসরের কৃতকর্মের জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটা সুযোগ আপনাদের কাছে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সুযোগ আপনারা গ্রহণ করেননি। করেছেন একটা মস্ত বড় ব্লাণ্ডার। হিমালয়ান ব্লাণ্ডার বলতে হবে। এই ভুল আর করবেন না। মানুষের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার করে দিয়েছে আপনাদের। এই মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের জন্য এই যে মিউনিসিপ্যাল বিল এসেছে সেই বিলকে সামনে রেখে মাথা নত করে জনগণের সামনে আপনাদের কৃতকর্মের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ান। জনগণের প্রতি আস্থা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন, জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবেন। জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকলে আশা করি মিউনিসিপ্যাল বিলকে আপনারা সমর্থন করবেন এবং ছোটখাটো এইসমস্ত যে সংশোধনী এনেছেন এইগুলিকে শুধু অসংশোধনী আনার জন্য না, বা বিরোধিতা করার জন্য না এগুলিকে পরিত্যাগ করে তুলে নিন। আপনারা এই বিলের সমর্থনে এগিয়ে আসবেন এবং আগামী দিনে সঠিকভাবে মাননীয় সদস্য সুধন দাস বলেছেন, আগামী দিনে সত্যিকারের মানুষের সামনে, এগুলি বলার জন্য আপনারা অন্ততঃ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলবেন যে হ্যাঁ, মিউনিসিপ্যাল বিল আমরা সমর্থন করছি। আমরা সাধারণ মানুষ এবং শহরাঞ্চলের মানুষ যেমন নির্বাচন চান, আমরাও নির্বাচন চাই। কাজেই প্রতিশ্রুতি দেবেন নির্বাচনের আগে, আবার কোন কৌশল করে, আবার হয়ত পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করে, আবার কোথাও আইনের ফাঁক-ফোকর করে, সমীরবাবুর যে ভাল জানা আছে, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, এগুলি করবেন না। এই আশ্বাস ত্রিপুরার মানুষকে দিতে হবে যে এগুলি আমরা করব না। আমরা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি, তা রেখে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং নির্বাচনে মানুষের রায়কে আমরা মাথা পেতে নেব। এটুকু অন্তত: আশ্বাস এই বিধানসভায় দেবেন, এটুকু বিশ্বাস রেখে আমি এই মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী যে "দি ত্রিপুরা মিউত্তাসিপাল বিল ১৯৯৪" এখানে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি অসমর্থন জানাই। কারণ স্বায়ত্ত শাসন বা গণতন্ত্র যাই বলুন গণতন্ত্র আমাদের ট্রাইবেলদের রক্তের সঙ্গে জড়িত। এই গণতন্ত্র এখনও গিয়ে দেখুন, প্রকাশ্যেই হোক আর পরোক্ষেই হোক ট্রাইবেল গ্রামগুলিতে আছে। ট্রাইবেল গ্রামগুলিতে গণতন্ত্র আছে, তাদের প্রতিটি গ্রামের প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারী আছে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতি দুই এক বছর পর পর তারা নির্বাচিত করেন। গণতন্ত্রের সঙ্গে তাদের রক্তটা জড়িত, তার জন্যই বলছি এই গণতন্ত্রের জন্য সায়ত্ব শাসনের জন্য প্রথম থেকে আমরা রাজার সময় থেকেই আন্দোলন শুরু করেছিলাম। তখন কোন কোন এম.এল.এ মহোদয়দের বাপ মার সম্পর্ক বোধ হয় হয়নি। আমরা তখন দাবী করেছিলাম এই স্বায়ত্ব শাসন-এর জন্য, আর আজকে সায়ত্ব শাসন অধিকারের প্রশ্নে মিউনিসিপালিটি গড়ার প্রশ্নে এখানে প্রস্তাবটা এনেছেন, তারজন্য সায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে আমি জানাই ধন্যবাদ এখানে যে রকমভাবে এই মিউনিসিপালিটি বিলটা এনেছেন ঠিক সেইভাবে যেখানে যেখানে আমাদের পঞ্চায়েত আছে, নগর পালিকা বিল আছে সেখানেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৃণমূলে গণতন্ত্রকে পৌছাবে এবং এই যে আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল ভারতবর্ষের মধ্যে এই রকম আর হয়নি এই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ভারত-বর্ষের মধ্যে একটা আলোড়ন হয়ে গেল। ত্রিপুরা রাজ্যকে টেষ্ট করছে তারা। গত বিধানসভা নির্বাচনে সারা বিশ্বের মধ্যে আওয়াজ উঠেছে, কি করে আসল তারা, এত সন্ত্রাস, এত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কি করে আসল বামফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে গেল সারা বিশ্ব। এই বিধানসভায় যারা আছেন তাদের আমার মত বয়স কারও হয়নি। আমি জানি কংগ্রেসটা কি, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেসের মধ্য থেকে কেউ আন্দোলন করেছে গণতন্ত্রের জন্য, কংগ্রেস কি কিছু করেছে, আমি ইতিহাস পড়েছি, সমীরবাবু ইতিহাস পড়েন নি। তারপর পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবীতে আমরা যখন আন্দোলন করলাম তারা তখন জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে আমাদের জেলে পাঠাল ১৯৫২তে। এই হল তাদের ইতিহাস। তারা হল রাহু, রাহু মুখ আছে কিন্তু পেট নাই। আমাদের পথের কাটা হয়ে আছে সারা জীবনের জন্য, এই হল কংগ্রেস। তাদের মানবতা বোধ নাই, মানুষকে ওরা ভালবাসতে জানে না, মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাস নাই। তাদের বিশ্বাস হল ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখা। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তারা মরিয়া হয়ে যায়, ওদের যে কোনভাবেই হোক ধন সম্পত্তি গ্রাস করতে হবে সে সরকারই হোক আর কোন লোকরা হোক। এই হল কংগ্রেসের নীতি, এই নীতির সঙ্গে বামফ্রন্টের নীতির অনেক তফাৎ। এই সব কারণে যত ভাল কথাই বলুক তারা মানুষ তাদের বিশ্বাস করে না, করতে চায় না। ওরা মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টানতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আলোচনা কালকেও চলবে, আপনি আগামী কালকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। এই সভা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, ১৯৯৪ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

ANNEXURE—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO 23

Name of Member : Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কতটি হ্যাণ্ডলুম ট্রেনিং সেণ্টার চালু আছে, এবং

২। এই সব সেণ্টারে প্রশিক্ষণ প্রার্থীর সংখ্যা কত এবং

৩। প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের মাসিক কত টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে হ্যাণ্ডলুম, হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্‌ এবং সেরিকালচার দপ্তরের অধিনে কোন হ্যাণ্ডলুম ট্রেনিং সেণ্টার চালু নাই।

২। প্রশ্ন ওঠে না।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

ADMITTED QUESTION NO-40

NAME OF M. L. A.—SHRI UMESH CHANDRA NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য (ধর্মনগরে) দেওয়ান পাশাতে Women Hospital করার জন্য জায়গা স্থির করা হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় বে কবে পর্যন্ত হসপিটালের কাজ শুরু হবে ?

A N S W E R

১) ইহা সত্য ন

২) প্রশ্ন আসেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—80.

Replied by Shri Umesh Chandra Nath, M. L. A.

Q U E T I O N S

Wi the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be please to state :—

১) ত্রিপুরাতে রাজ্য সরকার কর্তৃক কাপড়ের ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়া চিরদিনের মত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি ?

২) যদি বন্ধ না করা হয় তবে পুনরায় কবে নাগাদ লাইসেন্স দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা হবে ?

A N S W E R S

না।

২) প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 89

Asked by Shri MakhanLal Chakraborty, M. L. A,

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১) এফ. সি. আই. রাজ্যের খাদ্য দপ্তরকে মাসে কি পরিমাণ সুপার ফাইন (Raw), ও সুপার ফাইন (Boiled) কমন কমন চাল সরবরাহ করে থাকে এবং

২) উল্লিখিত বিভিন্ন ধরণের প্রতি কুইণ্টাল চালের মূল্য কত ?

ANSWERS

To be replied by Shri Braja Gopal Roy, Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। ভারতীয় খাদ্য নিগম তাহাদের মজুত অনুযায়ী কমন ও সুপার ফাইন চাল ও কমন চাল (Boiled & Raw) সরবরাহ করিয়া থাকে। নিম্নে গত এপ্রিল ১৯৯৪ ইং মাস হইতে জুলাই ১৯৯৭ ইং মাস পর্যন্ত খাদ্য নিগম কর্তৃক রাজ্য সরকারকে সরবরাহকৃত চালের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

(পরিমাণ প্রতি মি. টন.)

মাসের নাম	সুপার ফাইন (Boiled)	সুফার ফাইন (Raw)	কমন (Boiled)	কমন (Raw)
এপ্রিল '৯৪	২৯৬,৬৭০	১৪৮৮.৫০০	২৬৪৬.০৫২	৩২৪.১৬০
মে '৯৪ ইং	১২৬৩.৪৭৩	৩১২৩.৭৩৭	৫৪০৯.৪৪৫	১৪১.৬৫৩
জুন '৯৪ ইং	১৭৬.৪৯৯	৬৫৪৫.১০৫	২৯১৭.২৫২	×
জুলাই '৯৪ ইং	×	৬৭৪৯.৩৫৯	১৯৬৭.৪৩০	৪২৫.৯৩২

ভারতীয় খাদ্য নিগম ও রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চালের মূল্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

চালের নাম	খাদ্য নিগম কর্তৃক নির্ধারিত চালের মূল্য		রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চালের মূল্য	
	P. D. S. (সাধারণ) এলাকা (প্রতি কুঃ)	R. P. D. S. এলাকা	P. D. S. সাধারণ এলাকা	R.P.D.S এলাকা
(ক) কমন (Raw এবং Boiled)	৫৩৭.০০	৪৮৭.০০	৫৯০.০০	৫৪০.০০
(খ) সুপার ফাইন (Raw এবং Boiled)	৬৪৮.০০	৫৯৪.০০	৭০০.০০	৬৫০.০০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO 91

Name of Member :—Shri MakhanLal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১) কলকাতার 'রাজ ইন্টারন্যাশনেলকে' রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটির পরিচালনার ভার সমর্পণ করা সংক্রান্ত চুক্তির প্রধান বিষয়গুলি কি কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার একমাত্র জুটমিলটির পরিচালনার ভার কলকাতার "রাজ ইন্টারন্যাশনেলের" হাতে এক চুক্তির মাধ্যমে ন্যস্ত হয়েছে। উক্ত চুক্তিতে জুটমিল এবং ইহার বর্তমান শ্রমিক কর্মচারীদের সর্ববিধ স্বার্থ পুরাপুরি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ আরোপ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থান ও বর্তমান সুযোগ-সুবিধাগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা এবং বেতন, মজুরী ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ নিরাপত্তাদানের দিকে দৃষ্টি রেখে উক্ত চুক্তি সম্পাদন করেছে।

উপরোক্ত চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি শর্ত নিম্নে বর্ণিত হল : ·

(ক) এ চুক্তির মেয়াদ ১৯৯১ সালের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(খ) যতদিন চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে ততদিন পর্যন্ত জুটমিলটির উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব রাজ ইন্টারন্যাশনেলের উপর ন্যস্ত থাকবে। শিল্পের যন্ত্রপাতি মেরামত ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ রাজ ইন্টারন্যাশনেলের উপর বর্তাবে।

(গ) জুটমিল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ ইন্টারন্যাশনেলের বর্তমান শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই ও মিলটি সাময়িকভাবে বা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার কোন অধিকার থাকবে না।

(ঘ) মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাকরীর শর্তাবলী Industrial Employment (Standing Orders Act.) অনুসারে পরিচালিত হবে। মিলটি হস্তান্তরের তারিখে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন, মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা রাজ ইন্টারন্যাশনেল কার্যকরী রাখতে বাধ্য থাকবে। রাজ ইন্টারন্যাশনেলকে শ্রম আইনের শর্তগুলিকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

(ঙ) রাজ ইন্টারন্যাশনেল মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত কারখানা পরিচালনা সম্বন্ধীয় সরকারী আইন তথা শিল্প আইন পুরোপুরি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ থাকে যে, যদি উক্ত আইনের কোন পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংযোজন এবং শর্ত পরবর্তী পর্যায়ে আরোপিত হয়, সেগুলোও মানতে বাধ্য থাকবে।

(চ) 'রাজ ইন্টারন্যাশনেল' প্রতিবছরই শ্রমিক কর্মচারীদের Bonus Act 1965-এর শর্তানুসারে বোনাস দিতে বাধ্য থাকবে এবং উক্ত বোনাস প্রতিবছর দুর্গাপূজার পূর্বাহ্নেই দিতে হবে।

(ছ) এই পরিচালন কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রচলিত সরকারী বিধি অনুসারে শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা ও সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকবে।

জ) "রাজ ইন্টারন্যাশনেল" জুটমিল বা এর কোন অংশ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর, বিক্রি বা 'Leese' দিতে পারবেনা।

(ঝ) নূতন পরিচালন কর্তৃপক্ষ ১৯৯৫ ইং সালের ১লা আগষ্ট হতে প্রতিমাসে চুক্তি বলবৎ থাকা পর্য্যন্ত ১,০০,০০১ টাকা জুটমিল কর্তৃপক্ষকে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে দিতে বাধ্য থাকবে।

(ঞ) চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকাকালীন সময়ে উক্ত মিলের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের জন্য জুটমিল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেনা।

(ট) চুক্তি কার্য্যকরী হওয়ার তারিখের পূর্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থায় জুটমিলের ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক দায় দায়িত্ব (Financial Liabilities) জুট মিল কর্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত থাকবে।

(ঠ) রাজ ইন্টারন্যাশেনেল যে সকল নূতন যন্ত্রপাতি মিলটিতে সংযোগ করবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যদি জুটমিল কর্তৃপক্ষ সেসব যন্ত্রপাতি মূল্যের বিনিময়ে সংরক্ষণ করতে ইচ্ছুক না হয় তবে রাজ ইন্টারন্যাশনেল নিজস্ব যন্ত্রপাতি মিল থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সরিয়ে নিতে পারবে।

(ড) রাজ ইন্টারন্যাশনেল চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে জুট মিলের শ্রমিকদের সাথে শ্রম আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 97

Asked by Shri Nripen Chakraborty, M.L.A.

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য যে ইন্টাকের তালিকাভুক্ত শ্রমিকেরা যারা বোঝাইকরণ ও খালাসকরণ কার্যে নিযুক্ত তারা ৫ই জুলাই, ১৯৯৪ইং থেকে খাদ্য শষ্য চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ?

২। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বিভিন্নস্থানে সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

ANSWERS

To be replied by Shri Braja Gopal Roy, Minister-in-charge of the food & Civil Supplies Department :—

১। হ্যাঁ, ধর্মনগরে ও আগরতলার অরুন্ধতিনগরে অবস্থিত ভারতের খাদ্য নিগমের শ্রমিকের "ধীরে চলো নীতি" অবলম্বন করেছেন।

২। ভোগ্য পণ্যের সুষ্ঠ পরিবহনের জন্য সরকার নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছেন :—

(ক) সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকার ভারতের খাদ্য নিগমকে অনুরোধ করছেন।

(খ) ভারতের খাদ্য নিগমের আবেদন অনুসারে রাজ্য সরকার সরাসরি খাদ্য নিগমের লরি থেকে খাদ্য শষ্য রাজ্য সরকারের গুদামে খালাসকরণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন গুদামে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)
ADMITTED STARRED QUESTION NO. 110

Name of the Member : Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries be pleased to state.

১) ত্রিপুরার কোন কোন সাবডিভিশন থেকে রাবার উৎপাদন হয় ? এবং

২) কোন্ কোন্ সাবডিভিশন থেকে কি পারমান রাবার উৎপাদন হয় (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

৩) উক্ত উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে রাবার কারখানা (Rubber Factory) থেকে হাওয়াই চপ্পল, টায়ার-টিউব ইত্যাদি তৈরীর কারখানা করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

৪) যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে কবে নাগাদ উক্ত সেন্টারগুলিতে (বর্তমান আর্থিক বৎসরে) কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

(১) এবং (২)

ত্রিপুরায় সাবডিভিশান ভিত্তিক রাবার উৎপাদনের পরিমান, বাগানের আয়তন প্রভৃতি তথ্য দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	উৎপাদিত রাবারের পরিমান	বাগানের আয়তন
ক) সদর	১২৭'৫১৭ মেঃ টন	১৯৮ হেক্টার
খ) সোনামুড়া	১৩৯'৬০৯ ”	১৯০ ”
গ) খোয়াই	১০৫'৬০০ ”	১০৩ ”
ঘ) লংতরাই	২'৩০৪ ”	৪ ”
ঙ) কৈলাশহর	১৬১'৯৬১ ”	২৫৬ ”
চ) ধর্মনগর	১০৯'৭৯৭ ”	২০২ ”
ছ) বিলনীয়া	৫০৫'১০৭ ”	৭৭৪ ”
জ) সাব্রুম	৬৩'০৩২ ”	১১৮ ”
	১২৮৪'৯২৭ মেঃ টন	১৮৭১ হেক্টার

৩) সরকারী তরফ থেকে অনুরূপ কোন রাবার ভিত্তিক কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নাই। তবে বেসরকারী উদ্যোগীকে এ ব্যাপারে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করা হইতেছে।

৪) যেহেতু সরকারী তরফে রাবার ভিত্তিক কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নাই সেহেতু কাজ আরম্ভ করার কোন প্রশ্ন নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136

NAME OF M. L. A. :— Sri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-ch-rge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :

১) সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে পি, এইচ, সি, তে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থেকে থাকে তবে তা কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) সালেমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITED STARRED QUESTION NO. 153

Name of the Member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১) বর্তমানে রাজ্যের জুটমিলটি কি অবস্থায় আছে ?

২) ১৯৮০-১৯৯১ইং সনে কতজন ছাঁটাই শ্রমিককে জুটমিলে পুনর্বহাল করা হয়েছে ?

ANSWER

১) জুটমিলটির উৎপাদন ১৯৯২ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। জুটমিল কোম্পানীটিকে যে ইক্যুইটি শেয়ারের টাকা প্রদান করা হয়েছে কোম্পানী সেই টাকায় শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিমাসে মূল বেতন ও মজুরী দিয়ে চলেছে। তাদের মহার্ঘভাতাও দেওয়া হয়েছে। মিলটিকে পুনরায় চালু করার জন্য কলিকাতার বাজ ইন্টার-ন্যাশনাল জুট ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেডের সাথে একটি ফিনান্সিয়েল এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করেছে মিলটির সবগুলি ল্যাম এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ চলছে এবং আশা করা যায় সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ল্যাম সহ কার্যকরীভাবে চালু হবে।

২) আইনত অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রমিক কর্মচারীকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। ছাটাই হওয়া জুটমিল শ্রমিক কর্মচারীদের ১৯৮৮-৯২ইং র মধ্যে এ পর্যন্ত ১১৪ জনকে কাজে পুনর্বহাল করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 175

Name of the Member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বর্ষে রাজ্যে কতজন বেকার যুবককে প্রধানমন্ত্রীর যোজনায় ১ লক্ষ টাকা করে স্বনির্ভর কর্মসূচীর টাকা দেওয়া হয়েছে ? এবং

২) তার আলাদা আলাদা হিসাব মহকুমা অনুযায়ী।

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনায় সর্বাধিক ১লক্ষ টাকা ঋণের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৬৫ জন বেকার যুবক যুবতীকে এপর্যন্ত ঋণের টাকা দেওয়া হইয়াছে :

২) নিম্নে ঋণপ্রদানের সুপারিশ, মোট ঋণ, মঞ্জুরীকৃত উদ্যোগীর সংখ্যা এবং মহকুমাভিত্তিক ঋণ প্রাপকের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	মোট সুপারিশ	মঞ্জুরীর সংখ্যা	ঋণপ্রাপকের সংখ্যা
সদর	১৪৮	৯১	৪৪
খোয়াই	১২	৮	৭
সোনামুড়া	৪	৪	৩
উদয়পুর	১৯	১২	১
সাব্রুম	১	—	—
অমরপুর	৬	৩	২
বিলোনীয়া	১৩	৬	৩
ধর্মনগর	১৮	১৩	৩
কমলপুর	৬	৪	১
কৈলাসহর	১১	৩	১
মোট—	২৩৯	১৪৪	৬৫

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 178

Name of the Member : Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১) এস, পি, এন্টারপ্রাইজ ও এস. বি. এন্টারপ্রাইজ বাধারঘাট—আগরতলার ত্রিপুরা জুটমিলের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে বেশী দামে পি. জি. এন্টার প্রাইজ মহারাজগঞ্জ বাজার, দেওয়ার কারণ কি ?

২) পি. জি. এন্টারপ্রাইজকে মোট কত ব্যাগ সেলাই করতে দেওয়া হয়েছিল এবং জুটমিল কর্তৃপক্ষের কত টাকা বেশী দিতে হয়েছে ?

৩) চুক্তি অনুযায়ী ব্যাগ সেলাই করতে না দেওয়ার ফলে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে জুটমিলকে ?

উত্তর

(১), (২) এবং (৩)

সমস্ত বিষয়টি জুটমিলের বিভিন্ন সন্দেহজনক কাজকর্ম ও অর্থের হিসাবের গড়মিলের জন্য তদন্তাধীন। এই ক্ষেত্রে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর তথ্য জানানো সম্ভব।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 179

Name of the Member :—Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১) ১৯৮৮ইং এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯২ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলের জন্য কত পাট কেনা হয়েছিল এবং তার যে উৎপাদন কত ?

২) জুট ম্যানুফাক্চারিং ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল (জে, এম, ডি, সি.) এবং নর্মস অনুসারে জুটমিলে উৎপাদন হয়ে কি না ?

৩) না হলে তার কারণ কি ?

৪) ১৯৮৮ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মিলে কত পরিমাণ তৈরী ব্যাগ অবিক্রীত ছিল এবং পরে সেই ব্যাগ কত টাকায় বিক্রী করা হয়েছিল তার বিবরণ ?

উত্তর

(১), (২) (৩) এবং (৪)

সমস্ত বিষয়টি জুটমিলের বিভিন্ন সন্দেহজনক কাজকর্ম ও অর্থের হিসাবের গড় মিলের জন্য তদন্তাধীন। এই ক্ষেত্রে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর তথ্য জানানো সম্ভব।

ADMITTED QUESTION NO. 213

NAME OF M. L. A.—Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে উত্তর ত্রিপুরার খেদাছড়া, দশদা ও জলেবাসায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২) কোন কোন স্থানে এই সময়ে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ শুরু হবে আশা করা যায় ?

ANSWER

১ নাই।

২) এই সময়ে রাজ্যের কোথাও নূতন কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED QUESTION No. 244

NAME OF M.L.A.—Sri Nripen Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Depatment be pleased to state :—

1. Did the Government receive complaints about the management of the Cancer Hospital which is attached to G.B. Hospital, Agartala.

2. If so, nature of the complaints, and

3. will the Goverumant set-up a committee to investigate into affairs of the Cancer Hospital ?

ANSWER

1. No. Howevet, the department feels that due to amalgamation of Eye Unit with the Cancer Hospital, in-convenienee is taking place in management of the Cancer Hospital. Keeping in view of the in-convenience as well as the magnitude of the Cancer disease,

shifting of Eye Unit to Dr. B. R, Ambekar Memorial Hospital premises to Hapania is now umder consideration.

2. Does not arise.

3. Does not arise.

Admitted Starred Question No. 274
asked by Shri Ashok Deb Barma, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

১) বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে রেশন কার্ডধারীদের প্রতিমাসে কত সপ্তাহের জন্য কি পরিমান কেরোসিন তৈল বরাদ্দ হয়ে থাকে ?

২) শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এই বরাদ্দের পরিমাণের কোন ফারার আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে তাহার পরিমান কত ?

ANSWERS

১। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক রেশন কার্ডধারীদের মাথা পিছু মাসিক ৫০০ মিলি লিটার যাহার সর্বনিম্ন পরিমান ২ (দুই) লিটার এবং সর্বোচ্চ ৪ (চার) লিটার পরিমান কেরোসিন প্রতি কার্ড পিছু বরাদ্দ করা আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। শহরাঞ্চলে বিশেষ করে পৌর এলাকায় প্রতি কার্ড পিছু মাসিক কেরোসিন তৈলের বরাদ্দ ৫ (পাঁচ) লিটার স্ব স্ব নায্য মুল্যের দোকান হইতে এবং প্রতি কার্ড কিছু অতিরিক্ত ২ (দুই) লিটার হকারের মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।

Admitted starred Question No:— 276

Name of the Member — Shri Kashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম হইতে ঋণ প্রাপ্ত কতগুলি ইউনিট আছে ?

২। এর মধ্যে কতগুলি ইউনিট চালু অবস্থায় আছে ? এর কতগুলি বন্ধহয়ে আছে ?

৩। উক্ত বন্ধ ইউনিটগুলোকে সাহায্যে করার ক্ষেত্রে T. I. D. C কি উদ্যোগ নিয়েছে ?

৪। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর T. I. D. C হইতে এখন পর্যন্ত কতজনকে ঋণ দেয়া হয়েছে, এবং তাতে মোট কত টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ?

৫। ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি ধরণের বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম হইতে এ পর্যন্ত মোট ৩৯০ জন শিল্পোদ্যোগীকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত ৩৯০ টি ঋণ প্রাপ্ত ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ৩৫০টি ইউনিট চালু আছে। এবং ৪০ টি ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ আছে।

(৩) বন্ধ ইউনিটগুলির বন্ধ হওয়ার কারণগুলো অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ইউনিটগুলির কার্যকরী মূলধনের অভাব, কাঁচামালের অভাব ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিপনের সমস্যাজনিত কারণে উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে বন্ধ ইউনিটগুলিকে চালু করার লক্ষ্যে এপর্যন্ত মোট ৭টি ইউনিটকে অতিরিক্ত মূলধনী ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এছাড়া আরও কিছু প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিবেচনাধীন আছে।

(৪) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পুর্যন্ত T.I.D.C হইতে ৮২টি শিল্পোদ্যোগীকে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২—কোটি ৮—লক্ষ টাকা।

(৫) ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত তথা স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা :—তাঁতশিল্প, কারুশিল্প, রেডিমেড পোষাক তৈরী, আগরবাতি প্রস্তুত ইত্যাদি। উক্ত পেশায় নিয়োজিত ছোট শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ৩৫ জনকে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

ADMITTED QUESTION NO. 297

NAME OF M.L.A.—Sri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও অন্যান্য ষ্টাফদের জন্য কোন সরকারী কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নাই ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, অতি নিকট ভবিষ্যতে এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও অন্যান্য ষ্টাফদের জন্য সরকারী কোয়ার্টার নির্মানের পরিকল্পনা আছে কি ?

A N S W E R

১) হ্যাঁ ইহা সত্য। তবে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ২টি টাইপ-২ চাম্পাকাম্পা বেড়ার কোয়ার্টার আছে।

২) বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মানের পরিকল্পনা আছে। কোয়ার্টার নির্মান করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বিভিন্ন হাসপাতালের আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্রামগঞ্জে কোয়ার্টার নির্মানের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

ANNEXURE—"B"

Admitted un-Starred Question No. 14
asked by Shri Amal Mallik, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা-আলাদা হিসাব)।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২। ঐ সব রেশন কার্ড মূলে জনসংখ্যা কত? (মহকুমা ভিত্তিক ধারে আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWERS

১। রাজ্যে বর্তমানে সর্বমোট রেশন কার্ডের সংখ্যা হল ৫,৪৬,৯৩৭।

২। ঐ সব রেশন কার্ডমূলে প্রাপ্ত বয়স্ক ২৩,৯৮,৯১৩ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৪,২৬,০৬৮ এবং সর্বমোট জনসংখ্যা হল ২৮,২৪, ৯৮১।

মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	মোট কার্ডের সংখ্যা	প্রাপ্ত বয়স্ক	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	মোট জনসংখ্যা
১.	অমরপুর	২৪.১৪০	১,০১,১৪	২২,৬৯২	১.২৩,৭০৬
২.	বিলোনিয়া	৫০.৭০৩	-,০৪ ৮০৮	৪০,৪১৫	২.৪৫,২১৯
৩.	ধর্মনগর	৪৪,৩৮৭	১.৯৭.৫৯৬	৩..৭৩০	২,২৯,৩২৬
৪.	গণ্ডাছড়া	৮.৮৪৬	৩৮,০৭৮	৯,২০৯	৪৭'২৭৮
৫.	কৈলাসহর	৩ ,৭৪৮	১,৩৩,৭৪১	২৮৫,৪৮	১.৬২,৮৯
৬.	কমলপুর	২৬,৩৮৯	১.২১৮০৭.	১০,৫৩	১,৩২৩৪০
৭.	কাঞ্চনপুর	১৩,৩৭১	৬৮,৪৯৪	১০,৯৩০	৭৯,৪২৬
৮.	খোয়াই	৫৩,৮৭৪	২,২২৯৭৯	১৩,০৯৬	২৬,৬০৫৫
৯.	লংতরাই	১৫,৭২৬	৭৯.৩১০	১৪,৮৭৪	৯৪,১৬৪
১০.	সাব্রুম	২৯,৫১৭	৮৩০৮৩	১৭,৫,০৮	,০০.৫৯১
১১.	সদর (Rural)	১,৩২,২৭৮	৭ ৮৮ ১৭	১১০৩৫৬	৬,৯৯,০১০
১২.	সদর (Urban)	৪৭,২৭.	২,৪১,৩৩৩	২২,২৮২	২,৬৩,৬ ৫
১৩.	সোনামুড়া	৩২,৮৪৮	১৩৫৩২৩	২০,১৮০	১৬ ,৫০৩
১৪.	উদয়পুর	৭৪,০৪১	১৮,২,৬৫৭	৩৩,৭৩৫	২,১৬,৩৯
		৫.৪৬,৯৩৭	২১.৯৮,৯১৩	৪,২৬০৬৮	২৮,২৪৯৮১

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 15.

Name of the Member : Sri Pannalal Ghosh

will the Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এখন পর্যন্ত কতটি লাই-ইন-হার্নেস এর ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়ার আবেদন পত্র জমা পড়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

(২) ডাই-ইন-হার্নেসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেতনে চাকুরী প্রাপকদের সংখ্যা কত ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

(৩) এদের রেগুলার স্কেল দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(৪) থাকলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

(১) সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এখন পর্যন্ত মোট [illegible]৩৯টি ডাই-ইন-হার্নেস এর ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়ার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—'A'তে দেওয়া গেল।

(২) ডাই-ইন-হার্নেসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেতনে চাকুরী প্রাপকের সংখ্যা ২১ (একুশ) জন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—'B'তে দেওয়া গেল।

(৩) নির্দিষ্ট বেতনে চাকুরী প্রাপ্ত উক্ত ২১ (একুশ) জন কর্মচারীকে রেগুলার করার বিষয়টি সরকারের নীতি নির্দেশিকার উপর নির্ভরশীল।

(৪) সরকার এখনোও স্থির করেননি।

Annexure—A.

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO.—15

Sl. No.	Name of the Department.	Total Nos. of applicationgs received.
1	2.	3.
1.	Director of Agriculture.	34 Nos
2.	Director of Land Records Setll.	13 "
3.	Director of Health Services	21 "
4.	Director of Fisheries.	5 "
5.	Director of Welfare for Sch. Tribes.	4 "
6.	Director of Welfare for Sch Castes.	3 "
7	Director of Employment Services & Manpower Planning Agartala.	1 "
8.	Director of Higher Education.	4 "
9.	Director of School Education.	157 "
10.	Director of Social Education.	31 "
11.	Director of Industries.	15 "
12.	Director of Animal Husbandary.	29 "
13.	Director of Pancnayaet Raj	28 "
14.	Director of Printing & Stationery.	4 "

PAPFRS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

15.	Director of Publicity.	3	No
16.	Director of Food & Civil Supply.	2	,,
17.	Director of Fire Servicc.	5	,,
18.	Directer of Statistice.	8	,,
19.	Director of T. R. P. & P. G. P.	1	,,
20.	Labour Commissioner.	2	,,
21.	Register Co-Opertive.	9	,,
22.	Chief Engineer P. W. D.	80	,,
23.	Chief Engineer (Power).	28	,,
24.	Chief Engineer (M.I.F.C)	22	,,
25.	D. M. & Collector, West Tripura District	85	,,
26.	D. M. & Collector, North Tripura District.	6	,,
27.	D. M. & Collector, South Tripura District.	7	,,
28.	D. G. Police.	177	,,
29.	Deputy Secretary, Appointment & Service.	1	,,
30.	Chief Conservator of Forest.	76	,,
31.	Factories & Boilers.	1	,,
32.	Rajya Sainik Board.	6	,,
33.	Commissioner of Taxes.	2	,,
34.	Election Department.	2	,,
35.	Science & Tech.	1	,,
36.	Dy. Secretary. S. A. Department.	9	,,
37.	I. G. Presion.	2	,,
38.	Agartala Municipality.	23	,,
39.	T. R. P. C.	1	,,
4	T. R. T. C.	13	,,
41.	Forest Development Corp.	1	,,
42.	Khadi Village Industries.	3	,,
43.	Jute Mills.	5	,
44.	Handloom & Handicraft.	3	,,
45.	D. R D. A. West.	1	,,
		939	

Annexure—B,

UNSTARRED QUESTION NO. 15.

Sl. No.	Name of the Department.	Total Nos of Fixed pay employee.
1	2	3
1.	Director of Health Service.	6 Nos.
2.	Director of Welfare for Sch Castes	2 ,,
3.	Director of Higher Education	2 ,,
4.	D. M. & Collector (North)	2 ,,
5.	D. G. Police.	2 ,,
6.	S. A. Department	1 ,,
7.	Agartala Municipality.	3 ,,
8.	Khadhi Village Industry	2 ,,
9.	D. R. D. A West Tripura.	1 ,,
		21 ,,

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO 18

Name of M. L. A, —Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের সমস্ত খাদ্য গুদামে কি পরিমাণ চাউল মজুত আছে ?

২। খাদ্য গুদাম অনুযায়ী আলাদা হিসাব, এবং

৩। রাজ্যে মাসিক কত পরিমাণ চাউল দরকার ?

ANSWER

To be replied by Shri Braja Gopal Roy, Minister-in Charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। ১৪, ৯৪৭ মেট্রিক টন (১৩-৯-১৯৯৪ ইং অবধি)।

২) রাজ্যের সমগ্র গুদামে চাউলের মজুত পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো :—

গুদামের নাম		চাউলের মজুতের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
	উত্তর ত্রিপুরা	
১)	চন্দ্রপুর	২১৮
২)	ছামনু	২২৩
৩)	কাঞ্চণপুর	৪৬৮

গুদামের নাম		চাউলের মজুতের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
	উত্তর ত্রিপুরা	
৪)	দামছড়া	১৮৬
৫)	খেদাছড়া	৪২
৬)	আনন্দবাজার	৪৩
৭)	হাম্পাই	৩৮
৮)	কুমারঘাট	৮২৮
৯)	মনু ক্রশিং	৪৪৯
১০)	থালছড়া	৩০
১১)	কমলপুর	৪৯২
১২	হালাহালী	৪১০
১৩)	অম্বাসা	৪৬৯
১৪)	গৌরনগর	৪৫২
		৪,৩৯৮
	দক্ষিণ ত্রিপুরা	
১)	বিলোনীয়া	৮১৩
২)	বগাফা	৫৮৪
৩)	রাজনগর	৭৩
৪)	ঋসামুখ	৩১৭
৫)	সাব্রুম	২২৭
৬)	শিলাচড়ি	১০৬
৭)	মনুবাজার	২৬৭
৮)	উদয়পুর	৫৫৭
৯)	অমরপুর	৩৮২
১০)	যতনবাড়ি	২৭৮
১১)	অম্পিনগর	৭১
১২)	গণ্ডাছড়া	৬৫৪
১৩)	রইস্যাবাড়ী	২১০
১৪)	গঙ্গানগর	৪৬৯
		৫,০০৫

গুদামের নাম		চাউলের মজুতের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
	পশ্চিম ত্রিপুরা	
১)	সেন্ট্রাল গো-ডাউন, অরুন্ধতীনগর	১,৯৩৬
২)	মেলাঘর	৩৫৩
৩)	বক্সনগর	৭১
৪)	কাঠালিয়া	৮১
৫)	তেলিয়ামুড়া	৪৩২
৬)	খোয়াই	৪৯০
৭)	জিরানীয়া	২৩
৮)	মোহনপুর	৫৭
৯)	বাশীপুর	৮
১০)	বিশালগড়	৭৬
১১)	গোপীনগর	১২৬
১২)	চম্পাইছলা	২২১
১৩)	নরসিংগড়	৬০
		৪,১৫৬

উত্তর ত্রিপুরা	৪,৩৮৮
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫,০০৫
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪,১৫৬
মোট	১৩,৫৪৯
IN TRANSIT	৭১৯
	১৪,২৬৮

৩) মাসিক পরিমাণ ১৬,২০০ মেট্রিক টন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION 28.

Name of the Member:—Sri Deb Brata Kalai.

Will the Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবর্ষে (২৩-৪-৯৪ ইং পর্যন্ত) মোট কতজন বেকারকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে,

২) উপরোক্ত সময়ে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্তদের মধ্যে উপজাতি ও তপশিলী জাতির সংখ্যা কত?

৩) বর্তমানে অর্থবর্ষে বেকারদের সরকারী চাকরীতে নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

৪) থাকলে দপ্তর এবং পদভিত্তিক হিসাব।

Minister-inlCharge of the Manpower and Employment Department :— Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 35.

Asked by Shri MakhanLal Chakraborty, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies be pleased to state :—

QUESTIONS

১) রাজ্যে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন।

২) ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া কর্তৃপক্ষ এফ. সি আই-কে আগাম টাকা দেওয়া সত্বেও এফ. সি. আই সময়মত চাউল সরবরাহ না করায় শত শত শ্রমিক তাদের শ্রমের পরিবর্তে চাউল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এবং

৩) সত্য হইলে সেই অবস্থার অবসানে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

To be replied by Shai Braja Gopal Roy, Minister-in-charge of Food & Civil Supplies.

Date of Reply :—21st Sep. 1994.

১) রাজ্যে খাদ্য মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার মোটের উপর আনুমানিক ৭০% সক্ষম হয়েছেন।

ক) ১৪,৯৩০ মেট্রিক টন চাল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুদামে (১৬-২-৯৪ ইং অবধি) মজুত আছে।

খ) ৯,৩৮৯ মেট্রিক টন চাল ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদামে (১৬-৯-৯৪ ইং অবধি মজুত আছে। উক্ত চালের পরিমাণ রাজ্যের আনুমানিক ৫৯ দিনের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

২) তেলিয়ামুড়া ব্লক কর্তৃপক্ষ ১৯৯০-৯১ ইং সনে জওহর রোজগার যোজনা ও নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য মোট ৭৬১ মেট্রিক টন চালের টাকা এফ. সি. আইকে দিয়েছেন। তার মধ্যে এফ. সি. আই কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ বছরে (৩১-৩-৯৪ইং পর্যন্ত) ৫৯২.০৫৭ মেট্রিক টন চাল দিতে সক্ষম হন, বাদ বাকি ১৬৮.৯৪৩ মেট্রিক টন চাল ১৯৯৭-৯৮ইং এর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১১,৩১১ মেট্রিক টন চাল হইতে পরবর্তী সময়ে জুন, ১৯৯৪ইং এর পর মিটাইয়া দেন।

৩) বর্তমানে জওহর রোজগার ও নিশ্চিত কর্ম সংস্থান প্রকল্পের চাল রাজ্য সরকারের গণ বণ্টন ব্যবস্থার মজুত ভাণ্ডার হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 42

NAME OF M L,A— Sri MakhanLal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত, এবং কয়টিতে মালটি পারপাস ওয়ার্কার নিযুক্ত আছেন, কয়টিতে নাই (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২) ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এলাকাধীন পশ্চিম কল্যাণপুর গাঁওসভার ইন্দ্রামারায় বাজারের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে,

৩) সত্য হইলে তাহা চালু করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩৬টি। কয়টিতে মালটি পারপাস ওয়ার্কার আছে আর কয়টিতে নাই এই তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No 44.

Name of Member :— Shri Hasmai Reang.

Will the Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ইং সনে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯০- ৯১ এবং ৯২ইং সনে রাজ্যে যে সমস্ত বেকারদের বে-আইনীভাবে চাকুরীর অফার বিলি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কতজনের অফার বাতিল করা হয়েছে এবং কতজনকে চাকুরীতে বহাল রাখা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরন ; এবং

২) যাদের চাকুরীতে বহাল রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে কোন কোন দপ্তরেও কোন বিভাগে কতজন ? (তাহার দপ্তর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 45.

Name of theMember :—Sri Hasmai Reang.

Will the Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বেকারদের রাজ্য সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল কি না ;

২) যদি নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে কোন দপ্তরে কতজন এস. টি/এস. সি ও কতজন জেনারেল বেকারকে নিয়োগ করা হয়েছে তাহার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব এবং

৩) না নিয়োগ করা হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 22nd September, 1994 at 11.00 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Honourable Shri Bimal Singha) in the Chair, The Chief Minister-in-charge (Hon'ble Shri Baidyanath Majumder), 9 (nine) Ministers, Mr. Deputy Speaker, two State Ministers and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার-৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৯৩ইং সনের প্রথম দিকে সিকিম কংগ্রেসের সভাপতি অশোক কুমার সুব্বা আগরতলায় রাজর্ষি হোটেলে ত্রিপুরা পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছিল ?

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি ছিল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। শ্রী অশোক কুমার সুব্বাকে ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্য লটারীর টিকিট ছাপানো ও বিক্রয়ের বিষয়ে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, এইভাবে লটারী কেলেংকারীতে তখনকার জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ উনার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন এবং এই লটারী নিয়ে ত্রিপুরাতে তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য উনি অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং সেই হিসেবে শ্রীসুব্বা এখানে এসেছিলেন, এই তথ্য আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অতিরিক্ত তথ্য এই ব্যাপারে যা আছে পড়ে দিলে সুবিধা হবে।

"পশ্চিম আগরতলা থানায় দায়েরকৃত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮/৪৬৯/৪২০/৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং- ২৫(১)৯৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী অশোক কুমার সুব্বা, সিকিম কংগ্রেস(আই)-এর সভাপতি ও নয়াদিল্লীস্থিত মেসার্স বিন্দ অ্যা জেন্সীর ম্যানেজিং পার্টনারকে গত ১৮.২.৯৩ইং আগরতলা রাজর্ষি যাত্রী নিবাস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

উক্ত মামলাটি রাজ্যের স্মল সেভিংস গ্রুপ ইনস্যুরেন্স অ্যাণ্ড ইনষ্টিটিউশন্যাল ফিনান্স-এর ডিরেকটর এর অভিযোগমূলে পূর্ব থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বিগত ১৬.২.৯৩ইং তারিখ অভিযোগকারী স্মল সেভিংস গ্রুপ ইনস্যুরেন্স অ্যাণ্ড ইনষ্টিটিউশন্যাল ফিনান্স এর ডিরেক্টর শ্রীদিবাকর চক্রবর্তী স্থানীয় পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পণ ও দেশের কথা মাধ্যমে জানতে পারেন যে তাহার দস্তখত ত্রিপুরা রাজ্য লটারীর টিকিট তিনটি স্কীমের মাধ্যমে যথা 'চেতক', 'দৈনিক ধন' ও 'লাভ লক্ষী সুপার দৈনিক'' দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর পুনা ও গৌহাটী ইত্যাদি স্থানে বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়। প্রথম খেলা বিগত ১৪-২-৯৩ ইং তারিখ ধার্য্য করা হয়েছিল। শ্রী চক্রবর্তী অভিযোগে আরো জানান যে, ত্রিপুরা রাজ্য লটারীর টিকিট ছাপানো ও বিক্রয় করা বিষয়ে তিনি এবং শ্রী সুব্বা গত ১৮-১-৯৩ ইং তারিখ একটি চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। চুক্তিতে ইহাও উল্লেখ ছিল যে লটারীর প্রত্যেকটি স্কীম এর জন্য ডিরেক্টর স্টেট লটারী এর অনুমোদন নিতে হবে এবং লটারীর টিকিটের ডিজাইন এর বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। তাহা ছাড়া রাজ্য সরকারের অনুমোদিত ভারতের যেকোন নির্ভরযোগ্য ছাপাখানা হইতে টিকিট ছাপানো যাইবে বলে চুক্তিতে সংস্থান আছে। ডিরেক্টর ষ্টেট লটারীর নির্দেশ পাওয়ার পর লটারীর টিকিট ছাপানো যাইবে এবং লটারীর টিকিটের পেছনে শর্তাবলী ছাপানোরও সংস্থান চুক্তিতে ছিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— কিন্তু শ্রীসুব্বা সাংগঠনিক এজেন্ট উপরোক্ত শর্তাবলী পালন না করে শ্রী বসন্ত সুব্বা ও সঞ্জয় লটারীর শ্রী মজিদ খান সহযোগে অনবরত ত্রিপুরা রাজ্য লটারীর টিকিট শ্রী দিবাকর চক্রবর্তী ডাইরেকটর, ষ্টেট লটারী-এর সহি জাল করে ও রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত ছাপায়। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে জনসাধারণের নিকট টিকিট বিক্রি করে জনসাধারণকে প্রতারণা করেছে ও রাজ্য সরকারেরও সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে।

বর্তমানে মামলাটি গত ২১-৩-৯৪ ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮,৪৬৯, ৪২০,৩৪ ধারায় নং ৫৩ চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া আমি বলেছি যে, চার্জশীট দিয়েছে পুলিশ। উপরন্তু কমিশন গঠন করা হয়েছে এস দাসের নেতৃত্বে প্রাক্তন জাজ কলিকাতা হাইকোর্ট। দুটিই চলছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা পত্রপত্রিকায় সেই সমস্ত দেখেছিলাম যে শ্রীসুব্বার রাজনৈতিক পরিচয় হচ্ছে তিনি সিকিম কংগ্রেস(ই) দলের সভাপতি ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি রাজ্যে এসে রাজ্য লটারী কেলেংকারীর সাথে জড়িয়ে পরেছিলেন এবং তাকে বেআইনীভাবে এই কাজকর্ম করতে তৎকালীন প্রশাসন সহায়তা করেছিলেন এই ঘটনা ঠিক কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ষ্টেটমেণ্ট এ বলা হয়েছে যে সিকিম রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তিনি। এবং ষ্টেটমেণ্ট এ বলা হয়েছে অবৈধ অনেক কাজকর্ম তিনি করেছেন। যারজন্য পুলিশ কেইস নিয়েছে, চার্জশীট দাখিল করেছে এবং ফ্রেশ ফাইণ্ডিং এর জন্য আবার কমিশন বসিয়েছে কাজেই এই ষ্টেটমেণ্ট থেকে সব পরিষ্কার আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। যখন উনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আই,ও নিযুক্ত হয় তখন এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন এবং যে প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে, কমিশন বসানো হয়েছে তখন কার নির্দেশে এটা করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন এটা সঠিকভাবে আমি বলতে পারছি না, আর কার নির্দেশে করা হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। সরকারের দিক থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, এফ, আই, আর করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার ; আপনি যে প্রশ্ন করেছেন ... .

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি জিজ্ঞাস করতে চান তাই বলুন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— আপনি যে প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে করেছেন, সেই প্রশ্নে মাননীয় স্পীকার খুশী কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি যেটা জানতে চান সেটা বলুন, আপনার সাপ্লিমেন্টারী বলুন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— আমার সাপ্লিমেন্টারী অন্য জিনিষ, আপনি খুশী হয়েছেন কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে সিকিম কংগ্রেস (ই) সভাপতি অশোক সুববা আগরতলায় এসে গ্রেপ্তার হলেন। উনি কি এই লটারী কেলেংকারী বা এখান থেকে অর্থ আদায় করার জন্য অসৎ পথে, এটা কি কংগ্রেস দলের হাই কমাণ্ডের নির্দেশ নিয়ে এই রাজ্যের কংগ্রেস দলের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাজ করতে যাচ্ছিলেন কিনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। হাইকমাণ্ড থেকে অনুমোদন নিয়ে বা নির্দেশ-এ এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। যে তথ্য আছে তাতে উনি ব্যক্তিগতভাবে করেছেন আমার মনে হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৪৬.

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১. ইহা কি সত্য যে রাজ্যে বর্তমানে মাত্র তিন টাকা করে প্রিজন ডায়েট মিল-এর জন্য বরাদ্দ আছে ?

২. যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১. ইহা সত্য নহে।

২. প্রশ্নই উঠেনা, আমরা গত ৩ ৫.৯৭ইং তারিখ থেকে এই মিলে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকায় বাড়িয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টাকাটা কত তারিখ থেকে বাড়ানো হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৩.৫.৯৪ইং তারিখ থেকে বাড়ানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিধায়ক শ্রী পান্নালাল ঘোষ মহোদয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৩।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৩।

প্রশ্ন

১, ইহা কি সত্য যে ১৯৯৪ ইং সনের এপ্রিল মাসে রাধাকিশোর নগর ক্যাটেল ফার্মের বেশ কিছু সংখ্যক উন্নতমানের

গরু এবং হাঁস মারা গিয়েছে ?

২. যদি সত্য হয় তাতে কোন্ প্রকারের কত সংখ্যক গরু ও হাঁস কি কারণে মারা গিয়েছে, এবং

৩. এর ফলে ফার্মের মোট কত টাকা ক্ষতি হয়েছে ?

উত্তর

১. হ্যাঁ এটা সত্য যে ১৯৯৪ ইং সনের এপ্রিল মাসে রাধাকিশোর নগর ক্যাটেল ফার্মে কিছু সংখ্যক উন্নতমানের গরু এবং হাঁস মারা গিয়েছে।

২. হাইফার গরু ১৮টি, বকনা বাছুর ৬টি এবং এঁড়ে বাছুর ৫টি, বাতা রোগ বা খুর শিরা রোগে মারা গিয়েছে এবং ১ দিন থেকে ২৮ দিনের হাঁসের বাচ্চা মারা গিয়েছে ২,৭৩৫টি এবং ২৯ দিন বয়সের উপর হাঁসের বাচ্চা ১,০৫৫টি এবং বড় হাঁস মারা গিয়েছে ১৮২টি মৃত্যুর কারণ হাঁসের কলেরা রোগ।

৩. এর ফলে ফার্মের মোট ৮৭,২৭৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে রাধাকিশোর নগর ক্যাটেল ফার্ম, এটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা বড় ফার্ম এখানে পশুদের দেখাশুনা করার জন্য লোকও আছে। আমরা পত্রপত্রিকায়ও দেখেছি, এই যে বাতা রোগের কথাবলা হল, এই রোগের লক্ষণটা অনেক দিন আগে থেকে দেখা গিয়েছিল কিন্তু এই লক্ষণ দেখা যাওয়ার ফলেও এদেরকে আলাদা করে রাখা হয়নি যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব সেখানে আছে, এই রকম পত্রপত্রিকায় দেখেছি। এই সব কারণে ফার্মের মোট ৮৭ হাজার টাকার উপরে ক্ষতি হয়েছে। এই ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়েছিল কিনা বা তার রিপোর্ট কি ? তা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অতিরিক্ত প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন যে এখানে প্রাথমিক স্তরে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা। বা সেই গুলিকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল কিনা। আমি বলছি আমাদের ফার্মের থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলনা। এটা একটা ভাইরাস জাতীয় রোগ। যখন একটা জায়গায় তার আক্রমন হয় তখন ঐ এলাকার সমস্ত পশুকে আক্রমণ করে, বিশেষ করে গরু এদের দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়। যে সময়ে রাধাকিশোর নগর খামারে এবং রাজ্যের আরো কিছু অঞ্চলে গরুর ফুট-এণ্ড মাউথ ডিজিজ্ দেখা দেয় এবং এটার বিভিন্ন স্ট্রেইন আছে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের যে অভিমত, তাতে এ, ও, সি এশিয়া ওয়ান এই চার রকমের স্ট্রেইন আমাদের এখানে দেখা যায়। এবং সেই অনুযায়ী ব্যাকসিন তৈরী হয়। এই স্ট্রেইনের আবার ১৮০টির উপর সাব-স্ট্রেইন আছে, তাদের যে কোন একটিতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

আমাদের এখানে সাধারণত চারটি স্ট্যাণ্ডের ব্যাকসিন তৈরী হয় এবং সেই ব্যাকসিন সেখানে দেওয়া ছিল। কিন্তু সেখানে দেখা যায় সেই ব্যাকসিন দেওয়া সত্বেও এখানে এই রোগে আক্রান্ত হয়। সেই সময় যে অল ইণ্ডিয়া রিসার্চ প্রোজেক্ট আছে আসামের খানা পাড়া থেকে আমরা তাদেরকে এনেছিলাম উনি যেটা জানিয়েছেন সেটা ও ভাইরাস তার একটা আলাদা স্ট্র্যাং আছে। আর আমাদের এখানে যে ভাইরাস আছে সেটি কি ধরণের ভাইরাস সেটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেটিকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্গালোর এ যেটা রিসার্চ সেন্টার আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ফাইনাল রিপোর্ট এখনো পাইনি। এখানে আমাদের ফার্মে ১৮১টি গরু ছিল। আমাদের ফার্মের বিশেষজ্ঞরা রাতে দিনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের বাকী গরুগুলিকে রক্ষা করে রেখেছেন। কর্মচারী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য

জানাচ্ছি যে এই রোগ বিশেষ করে বাছুরের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছড়ায়। সেটি সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগ। বাতাসের মাধ্যমে সেটি শতকরা ১০০টি বাছুরের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যাকসিন দেওয়া সত্বেও রক্ষা পায় না। কিন্তু সাধারণত সেটি হয় না। সেই কথাই আমি বলছি যে, কি ধরণের শক্ত থাকলে পরে সেটি ব্যাকসিন দেওয়ার পরেও আক্রান্ত হচ্ছে এই ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাসহর) :— মি স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর —১৫।

প্রশ্ন

১। গত ২৪শে মার্চ, ১৯৯৪ ইং তারিখে মোহনপুর ব্লকে ব্লক অফিসে আক্রমণ ও অগ্নিকাণ্ডে জড়িত কতজন অপরাধীর বিরোদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

২ কতজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

মোহনপুর ব্লক অফিস আক্রমণ ও অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি মোহনপুর ব্লকের Store keeper শ্রীসুধীর চন্দ্র দেবনাথ সিধাই থানায় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। যেহেতু উক্ত মামলাটি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় নাই সেইহেতু বর্তমানে কাহাকেও উক্ত মামলার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে পুলিশ উক্ত মামলার তদন্তে ১) শ্রীইন্দ্র দাস, ২) শ্রীবাপী গোপ ও ৩) শ্রীস্বপন গোপকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারের প্রয়াস চালায়। কিন্তু তাহারা পলাতক বিধায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে, তা নিরুপণ করা হয়েছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সেখানকার ব্লক অফিসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু দলিলপত্র পুড়ে গিয়েছে কিন্তু কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ এখন আমার কাছে নেই

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের তিনজনের নাম আপনার কাছ থেকে জানতে পারা গেছে এবং সেই তিনজন কোনও রাজনৈতিক দলের লোক কিনা ? আমরা শুনেছি যে তারা একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোক এবং তাতে এই সভার মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতন নাথের নামও প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই, ঐ সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের ধরার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমরা এমনিতেই জানতে পেরেছি যে আসামীরা পলাতক আছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কাজেই পুলিশের তদন্ত সম্পুর্ন পেলেই আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন যে তদন্ত চলছে, তা এখনও চলছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, তদন্ত এখনও চলছে, আসামীদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই আসামী ধরা হয়ে গেছে এমন ভাবার কোন কারণ নাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি তদন্তের কার্য্য চলতে থাকে, আসামীদের ধরা যাচ্ছে না, তারা পলাতক, তাহলে তো পুলিশ কর্তৃপক্ষ সি আর পি. পি. সির ৮৩ ধারা মোতাবেক আসামীদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে প্রক্লেমেশান করার আইনীবিধান আছে, এবং এটা ম্যানডাটরী। কাজেই এই সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মাননীয় সি, জি, এমের কোর্টের কাছে পিটিশান করেছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সি. জি, এম কোর্টের কাছে কোন কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা, তার তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আসামীদের বিরুদ্ধে প্রক্লেমেশান জারী করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে দেবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি খবর নেব এবং আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেব, তারপর যা করার দরকার, তা করা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের একজন দায়িত্বপূর্ণ সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী বলছেন যে বিধায়ক রতন নাথের নামও এর সংগে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই, উনার এই বক্তব্য প্রমান্য বলে ধরে নিতে পারি। কাজেই, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সি, বি আইকে দিয়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারটা তো সি, বি. আইর পাঠানোর কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার তা যদি না হয়, তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে এখানে যে সব আসামীর কথা বলা হয়েছে, তাদের ইচ্ছা করেই ধরা হচ্ছেনা, কারণ, তারা শাসক দলের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. মাননীয় এই সদস্যের প্রশ্নটা ইরিভেলেন্ট, কাজেই আপনার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—

প্রশ্ন

১) ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট রাজ্যের কোথায় কোথায় চালু করা হয়েছে ?

২) মহারাণী ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট তেলিয়ামুড়া ব্লক থেকে গত ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরের কতজন কৃষককে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং কত শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে ?

৩) ১৯৯৪—৯৫ ইং অর্থ বৎসরে আর কোথাও এধরণের প্রজেক্ট চালু করার প্রস্তাব আছে কি না ?

উত্তর

১) তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মহারাণী ওয়াটার শেড মেনেজমেন্ট প্রজেক্ট ও সালেমা ব্লকের অন্তর্গত রাজাছড়া ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট চালু করা হয়েছিল।

২) মহারাণী ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট রূপায়েণের কাজ গত ১৯৮৭—৮৮ ইং সনেই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৯৯৩—৯৪ ইং অর্থ বৎসরে এই প্রজেক্টের অধীনে কোন কাজ হয় করা নাই।

৩) নাই।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মহারানীর এই প্রজেক্টের কাজ ১৯৮৭—৮৮ সালে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। স্যার, যে উদ্দেশ্যে এই প্রজেক্ট করা হয়েছিল কৃষকদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। এই প্রজেক্ট দ্বারা মাত্র ১০ শতাংশ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বাকী ৯০ শতাংশই বাকী রয়ে গেল। কিভাবে এই প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয়ে গেল মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করতে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রজেক্টের কাজ ১৯৮৪—৮৫ সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং সেটা শেষ হয়েছে ১৯৮৭—৮৮ সালে। কাজেই মেয়াদ শেষ, এই প্রজেক্টের কাজও শেষ।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে উদ্দেশ্যে এই প্রজেক্ট করা হয়েছিল সেটা পুরাপুরি হয়নি এবং কৃষকরা যে আশা করেছিল সেটা তারা পায় নি। কাজেই নুতনভাবে এই প্রজেক্টের কাজ করার জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই প্রজেক্টের কাজ শেষ, তার মেয়াদও শেষ। নুতনভাবে করা সম্ভব নয়। তবে অন্যভাবে অন্য কর্মসূচীতে কোন কাজ করা যেতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ, কাজও শেষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এই প্রজেক্টের আওতায় একটা নারিকেল বাগান করা হয়েছিল, খুব ভাল হয়েছিল। প্রায় ১৫ একর জায়গা নিয়ে এই বাগান করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে শুধু জঙ্গল। এই মহারানী প্রজেক্টে ১৭টা ডিপ টিউবওয়েল ছিল কিন্তু এখন পাম্পসেটগুলি অকেজো হয়ে গেছে। যার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে কৃষকদের। এগুলি মেরামত করার জন্য এগ্রিকালচার ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এই বাগান ও পাম্পসেটগুলি মেরামত করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— পাম্পসেট এর সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করা এই প্রজেক্টের অঙ্গ ছিল কিন্তু এই প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর আমরা এটাকে সেচ দপ্তরের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সেচ দপ্তরকে সুপারিশ করবো এগুলি মেরামত করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাখন চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২৬ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ৩০শে জুন ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত ইউরিয়া সারের দাম বিগত এক বৎসরে কত শতাংশ বেড়েছে ?

২) সারের এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি ?

উত্তর

১) ৩০শে জুন, ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত ইউরিয়া সারের দাম বিগত এক বৎসরের তুলনায় ২৯.৯৪ শতাংশ বেড়েছে।

২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইউরিয়া সারের দাম বাড়ানোর ফলে রাজ্যে ইউরিয়া সারের দাম বেড়েছে।

শ্রীমখানলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইউরিয়া সারের দাম বাড়ানোর ফলে রাজ্যে

সারের দাম বেড়েছে এটা ঠিক। কিন্তু সেই দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি সামান্য কিছু ভর্তুকি যেটা দেওয়া হত সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিতে চলেছে। কাজেই ভর্তুকি আমরা পাব কি না এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কি মত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্বেও আমরা ভর্তুকী স্কীম চালু রেখেছি। এই দাম বাড়ার পর আমি কিছু ভর্তুকী দিচ্ছি। যেখানে প্রতি কে. জি ইউরিয়া সারের দাম ৩'২০ টাকা সেখানে আমরা প্রতি কে. জি ২'৩০ টাকা করে বিক্রী করছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ভর্তুকী দেবার ফলে রাজ্য সরকারের বৎসরে কতটাকা লাগবে এবং অন্যান্য যে সব সার এবং ঔষধ যেমন—পটাশ ফসফরাস সগুলিও দাম বাড়ার ফলে কৃষকরা ক্রয় করতে পারছেন না। কৃষিতে যে সমস্ত ঔষধ গুলি মূল্যবান, সগুলোতেও ভর্তুকী দেবার কথা রাজ্য সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—সার, রাজ্যে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী মোট কত পরিমান সার এবং কত পরিমান ঔষধ লাগবে সেই তথ্য আমার কাছে আছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষমতা নেই বলে সেই সমস্ত গুলিতে ভর্তুকী দিতে পারছি না। সবটা ভর্তুকী দিয়ে আমাদের দপ্তরের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন কমপোনেন্ট সার সমস্ত মিলিয়ে বছরে ৪২ হাজার মে. ট. কৃষকদের কাছে দিতে পারলে কৃষকদের চাহিদা কিছুটা মেটানো যেত। কিন্তু ৪২ হাজার মে. ট. সার যদি আমাদের দিতে হয় তাহলে আমাদের ১২ কোটি টাকা লাগবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—আপনাদের নিঃশ্চয়ই সবার মনে আছে আমার ডিপার্টমেন্টর বাজেট প্রভিশ্যান হচ্ছে ২ কোটি ৩০ টাকা মাত্র। কিন্তু আমার সারের জন্যই লাগে ১২ কোটি টাকা তাছাড়া অন্যান্য সার তো আছেই।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী আমরা ১ টাকা ৮০ পয়সা করে রাজ্য সরকার ভর্তুকী দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভর্তুকী দিচ্ছেন কি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যে ভর্তুকী দেন সেটা আমাদের রাজ্য সরকার সরাসরি আমরা পাই না কারণ যে কোম্পানী সার উৎপাদন করে সেই কম্পানীর কাছে ভর্তুকীর টাকা দেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের তথ্য থেকে জানতে পারলাম ১২ কোটি টাকার সারের জন্য প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত টাকা ভর্তুকীর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অবগত করেছেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, আমাদের রাজ্যের অর্থের সংকুলান নেই এটা আমার বিভিন্ন সময়ে বলেছি। এই প্রকল্প বা সারের জন্য আলাদা ভাবে বললেও লাভ হবে না, তাছাড়া বলাও হয় নি।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা):—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি রাজ্য সরকারকে টাকা দেন না উৎপাদনকারী সংস্থাকে দিয়ে থাকেন। এই উৎপাদনকারী সংস্থাকে কত টাকা ভর্তুকী দিয়ে থাকেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—এই তথ্য, কিভাবে দিয়ে থাকে এটা আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব বাজারগুলি বারবার অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভষ্মিভূত হয়ে যাচ্ছে সেই স্থানের বাজারগুলি আগুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি কি নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়?

২। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা বাজারটি অসংখ্য বার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কিনা ?

৩। থাকিলে উক্ত এলাকায় একটি ফায়ার সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। তবে সরকার পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে একটি করে ফায়ার ষ্টেশন খোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

২। হ্যাঁ।

৩। আপাততঃ এরূপ কোন প্রস্তাব নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৭৬ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৪৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামসেবক কেন্দ্রের অধীনে যে সমস্ত পাওয়ার টিলার আছে তার, অধিকাংশই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে মেরামতের অভাবে ?

২। সত্য হইলে মোট কতটি পাওয়ার টিলার অকেজো অবস্থায় আছে এবং কবে নাগাদ মেরামত করে কৃষকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে ?

৩। কৃষকদের প্রয়োজনে আরও নতুন পাওয়ার টিলার ক্রয় করার কোন পরিকল্পনা আছে কি, থাকিলে কতদিনের মধ্যে কতটি নতুন পাওয়ার টিলার ক্রয় করা হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৭৮টি হায়ারিং সেন্টার এবং সমস্ত হায়ারিং সেন্টারগুলিতে মোট ২৪৫টি পাওয়ার টিলার আছে যার মধ্যে ১৩৩টি চালু অবস্থায়, ৮৩টি অচল অবস্থায় এবং ২৯টি সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় আছে।

২। যে ৮৫টি পাওয়ার টিলার অকেজো অবস্থায় আছে তার সব কটাই মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাহাতে কৃষকগণ ভাড়া নিতে পারে।

৩। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে অচল যেসমস্ত পাওয়ার টিলার আছে সেগুলিকে মেরামত করার জন্য কোথায় নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সারা রাজ্যে ৭৮টি হায়ারিং সেন্টার আছে ; তাতে যে মেশিনগুলি আছে সেগুলি নষ্ট হলে মেরামতের ব্যবস্থা হিসাবে তিন জেলায় ৩টি টাস্ক ফোর্স আমরা গঠন করেছি। তার দায়িত্বে আছেন অ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তিন জেলায় আমাদের লোকজনও আছেন। টাস্ক ফোর্সের লোকেরা যখন খবর পান মেশিন অচল অবস্থায় আছে বা নষ্ট হয়েছে, সেখানে গিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করেন। তবে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের অভাবে যখন তখন আমরা করতে পারি না। এই স্পেয়ার পার্টস যোগাড় করতে আমাদের টাকারও অসুবিধা আছে। এই স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ করা হয় কেরালা থেকে। কেরালার কোবোটা কোম্পানী থেকে এই স্পেয়ার পার্টস আনা হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিলেন ২৭৪টা পাওয়ার টিলার এর মধ্যে ১৩৩টা অকেজো অবস্থায় আছে। এই যে পাওয়ার টিলারের সমস্যা, কৃষকদের জমি চাষ করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। অন্ততঃ গরীব কৃষক এইটা ছাড়া বাঁচবে না। ১টা হালের গরু কিনতে হলে ৮ হাজার/১১ হাজার টাকা লাগে। এই অবস্থায় কৃষকদের চাষ-আবাদের জন্য নতুনভাবে এই বৎসর পাওয়ার টিলার খরিদ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি যে তথ্য দিয়েছি সেটা হচ্ছে ২৪৪ টা পাওয়ার টিলারের মধ্যে ১৩৪ টা চালু অবস্থায় আছে ৮৫ টা অচল অবস্থায় আছে এবং ২৯ টা সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় আছে। আর্থিক সংস্থান সেইরকম নেই বলে আমরা কৃষকদের প্রয়োজনীয় নতুন পাওয়ার টিলার সেখানে দিতে পারছি না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যের মানুষ শতকরা ৭০ ভাগই কৃষিজীবি সেই ক্ষেত্রে এই কৃষির উন্নতি করার জন্য গুরুত্ব সহকারে যেখানে রাজ্যে এক জোড়া হালের বলদের দাম বর্তমানে ১০ হাজার টাকা কি ১২ হাজার টাকা—সেই টাকা দিয়ে হালের বলদ কেনার মত ক্ষমতা আমাদের রাজ্যের গরীব কৃষকদের নেই—এবং অপর দিকে অনাবৃষ্টির দরুণ কৃষি উৎপাদন ভাল না হওয়ায় কৃষকদের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। সে অবস্থায় আজকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আগামীদিনে যাতে প্রত্যেকটি ব্লকে, প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় কৃষকরা যা'তে ভালভাবে চাষ করতে পারেন তার জন্য পাওয়ার টিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না—তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য যে সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। আজকে কৃষকদের ঘরে হালের বলদ বা গরু রেখে চাষ করা সম্ভব নয়। তার বিকল্প হিসেবে পাওয়ার টিলার প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাওয়ার টিলার ক্রয় করার মত টাকা আমাদের রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকার যে জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে সেই জায়গাতে বলে সে ব্যাপারে টাকা যা'তে সংগ্রহ করা যায় সে ব্যবস্থা করব।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মাননীম মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে টাকার সংস্থান নাই। কিন্তু যেখানে ২৯টি পাওয়ার টিলার নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে যেগুলি কোন কাজে লাগে না—সেগুলিকে অকশনে সেইল করে দিয়ে কিছু টাকার সংস্থান করা যায়

আর যে সব পাওয়ার টিলার সেন্টার অকেজো করে রাখা হয়েছে— পাশাপাশি ব্যক্তিগত পাওয়ার টিলার-গভার্ণমেন্ট সাপ্লাই নেওয়ার যে সিস্টেম তার প্রতি কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এই হায়ার সেন্টারগুলি মেসিন অকেজো করে রাখা হয়েছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যাক্তিগত মালিকানাধীনে পাওয়ার টিলার সাপ্লাই পাবলিকদের নেওয়ার জন্য হায়ার সেন্টারগুলি মেসিন অকেজো করে রাখা হয়েছে এই রকম খবর আমার কাছে নাই। এই সরকারের আমলে এই সিস্টেম চালু নাই। জানিনা অতীতে এইটা চালু ছিল কি না।

আর যে সব মেসিন মেরামতি করা যাবে না সে রকম ২৯ টি সেট অকশনে ডিস্‌পোজ্‌ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে এই খাতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিডেট ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৫।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত কংগ্রেস ও উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকারের আমলে প্রচার দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ক্লাবগুলিতে টি, ভি, বণ্টন করা হয়েছিল তাহা ফেরত দেওয়ার এবং পুনরায় নতুন করে বণ্টন করার জন্য সরকারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে?

২। সত্য হইলে তার কারণ?

উত্তর

১। সত্য

২। বিভিন্ন জায়গায় পূর্বে বণ্টন করা টি, ভি, সেটগুলো যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং উত্তম রূপে না চালানোর জন্য এ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধির সুপারিশক্রমে পুনরায় বণ্টনে-এর জন্য তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্লাবগুলিতে এই টি, ভি, রয়েছে, সেইগুলি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা?

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য এটাতো আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান হবে। এতগুলি ক্লাবের নাম ঠিকানা দেওয়া সম্ভব না। আপনি বলতে পারেন যে সমস্ত ক্লাবগুলি দেয় নি তাদের সম্পর্কে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এই ধরনের বলতে পারেন। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ক্লাব বলা এটাতো আন ষ্টার্ড ছাড়া হবে না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ীতে অনেক জিনিষ রয়েছে যেমন কৈলাশহরের প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিংহ সরকারী টাকায় যে বাড়ী করেছেন এবং তার উপর প্রচার দপ্তরের ডিস এন্‌টানা কালার টি, ভি, এখনও রয়েছে। আমি তো বুঝতে পারছি না সরকারের নির্দেশ থাকা সত্বেও এইভাবে বেআইনীভাবে সরকারী টি, ভি, ডিস এন্‌টেনা রেখে দিয়েছেন সেগুলির কতটা আদায় হয়েছে এবং আদায় করে

সেগুলি কতটা পুন বন্টন হয়েছে সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি না। এখনও তাদের বাড়ীতে রয়েছে এবং যতদিন মানুষ এইগুলি দেখছে মানুষের তীব্র ঘৃণা তার উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই জিনিষ মানুষের রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ প্রশমনের উদ্দেশ্যে সেই জিনিষ করা দরকার। জনগণের টাকায় কারো আনন্দ ফূর্তী করার অধিকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সাপ্লিমেন্টারী কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত কতটা টি, ভি, সেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, ৭৮৫টা টি, ভি, সেট তারা বন্টন করেছেন। এরমধ্যে যেখানে যেখানে এইগুলি সঠিক জায়গায় বন্টন হয় নি, অপব্যবহার হয়েছে সেগুলি উদ্ধার করে পুন বণ্টনের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। কতটা হয়েছে সেই নাম্বার আমাদের নেই। কিছু কিছু আছে যে, এগুলি কিভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে এর দুই একটা নমুনা শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন। রাজেন্দ্র মহীজন গঙ্গাবিষা গাঁওসভা দেবীপুর, বিলোনীয়া, তাকে দেওয়া হয়েছিল, এটা এখন আছে কংগ্রেস ভবনে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, গঙ্গাবিষায় কোন কংগ্রেস ভবন নেই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— উদয় শংকর রিয়াং, নেহেরু ক্লাব, গ্রাম এবং পোঃ—মনপাথর, বীরচন্দ্রমনু, বিলোনীয়া এটা আছে কংগ্রেস অফিসে। এটা এখানে দেওয়া হচ্ছে এই জন্য যে, এটা হচ্ছে একটা পাওয়ারফুল সেকটর সেখানে কংগ্রেস অপরাধ করলে পুলিশ ধরতে গেলে বলে আমরা কংগ্রেস করি। এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল সেন্সিটিবাল। কাজেই কংগ্রেস অফিস থেকে আমরা সেগুলি উদ্ধার করতে পারছি না কারণ পলিটিক্যাল একটা হট্টগোল বাঁধবে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রমোহন ত্রিপুরা, বগাচতল গাঁও পঞ্চায়েত, গ্রাম এবং পোঃ বগাচতল। এটা আছে হাউস অব একস্ এম, এল, এ, অঙ্গু মগ সেই সাক্রম টনার বাড়ীতে। দেবব্রত চাকমা, দেওয়া হয়েছিল একতা যুবক ক্লাবে, এটা এখন প্রাক্তন এম, এল, এ, সুধাংশু চাকমার বাড়ীতে আছে। এটা সর্বশেষ রিপোর্ট তারপরে শংকর বসাক, কাঞ্চনবাড়ী, নর্থ ত্রিপুরা, এটা আছে কংগ্রেস অফিসে। আমি শুধু কংগ্রেস অফিসের কথা বললাম। অন্য আরও ছোটখাট আছে যেমন চায়ের দোকানে, প্রাক্তন গাঁওসভা'র চেয়ারম্যানের কাছে। নির্মল সিনহা, মনিপুরী যুব সংস্থাকে, দেওয়া হয়েছিল, এটা সিঙ্গারবিল, কৈলাশহর। এখন সেটা দেবাশীষ সেনের বাড়ীতে আছে। এটা একটা মণিপুরী মাইনোরিটি ক্লাবকে দেওয়া হয়েছিল সেটা দেবাশীষ সেন রেখে দিয়েছে। সেইগুলি নিশ্চই সমীর বাবু তারা দেখবেন। সমীরবাবুকে তারা নিশ্চয়ই এগুলি বলবেন দেখার জন্য।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য তপনবাবু এই হাউজে যে কথা বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিংহার বাড়ীতে সরকারী ডিস্ এন্টেনা বা কালার টি ভি আছে। যদি থেকে থাকে তা হলে আজ ১৮ মাস পরেও, যদি সেটা সরকারী সম্পত্তি হয়ে থাকে, আমি জানিনা সেটা সরকারী সম্পত্তি কিনা তা হলে সেটা এতদিন পর্য্যন্ত কেন আনা হয় নি ? কি কারন এবং কেন ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি ?

QUESTIONS & ANSWERS

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হউক। আপনি আগেও বলেছেন যে যখন বিরোধী দলের সদস্যরা কথা বলে তখন যতে শাসক দলের সদস্যরা চুপ করে থাকে যাতে বাধা দেওয়া না হয় কিন্তু আপনার কথা ওরা মানছেন না স্যার। এখানে আরেকটা কথা যদিও এটার সঙ্গে রিলেটেড না তবু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি তাই আমি বলছি—আমরা যারা প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলাম তখন আমরা যারা সরকারী কোয়ার্টারে ছিলাম, আমরা জানি সরকার থেকে যে সমস্ত জিনিসগুলি দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত জিনিষ গুলি আমরা সেই কোয়ার্টারেই রেখে এসেছি। স্যার আপনি একদিন আমাকেও বলেছিলেন। এই জিনিষগুলি তদন্ত করা দরকার। কেন এই ধরনের অপ-প্রচার করা হচ্ছে। আমি জানিনা কেউ নিয়েছেন কিনা। যদি নিয়ে থাকেন তা হলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হউক। যদি কেউ না নিয়ে থাকেন এবং তার নামেও যদি পাবলিস্ হয় তা হলে জনমনে এবং আমাদের চরিত্র হননের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি সেটা মনে করি। তারজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করছি এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করে কার কাছে কোন সরকারী সম্পত্তি থেকে থাকে তা তদন্ত করে আনা উচিৎ। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সরকারী প্রপারটি যে গুলি আছে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং এম, এল, এ,দের যখন দেওয়া হয় তখন তা রেকর্ড করা হয়। এবং দায়িত্ব হচ্ছে সরকারী কোয়ার্টারে যদি কোন ফার্নিসার বা অন্যান্য জিনিস পত্র থাকে যখন উনি কোয়ার্টার ছেড়ে দিবেন তখন এইগুলি দপ্তরের লোক এনে বুঝিয়ে দিবেন এবং আমাদের এই রকম হয়েছে যে লোক পাঠিয়ে চাবি আনতে হয়েছে। এবং যে তথ্য দিয়েছেন বিভিন্ন দপ্তর থেকে তারা যা করেছে এই এই জিনিসগুলি মিসিং এগুলি পাওয়া যায়নি মন্ত্রীদের কাছ থেকে চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে সেইভাবেই এটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রথম বিধানসভা বসার পরেও এই ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল। যখন নূতন সরকার গঠন হয় তখন একটা কি ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা নিঃশ্চই আপনারা অবগত আছেন। আমাদের মন্ত্রীদের কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে বলেছে যে এক্ষনি কোয়ার্টার ছাড়তে হবে। তা ছাড়া অনেক বাজে বাজে কথা বলেছে। বিভিন্ন দপ্তরের লোকেরা গিয়ে আমাকে বলল বর্তমানে বৈদ্যনাথবাবু যে কোয়ার্টারে আছেন তখন আমি সেই কোয়ার্টারে ছিলাম। তখন একজন অফিসার গিয়ে আমাকে বললেন যে স্যার, ফ্রিজটা আপনি আলাদা একটা রুমে তালা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দেন। আমরা তো চলে যাচ্ছি তা তো আপনাদের হেপাজতেই থাকবে। না স্যার, এখন বিভিন্ন দপ্তরের লোক এসে একজন আরেকজনেরটা নিয়ে যাবে, তার পরে স্যার আমাদের এইগুলি নিয়ে ফেইজ করতে হবে। আমি সেটা বলেছিলাম। কিন্তু যারা আমরা সরকারী কোয়ার্টারে ছিলাম আমরা তো তখন আতঙ্কে ছিলাম, কিভাবে বের হব সেই চিন্তাই আমরা ব্যস্ত ছিলাম।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এই বিষয়-এ আলোচনা করতে হলে নির্দিষ্ট মোশান এনে আপনারা আলোচনা করতে পারেন। কোয়েশ্চন আওয়ারটা এইভাবে নষ্ট না করতে আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চন আওয়ার শেষ। তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তর- পত্রগুলির প্রতিলিপি হাউজের টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি

(ANNEXURES—"A & B").

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হয়েছে। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

আজকের কর্মসূচীতে ২ (দুইটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে নিম্ন উল্লিখিত বিষয়ের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি, গত ১৬-৯-৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্ন উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুট হল :—

"মোহনপুর ব্লকের ঈশানপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের সামনে গত ২৭শে আগষ্ট বিধায়ক শ্রী প্রনব দেববর্মাকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ, ও পরবর্তী সময়ে শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকারের উপর আক্রমণ, গুলিবর্ষণও প্রাণ নাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার(ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "মোহনপুর ব্লকের ঈশানপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের সামনে, গত ২৭শে আগষ্ট বিধায়ক শ্রীপ্রনব দেববর্মাকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ ও পরবর্তী সময় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকারের উপর আক্রমন, গুলিবর্ষণ ও প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

বিগত ১৭-৯-৯৪ইং তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বেলা ৩-১০ মিঃ সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে সিধাই থানার অন্তর্গত ঈশানপুর পঞ্চায়েত ভোটকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে সিধাই থানায় যান। সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক এ সমস্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট কার্য্য চলিতেছে বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জানায়। কিছুক্ষণ পর বেলা অনুমান ৩-১৫ মিঃ এর সময় বিধায়ক শ্রীরতন নাথ ক্রুত থানায় উপস্থিত হয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকে মৌখিকভাবে ঈশানপুর স্কুলের ভোট কেন্দ্রটি সি পি আই (এম) সমর্থক কর্তৃক দখল করে নিয়েছেন বলে জানান। এই কথা বলে শ্রীনাথ তৎক্ষণাৎই সেই স্থান পরিত্যাগ করে ঈশানপুর চলে যান। থানায় উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ঘটনার বিষয়ে একটি রিপোর্ট নিয়ে তিনি নিজেও ঈশানপুরের উদ্দ্যেশে থানা ত্যাগ করেন সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক থানার অন্যান্য ষ্টাফ সহকারে ভোট কেন্দ্র দখলের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যান।

বেলা প্রায় ৩-৩০ মিঃ এর সময় বিধায়ক শ্রীরতন নাথ পুনরায় থানায় এসে ঈশানপুরে সি পি আই (এম) কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে বলে জানান। তিনি এবং তার সঙ্গীদের উদ্দোশে প্রচুর বোমা বর্ষন করা হয়েছে বলে জানান। বিধায়ক রতন নাথের নিরাপত্তা রক্ষীরা তাহার জীবন রক্ষার্থে এবং আত্মরক্ষার্থে ৩৫ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। বেলা ৭-৪০ মিঃ এর সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দ্রুত থানায় এসে বিধায়ক রতন নাথ ও তার সঙ্গীরা ঈশানপুর প্যাকস এর নিকট তাহার গাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে বলে জানান। তিনি ইহাও জানান যে, তাহার উপর আক্রমণের পূর্বে বিধায়ক রতন নাথ ও তার সঙ্গীরা ঈশানপুর স্কুলের সামনে দাঁড়ানো সি পি আই (এম) সমর্থকদের উপর বোমা বর্ষণ করেন।

ঘটনাটি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গী আগরতলাস্থিত দশেশ্বর নিবাসী শ্রী দিলীপ দের অভিযোগমূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ৩০৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১১/৯৪ নথিভূক্ত করা হয়।

এফ-আই-আর এ ইহাও অভিযোগ করা হয় যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বেলা ৩-৩০ মিঃ এর সময় বিধায়ক

রতন নাথ ও তার সঙ্গীর অন্যান্যরা বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সহকারে ঈশানপুর ভোট কেন্দ্রে গিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে ঈশানপুর থেকে ফিরার পথে ঈশানপুর প্যাকস-এর নিকট রাস্তার উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার এর উপর আক্রমন করে এবং তাকে হত্যার উদ্দেশে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি বর্ষন করে কিন্তু তিনি কোনক্রমে রক্ষা পান।

বিধায়ক রতন নাথও সিধাই থানায় এ'দিনই এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ করে যে সি, পি আই (এম) সমর্থকেরা ঈশানপুর স্কুলের ভোট কেন্দ্র দখল করে নেওয়ার খবর জানতে পেরে তিনি এবং শ্রী সুবোধ দেববর্মা (এ, ডি, সির মেম্বার) নিরাপত্তা রক্ষী সহ সেখানে গেলে সি. পি. আই (এম) সমর্থকরা বোমা ও পিস্তল সহ তাহাকে মারার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। তিনি এই অভিযোগও করেন যে সি, পি, আই (এম) সমর্থকরা বিধায়ক শ্রী প্রনব দেববর্মার নেতৃত্বে তাহার উপর এবং শ্রী সুবোধ দেববর্মার (এ, ডি, সির মেম্বার) উপর বোমা বর্ষণ করে ফলে তাদের একটি গাড়ী নং টি, আর ০১-৩৬৭ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৭৮/১৭৯/৩০৭ ৪২৭ এর বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় সিধাই থানায় মোকদ্দমা নং ১১২/৯৪ নথিভুক্ত করা হয়।

সিধাই থানায় দায়েরকৃত ১১২/৯৪ নং মোকদ্দমার পাল্টা আরও একটি মোকদ্দমা বিধায়ক শ্রী প্রনব দেববর্মার অভিযোগ মূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১/১৪৮/১৪৯/৩০৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১৫/৯৩ নথিভুক্ত করা হয়। বিধায়ক শ্রী প্রনব দেববর্মা তাঁর লিখিত অভিযোগে জানান যে, গত ২৭/৫/৯৩ ইং তারিখে পশ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঈশানপুর ভোট কেন্দ্র পর্যাবেক্ষনে গেলে কংগ্রেস (আই) বিধায়ক শ্রীরতন নাথ, এ. ডি. সি মেম্বার শ্রীসুবোধ দেববর্মা সহকারে এক দল কংগ্রেস (আই) সমর্থক বল পূর্বক ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এবং তাহার সঙ্গী জনৈক হারাধান দেবনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন একটি পিস্তল থেকে তাহাকে উদ্দেশ্য করে গুলি বর্ষণ করে। ৭/৫ জন অন্যান্য কংগ্রেস (আই) সমর্থক তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি অল্পেতে রক্ষা পান। দুস্কৃতকারীরা দুই জন কালো কাপড় দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে রেখেছিল

বিধায়ক শ্রী রতন নাথের সংগে ৪টি গাড়ীর কনভয় ছিল। এ, ডি, সি মেম্বার সুবোধ দেববর্মার সংগে একজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও অন্যান্য দুইজন সঙ্গী ছিল। বিধায়ক রতন নাথের সঙ্গে ৭/৮ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক ছিল। শ্রীরতন নাথের এসকর্ট হিসাবে নিম্নোক্ত নিরাপত্তা রক্ষী ছিল :—

১) এল, এন. কে—শঙ্কর চৌধুরী. ২) সি—স্বপন দেব. ৩) এইচ/৫—রবীন্দ্র কুমার দাস. ৪) সি—বাদল সরকার, ৫) সি—নিহার ঘোষ. ৬) সি—সুনীর সরকার, ৭) সি—কৃষ্ণ দেবনাথ, ৮) সি—পরিমল দত্ত, ৯) সি—কানু মিঞা, ১০) সি—মনোরঞ্জন ভৌমিক, ১১) সি—চন্দন নাথ. ১২) এ, এস, আই—ফনিন্দ্র সরকার। শ্রীরতন নাথের সঙ্গে থাকা নিম্নোক্ত ৩ জনকে স্থানীয় লোকেরা চিনতে পারেন :—

১) শ্রীহারধন দেবনাথ, গোপাল নগর। ২) শ্রী মানিক লাল সাহা, ঈশানপুর এবং ৩) সমীর পাল ওরফে সন্তু, ঈশানপুর। বিধায়ক রতন নাথের কনভয়ের পজিশান নিম্নরূপ :—

ক) বিধায়ক শ্রী নাথ—২ জন সাদা পোষাকের পুলিশ এবং ৬/৫ জন কনস্টেবল (১নং গাড়ীতে)

খ) অন্যান্য এসকর্ট ২নং গাড়ীতে। গ) এ, ডি সি, মেম্বার শ্রী সুবোধ দেববর্মা, তাহার একজন নিরাপত্তা রক্ষী ও অন্যান্যরা ৩নং গাড়ীতে। ঘ) ৭/৮ জন কংগ্রেস (আই) সমর্থক ৪নং গাড়ীতে।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কনভয়ে ৪টি গাড়ী ছিল। এবং তাদের পজিশন নিম্নরূপ :— ক) পাইলট এসর্কট—১নং গাড়ীতে, খ) ভি, আই, পি এবং সাদা পোসাকের পুলিশ ২—নং গাড়ীতে। গ) এসর্কট ৩নং গাড়ীতে। ঘ) নিম্নোক্ত প্রেস রিপোর্টরগন ৭নং গাড়ীতে— ১) শ্রীহরিহর দেবনাথ, সাংবাদিক— স্বস্তিদূত ২) শ্রীশ্যামা প্রসাদ চক্রবর্তী, ঐ ভাবী ভারত। শ্রী কান্তি বর্ধন, ঐ বিবেক।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর এসকর্টে নিম্নোক্ত পুলিশগণ ছিলেন :—

১) এন, কে—ব্রজেন্দ্র পাল, ২) সি—রমনী কংকার, ৩) এইন, সি—উষা রঞ্জন লস্কর, ৪) এল, এন, কে—অনিল রায় ৫) সি—মতিলাল সরকার ৬) সি—প্রদীপ তলাপাত্র, ৭) সি—দীলিপ পাল, ৮) সি—সুবীর দেববর্মা ৯) সি—পরিমল দেবনাথ, ১০) সি—প্রণব দাস, ১১) সি—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, ১২) সি—রাজকুমার দত্ত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বেলা ৩-৩০ মিঃ এর সময় ঈশানপুর স্কুলের একটি বুথ অফিস ভাঙ্গচুর নিয়ে বিধায়ক রতন নাথের সহিত বিধায়ক প্রণব দেববর্মার কথা কাটাকাটি হয়। বিধায়ক রতন নাথের নিরাপত্তারক্ষী বিধায়কের জীবন রক্ষার্থে গুলি বর্ষণ করে। বিধায়ক রতন নাথও অন্যান্যরা ঈশানপুর স্কুল থেকে ফেরার পথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ীটি এসকর্ট সহকারে প্যাল্ল এর নিকট ঈশানপুর স্কুলের দিকে যাইতে দেখতে পান। তখন বিধায়ক রতন নাথের কনভয়-এর থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। একটি বোমাও তাহার গাড়ীর নিকটে বিস্ফোরন হয়। তাহাতে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ীটির সামান্য ক্ষতি হয়। কনষ্টেবল মতিলাল সরকার মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকারের জীবন রক্ষার্থে ৫ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। বিধায়ক রতন নাথের নিরাপত্তা রক্ষীরাও মোট ৩৫ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। উভয় নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে কেহই হতাহত হয় নাই। সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঈশানপুর প্যাল্ল এর নিকট ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে সেখানে উপস্থিত উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে সক্ষম হন। ঈশানপুর এলাকাটি স্পর্শকাতর এলাকা বলে চিহ্নিত হওয়ায় সেখানে নির্বাচনের একদিন পূর্বেই এক কোম্পানী সি আর-পি-এফ মোতায়েন করা হয়েছিল। তাছাড়া ঐ এলাকায় টি এফ-আর-এর একটি মোবাইল এর ব্যবস্থা ছিল। ঘটনার পর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিধায়ক শ্রীরতন নাথ দ্রুত সিধাই থানায় আসেন। সেখানে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের অফিসের ভিতর উভয়েই উত্তেজিত হন এবং নিজেদের মধ্যে কথা কাটা কাটি হয়। সিধাই থানায় দায়েরকৃত মোকদ্দমাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বিধায়ক রতন নাথের এই কেইস এবং কাউণ্টার রিপলাই এটা নিয়ে হাই কোর্ট থেকে রুল জারি হয়েছে চীফ সেক্রেটারী, ষ্টেট গভার্ণমেন্টের উপর। কাজেই এনটায়ার ম্যাটারটাই এখন সাবজুডিস বলে আমি মনে করি। আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি না, আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, সেক্রেটারী মহোদয়ও আছেন। কাজেই এই বিষয়ের উপর সাপ্লিমেণ্টারী করতে দেওয়াটা মনে হয় সংগত হবে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ঘটনারবিষয়ে আমি সবটাই বলছি এবং সমস্ত কিছু এখন তদন্তাধীন আছে। এটা এখন আপনি দেখেন।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটা রেফারেনসের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়টি মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র সরকার উত্থাপন করেছিলেন। রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো—"বড়মুড়া ও, এন, জি, সি ড্রিল সাইটে এ্যাম্বুশ চারজন নিরাপত্তা কর্মী, একজন ও, এন, জি, সি কর্মী নিহত পাঁচটি অস্ত্র লুনঠিত, তীব্র নিন্দা, এই শিরোনামে ১৭/৯/৯৪ ইং তারিখে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশনা সম্পর্কে।" আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৬. ৯. ৯৪ ইং দুপুর ১২.৩০ মিঃ সময়ে বড়মুড়া এস. এ. এফ ক্যাম্পের দুই হাবলিদার এবং সঙ্গীয় ৮ জন কনষ্টেবল সহ তাহাদের নিজ নিজ হাতিয়ার সহ শ্রী এস, কে, শ্রীবাস্তবা নামীয় ও, এন, জি, সি অফিসারকে নিয়া বড়মুড়া থার্মাল প্রজেক্টের ১০ নং ড্রিলিং সাইটে যাওয়ার পথে হঠাৎ উগ্রপন্থী দল কর্তৃক আক্রান্ত হন।

উগ্রপন্থীদের আক্রমনে ফলে ১) এইচ, —সি স্বপন মজুমদার, কনষ্টেবল-দীনেশ বিশ্বাস, ৩) কনষ্টেবল হরিপদ রায় ৪) কনষ্টেবল নিশি রঞ্জন দত্ত (তাহারা সকলেই স্পেশ্যাল আর্মড ফোর্স এর) এবং ৫) ও, এন, জি,সি,-এর প্রডাকশান ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এস, কে, শ্রীবাস্তব নিহত হন। দুইটি জীপ গাড়ীর মধ্যে ১টি জীপ গাড়ীর চালক শ্রীসমর দত্ত গুলির আঘাতে মারাত্মক ভাবে জখম প্রাপ্ত হন এবং তিনি বর্ত্তমানে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পেছনের গাড়ীতে থাকা হাবিলদার প্রদীপ দেববর্মা, কনষ্টেবল হীরালাল সরকার, মুজাফর আলী, রণজিৎ দেবনাথ ও সুভাস শর্মা অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান। উগ্রপন্থীর সংখ্যা প্রায় ১০—১৫ জন ছিল এবং তাহারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যথা-রাইফেল, এস, এল, আর এবং সম্ভবত একটি এস, এম, সি যাহা পূর্ব্বে কোন এক সময়ে লুঠ করে নিয়েছিল। উগ্রপন্থীরা ৪টি রাইফেল, ২০০ রাউণ্ড গুলি এবং একটি ষ্টেনগান ও ৪৫ রাউণ্ড ষ্টেনগানের গুলি তিনটি মেগজিন সহ নিয়া যায়।

ঘটনার তদন্তে এস পি ওয়েষ্ট গাড়ীর চালক সমর দত্ত, হাবিলদার প্রদীপ দেববর্মা, কনষ্টেবল সুভাষ শর্মা, রণজিৎ দেবনাথ, হীরালাল সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে উগ্রপন্থীরা সংখ্যায় ১০ থেকে ১৫ জন ছিল। তাহারা বর্ত্তমানে এই ঘটনার পর খোয়াই মহকুমার দুস্থির দিকে চলিয়া যায়। উগ্রপন্থীরা চলিয়া যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা উগ্রপন্থীদের মধ্যে নয়নবাসী জমাতিয়াকে চিনিতে পারেন। আহত গাড়ীর চালক ও জানায় যে উগ্রপন্থীদের মধ্যে একজনকে যে নাকি বাঙ্গালী নয় বা উপজাতি নয় তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিবেন। এই উগ্রপন্থী দলটিকে তাদের এই কার্যকলাপের জন্য বাহিরের মদতের কথা অস্বীকার করা যায় না। ঘটনার তদন্তে জানা যায় যে যখন প্রথম গাড়ীটি আক্রান্ত হয় তখন পুলিশের তরফ থেকে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নাই। দ্বিতীয় গাড়ীটি ৫০ থেকে ১০০ গজ দুরত্বে ছিল এবং উক্ত গাড়ীতে থাকা পুলিশ রক্ষীরা উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে সময় সময় গুলি বর্ষন করেছিলেন। কিন্তু উগ্রপন্থীদের তরফ থেকে প্রচুর পারমানে গুলাগুলি বর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ও উগ্রপন্থীরা যে স্থানে অবস্থান করে গুলি বর্ষণ করছিল সে স্থানে পুলিশের পক্ষে থেকে পাল্টা আক্রমন করা সুবিধাজনক না হওয়ায় তাহারা ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসে।

তদন্তে প্রকাশ হেড কনস্টেবল প্রদীপ দেববর্মা ১৫ রাউণ্ড, কনস্টেবল সুভাষ শর্মা ১০ রাউণ্ড, কনস্টেবল রণজিৎ দেবনাথ ১ রাউণ্ড এবং কনস্টেবল হীরালাল সরকার ৭ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। এডিশনাল এস,পি-এর তত্ত্বাবধানে অপরাধীদের খুঁজে বাহির করার ও লুন্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে। এবং ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বড়মূড়ায় যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল কাদের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং সেটা অকি স্ত্র লুঠের উদ্দেশ্যে না অন্য কোন উদ্দেশ্যে ? দ্বিতীয়তঃ আমি তেলিয়ামুড়া বি, এস, এফকে গত ১২ তারিখে জানিয়েছিলাম যে এন এল, এফ, টির ১৭ জনের একটা গ্রুপ এই এলাকায় অবস্থান করছিল, তারা যে কোন মুহুর্ত্তে হামলা চালাতে পারে। এই ১৭ জনের গ্রুপের তখন নেতৃত্ব দিয়েছিল ধুমাছড়া পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল তরণী দেববর্মা যে নিজের ফাঁড়ি আক্রমণ করে বৈরী জীবনে চলে যায়।

সেই তরনী দেববর্মার নেতৃত্বে এন. এল. এফ, টি এই ঘটনা সংগঠিত করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা। উনি যে তথ্য দিয়েছেন দোষী ব্যক্তিরা যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের ব্যাপার তদন্ত চলছে তাই জানতে চাই আসামী ধরা পড়েছে কিনা। এটা যুব সমিতির সংগঠিত এলাকা থেকেই তারা এই হত্যা সংগঠিত করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তেলিয়ামুড়া থানায় মাননীয় বিধায়ক কি খবর দিয়েছেন সেটা আমার জানা নেই, আমি খবর নিয়ে দেখব। ২নং হচ্ছে উগ্রপন্থী যারা তারা অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং জায়গায় জায়গায় হামলা করছে রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করার জন্য, অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য। এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে কাজেই এই সম্পর্কে আর বলার প্রয়োজন নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এস. এল. আর, এল. এম. জি জাতীয় জিনিষ ব্যবহার হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা যে, লাইট মেশিনগান ব্যবহার করা হয়েছে যেটা চাকমাঘাট ক্যাম্প থেকে রঞ্জিত দেববর্মার কাছ থেকে খোয়া গেছে সেটা কিনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি ষ্টেটমেন্টে বলেছি অটোমেটিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এস. এল আর সম্পর্কে বলা হয়েছে। এল. এম. জি একটাই আছে যতটুকু পুলিশের খবর এবং যেটা চাকমা ঘাট থেকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা একচুয়্যালি ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা ডেফিনেটলি পুলিশ সেটা বলতে পারছে না অনুমান করছে সেটা ব্যবহৃত হতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে উগ্রপন্থী তাদের যে আশ্রয়দাতা তাদের কথা পুলিশের কাছে বার বার বলেছি। কর্ণসিংহ জমাতিয়া, শশধর জমাতিয়া ওরা এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তাদের আশ্রয়ে হদ্রাই এলাকায় শুধু এই কাজ করেনি তারা টাওয়ারও চুরি করেছে। দুলাল দাসের হত্যাকাণ্ড তারাই সংগঠিত করেছে। তথা খাসিয়ামঙ্গল এবং কুঞ্জমূড়াতেও এই সমস্ত সংগঠিত করছে। তাদের উপর কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না যার জন্য এই অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন সেটা

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো বলা হয়েছে যে এই সমস্ত উগ্রপন্থীদের সমাজের হতাশাগ্রস্ত রাজনীতিবিদরা তাদের মদত দিচ্ছে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা যায়, জাতি উপজাতির মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করা যায়। এই সমস্ত কথা বার বার বলে লাভ নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, এই যে এলাকা সেখানে ঘটনা ঘটেছে এই এলাকার বিধায়ক কে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি ঠিক বলতে পারছি না একচুয়্যালি কার এলাকার মধ্যে পড়েছে, খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সরকার এর জানা আছে কিনা ঘটনার পর থেকে এন, এল, এফ, টি যারা এই ঘটনার সংগে জড়িত এইরকম ৪ জন এন, এল, এফ, টি এখনও ঐ এলাকাতে বর্তমান আছেন, গতকাল পর্য্যন্ত আমি জানি তারা ঐ এলাকাতেই অবস্থান করছে এই খবর সরকারের কাছে আছে কি না ? এবং বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মকে বানচাল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ইনটেনসিভ কমবিং করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কোন ইনফরমেশান থাকে তাহলে পুলিশের কাছে দিলে সাহায্য হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে রাজ্যে বিপথগামী যুবকদের, বিপথগামী মানুষদের মূল স্রোতের সংগে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন, আত্মসমর্পন করার সুযোগ দিয়েছেন। সেই আত্মসমর্পণ করার ঘটনা অনেকদিন ধরে চলছে। কিন্তু এই আত্মসমর্পণের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার জন্য উৎসাহিত হয়ে আরও কিছু যুবক নাম লেখাচ্ছে। যার কারণে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে। আত্মসমর্পনের সময়সীমা নির্ধারণ না করার জন্য আরও কিছু যুবক উৎসাহিত হয়ে নাম লেখাচ্ছে এবং দেশের অশান্তির সৃষ্টি করছে। স্যার, আত্মসমর্পন তো বড়মন্ত্রী থেকে শুরু করে এম, এল, এ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ চলছে স্যার। এই টা কি নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে স্যার, না সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অনুধাবন করছেন ? একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে এরপরে যদি সারাণ্ডার না করে তাহলে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই জিনিষ মাননীয় মন্ত্রী চিন্তা করেছেন কি না, এবং এই ঘটনা সময়সীমা নির্ধারণ না করার জন্য উৎসাহিত করছে কি না মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উৎসাহিত করার কোন প্রশ্নই নাই। তবে আমরা এখনও ডেইট ফিক্স-আপ করিনি। আমরা ডেইট ফিক্স-আপ করব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য সুধন দাস এবং প্রশান্ত দেববর্মা দুজনে একটি নোটিশ দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য সুধন দাস এবং প্রশান্ত দেববর্মা ২জনেই আছেন। উনাদের দেওয়া

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গণ্ডাছড়া থানাধীন রতননগর হইতে বিধায়ক শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজার ছেলে শ্রীগগনজয় অপহরণ হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৩ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৩ তারিখে এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন। অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং এবং সুধীরচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। উনাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—"২০শে সেপ্টেম্বর '৯৪ইং ছাওমনু থানাধীন আনন্দ রোয়াজা পাড়ায় টি,টি,ভি,এফ, দ্বারা সি, পি, আই (এম) নেতা শ্রী সদাই মোহন ত্রিপুরা ও কর্তামোহন ত্রিপুরা অপহরণ ও খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এই সম্পর্কে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামীকাল বিবৃতি দেব।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS

মিঃ স্পীকারঃ— সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—'লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।" বিধানসভার গত অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার * ১৫০ এবং * ১৫১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০ এবং ১৫১ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

SHRI BAIDYANATH MAJUMDER (Chief Minister-in-charge) : Mr. Speaker, I beg to lay copies of the reply of postponed starred questions nos 150 and 151 on the Table of the HOUSE.

(ANNEXURE—C)

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker : —Now Let us State Government Business (Legislation)

সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura Panchayats (First Amendment) Bill, 1994 Tripura Bill No. 11 of 1994-এর উপর আলোচনা।

এই মোশানটির সঙ্গে আছে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় এই বিলটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব নোটিশ দিয়েছেন সেই সংশোধনী নোটিশটির কপি মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। তবে এই সম্পর্কে আমার একটু বলার আছে—এই নোটিশটি

গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এইভাবে যেদিন বিলটি পাশ করা হবে সেদিনই যদি সংশোধনী নোটিশ দেওয়া হয় তাহলে হয় এইটা বিধানসভার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক:—মিঃ স্পীকার স্যার, যিনি এই সংশোধনী নোটিশ এনেছেন তিনিই ১০ দিনের পক্ষেই তার বক্তব্য আগে রেখেছেন এবং এইটা রেকর্ডও হয়ে গেছে, স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) — এখনো বিলটি পাশ হয়নি এইটা সেকেণ্ড থট্‌ও হতে পারে।

মিঃ স্পীকার:—তা হতে পারে, কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার প্রশ্ন হলো আপনারা নোটিশ দিতে পারেন, কিন্তু সেদিনই বিলটি পাশ হবে সেদিনই যদি সংশোধনী নোটিশ দেন তাহলে খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে নির্দিষ্ট পিরিয়ডের মধ্যে এই ধরণের সংশোধনী নোটিশ দেন তার জন্য অনুরোধ করছি।

এখন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, **I beg to move that in Sub-Section 1 of section 65 in the 3rd line of the word '10' days' be substituted by the word '45 days'.**

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি শুধু দুটি কথা বলতে চাই। এইখানে গত কালকে নিশ্চয়ই হাউসে বিলটি পেশ হওয়ার পরে আমরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি এবং এইটার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আমরা কোন ডগমেটিক এটিটিউড্‌ নিয়ে পরিচালিত হইনি। এবং তার যে স্বাভাবিক গতি সেখানে তার দ্বিতীয় চিন্তা বা তৃতীয় চিন্তা আসতেই পারে। এবং এইটা যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। রাজ্যবাসীর স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রকে তৃণমূলস্তরে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থে তাই দ্বিতীয় চিন্তা আসতেই পারে। এবং আমরা মনে করি টুমেইক ইট কারেক্‌ট্‌ আণ্ড ইউজফুল সেখানে দ্বিতীয় চিন্তা আসতেই পারে। এবং সেখানে আমরা কেন্দ্রে দেখেছি যে পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্‌লীর ক্ষেত্রে যে প্রভিশন রয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে আমি বলতে পারি যে ৬০ ডেজ্‌ টু-মাচ্‌ এবং সেখানে পরিবর্তে ৪৫ ডেজ্‌ হলে সেটা রিজনাবল হবে। আবার টেন্‌ ডেজ্‌ খুব কম হবে। এই দিক থেকে আমি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি। আশা করি আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক সেখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন '১০ ডেজ্‌' থেকে—এইটাকে কমিয়ে ১৫ ডেজ করা হোক'। আমি মনে করি যে এই সভা আমার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হবেন।

মিঃ স্পীকার:— এই ব্যাপারে তো কোন রিজিডিটি থাকার কথা না।

এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা, উনি গতকালকে আলোচনা অসমাপ্ত রেখেছিলেন—এক মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা: —মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল আমি বিশেষ করে স্বায়ত্ব শাসনের উপর যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এই স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আমাদের যারা আন্দোলন করেছে এবং এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই এখন নেই, আমরা তাদের মধ্যে কিছু লোককে হারিয়েছি। কিন্তু যারা গণতন্ত্রের স্বায়ত্ব শাসন বলে চিৎকার করে বিশেষ করে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কিন্তু তাঁরা কেউ গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেন নি। কাজেই সেই দিক থেকে এখানে মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী বলেছেন যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে জানেন কিনা? উনি গণতন্ত্র সম্পর্কে কতটুকু জানেন এবং উনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন কিনা, তার কোন প্রমাণ উনি দিতে পারেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। তিনি আরো বলেছেন যে রিজার্ভেশন, রিজার্ভেশন, আমরা যখন ১৯৭৮ইং

সালে কোয়ালিশন সরকারে ছিলাম তখন এই সি সম্মেলনের যে হানড্রেড পয়েন্ট প্রোগ্রাম তখন আমরা দেখি। এর আগ পর্যন্ত সেটা আলমারীর ভেতর পড়ে ছিল। এত বছর পর্যন্ত তারা এর কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এই হল তাদের অবস্থা। তারা না কি গণতন্ত্র চান, স্বায়ত্ব শাসন চায়। কিন্তু তারা যে এই ধরণের চায় সেটার জন্য কোন আন্দোলন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নেই। এই হল তাদের সারা জীবনের ইতিহাস। যখনই আমরা কোন আন্দোলন করি বা কোন আন্দোলন করি জনগণের জন্য তখনই হয় কি যেমন ধরুন পঞ্চায়েত নির্বাচন, এই পঞ্চায়েত নির্বাচন বন্ধ করার জন্য তারা হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত গিয়াছেন। আমরা জানি বিধানসভা নির্বাচনের পর তাদের আর কোন নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা নেই। শেষ পর্য্যন্ত তারা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল, সেই সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গেলেন।

এখনও এই যে মিউনিসিপল বিল আসছে, সামনে মিউনিসিপেলটি নির্বাচন হতে পারে এই ধারণা তাদের আছে এবং দেখবেন সেখানেও তারা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারপর এ, ডি, সি, নির্বাচন হবে তারই জন্য তারা এখন থেকেই মানুষকে উস্কানী দিয়ে দিয়ে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করছে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে যারা খুনের রাজনীতি করে তাদের কোন জায়গায় স্থান নেই। যারা দেশে বা মানুষের স্বার্থে কাজ করে তাদের চিরদিন মানুষ মানবে চিরদিন মানুষ মনে রাখবে। কাজেই সেই দিক থেকে যারা খুন করে তাদের ভবিষ্যত দেখুন চিন্তা করে। এখানে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী; এম, এল, এ, যারা ছিল তাদের অবস্থাটা এখন কি রকম ? আমাদের হাউসে বিরোধী দলের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন তাঁরা যখন হাসছে, সেই হাসির মধ্যে কোন রস নেই মনে হচ্ছে তাঁরা কাদছে। তাদের সমান এই ... বড়ী থেকে বেরুতে গেলে তাদের ভয়, গাড়ী থেকে নামতে গেলে। তাদের ভয় এই ধরণের ... মনের ... দিচ্ছে। ... কি ? কারণটা হচ্ছে গত পাঁচ বছর কি করেছ ? সেই ... তাদের ... এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। জনগণ ছাড়বে না। এইভাবে যারা রাজনীতি করে, যারা টাকার রাজনীতি করে, যারা গদির জন্য রাজনীতি করে তাদের জনগণ ছাড়বে না ; কাজেই আমরা চাই মানব কল্যাণের জন্য যাতে জনগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, আগামী দিনে যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্য পরিচালনা করতে পারে সেই লক্ষ্যে আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং মিউনিসিপেলটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। সেই দিক থেকে এই মিউনিসিপেলটি বিল সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে বলবে আগামী দিনে যাতে ওরা পথের কাঁটা না হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের সেবায় যাতে ওরা সাহায্য করেন তার জন্য অনুরোধ রাখছি। যদি সন্ত্রাসমূলক কাজ এবং লুটপাট করেন তাহলে জনগণ তাদের ছাড়বে না। কাজেই উস্কানীদাতা যারা তারা যেন হুশিয়ারী হয়ে থাকেন।

তারজন্য আমি অনুরোধ রাখব যদি সন্ত্রাস মূলক কাজ করেন, খুন লুটপাট করেন তা হলে জনগণ তাদের ছাড়বেন না। কাজেই উস্কানিদাতার যারা তারা যেন সাবধানে থাকে এই বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ মহোদয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ভারতের সংবিধানের বিন্দু মাত্র আস্থা থাকে তা হলে অমলবাবু যে এমিডমেন্টগুলি এনেছেন ধারা ৫০, ৫১,এর ৪, ৬৫, ৭৮, ৭৯, এবং ৮২। সেইগুলি এমিডমেন্ট

করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি অন্তত মনে করি। আমরা যদি মনে করি যে মিউনিসিপালিটিকে একটা রাবার ষ্ট্যাম্প অরগানাইজেশ্যান হিসাবে পরিণত করব তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু বিরোধী দলনেতা হিসাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি যে গতকাল এবং আজকে বিশ্বাবাবু সহ অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সহ বিভিন্ন সদস্যরা যেমন তপন বাবু, রতন বাবু এবং অন্যান্য সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেই মিউনিসিপালিটি বিল, অমল বাবুর এমিডমেন্ট এবং মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য গুলি সিলেকট কমিটিতে রেফার করা উচিৎ। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ষ্টেইজে আমরা সিলেকট কমিটিতে দেওয়ার জন্য আমি কোন মোশান মোভ করতে পারি কিনা? আমার মনে হয় এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নেই কারণ একটু আগে তপনবাবু একটা এমিডমেন্ট এনেছেন আপনি সেটা এলাউ করেছেন। তথাপি আমি কাউল এবং সাকদারের পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এবং প্রেক্টিস থেকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য। উনি সেটা হয়তো জানেন তথাপি আমার উল্লেখ করার প্রয়োজন তা আমি মনে করি।

At the stage of second reading i. e. Consideration stage of the bill when a motion is moved to exten that the bill be taken in to cinsideration any members may move amendment that the bill be refer to Select Committee KAUL SHAKDHER, page 467.

Mr. Speaker Sir, Amendment motion can be made after orginal motion of consideration of the bill or on subsequent day or subsequent day or state when the consideration motion is pospond for discussion. It was pospond yesterday or discussing motion today.

KAUL AND SHAKDHER, PAGE—499.

Mr. Speaker Sir, thirdly on the some occasions after the motion for consideration had been moved and part-discussed, the member-in-charge of the bill i.e. Hon'ble Minister in deference to the suggestions made by the members himself moved and amendment for refernce of the bill to a Select Committee.

KAUL and SHAKDHER, Page—503.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যেটা দেখেছেন সেটি পৃঃ ৫৭ আপনি দেখেছেন। আমি সেটি দেখেই বলছি। উনি যেটা দেখেছেন সেটি পৃঃ ৫৭ লেখা আছে।

When bill is intruduced for subsiquence occassion the member-in-charge may make one of the following motion in regard to in each bill. There are member not

Amal Mallik himself, the member is the Hon' ble Minister who is to move the bill, In regard to which namely the following that it beg to be taken into consideration or that blil 's referd to Select Committee of House. উনি গতকাল যেভাবে আমাকে বুঝিয়েছে সেই ভাবে আজকে বঝিয়েছেন। এটা ঠিক নয়। এবং কাউল এণ্ড সাকডারের পালামেন্টারী প্রসিডিওর থেকে আপনাকে আমি পৃঃ নং দিয়েছি। আমি Practice and Procedure of Parliament, Kaul & Shakdhar Rull & procidure Conduct of business of Tripura Legislative Assembly 3rd Addition আমি বাদ দিয়েছিলাম। কারণ বর্তমানের যে এডিশনগুলি দু-এক বৎসর আগে পাব্লিশ হয়েছে। সেটি আগে বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে না কংগ্রেসের আমলে সেটি আমি বলছি না। আমি এই সমস্ত উদাহরণ দিচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের জন্য। যেগুলি বিগত বামফন্ট সরকারের আমলে হয়েছে সেই উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি না। ঐ সরকারের যেটা হচ্ছে সেটিই বলছি আমি এখানে। সিলেকশন কমিটিতে যে আলোচনার মাধ্যমে যে বিলগুলি পাঠানো হয় স্বশাসিত জেলা পরিষদে মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবুরা আমি আজকে যেভাবে বলেছি সেইভাবে পাঠিয়েছেন এখানে তার রেকর্ড দেখলে পাওয়া যাবে। তাছাড়া বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা বোর্ড অফ হায়ার সেকেণ্ডারীর বিলটিও সেই ভাবেই পাঠানো হয়েছিল। ইদানিং যে টা আলোচনা হয়েছিল সব frequencise for consideration of witness move an accordingly it was sent to the Selection Committee. পঞ্চায়েত রাজ বিল সেটি পাঠানো হয়েছিল নৃপেন বাবুর আমলে। কাজেই এখানে কিছুটা এসবিগুষিত আছে বলে আমি মনে করি ভারতের সংবিধান হল পেরেন্টস ক্ল। তার সঙ্গে এই বিলের কিছু কিছু আইন কিছু কিছু ধারা উপধারা কন্টিডিকসনের সঙ্গে কন্টিডিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে এটা তর্কের ব্যাপার নয়। আমরা আজকে আইন সভায় আছি। আর এখানে আমরা সবসময় থাকব না যাহাতে পরবর্তি সময় যারা এখানে আসবে তাহারা যাহাতে আমাদের উপর কোন রকম দোষারূপ করতে না পারে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। যাহাতে রাজ্যের কোন আইন বা রাজ্যের কোন কোর্ট বা কোন আদালত এই ধরণের রায় না দেয়। এটা কি ধরণের বিধানসভা যে ভারতের সংবিধানের সঙ্গে কোন কোন ধারা বা উপধারার সঙ্গে কন্টিডিকসন করা হয়েছে। সেগুলি আবার বিবেচনা করার জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠন করে তার ব্যবস্থা নিবেন আপনি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিলেক্ট কমিটিকে বিচার বিবেচনার জন্য বলা সত্ত্বেও এটা প্রণয়ন কার হয়েছে। এতে করে সাবসিকোবেন্সি বাড়বে। আমরা কংগ্রেসের থেকে কোন কোন মামলা মোকদ্দমায় গেলাম না কোন প্রতিষ্ঠানগ যে কোন রাজনৈতিক দল তার ফাণ্ডেমেন্টল রাইট বা কোন অধিকারে আঘাত আসে তাহলে আদালতে যেতে পারে। এবং তার ফলে নির্বাচিত হয়ত দীর্ঘদিন পিছিয়ে যেতে পারে। আমরা চাই কেশববাবু অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আমি কেশববাবুর সঙ্গে এক মত। এক মাস সময় নিয়ে সিলেকট কমিটিতে পাঠানো উচিত।

তাতে বলতে পারি যে সেটা ১০ দিন নয়, ৬০ দিনও নয়, ৭৫ দিনই হবে। কাজেই তপন বাবু যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সেটাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী বাজুবন বাবু এতক্ষণ যে কথা বলেছেন, আমি সেগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তবে, আমি এই বিষয়ে উনার সংগে এক মত হতে পারছি না, আর, সেই কারণেই আমি এখানে কাউল এ্যাণ্ড স্যাকদারের পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর যেটা রয়েছে, তার থেকে উল্লেখ করতে চাইছি।

Page 503 of M.N. Kaul & S.L. Shakdhar's Practce & Procedure of Parliament 'On some occasions after the motion for consideration of a Bill had been moved and part-discussed, the member in-charge of the Bill (i. e Keshabbabu), in deference to the suggestions made by certain members (i. e. Myself), himself moved an amendment for reference of the Bill to a Joint or Select Committee. So, it is not against the Parliamentary Practice & Procedure. স্যার, উনি অর্ডিনান্সের কথা বলেছেন, কিন্তু অর্ডিনান্সের অনেক ধারাই এই বিলে নেই। যেমন, একটা ধারার কথা এখানে পড়ে শুনাচ্ছি :— Page 14 of Tripura Municipal Ordinance, 1974-- Clause II—Proviso to (c (I) "In the case of Municipal Corporation and a Municipal+ Council, the member of the House of People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Municipal area." He will be member but he has no voting right. এটা অর্ডিনান্সে আছে, কিন্তু বিলে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। That means, certain sections of the Bill itself contradicts the Constitutional Provision, as for example, Article 243 (K) of the Constitution, it contradicts that certain provision of this section which has been corporated in the 'Tripura Municipal Bill. এটা স্যার, আপনার সেক্রেটারী বুঝবেন। এখন সেটা করা না করা, আপনাদের ইচ্ছা। আমি কালকেও অত্যন্ত বিনীতভাবে মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি এবং এখনও আমি উনাকে অনুরোধ করছি। কেন না, বাজুবন বাবুর কাছ থেকে এখন আমি শুনলাম যে, ইট ইজ এমোশান এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যখন এই মোশান এলো, তখন এটা আনা যাবে এবং এতে বাজুবন বাবুরও সায় আছে। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যেটা আনা হয়েছে, সেটাও মোশান এবং আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা ও মোশান। মোশানটা লিখিত থাকতে হবে, এমন কথা কাউল এ্যাণ্ড সাকদারের বইতে কোথাও নেই, সেটা একটা সাজেশনও হতে পারে, যেমন আমি একটা সাজেশন দিয়েছি। এই ক্ষেত্রে নো রিটেন নোটিশ হজ নীডেড এটা অল। এছাড়া এই এসেম্বলিতে, আমি উদাহরণ দিচ্ছি, আপনারা চেক করুন। এই এসেম্বলিতে তিনটি বিল পার্টিসিপেশনের পরে যে বিলগুলি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, একটা হলো সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন, আরেকটা অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল এবং পঞ্চায়েত রাজ বিল। নৃপেন বাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে এটি পাঠানো হয়েছিল। আপনি রুলিং দিতে পারেন। আমার কোন আপত্তি নেই বাট হোয়াইল ইট ইজ কমিংইন দি প্রোসিডিংস, ইট উইল বি পাবলিক ডকোমেন্ট, ইট মেগোটিদি কোর্ট। তখন এই হাউস সম্বন্ধে যে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন বক্রোকতি না করে যে এই ভাবে হাউসে মেনশন করার পরে হাউসের অফিসাররা স্পীকারকে দিয়ে এই রুলিং দিয়েছে। আমি বার বার অনুরোধ করছি। আমাদের উত্তর সূরী যারা এই হাউসে ভবিষ্যতে নির্বাচিত হয়ে

তপন চক্রবর্ত্তী মহোদয় যে অ্যামেণ্ডমেন্টি এনেছেন তার প্রতিও আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। এই হাউজে এই বিলের আলোচনা হয়েছে, আমি বিশেষ আলোচনা করব না। একটাই মাত্র আবেদন করতে চাই আজকে আলোচনার সূত্রপাত করে মাননীয় বিরোধী দলনেতা একটা সুপারিশ করেছেন এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য। আমি এই আবেদন টুকু করতে চাই এই বিলটিকে এই হাউজ থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং জনগণের রায় তাড়াতাড়ি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রকে হস্তান্তর করার জন্য, সম্প্রসারণ করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটার কাজ যেন তাড়াতাড়ি হয়। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন তারাও এই বিলটিকে সমর্থন করবেন জনগনের স্বার্থে এবং এই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, এবং এই আহ্বান রেখে আমি আমার আল্যোচনা এইখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায় মহোদয়।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি ত্রিপুরা মিউন্যাসিপ্যাল বিল ১৯৯৪ এইটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এই হাউজে। স্যার' এই যে ত্রিপুরা মিউন্যাসিপ্যালিটির যে নির্বাচন অনেকদিন যাবৎ স্থগিত হয়ে আছে। তার কারণ এই মিউন্যাসিপ্যালিটিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধীরা এইটা পরিচালনা করতেন এবং এইটা গাইডেড হত অনেকটা বাঙ্গল মিউন্যাসিপ্যাল অ্যাক্টের দ্বারা। আমরা লক্ষ্য করলাম জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মিউন্যাসিপ্যালিটি ভেঙ্গে দিল, জনগণের কথা বলার অধিকার রইলনা, আমলাতান্ত্রিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রচেষ্টা চালাল। তারা ২টা বৎসর ক্ষমতায় থেকেও, নির্বাচন না করে জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আমরা এইটাও লক্ষ্য করি শুধু এইটাই নয় আমলাতান্ত্রিকতাকে বেড়াজালের মধ্যে মিউন্যাসিপ্যালিটিকে ফেলে দিয়েও তার ক্ষান্ত হননি, আইনী, বেআইনী নানারকমভাবে এত লোক মিউন্যাসি-প্যালিটিতে নিযুক্ত করেছেন যার বোঝা মিউন্যাসিপ্যালিটির পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিলনা। মিউন্যাসিপ্যালিটির নিজস্ব যে আয় এবং সরকারী অনুদান সবটা মিলিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া মিউন্যাসিপ্যালিটির পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে আছে। আরেকটা দিক হচ্ছে যে শহরের পরিসর বাড়ছে, কিছু কিছু গ্রামীণ এলাকা মিউন্যাসিপ্যালিটির আওতায় আসবার জন্য জনগনের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাতে মিউন্যাসিপ্যালিটির সীমানা বাড়বার প্রশ্ন আছে। এবং আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই যে নোটিফায়েড অথরিটিগুলি হয়েছে সেখানকার এলাকাগুলিকে মিউন্যাসিপ্যালিটিভূক্ত করে তাকে কার্য্যকরা এবং সেখানকার জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সুযোগ দেওয়া এইটা আমাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি। এই মনে করি বলেই আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আমরা ফিরিয়ে দেব। যত দ্রুত সম্ভব মিউন্যাসিপ্যালিটির নির্বাচন করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে মিউন্যাসিপালিটিকে আমরা তোলে দেব। এরজন্য যে আমাদের কনষ্টিটিউশনের ৭৪থ অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯২ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়েছে। সেই অর্ডিন্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণিত যে আইনকানুনগুলি রয়েছে সে আইন কানুনের নিরিখে এইখানে মিউন্যাসিপাল অ্যাক্ট তৈরী করা হয়েছে। যার ধারাগুলি সম্পর্কে, বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এইখানে আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনার গভীরে আমি যেতে চাইনা। কাজেই এইটা তাড়াতাড়ী গৃহীত হওয়া দরকার এবং মিউন্যাসিপ্যালিটির নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। এই কথা মনে করেই আমি বলব যে এই মুহূর্ত্তে আলোচনার যে স্তরে এইটা এসেছে এইখানে এইটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর যে প্রস্তাব এসেছে এইটা এইখানে যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি না। অ্যামেণ্ডমেন্ট আইন মানুষের স্বার্থে মানুষের প্রয়োজনে আইন যখন প্রয়োজন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়-আইনের মধ্যেই তার পরিবর্তনের ব্যবস্থাও থাকে

সেটা করা যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কে কখন এসে কোন আইনটা সম্পর্কে আপত্তি জানাবে বা কোন ধারা বা উপ ধারা সম্পর্কে আপত্তিজানাবে এইটা ভেবে আমরা যদি আমাদের কর্তব্য যেটা আছে সেটা না করি তাহলে এইটা বোধ হয় সমীচিন হবে না। সেই দিক থেকে আমি বলব যে এইটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার কোন প্রয়োজন নাই।

মাননীয় সদস্যরা মতামত দেবেন, সেই মতামতের নিরিখে এইটা গৃহীত হওয়া দরকার। এইখানে একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয়। সেই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এর সঙ্গেও আমি একমত। কাজেই এইগুলি গৃহীত হোক এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আলোচনা শেষ। এখন যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন, অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেগুলিকে আমি ভোটে দিচ্ছি। যদিও মূলতঃ ৫+২=৭, এবং ৪+৩=৭। ব্যাপারটা এইরকমই। অমলবাবুর যে ৫+২=৭ এবং তপনবাবুর ৪+৩=৭ ব্যাপারটা একই রকম। তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু ডিফারেন্স আছে। তার জন্য আমি এইটা ভোটে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত আলোচ্য বিলটির উপর অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি আমি প্রথমে ভোটে দিচ্ছি। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আলোচ্য বিলটির উপর আনীত অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি আমি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী সদস্যরা যেসব প্রশ্ন এনেছেন, তাতে আমার কিছু বলার আছে।

মিঃ স্পীকার :— সরি, সরি, আপনার বলার আছে, আপনি এখন বলতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, কালকে যে বিল আমি এই হাউজে উৎথাপন করেছি--দি ত্রিপুরা মিউন্যাসিপ্যাল বিল, ১৯৯৪। এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিছু কিছু প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন। এবং কিছু আইনগত প্রশ্ন, কিছু সংবিধানগত প্রশ্ন এইগুলি উৎথাপন করেছেন। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক এর উপর কিছু সংশোধনী এনেছেন। স্যার, এই সম্পর্কে ঠিক করতে হবে, আগে এটা জানা দরকার। এই মিউন্যাসিপ্যাল বা মিউন্যাসিপ্যালটিস সারা ভারতবর্ষে সংবিধানে যে সিডিউলডের ভিত্তিতে এইগুলির আইন কানুন ইত্যাদি হয়ে থাকে, তার সঙ্গে অন্যান্য সিডিউলডের কিছু পার্থক্য আছে। মিউন্যাসিপ্যালটি বিল বলুন, অ্যাক্ট বলুন, আইনত যা হয়েছে—দিস অব দি প্রডাক্টস অব সেভেন সিডিউলড অব দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশন। সুতরাং, সেই জন্য এই কথাটা সম্ভবত মাননীয় বিরোধী সদস্যদের মাথা থেকে সরে গেছে এবং তাদের সামনে হয়ত সিক্স সিডিউলড যেসব বিষয়বস্তু আছে সেগুলি বেশী বেশী করে মাথায় আছে যদিও তখন সেগুলি এরা বিরোধিতা করেছিলেন আমাদের রাজ্য যখন আমরা করি। তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি প্রশ্ন এখানে উৎথাপন হয়েছে। স্যার, এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে মিউন্যাসিপ্যালটি কিভাবে চলবে না চলবে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রেও কিছু রাখা হয়েছে শুধুমাত্র ইত্যাদি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এটাতে অমলবাবুর আপত্তি এবং ওখানে যেসব পোস্ট ক্রিয়েশান হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলি করবেন। এই আইন তৈরী হয় তাতে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেটাও ওয়ান অব দি সোরসেস অব ল। আমরা এর মধ্যে দেখেছি আপনাদের সেই অভিজ্ঞতা আছে, ত্রিপুরার মানুষের সেই অভিজ্ঞতা আছে এখন পর্যন্ত আমরা সেটা দেখতে পারছি।

মাননীয় সদস্য অমলবাবু এবং অন্যান্য সদস্যরা যা বলেছেন, মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তীও অবশ্য তিনি বিলের উপর কিছু বলেননি। না বলে কিছু এই দিক সেই দিক কিছু হাঁটাচালা করেছেন, কিছু রাজনৈতিক উপদেশ দিতে চেয়েছেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এনেছেন। বিলের সঙ্গে যদিও সম্পর্কিত না তা সত্বেও এইসব কথা বলেছেন বা কিছু

আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন। স্যার, এটা সকলেই জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে গেল পাঁচ বছর যা চলেছিল মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে খর্ব হয়ে গিয়েছিল, মানুষ আবার যখন নিজেদের অধিকার ফিরে পেয়েছেন তখন সেখানে খুব সুস্পষ্টভাবে এইসব কথা বলছেন। সারা রাজ্যে গণতন্ত্রকে বিস্তৃত করার জন্য সম্প্রসারিত করার জন্য এই সরকার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই বিষয়গুলি মানুষের কাছে দেওয়া হবে। তারজন্য দেখেছেন যে পঞ্চায়েত আইন করা হয়েছে, পঞ্চায়েত আইন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নয়নের কাজ নিয়ে যাওয়া যায়, সেগুলি হয়েছে এবং এটাকে বাধা দেবার জন্য সমীরবাবু আজকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ে। আপনি দেখবেন ময়না যারা পোষে, সেই ময়না কৃষ্ণ কথা বলে, ভালো কথা বলে কিন্তু বাজে যখন ধরে তখন কিন্তু কৃষ্ণ কথা বেরয় না, আসল কথা বেরয়। সুতরাং সেইজন্য সমীরবাবু এইসব চেষ্টা চরিত্র ইত্যাদি করছেন। এরা চেষ্টা করেছিলেন এই আইনটি কিভাবে বরবাত করা যায়, হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট সমস্ত কিছু করেছেন। স্যার, ওরা চষ্টা করছে এটাকে বানচাল করার যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, সম্প্রসারিত না হয়। তবে স্যার, একটা অংশ আমরা এরমধ্যে করতে পেরেছি সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে প্রসারিত করার জন্য যখন আরও একটা, শহর অঞ্চলের জন্য যখন এই বিল আমরা এখানে উপস্থিত করেছি যদিও এটা উনাদের করার কথা সমীরবাবু তখন ছিলেন। ১৯৯২ ইং সালে যখন এই সংবিধান সংশোধন হয়েছে তখন করার কথা ছিল কিন্তু উনি করেননি। করেননি বলেই এখন বিভিন্ন পেচটেচ কসে টসে এখন বলছেন এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হউক। হোয়াট ইজ দি ইনটেনশ্যান ? এটা ইনটেনশ্যান হচ্ছে যে কোনভাবে বিলম্বিত করে দেওয়া হউক। নির্বাচন যাতে না হতে পারে তার জন্য এখানে এই বুদ্ধিটি এখানে করা, সিলেক্ট কমিটির প্রপোজাল ইত্যাদি নিয়ে আসা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আইনটি তৈরী হয়েছে অবশ্য আমি রতন চক্রবর্তীর কথার মধ্যে একটা স্ববিরোধ খুঁজে পাই। উনি কেন এই বিলের উপরে কথা না বলে কিছু বাইরে থেকে কথা বলেছেন। উনার মনে হয় এই ধারণা হয়েছে যে এটা আমি কোথায় বলব। এটা তো সংবিধান অনুযায়ী তৈরী হয়েছে এটা তো সংবিধানের প্রোডাক্ট। সুতরাং ওখানে সংবিধানকে সমর্থন করব এবং এখানে সংবিধানের প্রোডাক্টকে বিরোধিতা করব. এই যে উনি দুই টানায় পরেছেন তারজন্য একটু লাজ-সরম রেখে রেখে ভাসা ভাসা করে উনি চলে গেছেন। অমলবাবু কিছু খুঁজে পাননি ' পেয়েছেন এর মধ্যে আর কিছু অবস্থা করে এমন অবস্থার মধ্যে ফেলা সেটা উনারা গেল ৫ বৎসর করেছেন। স্যার, মুক্ত গণতন্ত্রের অর্থ নৈরাজ্য নয়। স্যার আমরা হচ্ছি গণতন্ত্রের প্রতীক। এখানে যারা আছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তারা গণতন্ত্রের প্রতীক। আমরা সবাই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু আমরা যখন কথা বলি স্যার আপনি কিন্তু ওখানে বসা আছেন তার মধ্যে এখানকার গণতন্ত্রের সুরক্ষা করার জন্য, আপনারও কিছু ভূমিকা আছে এবং আমাদেরকেও সেইগুলি মেনে চলতে হয়। এটাই গণতন্ত্র রক্ষার নিয়ম। এবং সেই কারণেই লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন বিষয়ে থাকবে রাজ্য সরকারকে মানবে না, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না এটা তো হয় না। এটা তো নৈরাজ্য। সুতরাং নৈরাজ্যের যারা প্রবক্তা তারাই এইসব করবেন এটাকে বিলম্বিত করার জন্য চেষ্টা করবেন এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তার জন্যই আমি বলছি, আমি এই হাউজের কাছে আবেদন রাখব কারা এইসব করছেন সেই কথার মধ্যে না গিয়ে যে বিল এখানে উপস্থিত করেছি আমরা এখানে এই বিল যখন গ্রহণ করেছি এই হাউজে একে আমরা গ্রহণ করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মানুষের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেটা করতে গিয়ে কাজের যদি অসুবিধা হয় তা হলে এই হাউজ রয়েছে, এটাকে আমরা আবার মানুষের প্রয়োজনে আবার করতে পারব। এটা কালকেও আমি বলেছি এটা উপস্থিত করার সময়। সংবিধান একবার গ্রহণ করেছি বলে এটাকে আর পরিবর্তন করা যাবে না এই কথা তো কোথাও লেখা নেই। শুধু তাই না এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার ৮০ টার উপর সংবিধান সংশোধন হয়েছে। সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে ৮২, ৮৩ বারের মত।

কেন তা হচ্ছে? এটা হচ্ছে সময়ের প্রয়োজনে, সময় যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, অধিকার বোধ যেমন সৃষ্টি হচ্ছে তেমন করে আমাদের আইন কানুন ইত্যাদি পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং এটাকে কোর্ট ট্রেজিটি ধরার ব্যাপার না। সেই জন্য সময়ের আগে খেয়াল করার অর্থই হচ্ছে যে নৈরাজ্যটা করে গেছেন. আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি একটা আছে। সেই মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেও একটা আইন ছিল। এই আইন কানুন কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছেন। সমীর বাবুরা তখন ছিলেন। এক সময়ে তিনি ছিলেন পি. ডাবলিও, ডি. মন্ত্রী, তার পরে আইন মন্ত্রী, তার পরে মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন, স্বরাষ্ট্রও হাতে ছিল। এই লোক্যাল সেলফ গভারমেন্ট এ উনার শিষ্যরা ছিলেন। আজও মিউনিসিপ্যালিটিকে সেই বোঝা বইতে হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৮৭ জনকে রাষ্ট্রপতি ছাঁটাই করে দিয়ে গেছেন এবং এই সবগুলিই মিউনিসিপ্যালিটির। এ ছাড়াও আরো ৪০০ আছে যাদের কোন পোষ্ট নেই। এখানে কোন পোষ্ট নেই। পোষ্ট ছাড়া ফিনান্সের কোন কনকারেন্স নেই। ওদের বেতন কোথা থেকে আসবে তারও কোন সীমানা নির্ধারণ নেই এই অবস্থা সেখানে। তাদের বসবার কোন জায়গা পর্য্যন্ত নেই। একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আজকে এই সব কাজ করছে। এইগুলিতে ইলেক্‌টেড বডি হলেও করতে পারবেন না। ইলেকটেড বডি হলে পরে কি দরকার আছে কত দরকার আছে এই সমস্ত তারা চিন্তা করবে। একবার যখন এই রকম পদ্ধতি ঢুকিয়ে গিয়েছে সেখানে আর করার কিছু নেই। আমাদের যতগুলি মিউন্যাসিপালিটি। আছে তাতে এই রকম ঢুকেছে। তার মধ্যে এই বিলের মধ্যে যেটা একটি মিউন্যাসিপ্যালটি থেকে আর একটি মিউন্যাসিপ্যালটি ট্রান্সফার করার যে প্রোভিশন রাখা আছে ওটার বিরোধিতা ওরা করছে। কেন করছেন আমি জানি, এই রকম নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। এখানে বেশী হয়েছে অথচ সরাবার জায়গা নেই অথচ এখানে পাশেই রাণীরবাজার রয়েছে সেখানে লোক নেই। সেখানে ঐ নটিফায়েড এড়িয়াতে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা এখানে এই ধরণের প্রোভিশন রেখেছি যাহাতে কোথাও এই ধরনের না হয়। পাঁচটি বছরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। অনেকগুলি নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে এই ধরণের কাণ্ড কারখানা ঘটে গেছে। আমরা যে ট্রান্সফারায়াবল প্রোভিশন রেখেছি তার বিরোধিতা তারা করছে। ওরা চানটা কি, চান যেভাবে হউক ঐ আইন যাহাতে কোন অবস্থাতে বলবত করতে না পারে। একটা প্রশ্ন উথাপন করেছেন স্যার, আশ্চর্য্য ব্যাপার, এটাকে কুম্ভির অশ্রু বলা চলে। মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্ত্তী প্রশ্ন করেছেন যে, ও-বি-সির রিজার্ভেশন কেন রাখা হল না। স্যার, ও-বি-সির রিজার্ভেশন কেন্দ্র সরকার কোন জায়গায় মেনে নিয়েছেন কতটুকু মেনে নিয়েছেন এট ও রতনবাবু জানেন না। এটা আমি কি করে বিশ্বাস করি। এই হাউসে কারা আছেন যিনি নিজেকে বিচক্ষণ মনে করেন। জ্যোতিবাবু কি করেছেন সেই উপদেশও দিতে পারেন। নিজে আবার কংগ্রেসের সভাপতি হবার দাবীদার। এতকিছু জানেন যে কিন্তু এটা জানেন না যে কেন্দ্রীয় সরাকার ও-বি সির জন্য রিজার্ভেশন কোন জায়গায় কতটা সম্প্রসারণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের রাজ্যে রিজার্ভেশনের যে অবস্থা হয়ে আছে এবং এই রিজার্ভেশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কতটুকু যেতে পারি সেই ধারণা মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তীর নেই। এটা কি মজার। কাজেই এই কারনেই বলা যায় যে এটা এইজন্য বলা হয়েছে যাহাতে মানুষকে কিছু বিভ্রান্ত করা যায়। অন্য দিকে সস্তা কিছু বাহাদুরী নেওয়া যায় কিনা। এবং মানুষের কাছে কিভাবে বিরূপ ধারণা তৈরী করা যায়। সেইজন্য এইসব কথা বলেছেন। আজকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছেন ও বি সি দলে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি পাঁচ বছর তারা সরকারে ছিলেন তখন তারা এই ও-বি-সি নির্ধারণ করা তাদের জন্য ব্যবস্থা করা এই সব ব্যাপারে টাকা পয়সা ব্যবস্থা করা কোন ভূমিকা নিয়েছেন? যা কিছু ভূমিকা নেওয়ার তা বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছে। সেটি বুঝা খুব মুশকিল। সেই কথা একটা রাজনৈতিক মাথায় নিয়েই এই কথা- এখানে উল্লেখ করেছেন, আমি মনে করি। স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা আমাদের সমীরবাবু

বলেছেন যে মিউন্যাসিপালটি রাবার ষ্ট্যাম্প হয়ে গেছে আমি বলতে চাই মিউন্যাসিপালটি রাবার ষ্ট্যাম্প হয়ে যায় নি। এটাকি ওনার মনের কথা স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলতে চায় যে ওনার ধরণা কোথাও নাই যে কোন গণতন্ত্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হবে এটা মেনে নেওয়ার মত মানসিকতা মাননীয় বিরোধী দল নেতার নেই। আমরা দেখিছি ওনার সময়ের মধ্যে নির্বাচিত যে সব সংস্থা ছিল নির্বাচন সংস্থাগুলিকে পদদলিত করে সেইগুলিকে রাবার ষ্ট্যাম্প করে দিয়েছে। এবং ওর মধ্য থেকে যাহাতে কোন কথা থাকতে না পারে তারজন্য নিজেদের মনোনিত লোক বসিযে সেখানে দিয়েছেন। আর তিনি যদি বলেন মিউন্যাসিপালটি রাবার ষ্ট্যাম্প হয়ে যাবে এটা কি করে ধরা যায়। সুতরাং সেইজন্যে

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমার মূখ্যমন্ত্রী থাকাকালিন একটিও নির্বাচিত সংস্থা ভেঙ্গে দিযেছে সেই রকম কোন উদাহরণ নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেই জন্যেই বলেছিলাম সেই কথা বোঝাবার জন্যে। সমীরবাবু কার নেতা বুঝা মূশকিল। এটাই বুঝার মুশকিল কোন মন্ত্রীসভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন ব্যাক্তি বিশেষের উপর নিভর করে না। এটাই হচ্ছে আইন এটাই হচ্ছে রীতি যা কিছু হয় মন্ত্রী সভার সদস্যরা দায়বদ্ধ থাকেন। সমীরবাবু কি অস্বীকার করতে পারেন জোট সরকার আসার পরে উনি মন্ত্রীসভায় ছিলেন না। যখন পঞ্চায়েত সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, যে কথা বলেছেন উনি কি যে বলেন একেই মুখে কতরকম কথা বলে। আর স্যার, আপনি বসে বসে শুনছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মূখ্যমন্ত্রী) :— স্যার উনি যখন কথা বলেন উনাকে কেউ ইন্টারোপ করে কি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার সম্পর্কে পার্লামেন্টারী প্রেক্টিসে আছে যে স্পীকার মহোদয়ের পার্মিশান পাওয়ার পর যে কেউ সেই পয়েন্টের উপর তার বক্তব্য রাখতে পাবেন। আমিও সেটাই করছি। এতে অন্যায়টা কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আজ অবধি কোন নির্বাচিত সংস্থাকে কোন দিনই ভাঙ্গেনি, যেটা উনাদের কংগ্রেস সরকার করে আসছে এবং এখনও করছে। বরং আমরা যেখানে নির্বাচিত সংস্থা নেই, সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের যে অধিকার, ক্ষমতা তা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারই ফল স্বরূপ আজকে এই হাউসে এই মিউনিসিপাল বিলটি এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধী দলের নেতা সেটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য নানা ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। স্যার, সিলেক্ট কমিটিতে কোন বিলকে পাঠানো ব্যাপারে উনি যে সমস্ত উদাহরন দিয়েছেন, তাতে আমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে বিচার বিবেচনা করে আবার হাউসে এনে পাশ করিয়ে নিতে হলে অনেক সময়ের দরকার। সেই সময় এখন আমাদের হাতে নেই, এমনিতেই আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাকে নিয়ে আর দেরী করা যায় না। কাজেই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোরও কোন প্রশ্ন নেই। যদি বর্তমান অবস্থায় এটাকে নিয়ে কাজ করতে কোন রকম অসুবিধা হয়, তাহলে সেটাকে সংশোধন করা যাবে না, তা নয়। মানুষের প্রয়োজনেই এইসব আইন এবং তাদের প্রয়োজনেই তার সংশোধন করাও সম্ভব, কাজেই প্রয়োজনে সেটাকে এই বিধানসভাতেই সংশোধনী এনে সংশোধন করা যাবে। স্যার, এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী কতগুলি নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

যেমন উনি বলেছেন যে এই রাজ্যে আমরা নাকি বিদেশী পুঁজি আনার ব্যাপারে বিরোধীতা করছি, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আমি জানি না, এই বিলের সংগে এটার কি সম্পর্ক। হ্যাঁ, সম্পর্ক অবশ্য একটা আছে, সেটা হল কংগ্রেস দলই সেটা করতে পারে, যেমন আমাদের এই হাউসে সমীরবাবু করছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি সমীরবাবু কংগ্রেসের কে? এখন তো এই রাজ্যে কংগ্রেসের একমাত্র প্রবক্তা হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্য সভার সদস্য সুধীরবাবু। তাই, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, সেটার উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে কোন রাজ্য অথবা দেশ সব কিছুতেই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, তাই বলে যে ঋণ নিতে হবে, সেটা কত লিখে দিয়ে নিতে হবে, এমন কথা কোথায় আছে? ঋণের জন্য দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে হবে, এমন কথাই বলা কোথায় আছে? আমেরিকার পুঁজি বাড়ানোর জন্য অন্য দেশগুলি কত লিখে দিয়ে ঋণ নেবে, এটা তো হতে পারে না। যেমন, জাপান তো সেটা করছে না। আর, জ্যোতিবাবু যা করছেন, এটা তাদের বিষয়, সেখানে তারা সরকার চালাচ্ছেন, কি করলে ভাল হবে, সেটা তারাই ভাল বুঝবেন এবং তাদের রাজ্যের উন্নতি করার জন্য, তারা সেটা করতেই পারেন। স্যার, এই বিল সম্পর্কে বিরোধী দলের পক্ষে আর কেউ কোন সমালোচনা করেন নি, একমাত্র মাননীয় সদস্য অমলবাবু কয়েকটা সংশোধনী এনেছেন। আর, সেগুলির সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি তাদের কাছে আবেদন করবো যে এই বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পর আগে একটা নির্বাচিত সংস্থা তৈরী হউক এবং সেখানে যদি এই আইন মোতাবেক কাজ করতে কোন অসুবিধা হয়, তখন সেটা যে কোন সময়ে সংশোধন করা যাবে, কেন না, মানুষের প্রয়োজনেই আইন আর মানুষের প্রয়োজনই তার সংশোধন হয়। তাই, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী যে সংশোধনী এনেছেন এই বিলের উপর, তার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সেটাকে আমি সমর্থণ করছি এবং সেই সংগে এটাকে তাড়াতাড়ি কার্যকরী করার জন্য এই হাউসের কাছে আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— বিলের উপর আলোচনা শেষ, তাই, এখন আমি মাননীয় সদস্য অমলবাবু এই বিলের উপর যে সব এ্যামেনডমেণ্ট এনেছেন, প্রথমে সেগুলিকে ভোটে দিচ্ছি।

The amendments are—

1. The Sub-Section (3) of Section 20 be substituted as under:

(3) Every order of dissolution made under Sub-Section (1) shall be laid before the State Assembly and the order of dissolution will be effective only when the Assembly approves the order of dissolution, and not earlier,

2. In Section 50 of the Bill the following may be added:

Provided further that a person who has held the post of secretary or Commissioner to the State Government having not less than 5 years experienee and as such, shall be appointed Election Authority and the tenure of his appointment shall not be less then 6 years, provided also that the Election Authority cannot be removed from his office before the expiration of his tenure save and exeept the provision laid down in provision to Article 243 K of the Constitution of India.

3. Sub-Section (4) of Section 51 be deleted.

4. In Section 65 the words 'Ten days' be substituted by 'Sixty days.

Mr. Speaker :—5. In Section 66 the following be added after clause (C).

(d) Any One or more grounds as under—

i) by improper rejection or acceptance of any nomination.

ii). by improper acceptance or rejection of any votes [materially effect the result.

iii). by declaring the result on wrong of counting votes.

iv) by committing booth capturing as defined in the Reprensetation of People Act 1951.

6. Section 78(1) be substituted as under 78(1) power to create or abolish any post or Class of post of the Officer or Employee except the post of Municipal Secretary shall vest in the Municipality within its budgetary limitation.

7. Seetion 79 'be deleted.

8. 'Section 82' be deleted.

(তারপর সংশোধনীটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়) ।

মিঃ স্পীকার :—আরেকটি সংশোধনী এমেন্ডমেন্ট আনবেন শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় । অ্যামেন্ডমেন্টটি হলো—

I) In sub-sectinon I of Section 65 in the 3rd line the word "Ten days" be substituted by the word "Fortyfive days" আমি এখন এই সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি ।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।)

মিঃ স্পীকার :—সংশোধনী আকারে প্রস্তাবটি হলো—

"If the validity of any election of a member is called in question by any person qualified to vote at such election, such person may, at any time within Fortyfive days immediately after the date of declaration of the result of the election, file a petition before the District Judge of the district within which the election has been or should have been and shall at the same time deposit two hundred rupees in the Court as security or the cost like to be incurred. Provided that the validity of the election shall not be called in question in any such petiton—

(a) on the ground that the name of any person qualified to vote has been emitted from the electoral roll of (b) on the ground that the name of any person out qualified to vote has been inserted in the electoral roll :

Provided further that if only two candidates ontested such election, the pettitioner may in addition to calling inquestion the election of the returned candidate claim that if the election of the returned candidate is set a side, the other candidate may be declared'duly elected. আমি এখন সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি ।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।)

মিঃ স্পিকারঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ২৮০ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের অনুসূচী দুটি সিডিউল্ড ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচী দুটি সিডিউল্স এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের অনুসূচী দুটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।
(বিলের শিরোনামটিকে ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি এখন স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

Shri Keshab Mujumdar (Minister) :— Mr: Speaker Sir. I beg to move that 'The Tripura Municipal Bill, 1994(Tripura Bill No. 8 of 1994) with Amendments be passed.

মিঃ স্পিকারঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো স্থানীয় স্বয়ত্ব শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো- 'The Tripura Muuicipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994) পাশ করা হউক।

(বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো- "The Tripura Panchyats (first Amedment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 11 of 1994) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য

Shri Subodh Chandra Das (Minister):—Mr Speaker Sir, I beg to move before the House that 'The Tripura Panchayats (First Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 11 of 1994)' be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য রাখছি। ১৯৯৩ ইং সালে ১৬ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৩ চালু হয়। উক্ত আইন চালু করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কিছু অসংগতি ও ভুল পরিলক্ষিত হয় এবং তার জন্য কিছু সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। নিম্নে বর্ণিত ধারাগুলি সংশোধনী আবশ্যক। সেগুলি হচ্ছে—২৭, ৪৬, ৭৪, ৮৭, ১০৯, ১০৯ এবং ৯১ ধারায় কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অসংগতি ও ভুল সংশোধন করার জন্য উপরোক্ত প্রতিটি ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু ধারা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা হওয়ায় সেগুলি বাদ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু নূতন লাইন যুক্ত করে অসংগতি ও ভুল দুর করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১০৯ ধারায় পঞ্চায়েত সমিতির ষ্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং মেম্বারদের ক্ষেত্রে মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য ভাতা প্রদান; যেটার ব্যাপারে একটা নূতন উপধারা সংযোজন করে আইন সংশোধন প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

১৫১ নাম্বার ধারায় একটা নুতন ৩নং উপ-ধারা সংযোজন করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের একই সঙ্গে সদস্য থাকার উপর বাধা আরোপ করার প্রস্তাব আইন করা হলো। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত

আইনের ১৯৯৩ খতিয়ে দেখে লক্ষ্য করা গেছে যে উক্ত আইনে কি কি কারণে নির্বাচনের বৈধতা লক্ষ্য করা যায় তার কোন উল্লেখ নেই, এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য ২১০ নামে নূতন একটি ধারা সংযোজনের প্রস্তাব রাখা আছে। কি কি কারণে নির্বাচনের বৈধতা চেলেঞ্জ করা যায় সে সে কারণগুলি উক্ত নূতন ধারায় বর্ণিত হয়েছে। অতএব বিভিন্ন অসঙ্গতি এবং ভুলগুলি দূর করার উদ্দেশ্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত প্রথম সংশোধন খসড়া আইন ১৯৯৪ইং প্রস্তাবটি হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৩ সালের ১৬ই নভেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভায় যে আইনটা পাশ হলো এই আইন সম্পর্কে, পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে এখানে কংগ্রেস দল থেকে নানাভাবে বিভিন্ন সময়-এ এই হাউসে আলোচনার সময় বিভিন্ন ধরণের বিকৃত তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে তার জন্য কয়েকটি বিষয় এখানে আমাদের বলার প্রয়োজন আছে সেটা এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের জানা আছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যর ২৮ লক্ষ মানুষও জানেন। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান পাশ হবার পর এই সংবিধান ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করার জন্য পার্লামেন্ট গঠিত হলো এবং আমাদের এখানেও রাজ্য সরকার গঠন করার জন্য বিধানসভা গঠিত হলো। কিন্তু ভারতবর্ষের সাড়ে ৫ লক্ষ গ্রাম এবং কয়েক হাজার শহর এগুলি কিভাবে স্থাপিত হবে তার জন্য অগ্রগতি কিভাবে সাধিত হবে তার জন্য আইনের মধ্যে শুধু একটু উল্লেখ মাত্র রাখা হয়েছে, তার জন্য নূতন কোন বিধান রচিত হয়নি। আমরা লক্ষ্য করেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ৩০ বছর এখানে কংগ্রেস শাসন করেছেন, এই ৩০ বছর শাসনে দুইবার মাত্র হাত তোলা ভোটে পঞ্চায়েত নামক যে একটা জিনিষ তাঁরা গঠন করেছিলেন, সেই পঞ্চায়েত কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি, হাত তোলা মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে দুইবার হয়েছে। যারা গ্রামের মধ্যে সুদখোর মহাজন, যারা অত্যাচারী এদের সমস্ত গ্রামের ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। যখন এই রাজ্যে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন তখন সরকার এসেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন। তখন ওরা (বিরোধিরা) বলেছিলেন ওদের সমস্ত কিছু দিল্লীতে হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। ওরা জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ফলে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। এই যে পঞ্চায়েত আইন আবার পাশ করতে হলো ? এত বছর পরে ৪০ বছরের উপর লেগে গেল ওদের বুঝতে যে সারা ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত আইন করার প্রয়োজন আছে। কখন তারা বুঝলেন ? এমনিতে তাঁরা বুঝেন নি ? যখন ওরা ঠেকলেন, তখন ওরা বুঝলেন এর আগে বুঝেন নি। ভারতবর্ষে কত আন্দোলন হল গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত চাই, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার এসে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত গঠন করল, কেরালায় বামফ্রন্ট সরকার এসে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত গঠন করল, পশ্চিমবাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইন পাশ করে ২ বার নির্বাচন করল। এই আদর্শ পঞ্চায়েতরাজ আইন পশ্চিমবাংলা এবং কেরালাকে নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা নির্দেশিকা দিলেন। আজকে ভারতবর্ষে যে নতুন পঞ্চায়েত আইন, সেই আইনটা পশ্চিমবাংলার আদর্শ পঞ্চায়েত আইনের মডেল। তবুও তারা বলছেন তারাই এইসব করেছেন। এতে যদি ওদের নাম হয় আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এত যদি তাদের গ্রামের গরীব মানুষের প্রতি দরদ তাহলে ৭০-৭৫ বৎসর লেগে গেল কেন ? এত বুদ্ধিমানদের বুঝতে ? তারপরও তারা বলছেন তারা সব করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, ২১ নং ধারার ৫নং উপ-ধারার ২টি সর্ত্তেরই বাতিল প্রস্তাবিত হয়েছে। উক্ত সর্ত্তাবলীতে গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিংয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমান সমান ভোট হলে সভাপতির একটি

নির্ণায়ক ভোটের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রধান অথবা উপ-প্রধান অপসারণের মিটিংয়ে সভাপতির কোন নির্ণায়ক ভোট ছিলনা। যেহেতু প্রধান এবং উপপ্রধান মূলত পঞ্চায়েতের সদস্য সেহেতু উক্ত মিটিংগুলিতে প্রধান, উপ-প্রধান অথবা কোন সদস্য—যিনিই সভাপতিত্ব করবেন তাহারও ভোটাধিকার থাকবে এই বাক্যটি যুক্ত করে ২৭ নং ধারার সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে। ৪২ নং ধারার ২নং উপধারায় একাধিক পঞ্চায়েত মিলিতভাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যুক্ত সমিতি গঠনের বিধান আছে। উক্ত যুক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তাহা নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকারের নিয়োগকৃত কোন অফিসারের নিকট পেশ করার বিধান ছিল এবং উক্ত অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এই মর্মে বিধান ছিল। উক্ত ২নং উপ-ধারায় প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নিয়োগকৃত অফিসারের পরিবর্তে পঞ্চায়েত সমিতির নিকট মতানৈক্যের বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পেশ করার কথা বলা হয়েছে। ১০৯ নং ধারার ১ উপ-ধারায় পঞ্চায়েত সমিতি ইচ্ছা করলে বিধি তৈরী করতে পারবে এই মর্মে বিধান ছিল। উক্ত বিধানটির পরিবর্তে রাজ্য সরকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারবে এই মর্মে সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে। উক্ত ধারায় পঞ্চায়েত সমিতির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং মেম্বারদের ক্ষেত্রে মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভাতা প্রদান এবং স্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্টের ছুটির ব্যাপারে একটি নূতন বিধান ৬নং উপ-ধারা হিসাবে সংযোজন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১৩৯ নং ধারা :—১৩৯ নং ধারার ৪ নং উপধারা উভয় সর্তাবলিই বাতিল প্রস্তাবিত হয়েছে। উক্ত ৪ নং উপধারার শেষে জিলা পরিষদের মিটিং এ যিনি সভাপতিত্ব করবেন তাহার ভোটাধিকার থাকবে এই মর্মে সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে।

১৯১ নং ধারা :—১৯১ নং ধারার একটি নূতন বিধান ৩ নং উপধারা হিসাবে সংযোজন করে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে একই সঙ্গে সদস্য থাকার উপরে বাঁধা আরোপ করে সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে।

২১০ক ধারার সংযোজন :— ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৩ খতিয়ে দেখে লক্ষ্য করা গেছে যে উক্ত আইনে কি কি কারণে নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যায় তার কোন উল্লেখ নেই। এই অসংগতি দূর করার জন্য আইনে নূতন করে ২১০ ক নামে নূতন একটি ধারা সংযোজনের প্রস্তাব রেখে যে যে কারণে নির্বাচনে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যায় সে কারণগুলো উক্ত নূতন ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

অতএব বিভিন্ন অসংগতি এবং ভুলগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত (প্রথম সংশোধন) খসড়া আইন, ১৯৯৪ ইং প্রস্তাবিত হয়েছে।

কাজেই এই সব কারণেই এইখানে সংশোধনী হয়েছে। আমি অনুরোধ করব এইখানে বিরোধী পক্ষের যারা সদস্য আছেন—হয়তো তাদের অনেকে বড় বড় কথা বলেছেন যে এইটা তারাই প্রথমে দেশবাসীকে শুনিয়েছেন। আবার আমি নিজে উপস্থিত থেকে দিল্লীতে সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে—" আপনারা ভারতবর্ষকে আদর্শ পঞ্চায়েত দিয়েছেন। আমি আপনাদের পঞ্চায়েত দেখতে যাব।" এবং এইখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে—মাননীয় ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর উনার নিজের রাজ্যে এখনো ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। এমন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন—এখনো সেখানে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন করেননি। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম রাজ্য ত্রিপুরা যেখানে প্রথম ভারতবর্ষের সংবিধানের নতুন পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবং এ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিন্তু তারা শিক্ষা নিতে জানে না—তারা আবোল তাবোল বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

এবং এইখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েত তারা দিয়েছিল? এরা গণতন্ত্রের বিরোধী। তাদের কোষ্ঠির মধ্যে নির্বাচন কথা লেখা নেই। গ্রামের মানুষকে তারা বিশ্বাস করেন না; গরীবকে তারা বিশ্বাস করেন না। অথচ এইভাবেই তারা যখন মিউনিসিপালিটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারা এই সব কথাবার্তা বলেছেন এবং পঞ্চায়েত নিয়ে যখন তারা দৌড়াদৌড়ি করছিলেন তখন তাদের উপযুক্ত জবাব জনগণ দিয়েছে। আজকে এইখানে মিউনিসিপালিটি অ্যাক্ট এই হাউসে এসেছে। এইগুলি নিয়েও তারা যদি বাড়াবাড়ি করেন তবে মানুষের কাছেই তার জবাব পাবেন। এইটা এই হাউসের কথা, এই হাউসের জন্য নয়, এই ত্রিপুরার সমস্ত ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য এইখানে আমরা আলোচনা করছি। এবং আপনারাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আপনারা হয়তো ভালভাবে আসেননি। আপনারা নানাভাবে—এই ভারতবর্ষের মানুষ জানে। এইখানে আপনারা সদ্ উপায়ে আসতে পারেন নি। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে এমন কোন নির্বাচন হয় নি যেখানে আপনারা সদ উপায় অবলম্বন করেছেন এবং এরজন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বামফ্রন্টের উপর দোষারূপ করলে লাভ হবে না, নিজেদের এই চেহেরা লুকাতে পারবেন না। কাজেই এখানে বিরোধীদের কাছে আমি অনুরোধ রাখব এই সব কাণ্ড কারখানা না করে এখনও আপনারা বুঝবার চেষ্টা করুন। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আপনাদের স্বার্থে রাজ্যের মানুষের যা সর্বনাশ করেছেন আর সর্বনাশ করবেন না, আপনাদের এখন শুমতি হউক। আপনাদের ভুল আপনারা বুঝুন। আপনারা যে অপরাধ করেছেন তারজন্য জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হউন। আমরা বলব না আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে, জনগণের কাছে ক্ষমা চান, জনগণ ক্ষমাশীল, আপনাদের ক্ষমা করবে এই বিশ্বাস আমরা রাখি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। এই হাউসে আমি যে সংশোধনী এনেছি, বিলের উপর যে সংশোধনী এনেছি এই হাউস যাতে সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করেন তারজন্য আবেদন রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী পক্ষের কেউ বলবেন, অবশ্য বলার বিশেষ কিছু নেই।

শ্রীতামল মল্লিক :— স্যার মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে হয় এইজন্য যে উনার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা ছিল ভালো মানুষ হিসাবে উনি এলাকাতেও পরিচিত। কিন্তু উনার হাত দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন যেভাবে একটা অপমৃত্যু হয়েছে এবং দেরীতে হলেও উনি বুঝেছেন সংশোধনী এনেছেন। এইজন্য ধন্যবাদ দেই। কিন্তু এখানে দেখা যায়, কে করেছে কারা করেছে আমরা যদি এখানের টেপগুলি বাজিয়ে শুনি তাহলে দেখা যাবে এটাকেও আমরা কেন্দ্রকে দোস দিচ্ছি, রাজ্যসরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আবার কোথায়ও দেখা যাবে কৃতিত্ব সবারই। কিন্তু একটা জিনিষ পরিষ্কার যে, পঞ্চায়েতে আমরা লড়াই করতে পারি নি এটা রাজনৈতিক বিতর্ক। কিন্তু এটা সবাই স্বীকার করবেন, এই কথাটা আজকে সবাইকে স্বীকার করতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এই পঞ্চায়েত আইনে সমস্ত বিধি ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে যেভাবে সাধারণ অংশের লোক উঠে এসেছে তার সাংবিধানিক অধিকারের জায়গায়, সাংবিধানিক অধিকার যদি দেওয়া না হত, এই রকম ভাবে যদি আইনকে রাজনীতি করার সুব্যবস্থা না হত তাহলে কোন দল আপনারা ৭০ বছর চিৎকার করেছেন, আমরা ২শ বছর চিৎকার করেছি কিন্তু এমন এমন লোক আজকে ক্ষমতায় এসেছে, প্রধান মেম্বার হয়েছেন এটা কি কোন দিন আমরা আনতে পেরেছিলাম? আপনারা ৪০ বছর সংগ্রাম করেছেন, আমরা একশ বছর সংগ্রাম করেছি এটা বড় প্রশ্ন নয়। আজকে আমরা আনন্দিত সমাজের এমন কিছু লোক এমন জায়গায় এসেছে, আমরা রাজনৈতিক দল করি কংগ্রেস বলুন, সি, পি, এম, বলুন কেউ আগে দিত না। স্যার, এখানে হাজার হাজার লোক রিকসা শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, এস, টি, মহিলা যারা লেখাপড়া জানেন না

তারা এমন সমস্ত জায়গায় এসে গেছেন, কেন? বাহাদুরী আপনারা করছেন, আমি করতে পারি না সেটা বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল এত দিন পরে হউক, আগে হউক আপনারাতো করেন নাই। যাই হউক, আমি এই বিতর্কে যাচ্ছি না। স্যার, আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে সাধারণ অংশের মানুষ আমরা দেখেছি। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ দেখছি স্যার, যে একটা জায়গাতে ভালো জিনিষ করতে গেলে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি হয়ে যায়। এক জায়গাতে বলেছেন সরকারী অফিসারদের হাতে ক্ষমতা থাকবে, আগে বলেছিলেন এখন ভুল বুঝেছেন, বুঝে বলেছেন যে দরকার নেই। এটা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে যাক, ভালো কথা। কিন্তু আবার বলছে যে, পঞ্চায়েত সমিতির হাতে যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে থাকবে না সেটা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে। তাহলে সব সময় একটা প্রবণতা হচ্ছে স্যার, যেন আমার আওতার বাইরে যেতে না পারে এটাকে ধরে রাখ। এই যে প্রবণতা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল। আমরা বলেছি যে আপনারা শিক্ষা নিন তবুও উনারা শিক্ষা নিচ্ছেন না। আবার দেখা যাবে হয়ত ছয় মাস এক বছর পরে মন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে বলবেন যে আমি কিছু ভুল করেছিলাম এখন স্বীকার করছি। যাই হউক, এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে আর একটা জিনিষ যে, ভাতা দেওয়ার সংস্থান, সিটিংএ এলাউন্স, এটা ধন্যবাদ দেই স্যার।

কিন্তু এই জিনিসটা কি দলীয় চাপে পড়ে স্বীকার করতে হয়েছে? এখানে যেহেতু দেখা গেল সব জায়গায় মোটামোটি নিজস্ব দলের লোকরা পোর্টফলি পেয়েছেন, তাই দলীয় চাপে পড়ে যে না এটা না দিলে হবে না। তাদের আর্থিক সংস্থানের দরকার দেওয়া হউক। কাজেই স্যার, এই বিতর্ক নিয়ে আমি রাজ্যের নির্বাচন কিভাবে হয়েছে না হয়েছে সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কাজেই এই বিল উনি সম্পূর্ণভাবে আনতে পারেন নি এরজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাজুবন রিয়াং।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সুবোধ দাস মহাশয় এই পঞ্চায়েত বিলের কিছু সংশোধনী এনেছেন। এবং উনি বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন যে এই বিলে কিছু অসংগতি আছে এবং সেটার ব্যাখ্যাও করেছেন। আমিও যেখানে যেখানে অসংগতি আমার মনে হয়েছে এবং যেভাবে সংশোধনী আনা হয়েছে তার সমর্থনে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই স্যার। প্রথমে যে সংশোধনী চাওয়া হয়েছে ২৭নং ধারায়, এখানে পঞ্চায়েত গঠন হয়ে যাওয়ার পরে কোন বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে।

প্রথমে যে সংশোধনী চাওয়া হয়েছে ২৭নং ধারায় এখানে পঞ্চায়েত গঠন হয়ে যাওয়ার পর কোন বিষয়ে কি ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন তার কথা বলা হয়েছে। এখানে মূল আইনে ২১ পৃষ্ঠায় ২৭-৫ ক্লজে কাস্টিং ভোট এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাস্টিং ভোট সাধারণত লোকসভাতে এবং বিধান সভাতে স্পীকাররা কাস্টিং ভোট ব্যবহার করেন। কোন সময়তে করেন? যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন সমান সমান ভোট হয় তখন তা ব্যবহার করে থাকেন। স্পীকারের ভূমিকা তিনি সাধারণত ভোট দেন না। সমান সমান ভোট হয় তখন কাস্টিং ভোটের প্রয়োজন হয় তখন তিনি ভোট দেন তা না হলে অন্যথায় দেন না। তা হলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্মে আলোচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ভোটাভুটির প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানে বলা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন তারাই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু যিনি চেয়ারে থাকবেন হয়তো প্রধান বা উপ-প্রধান অথবা মেম্বারদের মধ্যে থেকে যে কোন একজন মনোনীত বা প্রস্তাবিত চেয়ারে থাকবেন। যখন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে

ভোটাভোটির প্রয়োজন হবে তখন তিনি ভোট দেবেন কি দেবেন না এই রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেক রকম ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে। চেয়ারে যিনি থাকবেন তার ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। সেটা এই সংশোধনীতে চাওয়া হয়েছে। যিনি ভোট দেবেন তিনি একবারই ভোট দেবেন চেয়ারে যিনি থাকবেন এবং অন্যদের সঙ্গে ভোট দেবেন। কাজেই সমান সমান হউক যাই হউক কাস্‌টিং ভোটের প্রশ্ন বিধানসভায় এবং লোকসভায় যেভাবে রাখা হয়েছে সেইভাবে সেই প্রশ্ন উঠছে না। সেখানে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া তার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাবে। আরেকটা ধারায় সংশোধনী চাওয়া হয়েছে সেক্‌শান ২ ক্লজ ২ সাব-ক্লশ ২ পৃষ্ঠা নং ৩০। এখানে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমান স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু কাজ যেমন রাস্তা—একটা রাস্তা কয়েকটা পঞ্চায়েত পার হয়ে যেতে পারে। সেখানে কোন পঞ্চায়েত যদি বলে যে আমার গ্রাম দিয়ে বা আমার পঞ্চায়েত দিয়ে এই রাস্তা যেতে দেব না তা হলে পাশের গ্রামের পাশের পঞ্চায়েত সেই রাস্তা যেতে পারবে না। সেই সব বিরোধ উঠতে পারে এবং উঠাই স্বাভাবিক। যেই ক্ষেত্রে কি মিমাংসা করবে? প্রথম আইনে সংস্থান রাখা হয়েছিল সেটা রাজ্য সরকারের কিন্তু পঞ্চায়েতকে আমরা ক্ষমতা দিয়েছি কাজ করার জন্য, এইভাবে দুইটা পঞ্চায়েত বা তিনটা পঞ্চায়েত যে কোন বিষয়ে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হলেই বা যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলেই সেখানে রাজ্য সরকার দোরে গিয়ে মিমাংসা করবে। কিন্তু এখন পঞ্চায়েতকে তার কাজ করবার অধিকার আমরা সম্পূর্ণ দিয়েছি সেটা বোঝা যায়। সেই জন্য সেই বিতর্কের মিমাংসা করবে ঐ এলাকার একটু উচ্চ স্তরের পঞ্চায়েত তার মানে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি। এমনও হতে পারে দুইটা পঞ্চায়েত সিমানা একাধিক সীমানার মধ্যে পড়েছে। এমন যদি হয় তাহলে একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির মনোনিত ব্যক্তিরা করবেন। আবার একটা পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় যদি এই রকম বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটা পঞ্চায়েত পরে সেখানে একটা পঞ্চায়েত সমিতি তার মিমাংশা করবে। এইভাবে তার সংশোধন জানা হয়েছে। আরেকটা বিষয় এখানে সংশোধন চাওয়া হয়েছে যে এখানে পঞ্চায়েত সমিতিকে রুলস করতে, তিনি কিভাবে কাজ করবেন তার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটা মাননীয় সদস্য অমল বাবুও উল্লেখ করেছেন।

আর একটির উপরে এখানে সংশোধন চাওয়া হয়েছে যে পঞ্চায়েত কমিটি কি রোলস্‌ তৈরী করবে সেটি রোলস্‌ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রথমেই। এবং এটা মাননীয় সদস্য অমলবাবু উল্লেখ করেছেন আমাদের সরকার এমনেই একটি সরকার প্রথমে পঞ্চায়েত কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হল। আবার রাজ্য সরকার তুলে নেওয়া হল এটা কি ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবে তা বলতেও পারে। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতি একটি নয় রাজ্যে ২৮টি পঞ্চায়েত সমিতি আছে। তাহলে পঞ্চায়েত সমিতির রোলস্‌ তৈরী করার অধিকার রাজ্যসরকারকে রাখতে হবে। এবং ভবিষ্যতে ২৮টির জায়গায় যদি ১০০টিও পঞ্চায়েত সমিতি হয় সেই সমিতি একই ধরণের কাজ করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এই সংশোধনী এনেছি। অথবা বর্তমান যে আইনে আছে তাতে যে কোন পঞ্চায়েত সমিতি তারা যেভাবে ভাববেন তাদের এলাকা নিয়ে সেইভাবে নিয়মাবলী তৈরী করতে পারে। সেটি মূল যে আমাদের পঞ্চায়েত আইন বা যে কোন উদ্দেশ্য সংবিধান সংশোধিত করে এই আইনটি তৈরী করা হয়েছে। ভারতবর্ষে তার দৃষ্টিভঙ্গের বিরোধেও যেতে পারে। এই সব দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি যাহাতে একেই রকমের হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংশোধনী আমরা এখানে এনেছি। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য অমলবাবু এটা সমর্থন করবেন। আমাদের আর একটা ধারাতে ১০৬ নম্বর ১১১ সেক্‌সন পৃষ্ঠা মূল আইনের ১০৬ নম্বর এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলপরিষদে যে কোন সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যোগ্যতা হারাবেন [কিভাবে, কি সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে যেভাবে বলা রয়েছে তাতে জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে যারা নির্বাচিত হবেন তারা অন্য কোন রাজ্যের আইনের আওতায় ভুক্ত নির্বাচিত সংস্থার সদস্যও হতে পারে।

জেলা পরিষদে দাড়ালে এবং নির্বাচিত হলেন তিনি ইচ্ছা করলে জেলা পরিষদের মেম্বার ও বিধানসভার মেম্বার দুটোতেই থাকতে পারবেন।

বর্তমান আইনে যেভাবে বলা হয়েছে তিনি কি থাকতে পারবেন কি পারবেন না, এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। হয়ত পারবেন এই দিকটাই বেশী। সেটাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে যাহাতে কোনরকম ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার মত সমস্যা রোধ করা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে ১৯১ এর ১-২ ক্লোস এরপর আর একটি ৩ (তিন) উপধারার এখানে যোগ করা হয়েছে। এখানে এটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতিতে অথবা জেলা পরিষদে যারা মেম্বার নির্বাচিত হবেন যদি সেখানে মেম্বার থাকতে চান এর আগে যে কোন সংস্থার নিবাচিত হন না কেন হয়ত বা একজন এম. পি তিনি যদি ইচ্ছা করেন এম. পি পদ ছেড়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার থাকতে পারেন, আইনে কোন বাধা নেই। এখানে বলা হয়েছে। যেটা সংশোধন আনা হয়েছে তাতে কোন এম. পি ও যদি থাকতে চান গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার বা জেলা সমিতির মেম্বার তাতে এখানে শপথ নেওয়ার আগে আর আসন গ্রহণ করার আগে তার দায়িত্ব নেওয়ার আগে নির্বাচিত সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এটাকে পরিষ্কার করার জন্য এখানে এই ধারাকে নুতন করে সংযোজন করা হয়েছে। আগে ছিল না। আগে এই ধরণের ধারাটা ত্রিস্তরে কিভাবে মেম্বার নির্বাচিত হয়ে থাকবেন এই সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। সেখানে এম. এল. এ মেম্বার হিসাবে থাকতে পারবেন না, কোন এম. পি মেম্বার হিসাবে থাকতে পারবেন না, এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে এটা পরিষ্কার নয়। এই জন্যেই সকলের সন্দেহ দূর করারজন্য এটা এখানে আনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই আজকে যে প্রসঙ্গ এখানে উঠেছে কেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবে। এই ধরণের পঞ্চায়েত একটি বিল সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজ্যে নুতন করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আমরা করছি। রাজ্যে এই হাউসের সদস্য যারা বা রাজ্যের সাধারন নাগরিক তারাও এই পঞ্চায়েত আইন সম্পর্কে জ্ঞান অনেকেরই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করলে পাঠাতে পারেন। হাঁ, পাঠানো যার যে সেলেক্ট কমিটিতে আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে প্রতি সেকশন কিভাবে প্রয়োগ হবে তার ইন্টারপ্রেটেশন কি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে করা যেত। স্যার, ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী রাখা হয়েছে, তা ঠিকই আছে, আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে এর আগে এই হাউসে আমরা যে পঞ্চায়েত বিল পাশ করেছিলাম, তার মধ্যে সামান্য ত্রুটি দেখা দেওয়ায় আজকে আবার এই মূল পঞ্চায়েত বিলের উপর এই সংশোধনীগুলি আনতে হয়েছে। যেমন তার একটা হল মূল পঞ্চায়েত এ্যাক্টের ২১০-এর এ উপধারায় কোন নির্বাচনী মামলা হলে সেটা কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হবে, তা মূল আইনে স্পষ্ট কিছু ছিল না। পিপলস্ রিপ্রেজেনটেশান এ্যাক্ট যেটা সারা ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থাকে গাইড করছে, তাতে ভারতীয় সংবিধানের কতগুলি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেটা সমস্ত কিছু রাখার একটা দৃষ্টভঙ্গী নিয়েই করা হয়েছে। এরপরেও যদি আইনে আরও কিছু অসামঞ্জস্য থাকে, সেই সম্পর্কে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি, কেন না, এই বিলের কপি উনাদের কাছেও আছে, গত ৫/৬ বছর ধরে এই রাজ্যে কোন নির্বাচিত সংস্থা নাই, কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে গেলে, সেগুলি একটা সংস্থার মাধ্যমেই করতে হয়, কাজেই সেই সংস্থাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এবং তার কাজকর্মকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার জন্য যে এম্যাণ্ডমেন্টগুলি এসেছে, সেগুলিকে বিরোধী দলের সদস্যরাও গ্রহণ করবেন। তার কারণ হল, এটা আমাদের রাজ্যের সম্পত্তি, এটার ভাল মন্দ এই রাজ্যের সব মানুষের উপরই পড়বে। তাই, এই বিলের যে এ্যামেণ্ডগুলি, এই হাউস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

স্পীকার :— বিলটির উপর আলোচনা হল। এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

এখন, সভার সামনে প্রস্তাবটি হল 'The Tripura Panchayat (First Amendment) Bill,1994 (Tripura Bill No. 11 of 1994) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন, আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এই বিলের অন্তর্গত ১নং হতে ৯নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে পাশ হয় এবং বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো, The Tripura Panchayat (First Amendment) Bill 1994 Tripura Bill No—II of 1994). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Panchayat (first Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 11 of 1994). পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, The Tripura Panchayat (first Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No 11 of 1994) পাশ করা হউক।

(তারপর ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, The Tripura Motor Vehicle Tax (fifth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No—10 of 1994) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Motor Vehicle Tax (fifth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No—10 of 1994) বিবেচনা করা হউক। স্যার, The Tripura Motor Vehicle Tax Act. 1972. এর কার্য্যকারিতা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ায় ফিফথ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের ওকট্রোই ট্যাক্স, এনটি্ ট্যাক্স বিভিন্ন শ্রেণীর টেক্স ইত্যাদি ন্যাশনেল পার্মিট গোডস্ কেরেজ ভেহিকলগুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়। রাজ্যে রাজ্যে ট্যাকসের হার ভিন্ন হওয়ায় নানা বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। ত্রিপুরা অনগ্রসর ও অনুন্নত এখানে ভেহিকেল্স উপর জাতীয় কোন ট্যাক্স কখনও চালু হয় নাই। যার ফলে জাতীয় স্তরে সম্মেলন ডেকে সারাদেশে সকল রাজ্যের একটি ঐকমত্য গড়ে তোলার চেষ্টা নেয়া হয়। সমঝোতায় এনে সিদ্ধান্ত হয় যে অকট্রোই, এন্টি্ এই সব ট্যাক্স সম্পূর্ণ তুলে দেয়া হবে এবং কমপোজিট ট্যাক্স একই হারে সারাদেশে চালু করা হবে। ন্যাশনেল পার্মিট সাধারণতঃ ৩/৪/৮ স্টেটে ভেহিকল মোভ করার সর্ত আরোপ করে পার্মিট রেজিষ্ট্রেশন হয়। অল ইণ্ডিয়া পার্মিট রেজিষ্ট্রেশনও হয় তবে খুবই কম সংখ্যায়। জাতীয় স্তরে সম্মেলনে কমপোজিট ট্যাক্সের হার তিন হাজার টাকার প্রস্তাব ছিল কিন্তু মাত্র ১১টি রাজ্য তাতে সমর্থন দিয়েছিল। রাজ্যগুলির অনেকেই ট্যাক্সের হার আরও বেশী

করার পক্ষে ছিল। ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টারদের সম্মেলনের পর অধিকাংশ রাজ্যেই কম্পোজিট ট্যাক্স পাঁচ হাজার টাকা হারে আইন দ্বারা চালু করেছে। ত্রিপুরায় সরকারী নির্দ্দেশে আমরা তিন হাজার টাকা চালু করে তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আসামে কম্পোজিট ট্যাক্স পাঁচ হাজার টাকা। ন্যাশনেল পার্মিট এ আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে গাড়ী ত্রিপুরায় ঢোকার সময় একটি নোমিনেল ফি দিয়ে ঢুকতে হয়। ত্রিপুরার গাড়ীগুলির এনটি, টিগসবকী করে বছর শেষে আসাম বা পশ্চিমবঙ্গকে জানাচ্ছে তারা সেই গাড়ীগুলির কমপোজিট ট্যাক্স ত্রিপুরা সরকারকে দেবেন বর্তমান ব্যবস্থায় এটা চালু আছে। ত্রিপুরার ন্যাশনেল পার্মিট গাড়ীগুলি যখন আসাম ঢুকছে তখন আসাম সরকারকে ত্রিপুরার জমা কমপোজিট ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের ফিনানশিয়াল রিসোর্স অতীতে এত কঠিন এবং সংকটজনক অবস্থায় কখনই ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনার ভয়ংকরভাবে ছাঁটাই হচ্ছে। রাজ্যসমূহকে রাজ্যের অভ্যন্তরেই অর্থ সংগ্রহের সবগুলি সম্ভাবনাকে খুজে নিতে হচ্ছে। ছোট গাড়ী এবং দুর্বল পরিবহন মালিকদের সাধ্যমত বর্ধিত হার থেকে রেহাই দিয়ে ট্যাক্স বৃদ্ধির একটা প্রস্তাব আমরা রেখেছি। রাজ্য সরকারকে এই অবস্থায় এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

বর্তমান আইনে বিভিন্ন শ্রেণীর গাড়ীগুলির ট্যাক্সের সিডিউল অন্তর্ভূত আছে। এটাকে দুইভাগে ভাগ করেছি সিডিউল ১(ওয়ান), সিডিউল ২ (টু)। পঞ্চম সংশোধনীতে দ্বিতীয় সিডিউলটা এটা করা হয়েছে পারসনালাইজড ভেহিক্যালের উপর ট্যাক্সের বিষয়গুলি। প্রথম সিডিউলে আগে যেটা ছিল সেটাকে আমরা শুধু ট্যাক্সের হারগুলিকে সংশোধন করেছি এবং সহজ করেছি যাতে সহজে প্রত্যেকটি বিষয় বুঝতে পারেন এবং ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা না থাকে। দ্বিতীয় সিডিউলে উল্লিখিত ট্যাক্সের হার রাজ্য সরকার গেজেট নটিফিকেশান দ্বারা প্রয়োজনমত সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবেন তার বিধান রাখা হয়েছে এবং তা বিধানসভাকে জ্ঞাত করার নির্দ্দেশও রাখা হয়েছে এই আইনে।

আমরা ট্যাক্সের যে রেইট যেটা রিভাইজড করেছি লিষ্টে সিডিউলের মধ্যে তার ডিটেলস উল্লেখ আছে। ফাষ্ট সিডিউলে এ. বি. সি. ডি. ই. এফ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরি কি ধরণের ট্যাক্স আমরা বাড়াতে প্রস্তাব রেখেছি সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সিডিউল ২(টু) তে করা হয়েছে পারসন্যাল ভেহিক্যাল ট্যাক্সের হার বাৎসরিক এখন যে প্রস্তাবিত হার হবে সিডিউল ওয়ানে সেই হারের ভিত্তিতে সিডিউল টু-তে আমরা ১২ বছর মোট কত ভাড়া তার উপর দুই বছরের ভাড়া ছাড় করে দিয়ে ১০ বছরের ভাড়া মোট যুক্ত করে ওয়ান টাইম ট্যাক্সের হার এখানেও উল্লেখ করে দিয়েছি যেটা এ্যাকটের মধ্যে সংযোজিত এবং সেখানে ভ্যাহিকেল আদার দ্যাট ট্রান্সপোর্ট ভ্যাহিকেল, সব পারসনাল ভেহিক্যাল, মটর ভেহিক্যাল এডাপটেড অর ইয়ুজ ফর ইনভ্যালিড তার জন্য বিশেষ ছাড় দিয়ে খুব কম পরিমাণ ট্যাক্স রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ ট্যাক্সের কি হার করা হয়েছে সেগুলি সমস্ত উল্লেখ করা হয়েছে এ্যাক্টের মধ্যে। বর্তমান যে পরিস্থিতি সরকারের আয় বিভিন্ন সুত্র থেকে যা দেখছেন আমাদের আরও বৃদ্ধি করা অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থাতে রাজ্যের অনগ্রসরতা, পিছিয়ে পড়ে থাকা সব মাথায় রেখেও এটা বিবেচনা করতে হচ্ছে যে অত্যন্ত: গরীব মানুষকে রেহাই দিয়ে যাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল যারা দিতে সক্ষম শুধুমাত্র সেই অংশের মানুষের উপরই যারা গাড়ী পরিবহনের মালিক, যারা গাড়ীর ব্যবসা করে থাকেন তাদের উপর এই চাপটা হয়তো কিছুটা পড়বে কিন্তু এটা ছাড়া আর কোন পথ নেই। আয় সংগ্রহ করতে হলে পরে বর্তমান সরকারের যে নীতি গরীব মানুষ, দরিদ্র মানুষ তাদের রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা যাতে তাদের উপর কম চাপ সৃষ্টি হয়। যারা অনেক বেশী আয় সম্পন্ন তাদের

উপর ট্যাক্সের হারটা বাড়িয়ে আমাদের রাজ্যের আয় সংগ্রহ করা এটার ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সেটার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা উপস্থিত করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কংগ্রেস, টি ইউ জে এসের পক্ষ থেকে এইভাবে ট্যাক্স যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করছি। কারণ এর ফলে কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী টায়ার, টিউব কিংবা মটর ভেহিক্যালসের পার্টস এই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্যাক্সের বৃদ্ধি করেছেন। এখন এমন কি যেকোন গাড়ী কিনতে গেলে সেসিস কিনতে গেলে সেখানে সেইল ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে মালিকরা কোন অ্যাফেক্টেড হবেন না। তাতে সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, দিন মজুর, কর্মচারী, শিক্ষক তাদের উপর গিয়ে এর দায়-ভারের বোঝাটা চাপবে। কোন কোন জায়গায় ট্যাক্স ডাবলের‌ও বেশী করা হয়েছে, কোন কোন জায়গায় ট্যাক্স ডাবলের কাছাকাছি। যেমন লরীর ক্ষেত্রে ১ হাজার ৫৬০ কেজি আগে ছিল ৯৭৫ এখন করা হয়েছে ১ হাজার ৩৫০, ৮ হাজার ৮৬০ কেজি ওজনের যেসমস্ত গাড়ী আগে ছিল ১৬০০ এখন করা হয়েছে ২৯০০, তেমনি ১ হাজার ২১০ কেজি ওজনের আগে ছিল ২ হাজার ৩২২ এখন করা হয়েছে ৪ হাজার ২০০, ট্যুরিস্ট বাস মোর দেন ১২ সিটস বাট আপটু ৩৬ সীটস আগে ছিল ১ হাজার ৭৫২ এখন করা হয়েছে ৫ হাজার ২০০। এইভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এইভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোন কোন স্টেইট ক্যারেজে দেখা যায় আগে যে ট্যাক্স ছিল সেটা না রেখে পার সীটে ৫৪ টাকা। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটবে বলে আমরা মনে করি এবং সাধারণ মানুষের উপর চাপটা পড়বে। গাড়ীর মালিক মতিবাবু, গোপাল কর, কিংবা দীপকবাবু কিংবা বিশু সাহার মত যাদের গাড়ী আছে তাদের টায়ারের দাম বৃদ্ধির ফলে বা গাড়ীর দাম, টিউবের দাম বৃদ্ধির ফলে বা সেইল ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে এই মালিকদের ইতর বিশেষ হবে না। এইখানে যে পরিমাণে, যে হারে দাম বাড়ানো হয়েছে, কিংবা ট্যাক্স রিয়েলাইজেশানের চেষ্টা করা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশী হারে মালিকদের ২ দিন আগে হোক ২ দিন পরে হোক বাস ভাড়া, ট্যাক্সি ভাড়া, জীপ ভাড়া, ট্রাক ভাড়া এগুলি বৃদ্ধি করবে এবং তারপর এইটা একটা রাজনৈতিক রূপ নেবে। তারপর বলা হবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করায় ফলে বাসের যাত্রী ভাড়া বেড়েছে।

উনারাই বলছেন আবার কেন্দ্রিয় সরকারের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাসের যাত্রী ভাড়া বাড়ছে, পণ্য ভাড়া বাড়ছে, এই সমস্ত জোতদার শ্রেণীর লোকেরাই থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারে—উনারাই আবার সে কথা বলবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এইটা বক্তৃতার ব্যাপার নয়, আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কালকে কি পরশু আমি দেখেছি সিভিল অ্যাভিয়েশনের ফুয়েল এর উপরেও ট্যাক্স কিছুটা বাড়ানো হয়েছে—এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— না বাড়ানো হয়নি, আপনাদের সময়ে যা ছিল তাই আছে।)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— যদি না বাড়ানো হয়ে থাকে তাহলে তো ভাল, ধন্যবাদ। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকই ব্লকড হয়ে আছে। একটা মাত্র রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের খাদ্য বলুন, যাতায়াত বলুন পেট্রোল, ডিজেল, মবিল, টায়ার সমস্ত কিছুই এই রাস্তার উপর দিয়ে পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হয়। আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব—সবচেয়ে ভাল হয় আপাততঃ পূজার আগে এই আর্থিক বছরের মধ্যে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি না করলে ভাল হবে—মানুষ আপনাদেরকে আশীর্বাদ করবে। কারণ সর্বহারার দ্বারা আপনারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাই তারা আপনাদের আশীর্বাদ করবে। আর যদি বাড়াতেই হয় তাহলে যেখানে ১৯৭৮ইং সনের পরে আর বাড়ানো হয়নি—সরকারে আপনারাও এসেছেন, আপনারাও একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, ত্রিপুরার এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, জনসাধারণের পকেটের দিকে তাকিয়ে আমরাও

বাড়াইনি। সেই কারণে আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রীসমরবাবুর নিকট অনুরোধ করব একটু চিন্তা করার জন্য।

সেদিন আমরা বৈদ্যনাথ বাবুর সঙ্গেও কথা বলেছি। আমরা অনেক সাজেস্‌শান দিয়েছি এবং বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গকে আপনারা অনুসরণ করুন। চলুন আমরা একটি সর্বদলীয় কমিটি করে দিল্লী যাই সুধীরবাবুও বলেছেন। উনি আমাদের কথা মেনেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— সুধীরবাবু বলেছেন কি ঠিকই ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— হ্যাঁ, এইটা সুধীর বাবুরই প্রোপজল, আমার নয়।

তাই আগামী কয়েকটি দিন, আগামী বাজেট পর্য্যন্ত যদি এইটা না বাড়ালে চলে, আমরা একটু কষ্টসৃষ্ট করে যদি চলতে পারি, রাস্তাঘাট যদি খারাপও হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বাজেট পর্য্যন্ত যদি এবার এটা না বাড়ালে চলে, আমরা যদি কষ্টেসৃষ্টে চালাতে পারি, রাস্তাঘাট যদি একটু খারাপ হয়,. জনসাধারণের পকেটে যদি হাত না পড়ে, আগামী বৎসর চলুন একসাথে দিল্লীতে গিয়ে বলি, আগামী আর্থিক বৎসরের আগে গিয়ে দিল্লীকে বুঝাই যে, এই পরিস্থিতিতে আপনারাও বলবেন আমাদের ট্যাক্স বাড়ালে এত টাকা আসত, বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে দিল্লী এসে বসবে এবং যদি আর্থিক সহায়তা কিছুটা বেশী পাওয়া যায়, যদি আপনারা আমাদেরকে নিয়ে যান আজকে টেক্স না বাড়ানোর ফলে যে আর্থিক ক্ষতিটা হবে অন্তত সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আদায় করার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। তথাপি আমরা অনুরোধ করে আগামী আর্থিক বৎসরের আগে পর্য্যন্ত টেক্সটা না বাড়িয়ে বলুন না আমরা কাঁধে কাধ মিলিয়ে দিল্লী যাই এবং গিয়ে দেখি আমরা কতটুকু কি করতে পারি। আর এবার টেক্স না বাড়ানোর ফলে যে আর্থিক ক্ষতিটা হবে সেটার আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি আমরা গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে, অর্থমন্ত্রীকে বুঝাব এবং যেভাবে পারি ঐ ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা আমরা করব। আমি আমার বক্তব্য এই ব্যাপারে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কারণ আইটেম অনুযায়ী আমার কাছে পুরাটা চার্ট আছে কিভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি কয়েকটা পড়ে শুনাচ্ছি। আমি কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস এর তরফ থেকে.মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে ত্রিপুরার সার্বিক জনসাধারণের পক্ষে করজোরে শাসক দলীয় বিধায়ক যারা আছেন তাদের আমি অনুরোধ করব যে এটা চিন্তা করার জন্য এবং মাননীয় মন্ত্রীকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব এবারের বছরের মত এটা থাক। এর ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে সেটা আমরা যেভাবে পারি কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে দেব আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়।

শ্রীসুবল রুদ্র (বলছড়) :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী ত্রিপুরা মটর ভেহিকেলস্‌ টেক্স (পঞ্চম এমেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৪) এই হাউজে প্লেইস করেছেন এটাকে আমি পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এবং এটা ঠিক ১৯৭৮ সালের পর আর কোন এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিশেষ করে ট্যাক্স বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ্যামেণ্ডমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আর হয়নি ; এবং মাননীয় মন্ত্রী এটাও বলেছেন যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক ব্যবস্থাকে সামনে রেখে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোন বিকল্প রাস্তা ছিলনা। আমার দাদা একটু আগে বলেছেন যে দরবার করবেন দিল্লীতে গিয়ে। এক সাথেই যাবেন যাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের এই মালিকদের উপর টেক্স বসানো না হয়। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, থাক দেরীতে হলেও শুভবুদ্ধি হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই। এই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি অন্য ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা গেছে মোট প্রায় ২৫ হাজার ভেহিকেল আছে। টু হুইলার, ফোর হুইলার এবং ছোট বড় সব মিলিয়ে মোট প্রায় ২৫ হাজারের মত হবে তা রেজিস্ট্রেশান আছে ভেহিকেলসে। এবং এই ২৫ হাজার গাড়ী যে সমস্ত রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করে বিশেষ করে গত ৫ বৎসরে রাস্তাঘাটের যা দুরবস্থা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে

নিত্যযাত্রী যারা অছে, মটর মালিক যারা আছে তাদের খিস্তি শুনতে হয়। রাস্তা-ঘাটে ৫ বৎসর আসলে আচর লাগেনি, পাঁচ লাগেনি। টাকার সংস্থান নেই। এবং যার মধ্য দিয়ে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠভাবে করা যায় এবং বিশেষ করে মোটর ভেহিকেলস্ তার যে নিজস্ব সত্তা সেই সত্তাকে সঠিকভাবে রূপায়িত করে সেখানে ভেহিকেলস্ যারা মালিক তাদের সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য এই ট্যাক্স বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। এবং সেই দিক থেকে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেখানে তৈরী হয়েছে এবং যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমার দাদা বলতে চেয়েছেন এটা সাধারণ মানুষের উপর চাপ পড়বে সবচেয়ে বেশী। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে মটোর ভেহিকেলস্ যা রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে তার টেক্স অত্যন্ত বেশী যেটা অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। উনি বলেছেন ৫ হাজার ৫৬০ যে গাড়ী রেজিটার্ড আছে তার ১ হাজার ৩৫০ টাকা করা হয়েছে। আমি তুলনামূলকভাবে বলতে চাই যে আসামে রেইট কত? যেটা আমার ত্রিপুরা রাজ্যে করেছে ১ হাজার ৩৫০ টাকা যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটা আসামে হল ২ হাজার ৬৮৫ টাকা। বিশেষ করে ১২ হাজার ২১০ বেজি: যেটা আছে এটা আমরা করেছি ৪ হাজার ২শ টাকা, আসামে এটা আছে ৬ হাজার ২শ টাকা। টুরিষ্ট বাস ১২ সীট হইতে ৩৬ সীট এটা আমাদের এখানে করা হয়েছে প্রস্তাব দিয়েছে ৫ হাজার ২শ টাকা। আসামে এটা আছে ১০ হাজার টাকা। সেইহেতু নিসন্দেহে বলা চলে যে, যেখানে দেখা যায় এটা ৬ বলের শ্রেণী সেই জায়গাতে ৫ হাজার ২শ টাকা, টুরিষ্টের আসামে ১০ হাজার টাকা আছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিশেষ করে আসাম আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং সেই রাজ্যেও দেখা গেছে যে, টেক্সের হার অত্যধিক বেশী এবং সেই তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে টেক্সের পরিমাণ এখানে কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। এটা মোটেই অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশী না এবং তার চাইতে বড় প্রশ্ন হল যে টাকাটা এখানে আসছে, সেই টাকা দিয়ে এখানে রাস্তাঘাট মেরামতি করা বিশেষ করে যেটা আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের ভেহিকেলস্ যে অফিস এবং তার যে ব্যবস্থা, টেক্স আদায়ের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন সেখানে ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে এনফোর্সমেন্ট তৈরী করে সেখানে দেওয়া। বিশেষ করে গত ৫ বছরে যেটা লক্ষ্য করা গেছে হিসাব নিয়ে গত ৫ বছরে ৫০ শতাংশ টেকস্ এই যে ২৫ হাজার রেজিটার্ড ভেহিকেলস্ আছে তারমধ্যে ২০ শতাংশ টেকস্ এর আগে যে রেইট ছিল এটাও সেখানে আদায় করা সম্ভব হয় নি। সেই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ত্রুটি বিচ্যুতি, সমীরবাবু ক্ষমতায় ছিলেন এই ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা যায়নি। আমাদের সরকার এসে চেষ্টা করছেন যে এনফোর্সমেন্ট দেওয়া যায় কিনা, পুলিশের কাছে বলেও কাজ হচ্ছে না। নিজস্ব এনফোর্সমেন্ট করা যায় কিনা, এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে এবং যারা মালিক তাদের কিছু কিছু সমস্যা আছে সেই চিন্তাধারা সরকার থেকে করা হবে। বিশেষ করে সেখানে টেক্স জমা দেওয়া এটা একটা বিরাট গেড়াকল এটা সম্পর্কে সরকার চিন্তাভাবনা করেছেন যে, এই যে ট্যাক্স জমা দেওয়া স্টেট ব্যাংকে, এটা বলা চলে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আসলে যে ট্যাক্স, এই ট্যাক্স জমা দেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সেইজন্য দালালদের খপ্পরে পড়তে হয়। সেই সম্পর্কে সরকার নিশ্চয় চিন্তাভাবনা করবেন। যাতে একটা কাউন্টার স্টেট ব্যাংকে খোলা যায় যাতে সেখানে ট্যাক্স এবং তাদের চালান জমা দেওয়া যায়। তাহলে টেক্স আদায় যেমন দ্রুত হবে পাশাপাশি যারা মালিক আছেন তাদেরও ট্যাক্স দিতে ঝামেলা অনেক কমে যাবে। এছাড়া আমার ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় দেখেছি যে, অনেক মালিক যারা ট্যাক্স দিতে আসেন যেহেতু কিছু ঝুকি ঝামেলা আইনের খুটিনাটি ব্যাপার আছে দীর্ঘ একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে যে ভেহিকেলস্ অফিসটা চলছে সেখানে একটা দালালদের সরকার হিসাবে পরিণত হচ্ছে এটাকেও একটা সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চয় সরকার চিন্তাভাবনা

করবেন। অন্য রাজ্যে যেটা দেখা গেছে যে, যারা দালাল আছেন তাদের লাইসেন্স থাকে, লাইসেন্স নাম্বার এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও এই ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে একটু চিন্তাভাবনা করে দেখতে থাকে। হবে যে, যারা দালাল আছেন তাদের সঠিক ফি দিয়ে সেখানে দালালী করতে হবে। এবং যাহাতে মোটর ওনার্স যারা আছেন তারা যাহাতে বিপদে না পরেন এবং তাদের টাকা পয়সা যাহাতে ঠিক ঠিক মতে জমা হয়, সেইদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু এটা পরিষ্কার বলা চলে সামগ্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই ট্যাক্স সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও এটা নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন সমীরদা'। কিন্তু আমি বলব অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অত্যন্ত কম বলা চলে। সেই ক্ষেত্রে অটো রিক্সার কথাই বলুন এটা যদিও ট্যাক্স এর প্রশ্নে আসেনি তবু আমাদের রাজ্যের অটো রিক্সা ১৫০ টাকা আর আসামের অটো রিক্সা হল ২৪০ টাঃ এখানে আমরা অনেক বেশী চিন্তা করতে পারি। সেই দিক থেকে এটা বলতে হয় যে ত্রিপুরা মোটর ভেহিকল ট্যাক্সের ফিফ্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ড বিল যেটা এখানে এনেছেন সেটি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটা জনগণের অসুবিধা হবে এটা আমি মনে করি না। এই দিক থেকে এই ট্যাক্সটিকে সঠিকভাবে আদায় করার জন্য তার ইনফ্রাকট্রাকচারটিকে যেটা আছে সেটিকে পরিবর্তন করার জন্য চিন্তা ভাবনা আছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন সেই ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সুকৌশল তৈরী করে যাতে দ্রুত ট্যাক্স আদায় করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এই বলে আমি এই বিলের উপর সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডিপটি স্পীকার স্যার, ট্যাক্স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমি কিছুটা উল্লেখ করতে চাই, ট্যাক্সের আগের যে সিডিউল ছিল এই সিডিউলের মধ্যে মোপেডগুলির কথাই আমি আগে বলতে চাই, মোটর সাইকেল বা স্কুটার যেটা ছিল ৭৫ টাকা, ৭৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা করা হয়েছে। আমাদের এই বিলের মধ্যে যারা খুব গরীব তাদের প্রতি নজর রেখেই এই ট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেণ্ড করা হয়েছে। মোটর সাইকেল বা স্কুটার যারা চালাবেন তাদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি ১১০ টাকা। একটি স্কুটার যেহেতু হাজার হাজার টাকা খরচ করে কিনতে পারে তাদের পক্ষে ১১০ টাকা দেওয়া মোটেই অসুবিধা হবে না। মোটর কার ১৬০ টাকা ছিল তাকে ২৬০ করেছি। কোনখানে আকাশ পাতাল পার্থক্য হচ্ছে না। আর সাধারণ গাড়ীর উপরে খুচরা হিসাব না রেখে ৫৫০ টাকা করে দিয়েছি। যারা গাড়ী কিনতে পারেন তাদের পক্ষে ৫৫০ টাকা দেওয়া কোন মতেই অসম্ভব না। যে বিষয়টি এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, আমি তাদের নাম ধরে বলছি মতিবাবু এবং দীপকবাবু সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে চান কারণ যাদের ২০-২৫ গাড়ীর মালিক সেই বাসেই হউক আর ট্রাকেই হউক যারা অনেকগুলি গাড়ীর মালিক যারা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছে যারা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সংস্থা গড়ে তুলেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সবগুলি অসুবিধা হবার কথা নয়। আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৭৮ সাল থেকে এখন পর্য্যন্ত কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি, কিন্তু ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে খাদ্য টানা হয় ভাড়া কত দেয় সেখানে কোন আইন আছে কানুন আছে, চুক্তি করে সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নিচ্ছে। আবার ট্যাক্স দিচ্ছেন না তারা। ওদের উপর ট্যাক্স বসবে না কেন। ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এটা করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও নজর রেখেছি আমরা ১০০০ কেজি পর্যন্ত যেখানে আগে ছিল ১০৫ টাকা ছিল এখন ও ১০৫ টাকা। আর তারাতো এই জাতীয় ব্যবসা করেন না।

এইসব স্তরের লোক তিন হাজার কেজি পর্যান্ত রেজিস্টার লেভেন ওয়েটে ৩০৫ টাকা ছিল তা থেকে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। আর এখানে বলেছেন দ্বিগুণ করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, যাদের অবস্থা কিছু ভাল যারা অনেকগুলি গাড়ী নিয়ে নড়াচড়া করেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ট্রাক কিনতে পারেন, ট্রাকের ব্যবসা করতে পারেন ওরা কেন ট্যাক্স দেবেন না। তাদের উপর একটু চাপ পড়বেই। স্যার, টুরিষ্ট ক্যাব নিয়ে তো এখন খেলা চলছে। তারা এখন টুরিষ্ট না নিয়ে রেগুলার পেসেঞ্জার নিয়ে খেলছে। টুরিষ্ট ক্যাবের যে ব্যবসা, এটা তো কম নয়। ট্যাক্সি ওয়ালাদের একটা অংশ আছে, যারা বছরের পর বছর নানা রকমের কাজ করে, আর অন্য দিকে আমাদের সাধারণ মানুষের ভুবুক্ষু অবস্থা। কাজেই, তারা ব্যবসা করে যে অতিরিক্ত আয় বা মুনাফা করছে. সেখান থেকে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাদের তো কিছু দিতেই হবে। আর, সেজন্যই আমরা এই বিলের মাধ্যমে আগেকার যে সিডিউলড্ ছিল, সেটাকে রিভাইজড্ করেছি। আর, সেই রিভাইজ্ডের ক্ষেত্রে যেখানে ৩ হুইলারের বা অটোর জন্য ১০৫ টাকা ছিল. সেখানে আমরা বাড়িয়ে করেছি ১৫০ টাকা। আর, যেটা ৫ জন পেসেঞ্জারের জন্য ৩০২ টাকা ছিল, সেটাকে করা হয়েছে ৪০০ টাকা, ৫ জনের বেশী অতিরিক্ত প্রতি একজনের জন্য দিতে হবে ৪০ টাকা করে। বিসেন্টলি, বাসের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বেড়ে বেড়ে সেটা ৪০ শতাংশ হয়েছে এবং তার ফলে তাদের ইন্‌কামও বেড়েছে, কাজেই যাদের আয় একটু বেশী, তাতের তো রাজ্যের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে কিছু বেশী দিতেই হবে, এর কারণেই আমরা তাদের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করতে চাই। স্যার, এর আগে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্যে বিরোধী দলের নেতা ওয়ান টাইম ট্যাক্সের কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন বুঝলেন যে এটা এমন কিছু নয়, তখন স্বীকার করলেন যে না, এটা দিতেই হবে। অবশ্য তার নিজস্ব গাড়ী আছে কিনা, সেই জন্যই ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছেন। স্যার, ভেহিক্যালস ট্যাক্স দিতে গেলে, প্রত্যেক বছরই সেটার রিনিউ করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেউ যদি ওয়ান টাইম ট্যাক্সটা দিয়ে দেয়, সেটা ১০ বছরের জন্য এক সঙ্গেও দিতে পারেন এবং তা দিলে তার জন্য কিছু ছাড় আছে, অর্থাৎ ১২ বছরের এক সঙ্গে দিতে গেলে কম করে ২ বছরের ছাড পাওয়া যাবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বছর যে রিনিউ করার প্রয়োজন হত, সেটা করতে হবে না। তাই, আমরা যাদের নিজস্ব ভেহিক্যাল্‌স আছে তাদের দুই ভাগ করেছি। একটা হল বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আছে, প্রাইভেট কোম্পানী, তাদের নিজস্ব ভেহিক্যালস আছে, তাদের ষ্টাফদের নেওয়া আসার জন্য বা অন্য কোনও কাজের জন্য, সেই সব ভেহিক্যালসের জন্যও ট্যাক্স দিতে হবে। এছাড়া কারো কারো ব্যাক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ী আছে, তাদের ক্ষেত্রে বেশী করে দিতে হবে। আমরা এটাও তালিকার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কাজেই, আমি মনে করি না ট্যাক্সের হার যেভাবে বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে যারা গরীব মানুষ, যাদের দেওয়ার মত ক্ষমতা নেই, তাদের উপর বেশী চাপ পড়বে। আসল কথা হল তাদের উপর কোন মতেই বেশী চাপ পড়বে না। যারা গরীব তাদের উপর কোন চাপ পড়বে না। যারা বড় বড় গাড়ীর মালিক, বড় বড় কোম্পানীর মালিক তাদের উপর পড়বে। আমাদের কম্পোজিট ট্যাক্স নিয়ে হয়েছে বিপদ। ত্রিপুরা থেকে কোন গাড়ী আসামে গিয়ে ঢোকলে সেখানে দাবী করা হয় আমাদেরকে ৫ হাজার টাকা দিতে হবে। আমাদের ষ্ট্যাটের নিয়ম অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা দিতে হবে। আমাদের এখানে কালেকশন করা হয় তিন হাজার টাকা। সেই রকম পশ্চিমবঙ্গে ঢোকলে সেখানেও ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এই ধরণের সমস্যায় পড়ে আমাদের তিন হাজার টাকার জায়গায় পাঁচ হাজার টাকা করতে হয়েছে। আমি মনে করি আইনের যে এই সংশোধনী মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন এবং বিরোধী দলের সদস্যরাও এটাকে সমর্থন করবেন এবং রাজ্যের যে সমস্ত সমস্যা আছে সেটাকে দূর করার জন্য সহায়তা করবেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— এখন সভার প্রশ্ন হলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—দি ত্রিপুরা মটর ভ্যাহিকল ট্যাক্স (ফিফথ আ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৯৪) বিবেচনা করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৫ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে উক্ত বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে উক্ত বিলের অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—'The Tripura Motor Vehicle Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 10 of 1994) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Samar Chowdhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that 'The Tripura Motor Vehicle Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 10 of 1994)' be passed,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিবহন দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Motor Vehicle Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 10 of 1994) পাশ করা হউক।

(বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এই সভা আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXUR "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 7

Name of the Member :— Sri Prasanta Deb Barma Will the Hon'ble Minister in-charge of the Printing and Stationery Department be pleased to state :—

Name of the Minister :— Dr. Braja Gopal Roy. Printing & Stationery etc Department.

১নং প্রশ্ন :— ১৯৯৩ ইং সনে ত্রিপুরা সরকার কতবার কত সংখ্যক সরকারী ডায়েরী ছাপিয়ে ছিলেন. এবং ঐ

ডায়েরী ছাপাতে সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

উত্তর :— ১৯৯৩ ইং সনে দুইবারে ৭,৫০০ কপি ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল, ঐ বৎসর সরকারের ডায়েরী ছাপাতে মোট ২,৫৬,২৫০ টাকা খরচ হয়েছিল।

২নং প্রশ্ন :— ১৯৯৪ ইং সনে কত কপি ডায়েরী ছাপা হয়েছে এবং তাতে কোন ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা ?

উত্তর :— ১৯৯৪ ইং সনে ১২,৬১১ কপি ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল, তন্মধ্যে প্রথম ৫,০০০ কপিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি ছিল।

৩নং প্রশ্ন :— যদি ভুল থেকে থাকে তবে ইহা ইচ্ছাকৃত, না কর্মচারীর অযোগ্যতার কারণে ?

উত্তর :— এই ত্রুটি অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত এবং সরকারী কর্মচারীর অযোগ্যতার কারণে নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 8

Name of the Member :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ২১-৩-১৯৯৪ ইং মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের বিলোনীয়া থেকে ফেরার পথে বিলোনীয়া বনকর এলাকায় ওনার কনভয় থেকে গুলি চালানো হয়েছিল ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Baidynath Majumder. In-Charge-Chief Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে যে বিগত ২-৩-৯৭ ইং তারিখ মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব বিলোনীয়ার বনকর এলাকায় ওনার কনভয়ের উপর আক্রমণ বা ওনার কনভয় থেকে কোন প্রকার গুলি চালানো হয়েছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 11.

Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleasel to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৫-৪-১৯৯৩ ইং তারিখ লালগাং এর (শান্তির বাজার থানাধীন) কংগ্রেস নেতা পরিমল সেন নিজ বাড়ীতে খুন হওয়ার পর থেকে আজও তার ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে থাকতে পারছেন না ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই পরিপেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Baidyanath Majumder, In-Charge-Chief-Minister, Tripura,

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 13

Name of the Member :— Sri Panna Lal Ghosh,

Will the Hon'ble State Minister In-charge of Fisheries Department be please to state :—

১নং প্রশ্ন : — ইহা কি সত্য যে উদয়পুর মহারানীতে ফিসারী কলেজ করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ?

উত্তর :—হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২নং প্রশ্ন— :— সত্য হলে ফিসারী কলেজ স্থাপন না করার কারণ কি ?

উত্তর :— প্রাথমিক ভাবে এই জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে।

কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের সরজমিন পরিদর্শনের পর প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক অসুবিধাদির জন্য মহারানীতে উক্ত ফিসারী কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14.

Name of the Minister :—Shri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৭ মার্চ ১৯৯৪ ইং রাতে গাবর্দি রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কতজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

২। অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :... Shri Baidyanath Majumder, In-Charge-Chief Minister. Tripura.

১। বিগত ১৭-৩-৯৪ ইং তারিখে রাতে গাবর্দি রাবার বাগান অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিষয়ে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

২। বিগত ১৭-৩-৯৪ ইং তারিখ গাবর্দি রাবার বাগানের কিছু সংখ্যক রাবারি গাছি কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত করার বিষয়ে একটি মামলা টাকারজলা থানায় দায়ের করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.16

Name of the Minister :— Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১লা এপ্রিল ১৯৯৪ ইং থেকে এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতগুলি জাল নোটের ঘটনা ধরা পড়েছে এবং এই সব ঘটনায় কি পরিমাণ টাকার জাল নোট পাওয়া গিয়াছে ?

২। জাল নোটের উৎস ও কত পরিমাণ টাকা জাল মোট বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে এসব পুলিশের নিকট তথ্য আছে কি ?

৩। থাকিলে অপরাধীদের ধরার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Baidyanath Majumder, In-Charge Chief Minister, Tripura

১। ৮ টি সুনির্দিষ্ট মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সি, আর, পির ১৭৭ ধারায় ৪টি মামলা তদন্তের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মামলাগুলি তদন্তাধীন আছে। এ পর্যন্ত মোট ৯,৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে যার মধ্যে ১০০ টাকার ৫০টি এবং ৫০০ টাকার ৯টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

২। এখন পর্যন্ত নিরূপন করা সম্ভব হয় নাই।

৩। পুলিশ এ সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION 18.

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে কত হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ করা হয়েছে ?

২নং প্রশ্ন :— বর্তমান আর্থিক বর্ষে আরো কত হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩নং প্রশ্ন :— খোয়াই ব্লক অন্তর্গত পূর্ব গণকী গাঁও পঞ্চায়েতের জামটিলা এলাকায় খাস জমিতে নারিকেল চাষ সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব আছে কি না ?

৪নং প্রশ্ন :— এবং থাকিলে তাহা বিবেচনা করা হবে কি না ?

A N S W E R

১নং উত্তর :— মোট ২৮৫ হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ করা হয়েছে।

২নং উত্তর :— বর্তমান আর্থিক বর্ষে (১৯৯৪-৯৫ ইং সনে) নারিকেল চাষের জমি সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩নং উত্তর :— এখন পর্যন্ত নাই।

৪নং উত্তর :— প্রশ্নই উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. : 38

Name of the Member :— Sri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। মেলাঘরে অবস্থিত নীরমহলকে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,	১। হাঁ।
২। থাকলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার বিবরণ,	২। ক) সাধ্যমত অধিক সম্পত্তির মধ্যেও নীরমহলের ভিতরে ছোটখাট মেরামতির কাজ প্রয়োজন অনুসারে সর্ব্বদাই চলছে। খ) পর্যটকদের কাছে নীরমহলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ) নীরমহল প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত উদ্যানগুলিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা এবং শোভাবর্দ্ধনকারী গাছের চারা রোপণ করা হবে।
৩। এরূপ পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 39

Name of Member :— Sri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be Please to State :—

QUESTION

১। সারা রাজ্যে বাজারের সংখ্যা কত?

২। শহরে ও গ্রামের বাজারে কি চাঁদিয়ানার হারের কোন তফাত আছে?

৩। যদি থাকে তবে কোনখানে কত করে চাঁদিয়ানা আদায় করা হয়?

ANSWER

১। সারা রাজ্যে বাজারের সংখ্যা মোট ৫০২টি।

২। হ্যাঁ আছে।

৩। কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রিত বাজারে চাঁদিয়ানা অর্থাৎ মার্কেট ফি যাহা চালু আছে তাহা পণ্যের ১০০ টাকা বিক্রয় মূল্যের উপর পঁচিশ পয়সা (0.২৫) ধার্য্য করা আছে।

আগরতলা পুর এলাকার বাজারের চাঁদিয়ানা মহলের বিভিন্ন পণ্যের মাশুলের হার এইরূপ :—

	পণ্যের নাম	মাশুলের হার
১।	মুড়ির দোকান প্রতিটি	০'১০ পয়সা
২।	বাচারী খোলা ভিটী দৈর্ঘ্য ৪'×৮' বেশী ভিটী হইতে পারিবে না।	০'০৯ পয়সা
৩।	চিড়া প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
৪।	তামাক মাখা প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
৫।	তামাক মাখা প্রতি সহ ও বাজে দোকান	০'১২ পয়সা
৬।	পান সুপারী প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
৭।	নারিকেল প্রতি শত	০'৭৮ পয়সা
৮।	গুড় প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
৯।	বাট্টার প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
১০।	মাছ প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
১১।	কাছিম প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
১২।	গরু, গাভী, ষাড়, বলদ প্রতিটি	১'২৫ পয়সা
১৩।	দুগ্ধবতী গাভী	২'০০ পয়সা
১৪।	ছাগল ভেড়া প্রতিটি	০'৩৭ পয়সা
১৫।	ছাগল ভেড়ী প্রতিটি	০'৩৭ পয়সা
১৬।	ছাগল ভেড়ী বাচ্চা সহ	০'৫০ পয়সা
১৭।	খাসী ভেড়ী প্রতিটি	০'৬১ পয়সা
১৮।	পাঁঠা ভেড়ী প্রতিটি	০'৩৭ পয়সা
১৯।	ষোড়শ হাঁস প্রতিটি	০'১২ পয়সা
২০।	ষোড়শ হাঁস প্রতিটি	০'০৬ পয়সা
২১।	বেগুন ও অন্যান্য তরকারী	০'১১ পয়সা
২২।	মহিশ প্রতিটি	৩'০০ পয়সা
২৩।	ঘোড়া প্রতিটি বড়	২'০০ পয়সা
২৪।	ঘোড়া প্রতিটি ছোট	১'০০ পয়সা
২৫।	মহিশ প্রতিটি ছোট	২'০০ পয়সা
২৬।	চাউল গৃহস্ত প্রতি	০'০৬ পয়সা
২৭।	ব্যবসায়ী প্রতি দোকান	০'১২ পয়সা
২৮।	গৃহস্ত পাঁচ কেজী তরকারী	০'০৬ পয়সা
২৯।	তরকারী প্রতিটি দোকান	০'১২ পয়সা
৩০।	তোতা ময়না টিয়া প্রভৃতি	০'২৫ পয়সা
৩১।	জাল ও ফেলুন	০'০৬ পয়সা
৩২।	অন্যান্য জাল প্রতিটি	০'৩৭ পয়সা
৩৩।	বরাক বাশী প্রভৃতি	০'২২ পয়সা

	পণ্যের নাম	মাশুলের হার
৩৪ ।	বরাক বারী ছোট	০·০৬ পয়সা
৩৫ ।	গোয়ালা ও ব্যবসায়ী প্রতিটি	০·০৬ পয়সা
৩৬ ।	মাছ দোকান প্রতিটি	০·১২ পয়সা
৩৭ ।	তেলের দোকান	০·১২ পয়সা
৩৮ ।	গয়না দোকান	০·১২ পয়সা
৩৯ ।	বণিক দোকান	০·১২ পয়সা
৪০ ।	মূলা প্রতি ভাড়	০·০৬ পয়সা
৪১ ।	মূলা প্রতি বড় ব্যবসায়ী	০·১১ পয়সা
৪২ ।	আম কাঁঠাল ফলের দোকান	০·২৫ পয়সা
৪৩ ।	আম কাঁঠাল ফলের দোকান	০·০৬ পয়সা
৪৪ ।	পাতিলের দোকান প্রতিটি	০·০৬ পয়সা
৪৫ ।	ইক্ষু দোকান প্রতিটি	০·১২ পয়সা
৪৬ ।	কর্মকার দোকান প্রতিটি	০·০৬ পয়সা
৪৭ ।	কবুতর দোকান প্রতিটি	০ ০৬ পয়সা
৪৮ ।	তুলা প্রতি ভাড়	০·১২ পয়সা
৪৯ ।	কাশারী দোকান	০·১২ পয়সা
৫০ ।	ছাতার দোকান	০·১২ পয়সা
৫১ ।	ভাজা প্রতি বুট বাদাম	০·১২ পয়সা
৫২ ।	কাছিম প্রতি বিক্রেতা	০·১২ পয়সা
৫৩ ।	কলাই ডাল প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৫৪ ।	চাটাই পাটির দোকান	০·১২ পয়সা
৫৫ ।	মশারী প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৫৬ ।	মশারী প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৫৭ ।	মুদি প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৫৮ ।	ছন প্রতি ভাড়	০·০৬ পয়সা
৫৯ ।	ছন প্রতি বোঝা	০·০৬ পয়সা
৬০ ।	লাকড়ি প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৬১ ।	লাকড়ি প্রতি ভাড়	০·০৬ পয়সা
৬২ ।	মূলি বাঁশ প্রতি কান্দী	০·০৬ পয়সা
৬৩ ।	জ্বালানী প্রতি ভাড়	০·০৬ পয়সা
৬৪ ।	ঢোল প্রতিটি বড	০·১২ পয়সা
৬৫ ।	ধাড়ী প্রতিটি	০·১২ পয়সা
৬৬ ।	উড়া কাটা প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৬৭ ।	লিষ্ট বহির্ভূত প্রতি দোকান	০·১২ পয়সা
৬৮ ।	হাতী প্রতিটি বড়	৩·০০ পয়সা
৬৯ ।	হাতী প্রতিটি ছোট	২·০০ পয়সা

নটিফাইড এরিয়া বাজার ও পঞ্চায়েত বাজারের চাঁদিয়ানা হারের তথ্য সংক্রান্তাধীন ।

The rate of cess collected from the Regulated Markets established by the Agriculture Department now in vogue is Rs. 0 25 against sale of commodities worth Rs. 100/—.

The cess collected from different commodities in the markets of Agartala Municipality area are as follows :—

Sl No.	Particulars	Rate of Cess
1	2	3
1.	For every shop for sale of "Moori"	— 0·10 Paise
2.	For open patch of ground measuring—4'x8'	—0.09 "
3.	For every shop for sale of "Cheera"	—0·12 "
4.	For every shop for sale of moulded tobacco	— 0·12 "
5.	For every shop for sale of moulded and other items	—0·12 "
6.	For every shop of bettle leaf and arecanut	—0·12 "
7.	For sale of 100 Nos. cocoanut	—0·78 "
8.	For molasses shop	— 0·12 "
9.	For every Batta shop	— 0·12 "
10.	For every shop for fish sale	— 0·12 "
11.	For every shop for sale of tortoise	—0·12 "
12.	For sale of every cow/bullock etc.	—1·25 "
13.	For sale of every milch cow	—2·00 "
14.	For sale of every goat/ram	—0·37 "
15.	For sale of every goat/ram with kid	—0·50 "
16.	For sale of every castrated goat	0.61 "
17.	For sale of every duck	0.12 "
18.	For sale of brinzal and other vegetables	0.11 "
19.	For sale of every bufallo	Rs. 3.00
20.	For sale of every bufallo (small ones)	Rs. 2.00
21.	For sale of every horse	Rs. 2.00
22.	For sale of every young horse	Rs. 1.00
23.	For sale of rice by farmer	0.06 "
24.	For every business shop	0.12 "
25.	For sale of 5kg. vegetables by farmers	0.06 "
26.	For every vegetable shop	0·12 "
27.	For sale of every parrot etc.	0.25 "
28.	For sale of every fishing net	0.06 "
29.	For sale of every other big fishing net	0.37 "

30.	For each big Barak, Bari etc. bamboo		0.22 Paise
31.	For each smell Barak, Bari etc. bamboo		0.06 „
32.	For milk sellers		0.06 „
33.	For every fish shop		0.12 „
34.	For shop selling oil		0.12 „
35.	For ornaments shop		0.12 „
36.	For Goldsmith shop		0.12 „
37.	Radish for a pair of buskets		0.06 „
38.	For sale of radish by big sellere		0.11 „
39.	Fruit shop for sale of mango jackfruit etc. in large seale		0.25 „
40.	Fruit shop for sale of mango jackfruit etc. in small seale		0.06 „
41.	Shops selling earthen pots		0.06 „
42.	Shops selling sugarcane		0.12 „
43.	For every black smith shop		0.06 „
44.	Shops selling pijeon		0.06 „
45.	For sale of two buskets of cotton		0.12 „
46.	Shops selling brass materials		0.12 „
47.	Shops selling umbrella		0.12 „
48.	Shops selling roasted pea and groundnut		0.12 „
49.	Shops selling blaek-gram		0.12 „
50.	Shops selling matres etc.		0.12 „
51.	Shops selling mosquito nets		0.12 „
52.	For every grossery shop		0.12 „
53.	Sun-grass for each bundle		0.06 „
54.	Shops selling fire wood		0.12 „
55.	For sale of two bandles of firewood		0.06 „
56.	For every bandle of muli bamboo		0.06 „
57.	For two bandles of biring materials		0.06 „
58.	For sale of elephant	Rs.	3.00
59.	For sale of young elephant	Rs.	2.00
60.	For sale of every "Dhari"		0.12 „
61.	Shops selling buskets and bemboo made materials		0.12 „
62.	For sale of every big stool		0.12 „

The rates of cess colleeted in the markets under Notified Area and Panchayats are under collection.

ADMITTED STARRED QUESTION NO 51

Name of the Member :— SRI SAMIR DEB SARKAR.

১নং প্রশ্ন :— কৃষি দপ্তর মোট কতটি ফলের বাগান পরিচালনা করছে ?

২নং প্রশ্ন :— ঐ সকল বাগানগুলির মোট জমির পরিমাণ কত এবং কতজন শ্রমিক কর্মচারী বাগান সমূহে নিযুক্ত আছেন ?

৩নং প্রশ্ন :— ঐ সকল বাগান থেকে ১৯৯৩ ইং সনে মোট কত টাকা আয় হয়েছে ?

১নং উত্তর :— কৃষিদপ্তর মোট ৫৮ (আটান্ন) টি ফলের বাগান পরিচালনা করছে ।

২নং উত্তর :— বাগানগুলির মোট জমির পরিমাণ ২৫০৭-৯৬৮ হেকটর এবং ২,০৩৬ জন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ।

৩নং উত্তর :— ১৯৯৩ ইং সনে এই সকল বাগান থেকে মোট ৬২,৪৪,৮১৭ (বাষট্টি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত সতের) টাকা আয় হয়েছে ।

ADMITTED STARRED QUESTION No. : 111

Name of the member :— Shri Bidya Debbarma

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১ । ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বেহালাবাড়ী তহশিলাধীন কৌরঙ্গী ছড়ার উপর ৫ (পাঁচ) টি ঝর্ণা আছে ?	১ । এব্যাপারে রাজ্য সরকার অবগত আছেন ।
২ । যদি সত্য হয় তাহলে ঐ ঝর্ণার জল থেকে ফোয়ারা সৃষ্টি করে দর্শনীয় স্থান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং	২ । বর্তমানে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই ।
৩ । যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে—উহা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?	৩ । প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO' 135

Name of the Minister :— Sri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১ । হোম গার্ড কর্মীগণকে নিয়মিত কর্মী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২ । যদি থাকে তবে কবে তা কার্য্যকরী করা হবে ?

A N S W E R

১ । এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই ।

২ । প্রশ্ন উঠে না ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Questions and Answers

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 144.

Name of the Member :— Shri Nripen Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

1. Number of arrest made in Connection with the murder Dipankar Nath Sharma. a Cong. (I) leader of Khowai town. who was killed on 8th March, 1994.
2. If no arrest could be made, reasons there of.
3. If arrest have been made, names of the persons and their political backgrand

ANSWER

Name of the Minister :— Baidyanath Majumder. In-Charge-Chief Minister, Tripura.

১। ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। (১) শ্রী অমলেন্দু দেব ওরফে ভ্রূকম পিতা মৃত চিত্ত দেব সাং ভট্টপুকুর (কালিটিলা) থানা পশ্চিম আগরতলা C/o শ্রী রতন দাস, সাং খালছড়া, থানা খোয়াই সি, পি, আই (এম) সমর্থক। (২) শ্রী প্রবোধ ঘোষ পিতা প্রহ্লাদ ঘোষ, অফিস টিলা, খোয়াই থানা কং (আই) সমর্থক।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 156

Name of the Member :— Shri Pannalal Ghosh M.L.A.

Will be Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department is please to State :—

QUESTION

১। সারা রাজ্যে সরকার পরিচালিত হ্যাচারীতে কি পরিমাণ হাসের বাচ্চা উৎপন্ন হয়?

২। জেলাসদরগুলিতেও হ্যাচারী খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৩। থাকলে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

১। সারা রাজ্যে সরকার পরিচালিত হ্যাচারীতে ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক সালে মোট ৩৬'০৯৯ টি হাসের বাচ্চা উৎপন্ন হয়েছে।

২। আপাতত নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168.

Name of the Member :— Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble, Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১) রাজ্য সরকারের পুলিশ হোমগার্ড দপ্তর থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ীতে বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আসবার পত্র দেওয়া হয়েছিল কি?

২। দেওয়া হয়ে থাকলে তা দপ্তরে ফেরৎ এসেছে কিনা, এবং

৩। না এসে থাকলে তা আনার কি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে?

ANSWER

Name of the Minister:— Shri Baidyanath Majumdar in-charge Chief Minister Tripura

১। না মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTIONO No. 183.

Name of the Member :— Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to State. :—

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ট্রেইন ক্র্থ সিকিউরিটি গার্ডদের টি-এ, ডি-এ, প্রদান করা বর্তমান সরকারের আমলে অনেক দিন যাবৎ বন্ধ আছে?

২। সত্য হলে তার কারণ এবং

৩। কতদিনের মধ্যে তাদের বকেয়া টি-এ, ডি-এর, টাকা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI Baidyanath Majumder In-Charge-Chief Minister, Tripura

১। ইহা সত্য নহে।

২নং ও ৩নং প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No 187,

Name of the Mamber :— Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— সারারাজ্যে কতজন পান চাষী আছে?

২ নং প্রশ্ন :— পান চাষীদের সমস্যা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি?

৩ নং প্রশ্ন :— থাকিলে পান চাষের উন্নয়নে ও তা প্রসারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন?

ANSWER

১ নং উত্তর :— ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৪৯৮ জন পান চাষী আছে।

২নং উত্তর :— হ্যাঁ, আছেন।

৩নং উত্তর :— পান চাষের উন্নয়নে বিগত ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বর্ষে রাজ্য সরকার উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা হয়েছিল।

(ক) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে পান চাষের জন্য মোট ৪৫২টি মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছিল।

(খ) পানের প্রদর্শনমূলক চাষ করা হয়েছে ৪৫৫টি।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question's & Answer's)

অনুরূপভাবে ১৯ ১ ৯১ সনে পান চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি রয়েছে :—

(ক) পানচাষের ব্যাংক ঋণের উপর ভূর্তকি প্রতিটি পাঁচ হাজার টাকা করে মোট পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে সাহায্য করার পরিকল্পনা রয়েছে। তার জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২·৫০ লক্ষ টাকা।

(খ) মিষ্টি পান চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি জেলাতে দুটি করে মোট ছয়টি ক্ষেত্রে মিষ্টি পান চাষের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে (১০০ বর্গ মিঃ) এক হাজার টাকা করে মোট ছয় হাজার টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে।

(গ নূতন পান উৎপাদক সমিতিগুলিকে প্রতিমাসে তিনশত টাকা পরিচালনের জন্য ভূর্তকি দেবার পরিকল্পনা রয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 192.

Name of the Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। বর্তমানে রাজ্যে নতুন কোন থানা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকলে কোথায় কোথায়? এবং

৩। তার মধ্যে খেদাছড়া, জয়শ্রীতে থানা খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা?

A N S W E R S

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্তমানে এধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 194

Name of **Member**— Sri **Anil Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the **Agriculrure Department** be Pleased to State :—

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য পেচারথল, জম্পুই-এর খম্পুই বাজারে মার্কেট শেড করার সরকারী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

২। থাকলে আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে কি না?

৩। সত্য হলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে?

ANSWERS

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO 195

Name of Member :— Sri Anil Chakma,

Will the Hon'ole Minister-In-Charge of the Agriculture Department be Pleased to State :—

QUESTIONS

১। রাজ্যে মোট কয়টি ডি. এল.ডব্লিউ সেণ্টার আছে ?

২। নতুন করে কাঞ্চনপুরের শান্তিপুর, শিবনগর, সুখনা ছড়াতে ডি. এল. ডাব্লিউ. সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে ?

ANSWERS

১। রাজ্যে মোট ৩৬৮টি ডি. এল. ডাব্লিউ ষ্টোর আছে।

২। বর্তমান নীতি অনুসারে প্রতি দুইটি গাঁও সভার জন্য একটি ষ্টোর খোলা হয়। সুকনাছড়া সুভাষ নগর গাঁওসভার অন্তর্গত। কাঞ্চনপুর ও সুভাষনগর গাঁও সভার জন্য কাঞ্চনপুরে ষ্টোর আছে। সেইরূপ শিবনগর ও শান্তি পুর গাঁও সভার জনা শান্তিপুরে ষ্টোর আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 209

Name of Member :— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ রাজ্যের অধিকাংশ গরীব কৃষক চাষের জন্য হালের বলদ ক্রয় করতে পারছেন না, এ বিষয়টি বিবেচনা করে কৃষকদের চাষের সুবিধার জন্য প্রতি গ্রাম সেবক কেন্দ্রে দুইটি করে নতুন পাওয়ার টিলার দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

ANSWERS

এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 236.

Name of the Member :— Shri Nripen Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state ;—

QUESTIONS

1. The details of murder of Shri Tapan Saha of Usha Bazar on 24th June 94 asked the back-ground of this murder.

pAPERS LAID ON THE TABLE

(Qucstien's & Answer's)

2. **Action taken** by the police and if any arrests have been made, the names of the arrested persons.

A N S W E R S

১। গত ১৪-৬-৯৪ইং তারিখ এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত পটুনগর নিবাসী তপন সাহা উবা ব জারের উদ্দেশ্যে স্কুটারে করে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হন, কিন্তু ঐ দিন সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। পরের দিন তাহার বড় ভাই তাহার খোঁজে বাহির হয়ে অনঙ্গনগর রাবার বাগানের ইটের রাস্তায় ছুরিকাঘাতে একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ পরে থাকার কথা জানতে পারেন এবং মৃত দেহটি তাহার ভাই তপন সাহার বলে সনাক্ত করেন।

২। তপন সাহার খুনের ঘটনাটি এয়ারপোর্ট থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫১/৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে এয়ার পোর্ট থানার অন্তর্গত নবগ্রাম নিবাসী জনৈক হিতু গোপকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন।

ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের পরিপেক্ষিতে এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে বলে তদন্তে প্রকাশ।

ANNBXURE— "B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 7

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State —

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য যে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে যাদের নামে সুনির্দ্দিষ্ট কেস ছিল সেই রকম যে ৪০টি মামলা রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং তার মধ্যে অস্ত্র লুট,, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, সরকারী অস্ত্রলুট ইত্যাদি আছে ?

২। সত্য হলে কোন ধরণের কয়টি মামলা সরকার প্রত্যাহার করেছেন তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

A N S W E R S

১ নং ও
২ নং } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMJTTED UN-STARRED QUESTION NO. 11

Name of Member :— Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Law" Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট কতটি মামলা এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে এবং

২। তারমধ্যে উচ্চ আদালতে কতটি মামলা আছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

ADMIETTED UNSTARED QUESTION No. 12.

asked by Shri Amal Mallik M. L. A.

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the 'Law' Department be pleassed to state :—

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৩ইং মার্চ হইতে ১৯৯৪ ইং মার্চ এর মধ্যে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কোর্টে এ, পি, পি ; এ, ডি- পি, পি, পি. পদের দরখাস্ত মারে অনেক কেইস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে কত সংখ্যক কেইস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ? (কোর্ট ভিত্তিক, আলাদা আলাদা হিসাব) ।

ANSWERS

১। তথ্য সংগ্রহাধীন
২। ঐ

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 17

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। রাজ্যে বর্তমানে সরকারী পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্রের সংখ্যা কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং ঐ সকল কেন্দ্রে বর্তমানে কতটি পাওয়ার টিলার চালু আছে ?

২। বর্তমান বৎসরে নতুন কোন পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হবে কিনা ? এবং হলে কতটি এবং কোন কোন স্থানে ?

ANSWERS

১। রাজ্যে বর্তমানে ৭৮টি কৃষি বিভাগের অধীন পাওয়ার টিলার হাইয়ারিং সেন্টার চালু আছে। এবং ঐসকল কেন্দ্রে মোট ১৩০টি পাওয়ার টিলার বর্তমানে চালু আছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

জেলার নাম ১	ব্লকের নাম ২	কতটি পাওয়ার টিলার হাইয়ারিং সেন্টার বর্তমানে চালু আছে ৩	কতটি পাওয়ার টিলার বর্তমানে চালু আছে। চালু ৪	মেরামত যোগ্য ৫	মেরামত অযোগ্য ৬	মোট ৭
পশ্চিম ত্রিপুরা :						
	মোহনপুর	৭	২৩	৬	২	২৯
	জিরানীয়া	৩	৪	৬	—	১০
	তেলিয়ামুড়া	১	১	—	—	১
	খোয়াই	৫	৫	৭	—	১২
	বিশালগড	৯	১৮	১	৩	২২
	মেলাঘর	৮	১২	৯	—	২১
	সদর নন ব্লক আগরতলা	১	৪	১	—	৫
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা :		৩৪	৬৭	২৮	৫	১০০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দক্ষিণ ত্রিপুরা :						
	মাতারবাড়ী	৩	৬	৬	১	১৬
	অমরপুর	৬	৮	১১	৫	২৪
	বগাফা	৩	৬	৭	৪	১৪
	রাজনগর	৬	—	১০	১	১১
	সাতচান্দ	৭	৫	১১	২	১৮
াট দক্ষিণ ত্রিপুরা :		২৫	২৫	৪১	১৩	৮০
ওর ত্রিপুরা :						
	কুমারঘাট	৫	১৩	৩	০	১৯
	পাণিসাগর	৫	৮	৭	৪	১৬
	সালেমা	৫	১১	১	২	১৪
	ছামনু	২	৩	২	১	৬
	কাঞ্চনপুর	২	৩	৫	১	৯
াট উত্তর ত্রিপুরা :		১৯	৩৮	১৫	১১	৬৪
াট ত্রিপুরা :—		৭৮	১৩০	৮৫	২৯	২৭৪

২। এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION. 25

Name of Member : Shri Anil Chakma,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সমবায় সংস্থা থেকে পাওয়ার টিলার পাম্পসেট কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের সাবসিডিতে দেবার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে কোন ব্লকে কত দেওয়া হবে তার হিসাব ?

ANSWERS

১। বিগত বছরের ন্যায় বর্তমান আর্থিক বছরেও ১০০টি পাওয়ার টিলার ভর্তুকীতে বিতরণের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এখন পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায় নাই। অনুমোদন পাওয়ার জন্য কৃষি দপ্তর হইতে তদারকী চলিতেছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে পাওয়ার টিলার ভর্তুকীতে বিতরণ করা হইবে।

কৃষি দপ্তর হইতে পাম্পসেট এবং সমবায় দপ্তর হইতে পাম্পসেট ও পাওয়ার টিলার ভর্তুকীতে বিতরণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাইলে কৃষি মহকুমা ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হইবে।

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO. 26

Name of the member :— Shri Bidya Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত হেক্টর ধানি জমি আছে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

২। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ধানি জমি আছে তন্মধ্যে মোট কত হেক্টর জমিতে বর্তমান মরশুমে আমন ফসল লাগানো হয়েছে এবং কত পরিমাণ জমি পতিত অবস্থায় আছে। তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ANSWERS

১। রাজ্যে মোট ২,৫৭,৫৩০ হেক্টর ধানি জমি আছে, তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—(ভিত্তি বৎসর ১৯৯৩-৯৪ ইং সাল)

কৃষি মহকুমার নাম	ধানি জমির পরিমাণ (হেক্টর হিসাবে)				
	আউস ধান	জুম ধান	আমন ধান	বুরো ধান	মোট
পাণিসাগর—	৫৮২০	২৮৫	১১২১০	৩৫০	১৭৬৬৫
কাঞ্চনপুর—	১৮০৪	১৫৭	৪৩৫০	৩৭০	৮০৯৪
কুমারঘাট—	৫০২২	২৮০	৯৭৫৭	২২২০	১৭২৭৯
ছাওমনু—	২৭৪১	২৮০৫	৪৬৯০	৯৯০	১১২২৬
সালেমা—	৫৩৫৮	৬৩৮	৯৫৭০	৫০০	১৬০৬৬
মোট উত্তর ত্রিপুরা—	২০৭৪৫	৫৫৭৮	৩৯৫৭৭	৪৪৩০	৭০৩৩০
খোয়াই—	২৪১৯	২২৭	৭৮১০	২৫৯০	১৩০৪৬
তেলিয়ামুড়া—	২৭২০	৬৬২	৭১২৭	২৫০০	১৩০০৯
জিরানিয়া—	৩১৫৪	২২৪	৮২৫১	৩৮৪৫	১৫৪৭৪
মোহনপুর—	৫৩২৬	৮৭	৭৯৩৮	১৬৪০	১৪৯৯১
বিশালগড়—	৪৭৭৫	৮৩৯	১৩৯২৬	৮৯৬৫	২৮৫০৫
মেলাঘর—	৩৮২৪	১৫০	১৩০৭৪	১০০১৫	২৭০৬৩
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা—	২২২১৮	২১৮৯	৫৮১২৬	২৯৫৫৫	১১২০৮৮
উদয়পুর—	৬৯১০	৬৬০	১১০৬৫	৮৪৯৮	২৭১৩৩
অমরপুর—	১৯২২	১২৫৫	৬৩১০	২৫০০	১১৯৮৭
গণ্ডাছড়া—	৬৫০	১৩০০	৫২৭	৪৫৭	২৯৩৪
বগাফা—	২১১১	১৯৭	৭৪৫৫	২০৫৮	১১৮২১
রাজনগর—	১১৩০	১০১	৭১২৫	২১৯২	১০৫৪৮
সাতচাঁন্দ—	২৩৮৪	২০০	৬০৮৫	২০৪০	১০৭০৯
মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা—	১৫১০৭	৩৭১৩	৩৮৫৬৭	১৭৭২৫	৭৫১১২
মোট ত্রিপুরা —:	৫৮০৭০	১১৪৮০	১৩৬২৭০	৫১৭১০	২৫৭৫৩০

২। বর্তমান বছরে ৩১শে আগষ্ট ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত মোট ১, [illegible] জমিতে আমন ধান লাগানো হয়েছে এবং ২৮,৪০ হেক্টর জমি পতিত অবস্থায় আছে। তার কৃষি [illegible] — (হেক্টর হিসাবে)।

কৃষি মহকুমার নাম	যে পরিমাণ জমিতে আমন [illegible] রোয়া লাগানো হয়েছে	[illegible] পরিমাণ জমি পতিত ছিল।
পাণিসাগর—	৮১৬০	০৪০
কাঞ্চনপুর—	৩৬৮০	৯২০
কুমারঘাট—	৭২০০	১৮০০
ছামনু—	৩৮০০	৯৫০
সালেমা—	৭৫৬০	১৮৯০
উত্তর ত্রিপুরা—	৩০৪০০	৭৬০০
খোয়াই—	৫৯৪০	১৯৬০
তেলিয়ামুড়া—	৬২২০	২১৮০
জিরানিয়া—	৬৯৪০	২৩৬০
মোহনপুর—	৫৫০০	১৫৫০
বিশালগড়—	১০৭৪০	৩৫১০
মেলাঘর—	১৩৪২০	৬৮০
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা—	৪৮৭৬০	১২২৪০
উদয়পুর—	৯৪৮০	২৩৭০
অমরপুর—	৪৯৬০	১২৪০
গণ্ডাছড়া—	৪৪০	১১০
বগাফা—	৬১২০	১৭৩০
রাজনগর—	৫৮০০	১৪৫০
সাতচাঁদ—	৫২০০	১৩০০
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	৩২৮০০	৮২০০
মোট ত্রিপুরা—	১, ১১, ৯৬০	২৮, ০৪০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 30.

Name of the Member :- Shri Nripen Chakraberty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :-

1. Total number of crimes against women that had taken place during the period from April 93 to July 1994 (sub-Division wise-break-up).
2. Total number of arrests made in relation to such crimes.
3. Names of the arrested persons Sub-Divisions wise.

ANSWERS

Name of the Minister Shri Baidyanath Majumber, Chief Minister, In-Charge Tripura.

১নং ২নং ও ৩নং ...

(ANNEXURE—

ADMITTED STARRED POST PONED QUESTION NO. 150

Name of the Member : SHRI RATI MOHAN JAMATIA

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :-

QUESTION

১। রাজ্য বিধানসভা ... এপ্রিল ১৯৯৩ হইতে ১৫ জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত রাজ্যে সর্বমোট কয়টি খুন, গৃহদাহ, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরি ও রাহাজানি হইয়াছে ?

২। এই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ... বিগত ... মধ্যে ঐ ধরণের ঘটনার সংখ্যা কি রকম ছিল ?

ANSWERS

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

৫-৪-৯৩ ইং থেকে ১৫-৬-৯৩ইং পর্যন্ত রাজ্যে সংগঠিত খুন গৃহদাহ ধর্ষণ ডাকাতি, চুরি ও রাহাজানির হিসাব		৫-২-৮৮ইং থেকে ১৫-৫-৮৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যে সংগঠিত খুন গৃহদাহ ধর্ষণ ডাকাতি, চুরি এবং রাহাজানির হিসাব :	
১। খুন	৮ টি	১। খুন	৩৫ টি
২। গৃহদাহ	[illegible] টি	২। গৃহদাহ	১৩১ টি
৩। ধর্ষণ	[illegible] টি	৩। ধর্ষণ	১২ টি
৪। ডাকাতি	[illegible] টি	৪। ডাকাতি	১৫ টি
৫। চুরি	৪[illegible] টি	৫। চুরি	৩১৯ টি
৬। রাহাজানি	[illegible]	৬। রাহাজানি	৪০ টি

ADMITTED STARRED POST PONED QUESTION NO—151

Name of the Member Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department of pleased to state :—

QUESTIONS

১। বর্তমান সময়ে ... কত ?

২। এর মধ্যে তপশিলি ... পদের সংখ্যা কত ?

৩। এই সব শূন্য পদ ... হয়েছে কি ?

৪। না নেওয়া হইলে তার কারণ ?

ANSWERS

১। মোট শূন্য পদের সংখ্যা ...

২। তপশিলি ... তপশিলি উপজাতির শূন্য পদের সংখ্যা ৭৪৮ টি।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

বিগত ৭-৭-৯৩ইং ... ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 23rd September 1994 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Shri Bimal Sinha) in the Chair, Chief Minister-in-Charge (Shri Baidyanath Majumdar) Deputy Speaker, Seven Others Ministers, one Ministers of State and 37 Member,s.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে ? আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ইণ্টারেসটেড।

মিঃ স্পীকার :— পরে বলবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

প্রশ্ন

১। রাজীব রাঙ্খল চুক্তির শর্তাবলী কি ?

২। কংগ্রেস(ই) ত্রিপুরা উপজাতি সরকারের আমলে আত্মসমর্পণ উগ্রপন্থীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। রাজীব রাঙ্খল চুক্তির শর্তাবলী সংযোজনী পত্র ''ক''তে এ দেওয়া হল।

১) টি. এন ভি তৎপরতার অবসানে অস্ত্রশস্ত্রাদি সরকারের কাছে জমা দেওয়া।

২) আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

৩) বিদেশী অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থা করা।

৪) বিধানসভা উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৫) উপজাতি ভূমি সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী ব্যবস্থা।

ক) ভূমি সংস্কার ১৯৬০ইং সন ধারা মতে উপজাতি ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য বাতিল দরখাস্তের উপর পুনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খ) উপজাতি ভূমি অউপজাতি ভূমি হস্তান্তর রোধের বাস্তবায়ন।

গ) উপজাতি ভূমি বে-আইনী হস্তান্তরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

ঘ) উপজাতি এলাকায় ভূমি সংরক্ষণ এবং জল সেচব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ) সমবায় প্রথায় ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপজাতি পরিবারকে উন্নতি করা।

চ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় পুনঃ সীমানা চিহ্নিত করা।

ছ) দীর্ঘস্থায়ী অর্থকরী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরক্ষা দপ্তরের এবং আধা সামরিক বাহিনীতে নিযুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা।

জ) আরক্ষা দপ্তরের এবং আধা সামরিক বাহিনীতে নিযুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝ) উপজাতিদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পে সুযোগের ব্যবস্থা।

১) যানবাহন ব্যবস্থায় অনুমতি প্রদান।

২) দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উপজাতি পুরুষ ও মহিলা পরিভ্রমণের ব্যবস্থা।

ঞ) ২৫০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

ট) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভর্তুকিতে চাউল, লবণ ও কেরোসিন বিতরণ ব্যবস্থা, সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক কার্যকর করার ব্যবস্থা।

২। কংগ্রেস (ই) উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকারের আমলে মোট ৩৫৩ জন আত্মসমর্পনকারী টি. এন. ভিকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সত্যগুলি আমরা শুনলাম এইগুলি রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এই চুক্তিগুলি কার্যকরী করার জন্য সরকারী ভাবে তাদের চুক্তি অনুযায়ী যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা যায় তার জন্য অফিসার পর্যায়ে টি.এন. ভি এবং টি.এন. ভি আত্মসমর্পনকারী কিছু লিডারসহ তাদের নিয়ে কমিটি করে দিয়েছি। এমন কি এই টাকাগুলি যখন বিভিন্ন দপ্তর থেকে খরচ হবে সেই সব দপ্তরে যখন টাকা খরচ হবে তাতে তাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারা যে যে ভাবে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই ভাবে খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই পর্যান্ত এই চুক্তি রূপয়ানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাবদ ৩৩কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৮ থেকে ৯৭ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে ৩২ কোটি ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৫৭৫ টাকা ১৩ পয়সা। আর বাকী সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অনুমোদন করেছেন সেই টাকা ক্লিয়ার করে দিয়েছে তা হল ২৫-৮-৯৪ ইংরাজীতে। এই টাকাগুলি পাওয়ার পর বাকী কাজগুলি আমরা করব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখলাম ৩৩কোটি ২৬লক্ষ টাকার মত এই চুক্তি রূপায়নের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ড রিলিজ করেছেন। কতজন উগ্রপন্থীকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মোট ৪৩৭জন এর মধ্যে ৩৫৩ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইখানে আমরা দেখছি এই চুক্তির টাকা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা কি চুক্তির শর্তাধীন নাকি নতুনভাবে চুক্তি করে মিশনকে টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং যে চুক্তিমতে মিশনকে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা চুক্তির মধ্যেই ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন সেখানে ট্রাইবেল যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এই ধরণের একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে টাকা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা মিশনে কত সংখ্যক ট্রাইবেল ছাত্র আছে এবং মূল কোটা কত এবং বর্তমানে কত আছে এবং কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়, তার নিয়ম কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— বর্তমানে কি পজিশান আছে তার তথ্য আমার কাছে নেই। তবে যেদিন থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের এই ধরণের ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ এসেছে তখন ছিল ৩৪ জন ট্রাইবেল ডিজেল মেসিন, রেডিও মেকানিক্স ইত্যাদি যারা সুযোগ আছে কারিগরী শিক্ষার যাতে স্বনির্ভর হতে পারে এইগুলি করা হচ্ছে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— আমি জানতে চাই টি. এন. ভি'র প্রেসিডেণ্ট বিজয় রাংখল এখনও রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন টি. আর. পি. সির চেয়ারম্যান। এই যে চেয়ারম্যান শীপ এবং সরকারী যেসব সুযোগ সুবিধা তিনি পাচ্ছেন এইটা কি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— টি, আর, সি টির চেয়ারম্যান করতে হবে রাজীব রাংখল চুক্তির মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজীব রাংখল চুক্তির আগে এ, ডি, সি এরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আগে ভর্তুকীতে রেশনের চাউল সরবরাহ করা হত, এই চুক্তির পরে এটা কি চালু আছে না এটা বন্ধ হয়ে গেছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এইটা ১৯৯৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এখন চালু নাই। কারণ টি, এন, ভি রেকর্ডের এই ক্ষেত্রের টাকা শেষ, তবে টি এন ভির তরফ থেকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আদায় করে আনতে পারেন তবে সেই টাকা দিয়ে আবার চালু করা যেতে পারে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজীব রাংখলের এই চুক্তিটা কতদিনের জন্য করা হয়েছিল ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এটাতো বলা মুসকিল, কারণ চাকুরী প্রায় ৯০% বেরই হয়ে গেছে। এখন যারা পুনর্বাসনে আছেন তাদের এটা চলতে আরও কিছুদিন লাগবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি যে, এই চুক্তির মধ্যে ৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কিনা এবং এই চুক্তির মধ্যে ১৮৭ ধারার ভূমি হস্তান্তর আইনে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল কিনা এবং এই আইনের মোতাবেক টি. এন. ভি. এবং জোত

আমলের পাঁচটা বছর সেই আইনের মধ্যে পরে কত পরিবার ভূমি হস্তান্তর আইনে ভূমি ফেরত পেয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পাঁচ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়াও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আমি আগেই বলেছি দুই হাজার পাঁচশত পরিবারকে দেওয়ার কথা ছিল। আর ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কে –উপজাতিদের ভূমি হস্তান্তর মানে ভূমি ফেরত দেওয়া সম্পর্কে চুক্তির মধ্যে ছিল এবং এই কাজগুলি জোট সরকারের আমলের মাননীয় সদস্য রতিবাবু এবং সমীর দা যিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনাদের আমলেই করার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেল জমি হস্তান্তরের কাজটা ঠিক ভালভাবে ওনারা করেন নি বরং আমাদের কাছে একটা তথ্য আছে, তাতে আছে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল টি এন ভি র টাকায়, তাদের ভূমি এলটমেণ্ট তারপর যাদেরকে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের জোট সরকারের আমলে দেখা গেল প্রায় ১৮৭ একর পর্যান্ত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা তারা করেননি। জমির এলটমেণ্ট ক্যানসেল করেছিলেন তারা। আমরা বামফ্রণ্ট সরকারের আসার পরে যাতে প্রকৃত উপজাতিরা বে-আইনী হস্তান্তর জমি ফেরত পেতে পারেন তার জন্য আমরা কিছুদিন আগে অধিবেশনেও এইটা নিয়ে কথা উঠেছে, কয়েকদিন ধরেই কথা উঠছে, আমরা ভূমি রাজস্ব ৬ষ্ঠ সংশোধনী এনে যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল যার জন্য উপজাতিদের হাতে সঠিকভাবে জমি দেওয়া সম্ভব ছিল না বা খাস জমিগুলি পাওয়ার অধিকার তখনকার আইনে ছিল না, সেই খাস জমিগুলি উপজাতিদের হাতে যাতে থাকে বা প্রকৃতভাবে উপজাতিরা যাতে জমি ফেরত পেতে পারেন সঠিকভাবে তার জন্য এই আইনগুলি আমরা করেছি এবং তা কার্য্যকরী হচ্ছে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে ৩৫৩ জন টি, এন, ভি, আত্মসমর্পণ করেছে। এখন যে এই ৩৫৩ জন আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মধ্যে কতজন আবার উগ্রপন্থী জীবনে ফিরে গেছে সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই আত্মসমর্পণকারী টি, এন, ভি, সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন গেছে—তাদের নাম আমার কাছে এখন নেই। তবে ধনঞ্জয় রিয়াং যিনি আগে টি, এন, ভি'র ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন—তিনি উগ্রপন্থা-জীবনে ফিরে গেছেন এইটা সকলেরই জানা আছে। এবং আরো কয়েকজন গেছে কিন্তু তাদের এগ্‌জ্যাক্ট ফিগার আমি এক্ষণি দিতে পারছি না।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে টি, এন, ভি, চুক্তি করা হয়েছিল—সেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছিল কি না এটা সরকার মনে করেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা মাননীয় মন্ত্রী কি করে বলবেন। যারা এই চুক্তি করেছে তারা সেটা ভঙ্গ করেছে কি না তারাই বলতে পারে, মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিলেন যে ৩৫৩ জন টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৩৩.৫ কোটি টাকা দিলেন। কিন্তু এখন যে প্রায় ১৮০০ এ, টি, টি, এফ, উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা যতটুকু জানি কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত তাদের দিকে লক্ষ্য করছেন না। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কি অভিমত ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, টি, এন, ভি, এর মত এ, টি, টি, এফ, উগ্রপন্থীদের যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন টাকা দেননি। যদিও এটা রেলিভেন্ট নয় তবুও বলছি কেন্দ্রীয় সরকার একটি পয়সাও দেয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজীব-রাংখল চুক্তি অনুযায়ী যে ২৫০০ ফেমিলিকে বিভিন্ন পুনর্বাসন স্কীমে কভার করার কথা, দেখা যায় যে এখন পর্য্যন্ত এই চুক্তি অনুযায়ী যে সব স্কীম ইম্প্লিমেন্ট করার কথা তা' ইম্প্লিমেন্ট করার পরও এই ২৫০০ পরিবারগুলির যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এখনো গড়ে উঠেনি তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরো দৃঢ় এবং উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার আর কোন স্কীম নেবেন কি না? তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—এটাতো মাননীয় মন্ত্রী আগেই বলেছেন যে যাদের অ্যাস্যুর্ড করা হয়েছে তাদেরটাই হয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক : — কোনটা স্যার, আমার স্পেসিফিক বক্তব্য হলো টি, এন, ভি চুক্তি অনুযায়ী যে ২৫০০ ফেমিলিকে পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কীম দেওয়া হয় সে স্কীমগুলি ইম্প্লিমেন্ট করার পরও যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেনি-অথচ স্কীমটি শেষ হয়ে গেছে-তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠার জন্য রাজ্য সরকার আর কোন স্কীম নেবেন কি না?

কারণ এদের পুর্নবাসনের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে ৩২ কোটি শেষ হয়ে গেছে স্যার। আর মাত্র ১'৫ কোটি টাকা আছে। এটা দিয়েতো আর রিহাবিলিটেশন দেওয়া যাবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে চুক্তির যে টাকা এই টাকার মধ্যে দিয়ে যতটুকু দেওয়ার তা হয়েছে এবং প্রায় সব টাকাই শেষ হয়ে গেছে। এখন আর বাকি ১.৩৭ কোটি টাকা পাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই টাকা যখন পাব কেন্দ্রিয় সরকার থেকে তা দিয়ে যে সব জুমিয়া পুনরবাসন দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের আরো চার কি পাঁচ হাজার টাকা পাওনা বাকি রয়ে গেছে—এই টাকা যখন আসবে তখন তা' দিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার বক্তব্য হল যে সুনির্দিষ্ট ভাবে টাকা খরচ করেছেন ঠিক আছে। কিন্তু এই টাকাগুলি খরচ করার পরও তাদের একটা পরিবার-এর কোন উন্নত হয়নি। এখন এসমস্ত পরিবারগুলিকে আইডেন্টিফাই করে তাদের জন্য স্পেশাল প্রোগ্রাম নেবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি এই টাকাগুলি জোট সরকারের আমলে খরচ হয়েছে এবং ৩৩ কোটি টাকার মধ্যে ৩২ কোটি টাকা খরচ হল জোট সরকারের আমলে, ৮০শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু তখন এই সমস্ত পরিবারগুলিকে সঠিকভাবে পুর্নবাসনে ব্যবস্থা করা গেল না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি পূর্ব বাছাই বাড়ীতে একটা ইরিগেশন করার জন্য এই টি, এন, ভি, টাকায় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং টাকাও অনুমোদন হয়ে গিয়েছিল এবং কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার গ্রাম হল পূর্ব বাছাই বাড়ী, আমার জন্মস্থান। দেখা গেল হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পাইপ নিয়ে গেল একটা বাঁধ বানাবে সেখানে। এবং কত হেক্টর জমি তারা কাভার করেছেন। দেখা গেল এখন কিছুই নেই। গত বন্যায় সব বাংলাদেশে নিয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশ সরকার সেই পাইপ দিয়ে তারা তাদের ইরিগেশনের কাজ এখন করতে পারবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ, উনার যেহেতু বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং যেভাবে এই স্কীমের টাকা নষ্ট হয়েছে, এটার জন্য তদন্ত করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আর না অনেক হয়েছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১০৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আমতলীস্থিত রামকৃষ্ণ স্কুল স্থাপনের সময় এমন কোন শর্ত ছিল কিনা যে, স্কুলে এবং ছাত্রাবাসের মোট অর্ধেক সংখ্যক উপজাতি ছাত্র ভর্তি করিতে হইবে।

২। সত্য হইলে ইহা কার্যাকর হইতেছে কিনা,

৩। না হইলে তার কারণ ? এবং

৪। বর্তমানে ঐ স্কুলের সর্ব্বমোট ছাত্রসংখ্যা কত এবং তমধ্যে উপজাতি ছাত্র সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, কার্যকর হইতেছে।

৩। প্রশ্ন আসে না এবং

৪। বর্তমানে ঐ স্কুলের সর্ব্বমোট ছাত্র সংখ্যা ৩৭৪ জন, তা মধ্যে উপজাতি ছাত্র সংখ্যা ১৬৯ জন।

মিঃ স্পীকার :— কোন সাপ্লিমেন্টারী আছে, নেই। মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৬

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৬

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কতটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর ছাত্রাবাসগুলি সি, আর পি, এফ, এবং অন্যান ফোর্স কর্তৃক বহু দিন যাবত দখল করে রাখার ফলে ছাত্রাবাসগুলি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। উক্ত ছাত্রাবাসগুলি থেকে দখলিকৃত সি, আর, পি, এফ এবং অন্যান্য ফোর্সদের অন্যত্র স্থান করে দিয়ে তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত গরীব ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ছাত্রাবাসগুলি পুনরায় চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যের ৬ (ছয়) টি বিদ্যালয়-এর ছাত্রাবাস সি, আর, পি. এফ এবং অন্যান্য ফোর্স দখল করে আছে।

২। হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ে কোন পার্লামেন্টারী আছে, মাননীয় সদস্যদের।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাবলিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবত বেশ কিছু ছাত্রাবাস যেমন আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলছি তেনতুই হাইস্কুলে দুইটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছিল। একটি বালিকাদের জন্য আরেকটি ছেলেদের জন্য। যে গার্লস্ স্কুলটা গত জোট আমলে উদ্বোধন হয়েছিল, এবং হোস্টেলের সমস্ত বাসনপত্র কিনা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে টি এস, আর' ক্যাম্প থাকার ফলে একটা উপজাতি এলাকার এই হোস্টেলটি চালু করা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন বিকল্প ব্যবস্থা করছে না। এই সব হোস্টেলে যে সমস্ত ক্যাম্প আছে তা কবে নাগাদ সরানো হবে? এবং সেই সমস্ত হোস্টেলগুলি কবে নাগাদ চালু করা যাবে এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হয়। এবং সি, আর, পি, এফ বা এই ধরণের ফোর্স'কে অন্যত্র জায়গা দেওয়ার মত স্থানেরও সংকোলন নেই। এই এক দিকে সমস্ত এলাকার আরক্ষার বিষয়টি যেমন যুক্ত আবার তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যাপারটা তেমনি যুক্ত। কিন্তু স্থানের সংকোলন করা যায়নি বলে এই সমস্যাটা দীর্ঘদিন যাবত রয়েছে। তবু আমরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করব এবং এতে মাননীয় সদস্য যেভাবে বিষয়টি উপস্থিত করছেন যে সমস্যাটা খুবই জরুরী। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পুলিশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাবলিমেন্টারী স্যার, এখানে যে ছয়টা বোর্ডিং এর কথা বলা হয়েছে তা কোথায় কোথায় অবস্থিত এবং তার নামগুলি কি কি?

মিঃ স্পীকার :— এটা অনেক জাগায়ই আছে, আপনিতো তা দেখছেনই।

শ্রী প্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— সাবলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ ৬টা হোস্টেল বা স্কুলগুলি কতমাস যাবত বন্ধ ছিল, এবং ঐ স্কুলগুলি যতমাস যাবত বন্ধ ছিল ততমাস যাবত ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যত্র পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইগুলি তো ছাত্রাবাস,। স্কুলে তো পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। এই ছাত্রাবাসের বিকল্প অন্য কোথাও তার ব্যবস্থা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

প্রশ্ন এবং উত্তর

১. বর্ত্তমানে রাজ্যে কয়টি আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) সেণ্টার আছে।

উত্তর : বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে ২,০০৫টি অঙ্গনওয়াদী সেণ্টার আছে।

২. আরও নূতন অঙ্গনওয়াদী সেণ্টার খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

উত্তর : আরও ৬৭৪টি নূতন অঙ্গনওয়াদী সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩. কতগুলি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এখনও খোলা সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তর : ৬৭৪টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এখনও তা খোলা সম্ভব হয়নি।

৪. রাজ্যে কয়টি এস, ই, সেন্টার এবং আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) সেন্টারের প্রয়োজনীয় স্থান নেই।

উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

৫. উক্ত সেন্টারগুলিতে প্রয়োজনীয় স্থানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : খালি জায়গা এবং জোতে জায়গা দান গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী পবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৬৭৪টি অঙ্গনওয়াদী স্কুল বা সেন্টার খোলার জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটি কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে নির্দিষ্ট করে বলবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এইসেন্টারগুলি খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মানব কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিগত ১৯৯১-৯২ সালে মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত সেন্টারগুলি খোলা সম্ভব হয় নাই। তার একটি কারণ আছে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনওয়াদী যারা পরিচালনা করেন বা কর্মচারী তাদেরকে যে বেতন ভাতা দেন তা যৎ সামান্য। যারা অঙ্গনওয়াদী সেন্টারে কাজ করে তারা প্রতি মাসে ১০০ টাকা ও ১৩০ টাকা করে দেওয়া হইতেছে। বৎসরে এই বাবদ ৫৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়। কিন্তু যে অতিরিক্ত টাকা সেটা আমাদের স্ট্যাট সরকারের কমিটমেন্ট, সেটি ৬৭৪টি সেন্টার চালু করতে গেলেও সেই অতিরিক্ত ১৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য সেটি সম্ভব হয়নি। এটা জোট রাজত্বের আমলে অনুমোদন হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মানব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় থেকেও কিছু করতে পারে নাই: আমরাও আর্থিক কারণে এখনো আমরা পারছি না।

শ্রীপবিত্র কর:— সাপ্লিমেন্টারী, এই সেন্টারগুলিতে আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক জায়গাতে বাড়ী নেই, খাবার জলের কোন সুব্যবস্থা নেই, এই ব্যাপারে সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা বা করা যায় কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এইগুলিকে চালু করাটাই একটি কঠিন সমস্যা। জল ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে সেখানে। অর্থের অভাবে সেখানে কোন কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। আর সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সেটি চেষ্টা করা যেতে পারে পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ থেকে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমরা যতটুকু জানি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার প্রতিটি এলাকায় পাঁচ শত জনসংখ্যা নিয়ে গঠন করাই গাইড লাইন। এখানে কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রোপোজাল ছিল যে তিন শত পরিবার নিয়ে আবার নূতন করে গঠন করার জন্য। আর এক একটি ব্লককে নিয়েই একটি প্রজেক্ট করা হয়। রাজ্যের কোন কোন ব্লকগুলি এখনো প্রজেক্ট করা হয় নাই এবং ৫৫০ থেকে বাদ দিয়ে ৩০০ কভার করা যায় রাজ্য সরকার থেকে এমন প্রোপোজেল দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এখন তো নূতন অনেক ব্লক হয়েছে। সেই কারণে কোন ব্লকে হয়েছে সেটি এখন বলা যায় না। মোটামোটি এখানে দেখা যাচ্ছে সব ব্লকেই কভার হয়ে গেছে। আর বাকীগুলি যে আছে সেইগুলি এখনো কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারগুলিতে ছোট ছোট শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য এখানে খিচুরীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই সেন্টারগুলির ভেতরেই খিচুরী রান্নার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কাজেই এখানে কিচেন রোমের কোন ব্যবস্থা নেই। এই সমস্যা সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারেই দেখা যায়। কাজেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সমস্ত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নিবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— অবস্থা খারাপ হলে আমরা যে ঘরে থাকি সেখানে রান্নাও করি ছাগলও বাধি কিছু করার নেই।

শ্রীভদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিগত পাঁচ বছর বিশেষ করে জোট জমানায় অনেক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী চাকুরীচ্যুত হয়েছেন। কোথাও চেয়ারম্যানরা তাদেরকে চাকরী থেকে তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা কত? এবং তাদের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** এই সংখ্যা এখানে আমার কাছে নেই। জোট জমানায় অনেক কিছু হয়েছে। এই সংখ্যা সদস্য যদি সাহায্য করলে আমাকে দিতে পারেন।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্ত্তমানে এই অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারটি যেখানে আছে, সেখানে এনবরতই উগ্রপন্থীদের আনাগোনা হয়, ফলে এ টিতে শিশুদের পড়াশুনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কাজেই, এ অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারটি সেখান থেকে সরিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, বর্ত্তমানে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারটি একটি ছোট গ্রামে আছে এবং সেই গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা আছে, এখন সেটাকে কাঞ্চনপুরে সরিয়ে আনা যায়, যেহেতু সেখানে উগ্রপন্থীদের ত্রাস কম। কিন্তু এ ছোট গ্রামের শিশুদের কি হবে ? আজকে তো ত্রিপুরার সর্বত্রই উগ্রপন্থিদের আনাগোনা চলছে এবং তারাই এ'সব সেন্টারগুলিতে রাত্রি কাটায়, এছাড়া তো তাদের থাকার অন্য কোন জায়গা নাই। এখন তো দেখছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেবল উগ্রপন্থী জঙ্গল আর জীব জন্তুরাই থাকবে মানুষ আর থাকবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (বিশালগড়) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সব এ, সি, সেন্টার থেকে কতজন স্কুল মাদারকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার জন্য মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নোটিশ দিয়েছেন—সেই সংখ্যাটা কত ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এই সংখ্যাটা আমার জানা নাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে প্রায় ৩০০ উপর এ, সি স্কুল মাদারকে বরখাস্তের নোটিশ দিয়েছেন এবং তারা হাইকোর্ট এর বিরুদ্ধে সাময়িক ইনজেংশান পেয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** এই তথ্যও আমার কাছে নাই।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উগ্রপন্থীদের হামলার দরুন অথবা অন্যান্য কারনে সারা রাজ্যে কতটি অঙ্গনওয়াড়ীর সেন্টার বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর কতটি এখনও চালু আছে, জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যের নবোদয় বিদ্যালযের সংখ্যা কত, এবং কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন?

২) রাজ্যের নবোদয় বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়?

৩) এ সকল বিদ্যালয সমূহের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা রাজ্যে চালু আছে?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট দুইটি নবোদয় বিদ্যালয় আছে এবং এই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৫৪৭ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন।

২) বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর টাকা বরাদ্দ করে থাকে। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য মোট ৫৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন।

৩) তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজ্যে কারিগরী বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরী মহাবিদ্যালয় আছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি যে এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিলং—এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফলে তাদের অভিভাবকদের তাদের সংগে যোগাযোগ করতে অনেক অসুবিধা হয়। কাজেই ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের এই যে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এখানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যান্ত আছে। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী সময়ে কোথায় যাবে এটা ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপার। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর এবং ওখানকার যে রিজিওন্যাল ডিরেক্টার উনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমি যতটুকু জানি রামচন্দ্রঘাটে দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হয়েছিল। দশম শ্রেণী পাশ করার পর অন্যান্য স্কুলে চলে গেছে। প্রত্যেক স্কুলেই দ্বাদশ শ্রেণী খোলতে হবে। এই ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। আমি যতটুকু জানি রামচন্দ্রঘাট এবং উদয়পুর নবোদয় বিদ্যালয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করে ফাস্ট বেচ বেড়িয়ে গেছে। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর তারা শিলং আগরতলা বা কলকাতা যাবে কি না এটা ছাত্রদের নিজস্ব ব্যাপার।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রামচন্দ্রঘাটে যে নবোদয় বিদ্যালয়টি আছে সেটা না কি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ব্যাপারে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি চলছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই বিদ্যালয়ের জন্য সাইট সিলেকশন করা হয়েছিল তেলিয়ামুড়াতে। জোট আমলে সেটা কর হয়েছে রামচন্দ্রঘাটে। সেখানে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। যে পরিবেশের দরকার, কমুনিকেশনের দরকার সেটা সেখানে নেই। তেলিয়ামুড়াতে যেখানে প্রস্তাব ছিল সেখানে বিস্তীর্ণ জায়গা আছে। এই সব স্কুল করার ক্ষেত্রে বেষ্ট জায়গাতে করা উচিত।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরায় যে নবোদয় বিদ্যালয় আছে সটা তাকমা ছড়াতে করার কথা ছিল। সেটা না করে মহারাণীতে করা হয়েছে এবং এর পরে কাকড়াবন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারজন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য তাকমাছড়াতে করার সিদ্ধান্ত সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এটা শুরু হয়েছিল মহারাণীতে। কিন্তু সেখানে থাকার খুব অসুবিধা। তখন সেটাকে শিফট করে কাকড়াবন সেখানে বিলডিং ছিল অ্যাকোমডেশন করা হয়েছে। ফিউচারে এটা এক্সপানশনের দরকার হবে, এটা ন্যাশনেল স্কুল, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র থেকে টীচার আসবে এবং তাদের থাকার জনা কোয়ার্টার দরকার হবে। শেষ পর্যন্ত উদয়পুর মাতাবাড়ীতে ফাইনাল হবে। এই ব্যাপারে আমাদের কোন দুর্বলতা নেই। এটা ডি. এম দেখবেন। তবে রামচন্দ্রঘাটে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। এখন তারা নিজেরা এসে ডি. এম. এর সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করছেন। অনেকে এলাকা থেকে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু আমার মতামত প্রধান মতামত নয়। আমি শুধু বলেছি, বেষ্টসাইট যাতে হয় সেটা দেখার জন্য। এটা বিলোনীয়া ভার্সাস উদয়পুরের প্রবলেম নয়। তারা নিজেরাই এসে জিনিসটা দেখছে। আর রামচন্দ্রঘাটে আমি নিজে গেছি। এটা পছন্দ হওয়ার মত নয়। ভীষণ বাজে। ছাত্ররা প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এটা বিলোনীয়া-উদয়পুরের ঝগড়ার ব্যাপার নয়। তকমাছড়ায় হবে এ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কমিটমেন্ট ছিল। কেশব বাবুর কি উদ্দেশ্য তা আমি জানি না। তবে ঝগড়ার ব্যাপার নয়।

মিঃ স্পীকার :— না, না, কেশববাবুর কথা নয়। উনিত বলেছেন। এই সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নং—১২৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২৮।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২৮।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে খেলাধুলার জন্য কতটি ষ্টেডিয়াম আছে, এবং

২। কোথায় কোথায় আর নূতন ষ্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহরে ও দক্ষিণ ত্রিপুরার চন্দ্রপুরে দুইটি ষ্টেডিয়ামে কাজ চলছে, এবং আংশিক কাজ বাকী আছে। সম্পূর্ণ ষ্টেডিয়াম ত্রিপুরাতে একটিও নেই।

২। এম. বি. বি. কলেজের লেক মাঠে পশ্চিম জেলার ষ্টেডিয়ামের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। এরজন্য রাজ্য পি. ডব্লিও. ডি.কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁধারঘাটে ক্যাপিটাল স্পোর্টস কমপ্লেকস তৈরী করার দায়িত্ব সি. পি. ডাব্লিও. ডি.কে দেওয়া হয়েছে এবং কাজ আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— রাজ্যের যেখানে যেখানে স্টেডিয়াম হচ্ছে তা নতুন করেই হউক কিংবা পুরাতন স্টেডিয়ামই হউক সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম কোনটি হবে এবং তার সীট সংখ্যা কত হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, বড় স্টেডিয়ামত ক্যাপিটাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সই হবে। তবে আসন সংখ্যা কত হবে তার তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা যতটুকু শুনেছি তাতে বলতে পারি, টাকার অভাবে স্টেডিয়ামগুলির আংশিক কাজ সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। যেমন কৈলাশহরেও কিছু কাজ বাকী রয়ে গেছে টাকার জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বাকী টাকার প্রভিশান করা হবে কিনা যাতে অতি সত্বর দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায় ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— কৈলাশহরে যে স্টেডিয়াম হচ্ছে, তাতে সেন্ট্রাল শেয়ার ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। এটা সবটাই পাওয়া গেছে। আর যে সামান্য এ্যাকসপেণ্ডিচার বাকী আছে তা স্টেট ফাণ্ড থেকে যাবে টোটাল অ্যাকসপেণ্ডিচার হবে, ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হবার কাছাকাছি। চন্দ্রপুরে সেন্ট্রাল শেয়ার ১২লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ৭লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আরো বাকী রয়ে গেছে ৫ লক্ষ টাকা। স্টেট ফাণ্ড থেকে খরচ করা হয়েছে ৭লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। টোটাল খরচ হবে, ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। আর বাঁধারঘাট স্পোটস্ কমপ্লেক্সের জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা সি. পি. ডব্লিও ডি কে দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সনে নর্থ-ইষ্ট স্পোর্টস্ ফেষ্টিবাল এখানে যে হবে এর মধ্যে বাঁধারঘাটে ক্যাপিটাল স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের কাজ শেষ না হলেও এম বি. বি. কলেজ গ্রাউণ্ডে যে স্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আমি আশা করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রেকটিক্যালী টাকার অভাবে বাধাঁরঘাট স্পোর্ট কমপ্লেক্স-এর কাজ করে যাচ্ছে না এটা ঠিক। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিস নূতন তৈরী হবে। কলকাতার সল্ট লেইকে যে ব্যবস্থা আছে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নেবেন কিনা যে উপরে স্টেডিয়াম হবে তার নীচে অফিসগুলি হবে। সমস্ত টাকা যদি স্পোর্টস কমপ্লেকসকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে অফিসগুলি যদি নীচে তৈরী হয়ে যায় তাহলে খুব দ্রুত স্পোর্টস কমপ্লেকস তৈরী হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে সরকারের কোন চিন্তা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রসঙ্গে কোন কিছুই এখন বলা যাচ্ছে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাধাঁরঘাট স্পোর্টস কমপ্লেকস সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ৬৬লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য। জোট সরকারের আমলে এই বাধাঁরঘাটে স্টেডিয়াম নির্মাণ ক্রীড়ামন্ত্রীর একটা নাটক আমরা দেখেছিলাম। এই বাধাঁরঘাটে স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে প্রথম অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসে স্টেডিয়ামের শিলন্যাস করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জোট রাজত্বে ১৯৯২ ইং সালে আবার ক্রীড়ামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে দিয়ে এই বাধাঁরঘাট স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ঘটা করে ১লক্ষ ৫৮ হাজার খরচ করে শিলান্যাস করেছিলেন। উনি স্টেডিয়ামের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করেছিলেন ? এই যে ক্ষতি হল এটার কারন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নটা একটু অন্য রকম। যাই হোক বাধাঁরঘাটে যে স্টেডিয়ামের জন্য

এটার ফাউণ্ডেশান স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন ইউনিয়ন মিনিষ্টার ডঃ সি. পি. চন্দ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিস্ মমতা ব্যানার্জী, কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিষ্টার অব স্পোর্টস গত ৩১.১.৯২ ইং তারিখে একটা ফাউণ্ডেশান ষ্টোন স্থাপন করেছিলেন। প্রথম ফাউণ্ডেশান ষ্টোন স্থাপন করা হয়েছিল ৮.৯.৭৮ ইং তারিখে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। কিন্তু এর পর আবার ফাউণ্ডেশান ষ্টোন কিভাবে হল আমি বুঝতে পারছি না। এবং সেই জন্য খরচ করা হয়েছিল ১লক্ষ ৭৮ হাজার ২২৮ টাকা। এটা খুব অদ্ভুত লাগছে যে ষ্টেডিয়ামের ফাউণ্ডেশান ষ্টোন দুইবার কি করে হয়?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— স্যার ক্যাপিট্যাল স্পোর্টস্ কমপ্লেকস্-এই শব্দটার সাথে ত্রিপুরার মানুষ পরিচিত ছিলেন না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্ল্যান করে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করে কিছু মাটি কেটে ফেলে রেখেছিল। জোট সরকারের সময় আমরা এটাকে ধরে ২৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট বিনা পয়সায় তৈরী করেছি। ত্রিপুরার একজন সন্তান তিনি সি. পি. ডাবলিউতে আছেন, তিনি বিনা পয়সায় এটা করেছেন। আপনারা বোস এ্যাণ্ড বোসকে দিয়ে ১৪লক্ষ টাকা খরচ করে প্ল্যান করেছেন, ডিজাইন করেছেন। আর আমরা বিনা পয়সায় ২৫ কোটি টাকা খরচ করে ক্যাপিটাল স্পোর্টস কমপ্লেকস করেছি যাতে আগামী ৫০০ বছর পর্যন্ত আপনারা এটাকে ভোগ করতে পারেন। আর ডঃ পি. সি. চন্দ যেটা করেছিলেন সেটা একটা ছোট ষ্টেডিয়ামের পরিকল্পনা ছিল। তারপর এটা বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। আমরা যখন সেখানে অফিসারদের নিয়ে যাই, তখন আমরা কিছুই পাইনি। এটাকে সহ আরও সারাউণ্ডিং বাড়িয়ে ত্রিপুরার ক্রীড়া মোদিদের স্বার্থে আরও বড় প্রজেক্টের নূতন প্রপোজাল নিয়ে আমরা দিয়েছি। শুধু তাই নয়, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে আমার মতান্তর ও হয়েছিল ত্রিপুরার স্বার্থে কারন তিনি ৫ কোটি টাকা প্রথম দেবেন বলেছিলেন এবং পরে ২ কোটি নেমে এসেছিলেন। আমাদের আরও বলেছিলেন যে এই প্রজেক্ট আরও কমিয়ে দিতে হবে, কিন্তু আমরা সেটা স্বীকার করি নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—অনারাবেল স্পীকার স্যার, প্ল্যানের এই ধরণের তথ্য এখন এখানে নেই এবং এই নিয়ে স্পোর্টস কমপ্লেকসের জন্য আলাদা ফাউণ্ডেশান হয়েছে শুধু এটা ষ্টরি বলা হয়েছে। পি সি চন্দ একবার উদ্বোধন করলেন আবার মমতা ব্যানার্জী উদ্বোধন করলেন, এটা নিয়ে পত্রপত্রিকায় নানা ধরণের আলোচনা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই, আপনি যে তথ্য দিয়েছেন চেইঞ্জ হতে পারে প্ল্যানে থাকতে পারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা খুব দৃষ্টিকটু লেগেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৭।

প্রশ্ন

১। গত জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারিত হয়ে যে সব উপজাতি নারী প্রাণরক্ষার জন্য রাজ্য ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম ও আসামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের পুনরায় ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা [illegible] আছে কিনা, [illegible]

২। [illegible] হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তর সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A & B")

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।, আমার একটা বক্তব্য আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এনেছিলেন, প্রশ্ন নাম্বার ৩০ প্রশ্নটা হচ্ছে...

1. Total number of crimes aganist women that had taken place during the perido from April, 1993 to July, 94 (Sub-Division wise break-up).

2. Total number of arrests made in relation to such crimes.

3. Names of the arrested persons Sub-Divisions wise?

এটা তো স্যার, আপনারা জানেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সিক্রেট তথ্য ডেলি গিয়ে থাকে এবং প্রতি এক মাস অন্তর ক্রাইম চার্ট হয় সেখানে এই যে প্রশ্ন উত্তর সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এই বিধান সভায় প্রশ্ন এড়াইবার প্রবনতা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের আছে। আপনার কাছে, আমরা অনুরোধ করছি বিধানসভাকে এই ভাবে মিস গাইড করার জন্য ওনারা যাতে বিরত থাকেন।

মিঃ স্পিকার :— সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়, কিছু ক্ষেত্রে এই রকম হলেও হতে পারে। যেমন চাকমা কোয়েশ্চান এটা এনালাইসিস্ করা ঠিক নয়। এটাই বলছি।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— বিধানসভায় অন্ততঃ পক্ষে ১৫ দিন আগে মাননীয় বিধায়করা প্রশ্ন পাঠিয়ে থাকেন তার কারন হলো সঠিক ভাবে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী এই প্রশ্নোত্তরে বলেছেন তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এটা হোম ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন, এই প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীমতিলাল সাহা :—একটা হোম ডিপার্টমেন্টের, তথ্য সংগ্রহাধীন থাকে কি করে? এটার ত সময় লাগার কোন ব্যাপার না। প্রতিদিনের ঘটনা রেকর্ডেড হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে তা প্রতিদিন রেকর্ডেড হচ্ছে। এইটার তথ্য সংগ্রহাধীন হয় কি করে?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমার মনে হয় প্রশ্নটা অনেকটা কংগ্রেস প্রশ্ন করেছে এই ধরণের একটা গন্ধ ওরা পেয়েছে, কারন নৃপেনবাবু অতীতে কংগ্রেস ছিলেন। কাজেই নৃপেনবাবু প্রশ্ন করেছেন বলে এইটাকে বাদের খাতায় ফেলে দেওয়া হোক। স্যার, আমি ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম ডেইলী কি ঘটনা হচ্ছে না হচ্ছে তা মুখ্যমন্ত্রীর রুমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রুমে ডেইলী ৫টার সময় রিপোর্ট আসে, উইকলী রিপোর্ট আসে, মান্থলী রিপোর্ট আসে, এই তথ্য সংগ্রহাধীন থাকতে পারে না। আমরা এটাই ধরে নেব নৃপেনবাবু

প্রশ্ন করেছেন বলে যেহেতু কংগ্রেসী গন্ধ সেজন্য এটা করা হয়েছে। স্যার আজকের একটা পত্রিকায় দেখেছি খবর বেরিয়েছে নৃপেনবাবুকে বাদের খাতায় ফেলে দিয়েছে তাবজন্য নৃপেনবাবুর দেওয়া কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়না এটা টেবিলে লে করা হয়না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নটা আমি ২১ তারিখে বিকালে পেয়েছি। নাচারেলি অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলি কালেক্ট করতে একটু সময় লাগে। কাজেই এটা ত আনস্টারর্ড কোয়েশ্চান অ্যাসেম্বলীতে আসবেই, সদস্যরা জানতে পারবেনা।

মি: স্পীকার :— এই সম্পর্কে দপ্তরের মন্ত্রীরা যদিও উত্তর দেন, সেটা ত অফিসাররাই করে দেন, কাজেই যেখানে এই ধরণের পারটিনেন্ট কোয়েশ্চানের ব্যাপারে এই ধরণের অবহেলা করা মোটেই যুক্তিসংগত না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যদি বৈদ্যনাথবাবুর উত্তর দিতে অসুবিধা হয়, উনি যদি বলেন তাহলে আমি আজকে বিকালে কতজন ধর্ষিতা হয়েছে, কতজন খুন হয়েছে আমি বলে দিতে পারব। উনি আমার কাছে চাইতে পারেন, আমি দেব, আমি এই হাউসে দিয়ে দেব।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমিত বললামই আমি এমন সময়ে পেয়েছি, এটা সংগ্রহ করা যায়নি। আর উনি যে কতটা দক্ষ তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এই জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে যে কাগজ পাঠানো হয়েছে সেটাও আমার কাছে আছে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আগামী জানুয়ারী পর্যন্ত কি হবে এটাও তার কাছে আছে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, একটা প্রশ্ন লবীতে আলোচনা হয়েছে যে ডিফাইণ্ড লেফ্ট ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট, দিস ইজ এ গভর্ণমেণ্ট অফ লোডশেডিং দিস ইজ এ গভর্ণমেণ্ট অফ ব্লাডশেড, দিস ইজ এ গভর্ণমেণ্ট অফ ক্রোকোডাইল টিয়ার্স সেডিং।

মি: স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ।

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার আজকের কার্য্যসূচীতে কয়েকটি রেফারেন্স আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের অন্তর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি ১৬.৯.৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য আনন্দমোহন রোয়াজা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে "১৬/৯/৯৪ ইং তারিখের" ডেইলী "দেশের কথা" পত্রিকায় উল্লিখিত "কংই নেতার বাড়ী থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্র তৈরীর কারখানা আবিস্কার করা সম্পর্কে"।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই নোটিশটির উপর বৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, গত ১৩-৯-৯৪ ইং রাত্র অনুমানিক ৯-৩০ মি: এর সময় গণ্ডাছড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গণ্ডাছড়া থানার হরিপুর ২০ কার্ড সাকিনের শ্রীমোহনবাসী দাসের বাড়ীতে এক তল্লাসী অভিযান চালায়। পুলিশ খবর পেয়েছিল যে গণ্ডছড়া থানায় রুজু করা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৩ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৩১-৯৪ নং মামলার লুণ্ঠিত মালামাল শ্রীদাসের বাড়ীতে আছে। তল্লাসীর সময় পুলিশ শ্রীমোহনবাসী দাস এবং তার পুত্র শ্রীশান্ত দাসের হেফাজত হইতে ৩টি লাইসেন্স বিহীন দেশী বন্দুক, ২টি লোহার পাইপ এবং ২টি রামদা উদ্ধার করে এবং উভয়কে গত ১৪-৯-৯৪ইং

তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। তদন্তকালে পুলিশ কোথাও কোন অস্ত্র তৈরার কারখানা খুঁজে পান নাই। এই ঘটনায় পুলিশ গণ্ডাছাড়া থানায় অস্ত্র আইনের ২৬(১) (ক) ধারায় ৩২,৯৪ নং মামলা নথীভুক্ত করেন।

ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে এবং স্যার, এই গ্রেপ্তারকৃত শ্রীমোহনবাসী দাস এবং তাহার পুত্র শ্রীশান্ত দাস কংগ্রেস (আই) এর সক্রীয় কর্মী বলে পুলিশী তদন্তে প্রকাশ।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গণ্ডাছড়াতে যেটা মোহনবাসী দাসের বাড়ীতে পাওয়া গেছে এবং তারজন্য যেভাবে তাদের পিতা পুত্রকে এরেস্ট করা হয়েছে, সেটা স্যার বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকেই ওরা পরিকল্পিতভাবে বন্দুক তৈরীর কারখানা জায়গায় জায়গায় করেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় তারা এরেষ্টও হচ্ছে। স্যার, ৩১শে আগষ্ট এই ত্রিপুরা রাজ্যের জিরানীয়ার শচিন্দ্রনগর কলোনীর কংগ্রেস (আই)র কর্মী জহরলাল দাস ও নিরঞ্জন দাসকে ৪টি তাজা বোমা সহ পুলিশ এরেষ্ট করেছে। ২০ আগষ্ট উদয়পুরে যুবসমিতির নেতা অনন্তমুড়া সিং-এর বাড়ীতে ৩টি দেশী বন্দুক এবং ২টি কারতুস বন্দুক তৈরী করার সরঞ্জাম সেখানেও পাওয়া গেছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুব্রত মারাককে, কৃষ্ণ নোতিয়া, নাসা মারাক ও মধু প্রসাদ ত্রিপুরাদেরকে। ২৭শে আগষ্ট কংগ্রেস (আই)র কর্মী শংকর দেবকে বোমা সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে জগন্নাথপুর হাইস্কুলে। ২৮শে আগষ্ট দামছড়ার নীলবসন পাড়া থেকে উপজাতি যুব সমিতির নেতা সোনালাল ত্রিপুরাকে ২টি দেশী বন্দুক সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে দেশের শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুব সমিতি পরিকল্পিত ভাবে এই সমস্ত কাজ করছে এবং এই কাজের মধ্য দিয়ে দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য, বক্তব্য না রেখে আপনি কি ক্ল্যারিফিকেশান চাইছেন সেটা বলুন।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— আমি এই ২৮ তারিখ পর্যন্ত দামছড়া পর্যন্ত যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি সম্পর্কে কোন তথ্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমিতো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছি, তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক, এই পরিস্থিতি তারা রাজ্যের ভিতরে সৃষ্টি করছে, সমস্ত জায়গায় তারা এগুলি করছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনি রেফারেন্স আনলেন ১৬ তারিখের আর এখন চলে গেলেন ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কি হয়েছে তার উপরে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছি। তবে মাননীয় সদস্য বলেছেন এই পরিস্থিতি উনারা (বিরোধী সদস্যরা) সৃষ্টি করেছেন এবং তারই প্রমাণ হিসেবে উনি এটা উপস্থাপিত করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— অন্য আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-

"গত ১৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশ [illegible] রনকর্মী : মুখ্যসচিবের দিল্লীর বাড়ীতে

গেল টাক বোঝাই সেগুন : রাজ্যে 'বন উজার পর্বের অবিশ্বাস্য বিচিত্র উপাখ্যান'—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মাননীয় বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উনাকে আমি আহ্বান করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রেফারেন্স যোশানটির বিষয়বস্তু হলো

"গত ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সঙ্গে বন কর্মী : মুখ্যসচিবের দিল্লীর বাড়ীতে গেল টাক বোঝাই সেগুন : রাজ্যে বন উজার পর্বের অবিশ্বাস্য বিচিত্র উপাখ্যান এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। সরকারী বক্তব্য হলো :— 'সরকারী অনুমোদনক্রমে নিয়মানুসারে বন বিভাগ থেকে গত ৩০-৫-৯২ ইং তারিখে ১৭-১। মিস। ৯৪।৮।৬৭-৭৮ নং সেহামুলে মুখ্যসচিবের নামে ৭.৫.৯৪ ঘন মিটার সেগুন কাঠ যথাসময়ে মূল্য ও শুল্ক আদায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপরোক্ত মঞ্জুরীকৃত ৭.৬৫ ঘন মিটার সেগুন কাঠের মূল্য বাবদ মোট ৩১,২৭৬ টাকা ও শুল্ক বাবদ ১৬৫৯ টাকা গত ২৬. ৭. ৯৪ ইং তারিখে এবং ১৭৩১৮ নং চালান মূলে আগরতলা ট্রেজারীতে জমা হয়। এবং তৎপর উপরোক্ত কাঠ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য যথাযথ সরকারী নিয়মানুসারে ২৯.৭.৯২ ইং তারিখে এফ। ৭(১১০) ফম্ন। এম।৯২।পার্ট২।২০৫৭৯নং সেহামূলে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত কাঠ পরিবহনকারী ট্রাকের সঙ্গে কোন বনকর্মী গিয়েছিলেন কিনা এই ব্যাপারে কোন তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না বা জানা আছে কি না কেন্দ্রিয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বহিঃরাজ্যে দুমূল্য বনজ সম্পদ নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ-তেমনিভাবে এই মূল্যবান বনজ সম্পদ ইস্যু করাও তৎরূপ ভাবে নিষিদ্ধ। এই আইন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না বা জানা আছে কি না ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এটা অবৈধভাবে নয়-আইনগতভাবেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেখানে কেন্দ্রিয় পরিবেশ ও বন দপ্তর সুরক্ষা আইনে বলা হয়েছে সেগুন, মেহগনী প্রভৃতি মূল্যবান বনজ সম্পদ এইগুলি বহিঃরাজ্যে দেওয়া যাবে না- নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটার জন্য পার্মিট ইস্যু করাও বে-আইনী। এই সমস্ত থাকা সত্বেও কেন এইটা দেওয়া হলো তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, আমি বলেছি এটা বে-আইনী না, আইনগতভাবেই এটা দেওয়া হয়েছে। বে-আইনী দেওয়া হয়েছে জোট আমলে যদি মাননীয় সদস্য প্রমাণ চান আমি দিতে পারি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এটা জোট আমলের প্রশ্ন না, এখন যেটা চলছে সেটাই দেখার বিষয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, টি, জি, ই, এ, নর্থ ডিভিশন, আমবাসা কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট, বি, কে, বহুগুনার কাছে যদি তারা ডেপুটেশন না দিত তাহলে এই তথ্যগুলি বেরুত না। শুধু তাই নয়, ঐ যে, ত্রিপাল সিং, সে সেখানে ব্যবসা করছে। তার সঙ্গে কনজারভেটর অব ফরেস্ট-এর বন্ধুত্ব এবং ডি এফ ও বনবীরও তার বন্ধু সেই দৌলতে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই

রকমভাবে বন উজাড় করে ট্রাক ... করে নিয়ে যাচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সব তথ্য দিয়েছেন। এখান থেকে পাঠানোর যে পারমিট সেটা শুদ্ধ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই কাঠগুলি নতুন করে কাটা হয়নি। বিভিন্ন ডীট অফিস সেগুলি চীজ করে থাকে তার থেকেই দেওয়া হয়েছে। এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, গত ৫টা বছর কোন জায়গায় বন রেখেছে, শত শত কোটি টাকার বন সাফ করে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে। আপনারা বড় কথা বলবেন না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ... স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ... কিনা যে, রাজ্যে কর্মরত অবস্থায় আই এস, এস, জে পি ... প্রয়োজনে এর ট্রাক সেগুন নিয়ে যান তার বাড়ীতে। তিনি এখন লণ্ডনে আছেন। ... পরিবেশ দপ্তর তদন্ত অনুযায়ী তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করে তার তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে ... এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মহোদয়ের জানা আছে কিনা? ... এই তথ্য শুনে যদি দোষী ... টপ মোস্ট ডি, আই, পি, বেআইনীভাবে এই কাজ করছে ... দোষী সাব্যস্তের সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা?

শ্রী কয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— গেজেট অব কেরিফিকেশান স্যার আমি বলছি ভেঙ্কেক আই, এস, এস, জে, পি, যা এইভাবে বন দপ্তর থেকে একটার পর একটা কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর যেখানে বন দপ্তর দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তিন বছরের জন্য যেখানে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে রেখেছে ঠিক তেমনিভাবে এই আইন কেন্দ্রীয় দপ্তরে আছে। সেটাকে আপনারা সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রী কয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার আমিতো বলেছি এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নেই। যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে তথ্য দেন তাহলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটতো মুখ্য সচিব সম্পর্কে ... উনার পক্ষে যে সমস্ত তথ্য আছে সেগুলি বন মন্ত্রী দিয়েছেন। এটা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, মুখ্যসচিব কাঠ নেবেন অথচ উনার কাছে পারমিশন থাকবে না এটা ... পারমিট ... উনি দিয়েছেন। কাজেই আপনার প্রশ্নটা সেইভাবে পাকাপাকিভাবে হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় আবেদনটি বিষয় হচ্ছে গত ২১.৯.৯৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়বস্তুটি হচ্ছে—

"গত ২০ শে সেপ্টেম্বর দৈনিক পত্রিকায় সিপাইয়ে যুবক খুন, গ্রেপ্তার নেই, এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২০ শে সেপ্টেম্বর 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় সিপাইয়ে যুবক খুন, গ্রেপ্তার নেই, এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

REFERENCE PERIOD

গত ১৭.৯.৯৪ ইং তারিখ আনুমানিক রাত ৮ টার সময় সিধাই থানার অন্তর্গত নরেন্দ্রনগর চা বাগানের সন্তোষ তাঁতি (বয়স ৫০ বৎসর) উক্ত চা বাগানের শ্রীসুকলাল লাহেরীর বাড়ীতে মনসা পূজা দেখার জন্য বাহির হয়।

রাত্র আনুমানিক ৯ টার সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নরেন্দ্রনগর চা বাগানের বস্তীর সামনে ধারালো অস্ত্রদ্বারা সন্তোষ তাঁতিকে গুরুতরভাবে জখম করে :—

১। শ্রী ভুবন দেববর্মা— সাং গণেশ চৌধুরী পাড়া, থানা—এয়ারপোর্ট।
২। শ্রী বিদ্যা দেববর্মা— ঐ
৩। শ্রী অমু তাঁতি ঐ
৪। শ্রী নিমাই বোনাজ সাং— নরেন্দ্রনগর চা বাগান থানা—সিধাই।

প্রতিবেশীগণ সন্তোষ তাঁতিকে চিকিৎসার জন্য জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণ করেন এবং ১৮.৯.৯৪ইং সকালে সন্তোষ জি. বি. হাসপাতালে মারা যায়।

উক্ত ঘটনায় মৃত সন্তোষ তাঁতীর স্ত্রী শ্রীমতি ময়না তাঁতীর অভিযোগ মূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৩০/৯৪ নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য আরম্ভ করেন।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামীগনকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু আসামীগণ পলাতক থাকায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তদন্তকার্য অব্যাহত আছে।

তদন্তে জানা যায় ঘটনাটি অরাজনৈতিক এবং পূর্ব শত্রুতা বলিয়া প্রকাশ পায়।

শ্রীদীপক নাগ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, ১৭.৯.৯৪ ঘটনা ঘটার পর, তাকে হাসপাতালে আনার পর নিহত সন্তোষ তাঁতির তরফ থেকে সিধাই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু [illegible] যাওয়ার পর ২০ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ সেখানে যায়নি এবং নিহত হরেন্দ্র নরেন্দ্রনগর বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করায় তাকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হয়েছে এ তথ্য আছে কিনা। এবং পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আসামীরা এখনো তাদের বাড়ী ঘরে আছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা যারা করেছে তাতে রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বের শত্রুতা ছিল। আর দুই নম্বর হচ্ছে পুলিশ ইনকুয়ারীতে যথন সময়ে যায়নি তা আমি খবর নিয়ে দেখব এবং পুলিশকে বলব আসামীকে ধরবার জন্য তারা যাতে যথেষ্ট চেষ্টা করে।

শ্রীদীপক নাগ : - পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, সেটা যে যায় সেটার প্রমাণ হচ্ছে ২০ তারিখ সকালবেলা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুধীরবাবু এস-বি-কে ফোন করেছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে, ফোন করার পর আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে পুলিশ সেখানে তদন্তের জন্য গিয়েছিল এবং

যে প্রত্যক্ষ দর্শি ঐ সন্তোষ তাঁতীর শাশুড়ী নিজের চোখে খুনীদেরকে দেখেছিলেন, এবং সন্তোষ তাঁতীকে ছুড়ি দিয়ে আঘাত করার সময় তিনি সেখানে ছিলেন; আজ পর্যন্ত ঐ মহিলার ষ্টেটমেণ্ট নেওয়া হয়নি এবং আরেক প্রত্যক্ষ দর্শি নিহত সন্তোষ তাঁতীর শ্বশুর উনারও ষ্টেটমেণ্ট পুলিশ নেয়নি সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই ; তবে উনি যেগুলি বললেন আমি খুজ খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স কেসেস্) চতুর্থটি গত ২১.৯.৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল : —

"গত ১১.৮.৯৪ ইং তারিখে অনুমানিক বিকাল চার ঘটিকায় গণ্ডাছড়া হইতে রইস্যাবাড়া যাওয়ার পথে নৌকা ডুবিতে একজন পুলিশ কর্মী মারা যাওয়া সম্পর্কে।।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—গত ১১.৮.৯৪ ইং তারিখে হাবিলদার চিত্ত দেববর্মার নেতৃত্বে কনেষ্টবল সুব্রত ভৌমিক, স্বপন শীল, সুভাষ বর্মণ, রাজবিহারী দাসের একটি দল রইস্যাবাড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্কের টাকার এসকর্ট করার জন্য গণ্ডাছড়ার একটি ইঞ্জিন চালিত দেশী নৌকা করে যায়। রইস্যাবাড়া গ্রামীন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রী বীরেন্দ্র ত্রিপুরা গণ্ডাছড়া নৌকাঘাটে রইস্যাবড়ো যাওয়ার উদ্দেশে এসকর্ট দলটি সহ যান। নৌকা ঘাটে এসকর্ট দলটি হাবিলদার চিত্ত দেববর্মা নৌকাতে সাধারণ লোকজন দেখতে পাইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করে সাধারণ লোকজন সহ নৌকাটি রইস্যাবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করে এবং বেলা ২ ঘটিকার সময় রামবাবু আওয়ার নামার স্থানে পৌছিলে প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভবনা দেখা দেওয়ায় যদ ঝকে নৌকা তীরে ভেরাতে অনুরোধ করা হলে নৌকার মাঝি তা অমান্য করে নৌকা চালিয়ে যায়। এমত অবস্থায় জলাশয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠে এবং নৌকাতে জল প্রবেশ করতে থাকে। নৌকাতে জল উঠে নৌকাটি তলাইয়া যাইতে থাকলে নৌকায় উপস্থিত সকলেই যে প্রাণ রক্ষার তাগিদে জলে না পাইরা পরে এবং পর মুহুর্তেই স্থানীয় চাকমাদের দুইটি নৌকা তাদের সকলকেউদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসে তীরে পৌছানোর পর দেখা যায় যে কনেষ্টবল সুভাষ বর্মণ তার রাইফেল ও গুলি সহ তীরে আসে নি। প্রকাশ থাকে যে নৌকাটিতে পুলিশ দলটি ছাড়াও ২০, ২ জন যাত্রী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে গত ১২,৮,৯৪ ইং তারিখে দুপুর বেলা রাইমা জলাশয়ে রমাবাবু আওয়ার নামক স্থানে হইতে (যেখানে নৌকাটি তলাইয়া যাইতেছিল) কনেষ্টবল সুভাষ বর্মণের মৃতদেহ এবং দুইটি রাইফেল ও ৫৫ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, যদিও ঘটনাটি গত ১১-৮-৯৪ ইং তারিখ বেলা অনুমান দুই ঘটিকার সময় ঘটে ছিল কিন্তু দুর্যোগ পূর্ণ আবাহাওয়া ও পরবর্তী সময়ে রাত্রির অন্ধকারের ফলে উদ্ধার কার্য্যে ব্যাহত হয়।

এই ঘটনায় নৌকাটির চালক রইস্যাবাড়া থানাধীন এস কে পাড়া নিবাসী শ্রী মোহন ত্রিপুরা এবং রইস্যা-বাড়া গ্রামীন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রী বীরেন্দ্র ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উপরোক্ত ঘটনাটি হাবিলদার ঐ চিত্ত দেববর্মার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯,৩০৪ (এ) ধারায় মোকদ্দমা নং ৯১৪ নথিভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন স্যার,

বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, গণ্ডাছড়া গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানাজার, সে বিভিন্ন উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সংগে জড়িত এবং তার বিভিন্ন কার্যকলাপে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি এই সমস্ত কাজে এ এলাকাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ১১/৮/৯৪ইং তারিখে নৌকা করে গণ্ডাছড়া যাওয়ার পথে মোহন ত্রিপুরা বলে একজন পুলিশ নৌকাতে তুলে নিয়েছিল এবং মাঝ পথে নৌকা ডুবিয়ে তার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে এই ধরণের কোন তথ্য নেই, তবে মাননীয় সদস্য যদি এসব তথ্য দিতে পারেন, তাহলে পুলিশের কাজে সহায়তা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—পরবর্তী উল্লেখ পর্বের নোটিশটি ছিল মাননীয় সদস্য শ্রীসুদন দাস মহোদয়ের। আজই উক্ত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "ঈশানপুর দ্বাদশ স্কুলে (সিধাই থানাধীন) উপজাতি ছাত্রাবাসে আক্রমণ করে ছাত্রদের বই এবং পোষাক পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গত ১৭-৯-৯৪ইং সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ ঘটিকার সময় সিধাই থানাধীন নূতন বাজার রাফলাইবাড়ী, দাওবারাণী, গোচামুড়া ইত্যাদি সাকিমের কিছু সংখ্যক উপজাতি যুবক উক্ত থানাধীন পঞ্চবটীর পূর্ব কলোনীর কিছু সংখ্যক যুবকের সহিত অবৈধভাবে নেওয়া বিদ্যুতের লাইন তাহাদের এলাকার কে বা কারা কাটিয়ে দেয়, এই বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করে এবং শাসাইয়া সেখান থেকে চলিয়া যায়। পরবর্তী সময়ে রাত্রি আনুমানিক ৮-৩০ মিঃ শ্রীপ্রদীপ দেববর্মা ও আরও ৪০-৫০ জন উপজাতি যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পঞ্চবটী পূর্ব কলোনীতে আক্রমণ চালায়। ফলে শান্তিবালা বিশ্বাস, শান্তিবালা সরকার এবং মনোরঞ্জন সাহা ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং আরও ১১ জন আহত হয়। উক্ত ঘটনার পর দিন অর্থাৎ ১৮-৯-৯৪ইং তারিখে ঈশানপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ নিজেরা ছাত্রাবাস বন্ধ করে দরজার চাবি এ ছাত্রাবাসের পাচক শ্রীঅকন দেববর্মার নিকট বুঝাইয়া দিয়ে যার যার বাড়ী ঘরে চলিয়া যায়। এ দিনই রাত্রি বেলায় কিছু সংখ্যক অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী তালা ভেঙে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে সিলিং ফ্যান, দেওয়াল ঘড়ি নিয়া যায় এবং যাওয়ার পূর্বে এ ছাত্রাবাসের বইপত্র, কাপড় চোপড়, বিছানাপত্র ইত্যাদিতে আগুন দিয়ে সব পুড়িয়ে দেয়।

উক্ত ঘটনাটি সিধাই থানা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৭/৪৫৭/৩৮০ ধারায় মকোদ্দমা নং ১৩১/৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য শুরু করে কিন্তু ঘটনায় জড়িত আসামীদের সনাক্ত করণ না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে, আসামীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে এবং তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এমন তথ্য আছে কিনা যে যারা এই বোর্ডিং এ আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে হারাধন দেবনাথ এবং শম্ভু পাল নামে দুইজন জড়িত ছিল, এবং তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে আসামীদের সনাক্তকরণ হয়নি। এখন, মাননীয় সদস্য যদি সন্দেহজনক কারো নাম দেন, তাহলে সেটা পুলিশকে দেওয়া হবে যাতে তাদের তদন্ত কার্য্যের সুবিধা হয়।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইতিমধ্যে এ এলাকায় ... গত ২০শে তারিখে যে দিন পঞ্চায়েতের নির্বাচন হল, সেদিনও আমাদের বিধায়ক ... উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে এবং আক্রমণের সংগেও এই ... জড়িত ছিল এই সম্বন্ধে কোন তথ্য আপনার কাছে আছে কি?

পঞ্চায়েতের ফলাফল বের হওয়ার পর, পঞ্চায়েতের পরাজয়ের বদলা নেওয়ার জন্যই এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখানে বিধায়ক রতন নাথ এবং তার সহযোগী হারাধন দেবনাথ ও শম্ভু দেবনাথ এই সমস্ত ঘটনায় জড়িত এমন কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, কলিং অ্যাটেনশন এ য এসেছে তার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনে কি আছে। এটা স্যার, আপনার দেখা দরকার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, ঈশানপুরের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এই হাউসে পরিবেশিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটা আলাদা ব্যাপার।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, এই ঘটনাগুলি হঠাৎ ঘটেনি। এগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটা দাঙ্গা বাঁধানোর লক্ষ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। প্রণব দেববর্মার উপর হামলা এবং হোসস্টেলে ঢুকে এই গণ্ডগোল করা হয়েছে এবং এই সমস্ত ঘটনার পুরোধারায় ছিল হারাধন দেবনাথ এবং শম্ভু দেবনাথ। কাজেই এই ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— সমস্ত ব্যাপারটাই তদন্তাধীন আছে ... হারাধন দেবনাথ এবং শম্ভু দেবনাথ জড়িত কি না সেটা তদন্তে প্রকাশ হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য ... "... পাল নার্সিং হোমে প্রতিমা রায় নামে জনৈকা মহিলা খুন হওয়া সম্পর্কে

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৯/৬/৯৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা ... টিকার সময় ... ও. এন. জি. সিয়ের ডিপুটি ডিরেকটার (অর্থ) শ্রী এন সি রায়ের স্ত্রী প্রতিমা রায় ... আগরতলা শিবনগরস্থিত পাল নার্সিং হোমে ভর্তি হন। গত ২০-৬-৯৪ ইং ... সময় পাল নার্সিং হোমের মালিক ডঃ শংকর চন্দ্র পাল টেলিফোনে পূর্ব আগরতলা থানায় জানান ... পাল নার্সিং হোমে ভর্তী হওয়া রুগিনী প্রতিমা রায় রাত ২টায় তাহার নার্সিং হোম থেকে নিখোঁজ হন। প্রতিমা রায়ের নিখোঁজ সংবাদটি পূর্ব আগরতলা থানায় গত ২০-৬-৯৪ ইং তারিখ ১৬৬ নং ... নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। গত ২০-৬-৯৪ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯-৩০ ... প্রতিমা রায়ের ভাশুর শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র রায় পূর্ব আগরতলা থানায় উপস্থিত হয়ে এই মর্মে থানায় এজাহার দেন যে গত ১৯-৬-৯৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬ ঘটিকার সময় তাহার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী প্রতিমা রায় পাল নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তী হয়েছিল। কিন্তু ২০-৬-৯৪ ইং রাত অনুমান দুইটার সময় প্রতিমা পাল নার্সিং হোম থেকে নিখোঁজ হয়।

২১-৬-৯৪ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় নিখোঁজ প্রতিমা রায়ের মৃতদেহ কলেজ টিলাসহিত মৎস্য সংরক্ষণ জলাধারে (মডার্ণ ক্লাবের নিকট, দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত সংবাদ মূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৩ ক)। ২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯৩/৯৪ নথিভুক্ত করে এবং উক্ত মোকদ্দমাভার পূর্ব আগরতলা থানার এস আই. বিমল দেব এর উপর ন্যাস্ত করা হয়। তদন্তকালে উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে ডঃ শঙ্কর চন্দ্র পালকে গত ২১.৬.৯৪ ইং তারিখ এবং নিহত প্রতিমা রায়ের ভাগিনা শ্রী শংকর [illegible]কে গত ২৭.৬.৯৪ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

গত ২[illegible] ৪ ইং তারিখ উক্ত মোকদ্দমার তদন্তের ভার রাজ্যের গোয়েন্দা (সি.আই.ডি) দপ্তরের উপর ন্যাস্ত করা হয়। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের পুলিশ তদন্তকালে উক্ত মোকদ্দমার সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যোগ করেন। তদন্তকালে তদন্তকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রী প্রদীপ কুমার ভদ্র উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গত ৪.৭.৯৪ ইং তারিখ পাল নার্সিং হোমের কর্মী শ্রী পুলিন দেবনাথ ও ড্রাইভার শ্রী শ্যামল মালাকারকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে

গত [illegible].৭.৯৪ ইং তারিখ ডঃ কিশলয় দত্তকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। গত ১০.৭.৯৪ ইং তারিখ পাল নার্সিং হোমের মহিলা কর্মী শ্রীমতী টিংকু গোপ, শ্রীমতী শোভা দেবনাথ এবং কুমারী বীণা দে'কে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে ধৃত আসামীগণের মধ্যে পুলিন দেবনাথ ও শ্যামল মালাকার জেল হাজতে আছে। অন্যান্য আসামীগণ আদালত হইতে জামিনে মুক্ত আছে। মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, তিনটি [illegible] কিছু। আমার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের জানা আছে কি এখনও পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। আমরা পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে দেখেছি, প্রতিমা রায়কে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, পোষ্ট মর্টেম ডাক্তাররা ঠিকভাবে করেছেন কিনা? [illegible] পরীক্ষা করানো হয়েছে কিনা? যদি করানো হয়ে থাকে, তবে ঠিক ভাবে করেছেন কিনা? নাকি [illegible] একই কায়দায় টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, মৃতার গায়ে শুধু [illegible] এবং ব্রা [illegible] ছিল। শাড়ী দূরে ছিল। এগুলো মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানেন কিনা তা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলেছি, সি. আই. ডি. তদন্তে দেওয়া হয়েছে, এবং কয়েকজনকে অ্যারেষ্টও করা হয়েছে। এখন এর বেশী কিছু তদন্তের স্বার্থে বলা যাবে না। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন রেখেছেন তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। করলে কেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আগে তদন্ত হউক। দোষী সাব্যস্ত হলে দেখা যাবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, পাল নার্সিং হোমে প্রতিমা রায়ের পাশের কোঠায় এবং তার [illegible] কোন রোগী ছিলেন? কোন রোগী ভর্তি হয়েছিলেন কিনা এবং সেই রোগী ভর্তি হওয়ার [illegible] কিনা? দ্বিতীয়তঃ, ডাক্তার এবং নার্সদের ডিউটি রেজিষ্টার [illegible] করার জন্য সেগুলো গায়েব করা হয়েছিল কিনা এবং গায়েব হয়ে থাকলে তার জন্য পুলিশ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? তৃতীয়তঃ, আসামী পুলিন দেবনাথ এবং শ্যামল

মালাকার তারা বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। তাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে তারা বলেছিল যে ২০ তারিখে প্রতিমা রায়ের লাস গাড়ী করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এ দিকে পুলিশ বলেছে যে গত ২০ তারিখে পুলিশ পাল নার্সিং হোমের প্রহরায় ছিল। যদি প্রহরায় থাকে তাহলে গাড়ী করে লাস কি ভাবে পাচার হয়ে গেল ? তাহলে পুলিশ মৃতদেহ পাচার করতে কোন সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল কিনা ? আর যদি নিয়েই থাকে তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সমস্ত তথ্য এখন আমার হাতে নেই। মাননীয় সদস্য এখানে যে সমস্ত কথা বলেছেন রেজিষ্টারে নাম ছিল কিনা, পাশের বেডে কারা ছিলেন, সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তদন্ত কার্য বিঘ্নিত হয় এরকম তথ্য উৎঘাটন করা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নগুলি করেছেন সেগুলি সম্পর্কে খবর নেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দেব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রতিমা রায় ২০ তারিখে নিখোঁজ হয়েছিলেন ২১ তারিখে প্রতিমা রায়ের পক্ষে থানায় এজাহার করা হল। ২১ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত পুলিশের ভূমিকা কি এবং ২৬ তারিখে সি. আই. ডি ৩০২ ধারায় আসামীদের এরেষ্ট করে। পুলিশের একটা অংশ এই বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার জন্য চেষ্টা করেছিল এই তথ্য ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। সরকার থেকে এটা যাতে সঠিক বিচার হয়, তথ্য উৎঘাটিত হয়ে দোষীরা শাস্তি পায় তারজন্য সি. আই. ডি কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনে স্যার, কোন কোন পুলিশ অফিসার যুক্ত থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কেইসটিকে চাপানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিলে তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেন্ট এটা পরিস্কার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ২০ তারিখে নিখোঁজ হয়েছে ২১ তারিখে থানায় জানানো হয়েছে। এবং ২৬ তারিখে সি. আই. ডির হাতে কেইসটি দেওয়া হয় ত্রিপুরাবাসীর একটা বিরাট অংশের চাপ পড়ে এবং সরকারেরও সন্দেহ ছিল যে পুলিশ ঠিক মত ইনকোয়ারী করতে পারছে না, সি. আই. ডি দ্বারা ভালভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। পুলিশের একটা অংশ এই ঘটনাটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে প্রকৃত আসামীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— এরকমভাবে কথা বলা যায় না, সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থিত করুন।

মিঃ স্পীকারঃ— স্যার, আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৬ই আগষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পাতায়" ভোটার তালিকা নিয়ে জট, লক্ষ লক্ষ নোটিশ জারি হচ্ছে, বহু ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—(উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, "গত ৬ই আগষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায়"

ভোটার তালিকা নিয়ে নতুন জট লক্ষ লক্ষ নোটিশ জারী হচ্ছে, বহু ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ”

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে জানাইতেছি যে ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ ধারার জন প্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ অনুসারে ভারতের নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রনে নির্বাচন বিধি, ১৯৬০ অনুযায়ী রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরী করা হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক বিশেষ ভাবে নিযুক্ত রাজ্য সরকারের অফিসারগণ রাজ্য ভোটার তালিকা তৈরী করেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অফিসারগণ ভোটার তালিকা তৈরী করেন। রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরী বা সংশোধনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছুই করণীয় নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে খুশী হতে পারলাম না, কেন না কেউ জানে কিছু বলা বলে নির্বাচন কমিশন সেখানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা নিযুক্ত থাকে। যেখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়েছে স্যার এবং এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তারা নিরাপদ অংশের মানুষ, বেশীর ভাগ ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত তপশীলি উপজাতি জাতি অংশের মানুষ এবং সাধারণ মুসলীম সম্প্রদায়। বলছি এইজন্য যে, কোন সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য নয় স্যার, এই লোকগুলি গরীব অংশের এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে ছেলের এবং দাদুর ডকুমেন্ট আছে কিন্তু বাবার কোন ডকমেন্ট নেই। আমাদের যৌথ পরিবারে দেখা যায় একজনের নামে প্রপারটি ছিল এবং অন্যান্যরা সেই প্রপারটি ভোগ করছে কিন্তু ৫০ বছর পরে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করছে আপনার কাগজ পত্র দেখান কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে এটা সরকারের ঠিক নয়। স্যার, আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ভোটার লিষ্ট থেকে কোন্ জায়গায় কতজন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে—ধর্মনগরে ৩০ হাজার, কৈলাশহরে ৯ হাজার, কাঞ্চনপুর, রাইমাভ্যালিতে প্রায় ৫/৬ হাজার এবং আগরতলা শহরে প্রায় ৭০ হাজারের মত। যেমন একজন বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুলের হেড মিসট্রেজ উনি ৩০ বছর ধরে চাকরী করছেন উনাকেও নাগরিকত্ব প্রমাণ দেখানোর কথা বলা হয়েছে, কামনা ভট্টাচার্য্য রামনগর ২নং রাস্তার ভদ্রলোক উনি ৩৮ বছর ত্রিপুরা সরকারে চাকুরী করে রিটায়ার করেছেন উনাকে নোটিশ জারী করেছেন। স্যার, এই ভাবে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন মন্ত্রী অমর সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রশেখর দত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যেন্দ্র মজুমদার উনাদের নামই উঠেনি। এই ভাবে যে ঘটনাগুলি ঘটল সেখানেও রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা নেই কারণ রাজ্য সরকারের অফিসারই ইলেকশন কমিশনের কাজ করেন। এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে এক জায়গায় গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিটিজেনশীপের এবং বলছেন আপনারা যে সিটিজেনশীপ করেছেন তার ডকুমেন্ট দেখান। আমরা জানি ৫৬ বছর আগে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে সিটিজেনশীপ দিয়ে এসেছেন কোন ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয়নি কিন্তু এখন সেই সিটিজেনশীপের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এবং ডকুমেন্টের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গায় সরকার কোন বক্তব্য রাখছেন না। আমার নাগরীকত্ব কার্ড হচ্ছে না, ৩/৪টা কার্ড লাগবে, আমার দলীল লাগবে, এই সমস্ত সরকারী রেকর্ড রুমে আছে কিন্তু আমরা সেখানে গেলে পাচ্ছি না। বিরাট সমস্যা, দোষারোপ দেখা সাব্যস্ত করতে না পেরে এমন কিছু লোকের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে যারা বাস্তবিক পক্ষে স্থায়ী বাসিন্দা। কাজেই

দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে, এইরকম প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে, আমরা দিতে পারি। এখানে প্রমাণের প্রশ্ন নয়, এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে তাতে সরকার নীরব ভূমিকা নিচ্ছেন কেন? এই যে যারা বাদ গেল তাদের অবস্থা কি? তাদের আগামীদিনে প্রশ্ন আসবে রেশন কার্ড দেওয়া হবে না, কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবেনা, আগামীদিনে প্রশ্ন আসবে ... কার্ড পাবেনা। এটা একটা বিরাট সমস্যা। এইভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠছে ত্রিপুরার বিরা... মানুষ ... এই ব্যাপারে সরকারের পরিষ্কার বক্তব্য জানাবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য তিনি ৩ তিন বার বোধহয় নির্বাচিত হয়েছেন। ইলেকশান কমিশনারের কাছ, ... সম্বন্ধে উনার না জানার কথা নয় এবং এখানে আমি উল্লেখ করছি কি কি ধারাতে নির্বাচন কমিশন সব ... নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ডাইরেক্ট গাইডেন্সে তাদের লিষ্ট তৈরী করেন। আমাদের রাজ্যে ২১ জন ... গত মার্চ মাস থেকে তারা এসে পর্যবেক্ষন করছেন এবং এই পর্যন্ত ৫ বার ... এসেছেন। ... না ওয়া পর্যন্ত ওদের ডাইরেক্ট কন্‌ট্রোলে এটা করছে। আমাদের যারা ... নির্দেশনে কাজ করছেন এই হল প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ইন্দিরা মুজিব যে চুক্তি হয় ... পরিষ্কার লেখা হয়েছিল যে ১৯৭১ ইংরাজীর ২৫শে মার্চের পরে যদি কেউ এদেশে এসে ... ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গন্য হবেনা। তথাপি মাননীয় সদস্য যেসমস্ত নাম দিয়েছেন তারা চাকরী করছেন ... নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশ রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে পাবলিসিটি দেওয়ার জন্য সেটা যথাযথভাবে আমরা ... তাদের নির্দেশমত তাদের কথামতই আমরা দিয়েছি। তারমধ্যে কি ... আছে সরকারী কর্মচারী, সরকারী সংস্থা সমূহের কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী অথবা প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে কোন প্রমাণ পত্রগুলি হলে পরে ... কাগজ উপস্থিত করলে, এই কেইস কন্‌সিডার করা হবে পরীক্ষা করা হবে এবং তিনি পেতে পারেন। আমি একটা ইন্‌সিডেন্টের কথা বলছি স্যার, উদাহরণ হিসাবে আমি কমলপুর গিয়েছিলাম স্যার। কম... ডি, ও আমাকে বলেছিলেন যে ১ জন মামলার আসামী হিসাবে এক সময়ে অভিযুক্ত ... ১৯৬১ সনে। ... নে সেই মামলার কাগজপত্র এনে দেখিয়ে বললেন আমাকে, আমি যে ভারতবর্ষের নাগরিক এই মামলার কাগজপত্র হল তার প্রমাণ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আচ্ছা, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, ২৫শে মার্চ ৭১ইং তারিখের আগে ভূমি, ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল পত্রাদি, ... দলিল ইত্যাদি সমস্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দপ্তরে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত শরনার্থী হিসাবে নথিভুক্ত প্রমাণপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট ২৫শে মার্চ ৭১ইং তারিখের পূর্বে, ভারতবর্ষের যেকোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা পর্ষদ প্রদত্ত মার্কশীট বা সার্টিফিকেট ২৫শে মার্চ ৭১ইং তারিখের পূর্বে বিদ্যালয়ের, মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত যেকোন কাগজপত্র অর্থাৎ এত ওয়াইড রাখা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরও ৬টি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমাদের আছে। এর পরে আমাদের অন্য বিজনেস্ রয়ে গেছে এবং আজকে প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশানও আছে। যে ৬টি কলিং অ্যাটেনশান আছে হাউস যদি একমত হন তাহলে পরে আমি লে করার জন্য বলছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, অনেক ক্ল্যারিফিকেশান অ্যাডমিট করলে চলবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— অন্য আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ …

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, স্যার, ভোটার লিষ্ট নিয়ে যে একটা অচল অবস্থা, স রাজ্যের মধ্যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে যেটা আপনি এনেছেন এটা সম্পর্কে কিন্তু ক্যাটেগরিক্যালী উত্তর এসেছে। আমি জানি না আগের বেলার শেষ দিকে কি পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে। তবে এই সম্পর্কে পরিষ্কার প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনি এটা এনেছেন, কিন্তু এটা অ্যাডামট করা যায় না। তবু আমরা এনেছি, অ্যাডমিট করা যায় না এই কারণে যে, এটা আণ্ডার প্রসেস, আণ্ডার প্রসেসের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে সরাসরি ইলেকশান কমিশনার আণ্ডারে এইগুলি চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ষ্টাফ ওরা নিয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ষ্টাফ দিয়ে নিয়ে এই কাজ চলছে। এর মধ্যে কেউ বাদ পড়তে পারে, আবার কেউ বাদ নাও পড়তে পারে হতে পারে এইগুলি অনেক ইম্পর্ট্যান্ট ব্যক্তি, ইণ্ডিয়ানদের নামও তারা বাদ দিয়েছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ইলেকশন কমিশনের ইণ্ডিপেনডেন্ট লোকেরা এইসব করছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আপনি যেটা বলছেন সেটা আমিও জানি। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল যে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীরাই এটার মধ্যে অংশ নিয়েছেন, বিভিন্ন ডকোমেণ্টগুলি ইলেকশন কমিশন সাপ্লাই করবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলছি, এই জাতীয় ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যতিক্রম হয় তো সেটা পরীক্ষা করার জন্য আবার সপ্তাহে সপ্তাহে অবজারভার আসছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, অবজারভারের কাজ আমার জানা মতে আ ার কন ষ্টিটুয়েন্সিতে আমি নিজে যাওয়ার পরেও অবজেকশন দেওয়ার পরেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে খাইছড়া পঞ্চায়েতের কাছে রাস্তার পাশেই তিনটা ট্রাইবেল বাড়ী, আমি নিজে গিয়ে বলার পরেও ওদের নাম উঠেনি।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলছি এই রকম হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত লোকের কারণে অনেকের দেখা গেছে সময় মত নোটিশ দিতে পারেনি বলে নাম বাদ পরে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি একবারও আপনার সঙ্গে অমত করছি না, আপনার কথাগুলি সব ঠিক আছে। কিন্তু এগুলির উত্তর দেবে কে ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমার বক্তব্য হল, রাজ্য সরকার বলেতো একটা সরকার আছে, আমার কথা হচ্ছে রাজ্য সরকার ভোটার লিষ্ট করবে না, কিন্তু ভোটের লিষ্ট যাতে প্রপার হয়, এই রাজ্যের মানুষ যাতে তাদের অধিকার পায়, তাদের অধিকার যাতে থাকে, ভোটের লিষ্টে যাতে তাদের নাম ঠিক ঠিকভাবে উঠে সেটা দেখার দায়িত্ব কি রাজ্য সরকারের নাই ?

মিঃ স্পীকার :— না না, প্রশ্নটা সেই জায়গাতে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— দেখা গেছে এমন হয়েছে, একটা পরিবারের বাবা ভোটার, ছেলে ভোটার, মার কোন ডকোমেণ্ট নাই, তাহলে মার নাম ভোটের লিষ্টে উঠবে না.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের প্রশ্নগুলি সব ঠিক, এখানে এমন অনেক সদস্য আছেন আমি নাম বলছি না, আপনাদের বিরোধী বেঞ্চে যেমন আছে ট্রেজারী বেঞ্চেও সেই রকম আছে যাদের বাড়ীর লোকের নাম নাই যেমন, মাননীয় সদস্য অনিল সরকারের বোধ হয় এই রকম হয়েছে। মাননীয় সদস্য মাখন বাবুর নিজের স্ত্রীর নাম উঠেনি। এটা কি ইচ্ছা করে তিনি করছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমার কথা হচ্ছে, এখানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরাইতো রিপোর্ট দিয়েছেন দেখা গেল সিটিজেনশীপ ঠিক করে এনে দেখানোর পরেও নাম উঠেনি, আরও তিনটা ডকোমেণ্ট দেখাতে হবে না হলে হবে না। স্যার, সেখান গাইড লাইন বেঁধে দিয়েছেন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি হবে?

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত না। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, সর্বত্র এই ধরণের একই অভিযোগ, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কোথাও ভুলভাবে বাদ পড়েছে, কোথাও শুদ্ধভাবে বাদ পড়েছে এবং সেটাকে তদন্ত করার জন্য তাদেরই অবজার্ভার প্রতি সপ্তাহে আসছে। যখন ইলেকশন অবজার্ভার আসে দিল্লী থেকে তখন রাজ্য সরকার, সেই ভাবেই চলে। আমি যেদিন দিল্লী থেকে এলাম (স্পীকার কনফারেন্স শেষে) তখন সেখান থেকে আপনাদের নেতা মিঃ কুটিও এলেন। আপনাদের নেতা সুধীরবাবুও উনার সঙ্গে দেখা করে এই সব বললেন। তিনি বললেন যে তিনি এটা দেখবেন। এটার জন্য নালিশ করার জায়গা হচ্ছে উনাদের কাছে। এখন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে যদি এটা থাকতো তাহলে এই ধরনের হতনা। কারণ দেখা গেছে মাননীয় সদস্য মাখন বাবুর স্ত্রীর নামও উঠেনি। এটা কি নিজের গভার্ণমেণ্ট থাকলে হয়?

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমি তো গভার্ণমেণ্টকে বলছি না—গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। গভার্ণমেণ্ট কোন দায়িত্ব নেয়নি আমাদের নাম কেটে দেওয়ার জন্য। আমি তো সেটা বলছিনা। এখানে গভর্ণমেণ্ট যার এমপ্লয় জড়িত—সেই এমপ্লয়িরা যদি সমস্ত বিষয় ঠিক ঠিকভাবে বিচার বিবেচনা না করেন. গাইড লাইনের মধ্যে আছে স্যার এটা। এই ব্যাপারে আমরা ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পর কিছু অবজেকসন রেইজ করার পর কিছুটা কারেকট্ করা হয়েছে। কিন্তু এটা ব্যাপকভাবে নোটিশ দিয়েছেন স্যার, এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার স্যার। এই ব্যাপারে তো সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারে তা এই সমস্ত কথা বলা ঠিক না। আমাদের রাজ্য সরকারের যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছে তারা ওদের ডাইরেকট্ কন্ট্রোলে। মাননীয় বিধায়ক দেখেছেন এই যে সচিত্র পরিচয় পত্র নিয়ে সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় হচ্ছে এখন ইলেকশন কমিশনারের নির্দেশ নিয়ে। এই সব জেনে শুনে উনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এটাকে এভাবে তোলতে চেষ্টা করছেন। সমস্যা আছে, কিন্তু সেটা টোট্যালী ইলেকশন কমিশনারের ব্যাপার।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এই যে ১৯৭১ সালের ভোটার লিষ্ট, এটা তো পাবলিকের কাছে নেই স্যার, অথচ এটা ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয় না।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— এখানে প্রশ্ন রয়ে গেছে স্যার, অফিসিয়েলী যে সমস্ত ডকুমেন্ট যেমন ১৯৭১ এর ভোটারলিষ্ট এবং স্কুলের সার্টিফিকেট, এগুলি যারা বয়স্ক আছেন যারা কখনো প্রয়োজন মনে করেনি যে এগুলি তাদের দরকার। কিন্তু এখন এই অর্ডারমূলে এগুলি দরকার পড়ে গেছে। এখন অফিসে গেলে পরে এগুলি পাওয়া যায় না. এখন পঞ্চায়েত আফিস থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু অফিসে গেলে পরে কাউকে পাওয়া যায় না উনাদের বাড়ীতে যেতে হয়। এইভাবে টাইম কিলিং করছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা বলতে পারেন যে উপযুক্ত ডকুমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অফিসে দেরী করলে সে ব্যাপারে উনারা দেখতে পারেন। এটাই হচ্ছে আপনাদের অভিযোগ।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— হ্যাঁ স্যার,।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এই ব্যাপারে অপজিসান যারা আছে তারাই বেশী শাফারার স্যার।

মিঃ স্পীকার :— না না, এটা ঠিক না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— তাহলে তো এই সমস্ত আলোচনায় এটা ক্লিয়ার হলো যে, এই সমস্ত ব্যাপারটাই ইলেকশন কমিশনের এক্তিয়ারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, দল একটা অ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করেছেন এই ভোটার লিষ্টে নাম উঠানোর বিষয়টিকে নিয়ে।

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হয়েছিল ১৯৭১ সালে। এই ইন্দিরা গান্ধী উনাদেরই দলের নেত্রী ছিলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এখন তারা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছেন। সামান্য সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে উনারা এখন যে জিনিসটা প্রচার করছেন মাঠে ঘাটে যে বামফ্রন্টকে ভোট দাও, দশরথ দেবকে মুখ্যমন্ত্রী বানাও তাহলে তোমাদের বাংলাদেশে যাবার রাস্তা সুগম হবে। এভাবে ভোটার লিষ্ট থেকে তোমাদের নাম বাদ পড়ে যাবে। এই অ-ব্যবস্থাটা উনারা হাউসের বাইরেও গ্রহণ করেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি না যে তারা মাইণ্ডকে বিষাক্ত করার চেষ্টা করছেন?

শ্রীবৈদনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে যে গাইড লাইন দেওয়া হয়েছিল যে সামান্য তম একটা পরিচয়পত্র, একটা ব্যাংক একাউন্ট, বা পরচা বা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ১৯৭১ ইং সালের পূর্বের দেখালেই চলবে। এই ব্যাপারে আমাদের পাবলিসিটি থেকে আমাদের নির্দেশটি সার্কুলেট করা হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমারও স্যার কথা হচ্ছে তাই। সমস্ত কিছু বলা হয়েছে যে একটা কিছু দেখালেই চলবে কিন্তু তারপরেও নোটিশ ইস্যু করা হলো কেন?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে মাননীয় সদস্য একটা ঘটনার কথা বলছি আমাদের কমলপুরের হালাহালিতে এক ভদ্রলোকের কোন ডকুমেন্ট ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের আগে ১৯৬৭ সালে সে একটা চুরির কেইসে গ্রেপ্তার হয়েছিল। সে চোর হিসেবে তার থানাতে যে ডকুমেন্ট আছে সেটাই ছিল তার ডকুমেন্ট। এইভাবে তার নাম উঠেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমারও বক্তব্য হচ্ছে তাই স্যার। কিন্তু এরপরেও কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের নামে নোটিশ ইস্যু করা হলো?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা ইস্যু করেছেন ইলেকশন কমিশন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ঘটনাটা দেখুন। আমি ১৯৫৮ এ এসেছি। আমার সিটিজেনশীপ আছে. এম, বি বি, কলেজের ছাত্র। আমি কয়েকবার ভোটে দাঁড়িয়েছি। দুই একবার মন্ত্রীও হয়েছি। তাতেও দেখা গেছে যে আমার নামটা—আমার বাড়ীতে এসে ডকুমেন্ট দেখেছে, সিগ্নেচার করেছি সমস্ত কিছু হওয়া সত্বেও এইবার ভোটার লিষ্টে আমার নামটা উঠেনি। আমার পরিবারের কারো নাম উঠেনি। উনারা শুধু গ্রাম গ্রাম বলছেন, এই শহরে হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে সরকার কোন দায়িত্ব নিচ্ছে না।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— স্যার, আমরাও একমত। উনার নাম বাদ গেছে, আমরা বলছি না যে এটা ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কথাটা আমাদের সহকর্মী তপনবাবু বললেন যে সেশানের নির্দেশে ইন্দিরা-মুজিব-এর চুক্তির সাথে ঠিক ছিল তেমনি আবার আমাদের নৃপেনবাবুও বলেছিলেন গত বিধানসভার আগে যে, ভোটার লিষ্ট সংশোধন করতে টি, এন, সেশানের কাছে চিঠি লিখেছিলেন ভোটার লিষ্টে দুর্নীতি হয়েছে। আমরাও বলতে পারি সেইজন্য উনারাই দায়ী। আমরা বলব ইচ্ছাকৃত।

মি: স্পীকার :— এটা সারা ভারতবর্ষের ব্যাপার, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হৈ চৈ হচ্ছে।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— তাহলে এটা বলা হউক চুক্তির কথা হচ্ছে না। পাশাপাশি এখনও ব্যাগিং হচ্ছে, আমি বলব ভোটার লিষ্টে এখনও হচ্ছে। যেটা এখানে যে কর্মচারীরা করছেন, বিভিন্ন এলাকাতে গিয়ে তহশীলে গিয়ে বসে করছেন আর সেখানে সি, পি: এমের ক্যাডাররা বসে থাকবে, আমাদের লোকরা সেখানে গিয়ে কাগজ দেখাতে পারছে না, সঠিকভাবে সরকারের নিরাপত্তাও ঠিকভাবে পাচ্ছে না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা জেগে ঘুমান তাদেরকে জাগানো যায় না। এমন বিদ্যা আমাদের নেই তাঁদের মত বেশী বুঝদা তাদের বুঝতে পারে। কাজেই মনে হয় এটা ছেড়ে দেওয়া ভালো।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে এই আলোচনা হয়েছে। এটা বিরোধীদের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ট্রেজারী বেঞ্চেরও দায়িত্ব আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) **:—** স্যার এটা একটা বদ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করছে। নির্বাচন কমিশনার এগুলি করার পরও এখন আবার এই যে নোটিশ আসছে, আমার পয়ে প্রকৃত তথ্য নিয়ে আবার আমরা তহশিলে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে মাননীয় সদস্য প্লিজ বসুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—অর্থাৎ এরা বাংলাদেশীদের ঢুকানোর জন্য এদের এই চক্রান্ত। আমাদের নামে এসেছিল আমরা তথ্য নিয়ে জানিয়েছি, আমরা উঠিয়েছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন। মাননীয় সদস্য অমলবাবুর এই কলিং এটেনশনে বুঝা গেল নির্বাচন কমিশনারের এই সমস্ত নির্দেশের ফলে জনগনের বিরাট অংশ যেমন বিক্ষুব্ধ. তেমনি ট্রেজারী বেঞ্চের তারাও বিক্ষুব্ধ। ঠিক আছে আয়গা যখন আমরা জেনে গেছি, এখন আমরা যৌথভাবে করব।

মি: স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

CALLING ATTENTION

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— ''বামফ্রন্ট সরকারের ১ বছর' (ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে প্রকাশিত এবং ভারত অফসেট, ১ রোনাল্ডসে রোড, আগরতলা থেকে মুদ্রিত) নামীয় বই'' ত্রিপুরা সরকারের ১ বছর'' (১৯৭৮ইং ১০ এপ্রিল হতে ১৯৭৯ইং ১০ এপ্রিল নামে'' না ছাপানোর ঘটনা সম্পর্কে।''

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছিনা অমল বাবু আর কোন সাবজেকট নেই কিনা এটা ধরলেন কেন? যে বামফ্রন্টের এক বৎসর সন তারিখ দিয়ে বলা হয়েছে এই বইটা। এই বইটার নাম বামফ্রন্ট সরকারের এক বৎসর না হয়ে ত্রিপুরা সরকারের এক বৎসর হল না কেন বোধহয় এটাই আপনার প্রশ্ন। এখন ত্রিপুরা সরকার, ১৮৪ জন মহারাজা রাজত্ব করেছেন তখনও ত্রিপুরা সরকার ছিল, বোধ হয় স্বাধীন ত্রিপুরা। এর পরে ১৫ই অক্টোবর ৪৯-এ ভারত ভূক্তি হয়েছে, তখন হয়ে গেল ত্রিপুরা সরকার, চীফ কমিশনারের শাসন। ১৯৫৬ সনে এটা কেন্দ্র শাসিত হয়েছে। ১৯৬৩ সনে পূর্ন মন্ত্রীসভা হয়। ১৯৭২ এ পূর্নরাজ্য হয়। ১৯৭৮ সন পর্য্যন্ত কংগ্রেস শাসনে নামে বেনামে কেন্দ্রে রাজ্যে ছিল। এর পরে বামফ্রন্ট সরকার, তারপর জোট সরকার তারপর আবার বামফ্রন্ট সরকার। অমল বাবুকে নিশ্চয়ই এটা বলা যায় মিঃ মল্লিক, তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলা যায় মিসেস মল্লিক, তাঁর ছেলেকে বলা যায় মাষ্টার মল্লিক। শুক্লা সেন ব্রেকেটে মল্লিক, ছেলের নাম আমি জানি না। যাই লোক কাজেই এটা আলাদা করা হয়। এই যে তারা যখন জোট রাজত্বে ছিল তখন দেখুন''ত্রিপুরায় নূতন সরকারের ১মাস'' কোথায় ত্রিপুরা সরকার। ''প্রতিশ্রুতি রুপায়নে কংগ্রেস ও যুবসমিতি সরকার, ত্রিপুরা সরকার নাই। ''যুব কল্যাণে জোট সরকার''। ''ত্রিপুরায় নূতন সরকারের ১০০দিন'' 'যুবকল্যাণে কংগ্রেস ও যুবসমিতি সরকার''। কাজেই এটাও বামফ্রন্ট সরকারের ১ বৎসর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের। এটা অমলবাবু বুঝবেন না। আসল কথা বামফ্রন্ট শুনলেই ওদের খারাপ লাগে। এটা একটা এলার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন হাপানি রোগ সবসময় হয়না। কারোবর্ষায় হয়, কারো শীতে হয়, কারো ফুল ফুটলে হয়। ওদের হল এই বামফ্রন্ট শুনলে হয়। এটা কেন বাদ দেওয়া গেল না, ত্রিপুরা সরকার হউক। আসল কথা হল এটা তাদের কাজিয়া। এই আমার বক্তব্য। কাজেই এই সম্পর্কে অমল বাবু ভালই বুঝেন। আসলে অমল বাবুর কোন সাবজেক্ট নেই। ভালই আছে এবং অনেকে কিন্তু নানা অভিযোগ তুলছেন যে মেরে ফেলেছে, কেটে ফেলেছে, থাকতে পারছি না এবং কিছু কিছু ভাল লোক যারা কংগ্রেসের মধ্যে আছেন তারা ভালই আছেন, অমল বাবু ভালই আছেন। কাজেই এই অবস্থায় এই সাবজেকটটা বেছে নিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার,।

মিঃ স্পীকার :— এটাতে কি পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান হবে?

শ্রীঅমল মল্লিক:— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমি না জেনেই এনেছি। হ্যাঁ আমি না জেনেই এনেছি। যেহেতু আমি জানিনা তা আমি জানতে চাই। আমার বক্তব্য হল আমি জানতে চাই। আমার জানার জন্যই এখানে এটা উপস্থাপন করেছি। কে কি করেছে, কোথায় কি করেছে সেটা দেখার আমার দরকার নেই স্যার। আমি যে প্রশ্নটা করেছি সেটা পরিস্কার বুঝতে চাই আজকে এখানে যারা এসেছি এটাকে হাউজ বলা হয়। এটাকে বামফ্রন্ট সরকারের হাউজ না ত্রিপুরা সরকারের হাউজ? ত্রিপুরা বিধান সভা। মাননীয় অধ্যক্ষ কি বামফ্রন্ট সরকারের অধ্যক্ষ না ত্রিপুরার অধ্যক্ষ? মাননীয় মন্ত্রী এখানে কার নামে অঙ্গিকার করে এখানে মন্ত্রীত্বের আসনেবসেছেন? আমার বক্তব্য হল এই ২৮লক্ষ লোকের বক্তব্য এই পাতাগুলাতে আছে,

এটাকে কাভার দিয়ে ঢেকে দিল একটা রাজনৈতিক দল। এখানে কিন্তু যা বলা আছে তা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ লোকের কথা বলা আছে। এই যে ২৮ লক্ষ লোকের কথার সমস্ত কিছুকে একটা কাভার দিয়ে ঢেকে দিল তা হলে এটা কি হবে স্যার আমার বক্তব্য হলো আমার আলোচনার পরও হয়তো চলবে। আমি এখানে জানতে চাই এই যে ২৮ লক্ষ লোকের অধিকার, যে নৈতিকতা, যে স্বাধীকার, যে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে আমরা এসেছি, সেটা কি আমরা রক্ষা করতে পেরেছি কিনা? সন্তান কি স্যার জন্ম দাতাকে বাবা বলে নাকি যে পালন করে তাকে বাবা বলে? আমরা কোনটা বলব আগামী দিনে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আমার মনে হয় অমলবাবু এটা নিয়ে তার পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিলেন। বিশাল আকাশের সমান নৈতীকতা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাস মোগল শাসন, গুপ্ত শাসন, তারপরে ব্রিটিশ শাসন। তাই বিভিন্ন রোলিং পার্টি আসবে আবার চলে যাবে যখন এখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের তিন বৎসর বিশাল আকারে উৎযাপন করছে। কিন্তু সেখানে টাকা সবকিছু কংগ্রেসের না শুধু দেওয়া হয় সরকারের। এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম। কিন্তু আমি সেই আইডিয়া নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব না। কারণ যে সিস্টেম যখন যে রোলিং পার্টি থাকে তার নিজস্ব প্রতিশ্রুতির মেনিফেষ্টো থাকে তাকে যতটুকু পারে বাস্তবে রূপ দিতে চায়। এই সময়কে আইডেন্টিফাই করতে হয়। এটা এইভাবে চিন্তা করা যায় না। এটা যখন বামফ্রন্ট যে কাজ করছে সেটি ত্রিপুরা সরকার করেছে এটা আলাদা কিছু নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার প্রশ্ন... ... ...

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন অনেক দিকে ঠিক। এখানে একটা পিরিয়ডকে হিস্টরিকেল মার্ক করেছেন উনি। যে কারণে উনি যে বলেছেন ইতিহাসের গুপ্ত যুগ বা যে সরকারের যে সময় সেটি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য। কাজেই সরকারের যে কর্মসূচি সেটি করবেই। এখানে শুধু পার্থক্য করে দেখা বিভিন্ন যুগকে। কাজেই এটাকে মেনে নিতে হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে যে কোন সরকার থাকনা কেন যেই আজকে বামফ্রন্ট না হয়ে কংগ্রেসও যদি হত যদি ভুল করে থাকে সেটি ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— এটা সামান্য ব্যাপার, এই মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেববর্মা এবং ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজই সেটির উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ১৯/৯/৯৪ইং বেলা আনুমানিক ৪টায় খোয়াই থানাধীন পাড়া গ্রামে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে নিতাই পাল সহ ৫ জন মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী)— মি: স্পীকার, স্যার, গত ১৯/৯/৯৪ইং বেলা আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় তিনজন অপরিচিত মনিপুরী যুবক একটি স্কুটার করে খোয়াই থানাধীন পাড়ুসুড়া গ্রামের নিতাই পালের দোকানে আসে এবং রিভলবার থেকে ৩ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। নিতাই পাল গুলিতে গুরুতর জখম হয়। শ্রীনিতাই পালের পেটের নীচে গুলি লাগে। গুলির শব্দে শশাঙ্ক দাস যিনি নিতাই পালের দোকানের পাশে

অন্যান্যদের সংগে কেরাম খেলিতেছিল, সেখান থেকে পালাইতে চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতকারীরা তাহাকেও গুলি করে এবং শ্রীদাসের পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। আহত শ্রীনিতাই পাল ও শ্রীঅনুকূল দাসকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ঘটনাটি শ্রীঅনুকূল দাসের অভিযোগ মূলে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) ধারা অনুযায়ী মকোদ্দমা নং ৭৬ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে দুষ্কৃতকারীগণ পি, এল, এ সদস্য ভুক্ত বলে সন্দেহ করা যাচ্ছে। দুষ্কৃতকারীরা আহত শ্রীনিতাই পালকে বি, এস, এফের চর (সংবাদদাতা) বলে অনুমাণ করে এই ঘটনাটি সংঘটিত করে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তবে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে এবং ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নিতাই পালকে হঠাৎ করে গুলি করে আবার হঠাৎ করে চলে যাওয়া এই ধরণের বেশ কয়েকটি কাজ এ' পহরমূড়া এবং তবে সংলগ্ন এলাকাতে মনিপুরী যুবকদের দ্বারা ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়ে গেছে, কেন না এ' পহড়মুড়া এলাকাতে বেশী কিছু মণিপুরীর বসবাস আছে। এই পহড়মুড়া থেকে বি, এস, এফের ক্যাম্প ১০০ মিটারের মধ্যে আছে এবং যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেখান থেকেও বি, এস, এফের ক্যাম্প বেশী দূরে নয় যে, যেখানে অনবরতই বি, এস, এফ টহল দিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত দিক থেকে এটা মনে হচ্ছে যে এই যুবকেরাও কোন একটি উগ্রপন্থী দলের সদস্য, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— আমি এটা এখনই সঠিক ভাবে বলতে পারছি না, তবে যে রকম সন্দেহ করা হচ্ছে, এটাও হতে পারে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধলাবিলে সন্দেহ ক্রমে একবার একটা মণিপুরী কলেজের ছাত্রীকে বি, এস. এফ আটক করেছিল এবং তাকে খোয়াই থানাতেও আটক করে রাখা হয়েছিল এই জন্য যে সে বাংলাদের সংগে তাদের হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং এ' এলাকার কিছু মণিপুরী যুবক টাইগার ফোর্সের হয়ে এই সমস্ত কাজ করছে, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন খবর এখন পর্য্যন্ত আমার কাছে নেই। তবে, এই ব্যাপারে তাদের মুভমেণ্ট সম্পর্কে পুলিশকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বলবো।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্ত্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী পবিত্র কর ও খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। আজকে, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—গত ১৭-৯-৯৪ইং তারিখে সিধাই থানাধীন পঞ্চবটী এলাকায় ৩ জন নিরীহ নাগরিক খুন হওয়া এবং ১২ জন গ্রামবাসী আহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ১৭-৯-৯৪ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ ঘটিকার সময় সিধাই থানাধীন নতন বাজার, বাকলাই বাড়ী, গুচামুড়া ও দাওধারিণী গ্রামের কিছু সংখ্যক উৎশৃংখল উপজাতি যুবক পঞ্চবটীর পূর্ব কলোনীর কিছু যুবকের সঙ্গে অবৈধভাবে বিদ্যুতের লাইন কাটার বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় এবং উপজাতি যুবকগণ বলে যে তাহাদের এলাকার বিদ্যুতের লাইনটি পঞ্চবটীর পূর্ব কলোনীর ছেলেরা কেটে

দিয়েছে এবং কে লাইনটি কেটে দিয়েছে [illegible] স্বশরীরে দেখতে চান। ইহাতে পূর্ব কলোনীর যুবকগণ লাইনটি সংযোগ করে দেবে বলে। কিন্তু [illegible] সন্তুষ্ট হয় নাই এবং তাদের মধ্যে উক্ত বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়।

রাত্রি আনুমানিক ৯-৩০ মি: সময় ১) শ্রী [illegible] দেববর্মা, ২) শ্রী গীরেন্দ্র দেববর্মা, ৩) শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা, ৪) শ্রী [illegible] দেববর্মা, ৫) শ্রী অনিল দেববর্মা, ৬ শ্রী স্বপন দেববর্মা, ৭) শ্রী মণিচন্দ্র দেববর্মার ছেলে এবং অজ্ঞাত নামা আরও ৪০/৫০ জন [illegible] যুবক দা, তীর, ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রসহ পঞ্চবটী পূর্ব কলোনীতে [illegible] আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১) শ্রীমতী শান্তিবালা বিশ্বাস, স্বামী মৃত শ্যামাচরণ বিশ্বাস, ২) শ্রীমতী শান্তিবালা সরকার, স্বামী মৃত মনমোহন সরকার, ৩) শ্রীমনোরঞ্জন সাহা, পিতা অজ্ঞাত [illegible] এবং শ্রী [illegible] সরকার, ২) শ্রী মদন সরকার, ৩) শ্রীমতী কুসুমবালা মণ্ডল, ৪) শ্রী [illegible] সরকার ৫) শ্রী স্বপন দেবনাথ, ৬) শ্রীমতী [illegible], ৭) উত্তর সরকার, ৮) শ্রীমতী [illegible], ৯) শ্রী [illegible] সরকার এবং ১০) শ্রী সাধন সরকার সকলে পূর্ব কলোনী নিবাসী গুরুতরভাবে [illegible] চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া অন্য আর দুই জন ১) শ্রী [illegible] ২) শ্রীমতী স্নেহলতা [illegible] আহত হন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। [illegible] থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র [illegible] ১২৯/৯৪ নথ ভুক্ত করে [illegible] তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ সিধাই [illegible] পাড়া গ্রামের শ্রী [illegible] দেববর্মা [illegible] দেববর্মাকে ৮/৯/৯৪ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে [illegible] করেন। বর্তমানে আসামী [illegible] অন্যান্য আসামীগণকে গ্রেপ্তারের জন্য [illegible] আছে। আসামী বর্তমানে [illegible]। তদন্তকার্য অব্যাহত আছে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা [illegible] সভা উপস্থিত করেছি যে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা [illegible] আমি মনে করি এই ঘটনার [illegible] চক্র আছে। কারণ এটা বিদ্যুত হুক লাইন নিয়ে সামান্য এই [illegible] কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ৯-৩০ মিনিটে ৬০/৬৫ [illegible] এইভাবে [illegible] হাওয়াই বাড়ীর ঘটনার সাথে এর যোগ [illegible] দেখবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার [illegible] এখানে মাত্র দুইটা ট্রাইবেল গ্রাম আছে। ট্রাইবেল [illegible] কাছেই [illegible] রয়েছে। এটা মর্মান্তিক ঘটনা। সেই দিক থেকে [illegible] কিনা এটি আমরা অনুসন্ধান করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— [illegible] কোন বকম কোন উস্কানী কোথাও আছে কিনা সেটা [illegible] সন্দেহ [illegible] বিষয়টি দেখছি। এই রকম [illegible] কথা ছিল না। সামান্য বিষয় কাজেই [illegible] করছি।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— [illegible] ঘটনার পরে [illegible] যারা অপরাধী তাদের যাতে [illegible] শাস্তি দেওয়া হয়। [illegible] হয়ে গেছে। [illegible] দায়িত্ব দেওয়া আছে। কিন্তু তা সত্বেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে পঞ্চবটী [illegible] পাশে যে ৮/১০টি ট্রাইবেল পরিবার

আছে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে। সুরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীই দেববর্মার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, ঈশানপুর স্কুল ঘোরে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই ভাবে জাতি-উপজাতির মধ্যে প্ল্যান করে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এলাকার মধ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার দিকে লক্ষ্য রেখে, এখান থেকে ৫ কি মি, দূর কাতলামারাবাজারে গিয়ে কিছু উশৃঙ্খল যুবক উপজাতিদের ধান এবং অন্যান্য জিনিস পত্র যা বাজারেই এনেছিল বিক্রী করার জন্য, তা কেড়ে নিয়েছে। কাজেই এই সব ঘটনাগুলি তদন্ত করে দেখে দোষীদের শাস্তি ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সবগুলি ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের নাম-ধাম, পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এলাকায় যাতে শান্তি বজায় থাকে তার জন্য প্রচুর পুলিশ রাখা হচ্ছে। আমাদের এখান থেকেও আবেদন থাকবে সবার প্রতি, যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে সে দিকে নজর রাখার জন্য। এলাকাটা খুবই সেনসেটিভ এলাকা হয়ে গেছে। এটা ত্রিপুরার সকল মানুষের পক্ষেই ভয়াবহ। কাজেই সব দলের সহযোগিতা চাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই অঞ্চলটা এ. ডি. সি, অঞ্চল। সেই অঞ্চল থেকে বিশেষ একটি জাতিগোষ্ঠীকে এ. ডি. সি. এর বাইরে চলে যাওয়ার জন্য এই সব ঘটনাগুলি হচ্ছে কিনা ? এর আগে ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে সোনারাম বাজারেও এই রকম একটি ঘটনা হয়েছে। সেখানে ৩ জন মারা গেছে। ঐ এলাকার ৪০/৭৫টি অন্য জাতিগোষ্ঠীর পরিবার ছিল। তাদেরকে এখনও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এখানে যা ঘটছে তা হুক লাইনের ঘটনা থেকে। আমরা জায়গাটি দেখে এসেছি। সেখানকার অঞ্চল কমিটির লীডার হচ্ছেন সুরেন্দ্র দেববর্মা। উনাকে বলা হয়েছিল, কিছু ছেলে এসে ধমক দিয়ে গেছে। এখন কি করবে তাও জিজ্ঞেস করেছিল। উনি বলেছেন, কিছু হবে না। কাল সকালে দেখা যাবে। কিন্তু সকাল আর হয়নি। তার আগেই ৪৫ বছরের বৃদ্ধা শান্তিবালা এবং ৭৫ বছরের বৃদ্ধা যশোদা বিশ্বাস মার্ডার হয়ে গেলেন। এমনকি ১১ বছরের হেমেন সাহা এবং ৭ বছরের উত্তম সরকারকে নির্মমভাবে আহত করে গেছে। তারা এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। ঈশানপুরে একটি টি. এস. আর. ক্যাম্প ছিল। ঘটনার দু'দিন আগে ক্যাম্পটি উঠিয়ে আনা হয়েছে এবং ঘটনার সময় এক জাতিগোষ্ঠীর লোককে অন্যত্র সরিয়ে আনা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার পর এলাকার বিধায়ক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয় স্যার। এলাকার লীডার সুরেন্দ্র দেববর্মা যিনি প্রত্যক্ষভাবেই হউক, কিংবা পরোক্ষভাবেই হউক উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের পুলিশের পজিশন সম্পর্কে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আজকেও আলোচনা আছে। আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সব জায়গায় পুলিশ দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু সব জায়গায় সবসময় দেওয়া যায় না। এক জায়গা থেকে তুলে এনে আরেক জায়গায় দিতে হয়। বামফ্রন্ট সরকার চাইছেন, শুধু বামফ্রন্ট সরকার কেন, সব গভর্ণমেন্টই চাইবে তার প্রশাসনের মধ্যে সব জায়গায় শান্তি বিরাজ করুক। এই চেষ্টাই সবার থাকে এবং সাধারণভাবে এটা থাকা উচিৎ। কিছু কিছু এলাকা খুব সেনসেটিভ। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করছেন। কিছু বিভ্রান্ত যুবক বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল করছে। তার জন্য সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে দায়ী করা যায় না।

গোলমাল করতে খুব বেশী লোকের দরকার হয় না। ৫/১০ জন লোক হলেই গোলমাল সৃষ্টি করা যায়। ৫/৬ দিন ধরে আপনারা দেখছেন কত লোক খুন হলো, ট্রাইবেল ট্রাইবেলকে খুন করছে, কিডন্যাপ করছে। গত দুই দিনের মধ্যে দুইজনকে খুন করা হলো। বিধায়কের ছেলেকে নিয়ে গেছে, জানি না তার কি অবস্থা হয়েছে। আজ সকালে এক ট্রাইবেল নেতার ছেলেকে খুন করে ফেলেছে। বিষয়টি এই জায়গায় যে কিছু বিভ্রান্ত যুবকের পেছনে রাজনৈতিক মদত আছে, তারাই গোলমাল করবার চেষ্টা করছে। সাধারণভাবে সব অংশের মানুষ ট্রাইবেল হোক, বাঙ্গালী হোক শান্তিপ্রিয়। মাননীয় সদস্য যে সুরেন্দ্র দেববর্মার কথা বলেছেন, আমরা জানি তিনি খুব শান্তিপ্রিয় এবং তার এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করছেন। তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করা ঠিক নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত পরিবারের লোকগুলি মারা গেল, সেই সমস্ত পরিবারের লোকগুলিকে আর্থিক সাহায্য এবং একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, যারা হাসপাতালে আছেন তাদেরকে আমরা ঔষধপত্র এবং চিকিৎসার জন্য ৪০০ টাকা করে দিয়েছি। আর যে পরিবারের লোকজন খুন হয়েছেন তাদেরকে আমরা ২ হাজার টাকা করে সাহায্য দিয়েছি এবং সরকারের সিদ্ধান্ত আছে আমরা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেব। এই ঘটনাটি উগ্রপন্থী খুনের ব্যাপার নয়, দুইটা গ্রুপের ঝগড়া।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

'গত ১০ই জুন তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে মাইজ ভাণ্ডারে মাগুনিয়া দেববর্মা ও মণি দেববর্মা কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার " গত ১০ই জুন তেলিয়ামুড়া থানা মোহরছড়া বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে মাইজ ভাণ্ডারে মাগুনিয়া দেববর্মা ও মণি দেববর্মাকে গুলিবিদ্ধ করে মারাত্মক আহত করা সম্পর্কে।"

গত ১০/৬/৯৪ ইং তারিখে শ্রীসুখরাম দেববর্মা, (২) শ্রীসমচরণ দেববর্মা পিতা শ্রীনবচন্দ্র দেববর্মা (৩) শ্রীমণি চন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত অলজ দেববর্মা (৪) শ্রীমাগুনিয়া দেববর্মা পিতা মৃত বিশ্বমণি দেববর্মা সকলেই কল্যাণপুর থানাধীন দেব -া-বাড়ী সাকিনের অন্তর্গত। তাহারা প্রত্যেকে মোহরছড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হইতে জুমিয়া লোন বাবদ ২০০০ টাকা করিয়া পান এবং মোহরছড়া বাজার হইতে বাড়ীতে ফিরিয়ে আসার পথে বিষ্ণু মাষ্টার পাড়ার পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর ৭/৮ জন বাঙ্গালী যুবক (প্রত্যেকের বয়স ২০/২৫ বৎসর) কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় রাস্তায় আটক করে প্রদোত্তরে তাহাদের কাছে টাকা পয়সা নাই বলাতে উক্ত বাঙ্গালী যুবকগণ জোর করিয়া ৮০০০ টাকা নিয়া যায় ও যাওয়ার পথে একজন গুলি ছুড়িতে থাকে ফলে মাগুনিয়া দেববর্মা ও মণি দেববর্মা গুরুতরভাবে জখম হয়।

উক্ত ঘটনা ১০.৬.৯৪ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ৪-২০ মিঃ সময় শ্রীসুখরাম দেববর্মার অভিযোগ মূলে

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩২৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় কল্যাণপুর থানায় ৩৭/৯৪ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে এবং উক্ত মামলার সংশ্রবে কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আসামীদের সঠিক পরিচয় দিতে পারে নাই তবে পুলিশ উক্ত দলটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়াছে।

আহত ব্যক্তিদ্বয় চিকিৎসাতে ছাড়া পান।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালীরা যুবকরা ধৃত হচ্ছে না কিনা আমরা দেখেছি এই ঘটনার পর এই মাইজ ভাণ্ডারে বন্দুকসহ ৭১৮ জন লোক ধৃত হয়েছে। যারা এরেষ্ট হয়েছে তাদের নাম হলো কৃষ্ণ ধন সরকার, নিতাই সরকার, সুবল সরকার, মদন সরকার, রতন সরকার, সুদীপ দাস এবং বিশ্বজিৎ দাস। বন্দুকসহ তাদের হাজতে পাঠানো হয়েছে এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনই তাদের এরেষ্ট করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার হাই কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমাকে যে লিষ্ট দিয়েছে এই কেইসে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের নাম পাওয়া যায়নি, অন্য কেইসে তারা ধরা পড়েছে কিনা আমি বলতে পারব না এখন, এনকোয়ারি করব।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, এইখানে এই যে ঘটনা সেই ঘটনায় এরেষ্ট হয়েছে এবং আমরা যতদূর জানি আসামীরাও স্বীকার করেছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনার কাছে তথ্য নাই। মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই দেখবেন এবং এটাই ঘটনা যে ঐ এলাকাতে এই গ্রুপটা ধরা পড়ার পর শান্তি বিরাজ করছে। স্যার, আর একটা ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা এই যে মোহরছড়া কমলনগর এলাকায় তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর, আমরা শুনেছি এখান থেকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এদের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ দিল্লী গিয়েছিলেন অ্যাক্‌শান কমিটি গঠন করে। সমীররঞ্জন বর্মণ, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তারা অ্যাক্‌শন কমিটি গঠন করেএই বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে তারা প্রচারে নামবে এবং তার যে ব্লুপ্রিণ্ট করেছিল তারই অঙ্গ হিসাবে সেই স্থানটি বেছে নিয়েছিল মোহরছড়া কমলনগর এলাকা। গত ৩রা ডিসেম্বর মানিক ভাণ্ডার এলাকায় সেখানে এই যে নামগুলি বলছি স্যার, কৃষ্ণ সরকার, সুবল সরকার, নিতাই সরকার, মদন সরকার, রতন সরকার এবং অঞ্জু মগ কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী যুক্তভাবে এবং সেখানে কাজল দাস, অজিত আচার্য্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সেখানে একটা সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করে এবং এই সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করার পর গত ডিসেম্বর মাস থেকে জুনের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত প্রায় ১৭টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটায়, ৭টি ডাকাতি করে, মোহরছড়া বাজার ৩বার পুড়ে এই ঘটনাগুলি ঘটায় এবং তারা দাঙ্গা লাগানার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা যে ব্লু-প্রিণ্ট বের করেছিল গত ৩রা ডিসেম্বর সমীররঞ্জন বর্মণ, জগদীশ দেববর্মা, এ ডিসির চেয়ারম্যান, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যুব সমিতি সদস্য, রমনী সরকার ডি, সির সদস্য এই একটা গ্রুপ তারা সেই মানিকভাণ্ডারে যান এবং সেখানে গিয়ে স্থানীয় কংগ্রেসী বাহিনী কাজল দাস, প্রদীপ আচার্য, আমরা বাঙ্গালীর গোপাল আচার্য্য তারা উপেন্দ্র দেবের বাড়ীতে মিটিং করেন এবং সি, পি, এমকে যেভাবে হোক হটাতে হবে এবং এইখানেই দাঙ্গার ব্লুপ্রিণ্ট এবং এখানেই ১৯তে দাঙ্গা লেগেছিল,

এইখানেই দাঙ্গা ঘটাতে হবে, বামফ্রন্টকে উৎখাত করতে হবে এইসব করে তারা একটা অশান্তির সৃষ্টি করেছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এত খবর আর কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্য না দিয়েছেন আমি অ্যানকোয়ারী করব, তবে এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই কেইস সংক্রান্ত যারা আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে। আমার কাছে তথ্য দেওয়া হয়েছে আসামীদের পাওয়া যায়নি। যদি আসামীরা সত্যি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে এবং এই তথ্য এসে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত। যে অফিসার এই খবর দিয়েছেন আমি তদন্ত করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পরবর্ত্তী সময়ে এই আগুন লাগানো শুরু হয়, ৩ তারিখের পর ৪ তারিখ ৩টা, ৪টা বাড়ীতে আগুন লাগায় এবং ৫ তারিখে আমাদের বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মণের নেতৃত্বে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, জগদীশ দেববর্মা, রমণী সরকার তারা গিয়ে কল্যাণপুর থানা আক্রমণ করে। থানাতে গিয়ে ও, সিকে বলে এইভাবে আগুন লাগছে তোমরা কেইস করছনা কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তারপর তারা থানা থেকে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যায়। শেষ পর্য্যন্ত হাইকোর্ট থেকে রেজিষ্টার পাঠিয়ে সেগুলি তদন্ত করার পরে কি অগ্রগতি পেয়েছে জানিনা। স্যার, এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে দাঙ্গা লাগাবার প্রচেষ্টা করে। ৬ই জুন লালটিলাতে ৩টা বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়। হাওয়াইবাড়ীর ঘটনার পর এই এলাকাতে একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য এই নেতৃত্ব কাজ করে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে প্রকৃত আসামীরা বন্দুকসহ ধরা পড়ার পরও এখানে রেকর্ডে আসছেনা।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সেই সুধীর দাসের বাড়ী থেকে বন্দুক এরেষ্ট হল, আমরা দেশের মানুষ সবাই জানলাম। সেখানে জামিন না পেয়ে কেউ হাইকোর্ট থেকে জামিনে গেছে। কেউ খোয়াই কোর্ট থেকে জামিনে গেছে। স্যার, এগুলি তদন্ত করে দেখে প্রকৃত অপরাধীরা যাতে শাস্তি হয় এবং এখানে যারা আহত হয়েছিলেন, এখনও গুলাবিদ্ধ অবস্থায় আছেন, এই অবস্থায় প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তার কিছু কিছু ঘটনা আগেই জানতে পারা গেছে এবং এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন উত্তেজনা হয় সরকারের পক্ষ থেকে সেই উত্তেজনা যাতে প্রশমিত হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও সেই সমস্ত কেইস পেণ্ডিং আছে এবং তাতে যে সমস্ত আসামীরা ধরা পরেনি তাদেরকে ধরার চেষ্টা করা হবে এবং এলাকার শান্তি রক্ষার জন্য সরকার সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটা বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং ও সুধীর দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"২০শে সেপ্টেম্বর ৯৪ইং ছামনু থানাধীন আনন্দ রোয়াজা পাড়ার টি, টি, ভি, এফ দ্বারা সি পি আই (এম) নেতা সদাই মোহন ত্রিপুরা ও কর্তামোহন ত্রিপুরা অপহরণ ও খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং সকাল অনুমান ৪ ঘটিকায় টি, টি, ভি এফ দুস্কৃতকারীর একটি দল শান্তিন্দ্র ত্রিপুরার নেতৃত্বে ছামনু থানাধীন আনন্দ রোয়াজা পাড়ায় শ্রী কর্তামোহন ত্রিপুরার বসত ঘরে প্রবেশ করে আই, আর ডি পির লোনের টাকা শ্রীযুক্ত কর্তামোহন ত্রিপুরার ঘর হতে জোরপূর্বক লুট করে এবং তাহাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার অব্যবহিত পর দুস্কৃতকারী দলটি ঐ সাকিনের শ্রী সদাই মোহন ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রবেশ করে আই, আর, ডি পির টাকা লুট করে এবং তাহাকেও বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহৃত কর্তা মোহন ত্রিপুরার ভাই শ্রী জগমোহন ত্রিপুরা ও অন্যান্য গ্রামবাসী মিলে খোঁজাখুঁজি করে কর্তা মোহন ত্রিপুরার মৃতদেহ ডালাক ছড়ায় খুঁজে পায়।

কর্তামোহন ত্রিপুরার মৃতদেহ পাওয়ার পর উপরোক্ত ঘটনা ছামনু থানায় জানালে, থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও সি, পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানতে পারে যে দুস্কৃতকারীরা দা দ্বারা কর্তামোহন ত্রিপুরাকে হত্যা করে। পুলিশ দলটি কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে তল্লাসী শুরু করে। অপর অপহৃত সদাই মোহন ত্রিপুরাকে উদ্ধার ও দুস্কৃতকারীদের ধৃত করার জন্য। তল্লাসীকালে সদাই মোহন ত্রিপুরার মৃতদেহ দা দ্বারা গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। দুস্কৃতকারীরা মোট ৫,১২৫ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিদ্বয় সি পি আই (এম) এর সমর্থক বলে জানা যায়। তদন্তে এখন পর্য্যন্ত যতটুকু জানা যায় উপরোক্ত ঘটনাটি লোভের বশীভূত হয়েই সংঘটিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কাহাকেও ধৃত ধরা যায় নাই। পুলিশ আসামীদের ধরবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এলাকার অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন এবং পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। উক্ত ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৬,৩৬৪,৩৭১ ধারা অনুসারে ছামনু থানায় ২৭/৯৪ নং মামলা নথীভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীহাচমাই রিয়াং (কুলাই) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এসব ঘটনা নতুন নয়। গত জোট সরকারের আমলে ১৯৯১ সনে মেন্দি গাঁওসভা এলাকায় আনন্দ রোয়াজা পাড়ার ৪২টি পরিবার বাস করতো। তখন সদাই মোহন ত্রিপুরা সেখানে বাস করতো। সেখানে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে তার ঘরবাড়ী এবং বাসনপত্র, মোরগ, শুকর সমস্ত লুঠপাট করে-অত্যাচার করেছে বার বার সেখান থেকে তখনই সদাই মোহন ত্রিপুরা আমাদের কমলপুর বিভাগীয় ডি, সি, এস এবং জি, এম, পি, এর বিভাগীয় সদস্য ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিল। তাকে হত্যা করার জন্য বার বার সেখানে আক্রমণ করা হয়েছিল। তখন এই ৪২ পরিবার সেই গ্রাম ছেড়ে নাতিনমনু এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবে জোট সরকারের আমলে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির গুণ্ডাবাহিনী তাকে খুন করার জন্য বার বার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে সন্ত্রাসের জন্য সেই এলাকা ছেড়ে তারা নাতিনমনু, ছামনু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর ১৯৯৩ সালে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আস্তে আস্তে তারা এই ৪২টি পরিবারের মধ্যে ৩৬টি পরিবার তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে আসে। এখনো আরো ৬টি পরিবার রয়ে গেছে এই সদাই মোহন সহ। কিন্তু তাকে রক্ষা করা যায় নি, সে যেখানে আছে এরা গিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এই যে হত্যাকাণ্ডে মদতদাতা কারা— আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কলম চার বিকাশ রাখাল এবং কল্যাণ রিয়াং তাদের মদতে অরণ্য বাহাদুর এর ছেলে গঠন মনসুম, বা বসেন্দ্র ত্রিপুরা এবং সম্প্রাই দেববর্মা এবং দশমেলের গুণমনি রিয়াং এরা দল

বেঁধে বিভিন্ন জায়গায়। যারা পার্টির কর্মী আছে তাদেরকে এভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খুন করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি এদের যেন সঠিক তথ্য নিয়ে যারা এই ঘটনার মদতদাতা তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং শাস্তি দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়?

দ্বিতীয়তঃ যারা এই সদাই মোহন ত্রিপুরা এবং কর্তামোহন ত্রিপুরার মৃত্যুর পর অসহায় হয়ে পড়েছে তাদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং সরকারী চাকরী দিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অপরাধীদের ধরবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া মৃত সদাইমোহন ত্রিপুরা এবং কর্তামোহন ত্রিপুরা এবং কর্তামোহন ত্রিপুরার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে।

শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস (সুরমা) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী হাসমাই রিয়াং যে তথ্য দিয়েছেন সেদিন ঐ ওদভার মেলেরাই রোয়াজাপাড়ায় সদাইমোহন ত্রিপুরার বাড়ি ছিল। জোট সরকারের আমলে শুধু তিনি নয় এই পাড়ার যাদের বাড়ী ছিল তাদের সকলকে আক্রমণ করা হয়েছিল।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— সেই আক্রমণে গ্রাম ছেড়ে অন্যান্য মানুষের মত তিনিও পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কি বলতে চান, তাই বলুন।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—এটাই আমি বলছি স্যার, কাজেই আমার বক্তব্য সিদাইমোহন ত্রিপুরাকে খুন করবার জন্য যুব সমিতি এবং কংগ্রেসের যে বাহিনী তাদের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তখন থেকে শুরু করেছিল। তাকে খুন করার মধ্য দিয়ে যে ঘটনা ঘটল, এটা এই খুনী বাহিনীর মরিয়া প্রচেষ্টা কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এই হাউসে বলেছি যে, রাজনৈতিক [illegible] শাগ্রস্ত কোন কোন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উগ্রপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত এবং এই টি, টি, ডি, এফ. ও [illegible] ক্রোক ইত্যাদি দল গঠন করে রাজ্যে এই সমস্ত অস্থিরতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। এবং এই টি, টি, [illegible]. এফ, যারা করছে তাদেরকে ধরবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এই সমস্ত অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম প্রতিরোধ করবার জন্য সরকারের যে সামর্থ আছে, যে পুলিশ আছে তা দিয়ে আমরা মোকাবিলা করবার চেষ্টা করছি আমি আশা করি রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আজকে বিরোধী দলের মধ্যে যারা আছেন তারাও জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করবেন এবং এই সমস্ত কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার জন্য শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সহযোগিতা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মধন দাস এবং শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— গণ্ডাছড়া থানাধীন রতননগর হইতে বিধায়ক শ্রীআনন্দ রোয়াজার ছেলে শ্রীগগনজয় অপহরণ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গণ্ডাছড়া থানাধীন রতন নগর হইতে বিধায়ক শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজার ছেলে শ্রী গগনজয় অপহরণ সম্পর্কে।

CALLING ATTENTION

স্যার, গত ২১. ৩. ৯৪ইং তারিখ সকাল সাত ঘটিকায় বিধায়ক শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজার পত্র শ্রীগগনজয় রোয়াজাকে একদল টি, টি, ভি এফ অপহরণ করেছে বলে পুলিশী সূত্রে জানা যায়। এই সংবাদ গণ্ডাছড়া থানায় বেলা ৪-৪৫ মি: এর সময় পৌছলে পর গণ্ডাছড়া থানার ৭৬৩ নং জি, ডিতে নথিভুক্ত করা হয় এবং শ্রীগগনজয় রোয়াজার উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়ার জন্য এস. ডি, পি, ও, সি,-আই. গণ্ডাছড়া থানার অন্যান্য স্টাফ সহযোগে দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

ঘটনাস্থলটি প্রত্যন্ত এলাকা ও স্পর্শকাতর এলাকা এবং রইস্যাবাড়ী থানার অন্তর্গত। ঘটনাটি গণ্ডাছড়া থানা হইতে ৩৫ কি মি: দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত।

শ্রীগগনজয় রোয়াজাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই তাহাকে উদ্ধারের জন্য চিরুনী তল্লাসী অভিযান চালানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে। আমি হাউসে আসার আগ পর্যন্ত তাহাকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা দিয়েছেন টি, টি, ভি এফ সম্পর্কে, এই টি, টি, ভি এফ, যারা তাদের নাম জানা গেছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই গ্রুপটিতে কারা কারা ছিল, এবং কার নেতৃত্বে তার নাম এখনও পাওয়া যায়নি আগের ঘটনায় আমি বলেছি যে, রনিন্দ্রের নেতৃত্বে এটা হয়েছে এবং এই গ্রুপের নেতা কে ছিল এখনও জানা যায়নি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে আমার কাছে কিছু কিছু তথ্য আছে। যেমন খগেন্দ্র রিয়াং, আদিচন্দ্র রিয়াং, পূর্ণকৃষ্ণ ত্রিপুরা, সুরঞ্জন ত্রিপুরা, তুলারাম ত্রিপুরা এদের নেতৃত্বে ঐসব এলাকার মধ্যে এই সমস্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং এরা কোন রাজনৈতিক দলের এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এখনি আমি বলতে পারব না সেই রকম তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় বিধায়ক যেটা বললেন তা আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীসুধন দাস :— মি: স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আদিচন্দ্র রিয়াং, পূর্ণকৃষ্ণ ত্রিপুরা, সুরঞ্জন ত্রিপুরা, তুলারাম ত্রিপুরা এরা সবাই টি ইউ জে এস এর সক্রিয় প্রথম সারির নেতা। খগেন্দ্র রিয়াং, বি, এ, সি র চেয়ারম্যান। আদিচন্দ্র রিয়াং, জামাই [illegible] চেয়ারম্যান। [illegible] চেয়ারম্যান পূর্ণকৃষ্ণ ত্রিপুরা এবং সুরঞ্জন ত্রিপুরা, ভগীরথের চেয়ারম্যান। তুলারাম ত্রিপুরা রতন নগরের চেয়ারম্যান, এদের নেতৃত্বে যারা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করছি। যেমন খগেন্দ্র রিয়াং এবং আদিচন্দ্র রিয়াং তাদের নেতৃত্বে যারা এই সমস্ত এলাকায় [illegible] পন্থী কার্যকলাপ পরিচালনা করছে—কালিরাম রিয়াং, রূপা চন্দ্র রিয়াং, [illegible] রিয়াং, বাসকি রিয়াং, জীবন সাই, সন্তজয় রিয়াং, লেথু মগ, এই [illegible] জগবন্ধু এলাকায় সেনক্রাক বাহিনী নামে এই সমস্ত এলাকার মধ্যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালাচ্ছে এবং দ্বিতীয় গ্রুপ [illegible] ত্রি [illegible] যিনি দলপতির চেয়ারম্যান ছিলেন, টি, ইউ, জে, এস, এর সক্রিয় নেতা। সুরঞ্জন ত্রিপুরা, [illegible], টি, ইউ, জে, এস, এর নেতা, উনার যে বাহিনী আছে সেই বাহিনী কৃষ্ণচরণ ত্রিপুরা, [illegible], খগেন্দ্রমোহন ত্রিপুরা, শিবজয় ত্রিপুরা, উগ্রজয় ত্রিপুরা, সুব্রজয় ত্রিপুরা, নগেন্দ্র ত্রিপুরা, [illegible] ত্রিপুরা, এই গ্রুপ ও সেনক্রাক নামে পরিচিত।

আর তৃতীয় গ্রুপ হচ্ছে টি, টি, ভি, এফ। এই গ্রুপ তুলারাম ত্রিপুরার নেতৃত্বে এই সমস্ত কার্যকলাপ চালাচ্ছে। রতন নগরের চেয়ারম্যান এবং টি ইউ জে এস এর সক্রিয় নেতা যারা নেতৃত্বে এই সমস্ত হচ্ছে। এই গ্রুপে যারা আছেন যেমন মোহন বোয়াজা, সন্তোষ সাহা, যিনি গণ্ডাছড়াতে থাকেন এবং এই সমস্ত কিছুর নেতৃত্ব করেন। ভুপতি চকমা, শ্রীমতীময় বিয়াং এবং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা এই গ্রুপে যুক্ত তারা এই সমস্ত কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এবং তাদের বিশেষভাবে হচ্ছেন রবীন্দ্র দেববর্মা, যিনি ঐ এলাকায় আনন্দমোহন বোয়াজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই, আনন্দমোহন বোয়াজাকে কোণঠাসা করার জন্য তার পরিবারের উপর এই আক্রমণ। এটা শুধু আজকের না, এই ভাবে তার পরিবারের তিন তিন জনকে নৃসংশভাবে খুন করা হয়েছে। এই টি ইউ জে এস এর একজন যিনি এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন উনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রবীন্দ্র দেববর্মাকে ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জনগণের সমর্থন পাওয়ার কোন রাস্তা নেই, একমাত্র রাস্তা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। এই রবীন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে সেই তুলারাম বিয়াং পরিচালনা করছে টি টি বি এফ এর গ্রুপ। এই গ্রুপই আনন্দ মোহন বোয়াজার ছেলেকে অপহরণ করেছিল কিনা? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (শিক্ষামন্ত্রী) : –মিঃ স্পীকার স্যার, ভোটের আগলে এই আনন্দমোহন বোয়াজার পাড়াতে মাত্র ১২ পরিবার মানুষ ছিল, আর সব বাংলাদেশে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ২৫০ পরিবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল এবং এই টি, ইউ, জে, এস, এর বাহিনী ওরাই এই কাজ করেছিল জোট সরকারের ছত্রছায়ার নীচে থেকে। আনন্দমোহন বোয়াজা এখনো বাড়ীতে থাকতে পারেন না, ঐখানে গেলে গণ্ডাছড়া শহরে থাকেন এবং ৪-৫ চার পাঁচ দিনের মধ্যে এই চার চারটি ঘটনায় একদিন সি পি এম কর্মীদের, নেতাদের, তার ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সেই তো কয়েকদিন আগে ঝাঁকড়াছড়াতে দুইজনকে ধরে নিয়ে খুন করেছে। আসলে টি ইউ জে এস এই সমস্ত উগ্রপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিজয় রাংখলের চুক্তি হল। মানুষকে তারা আজকে বিভ্রান্ত করছে সামনে এ, ডি, সি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমস্ত পাহাড় এলাকাকে অস্থির করে তুলেছে ওরা। তার জন্য আমরা এখানে বলেছি ভুলপথ সর্বনাশের পথ সেই পথকে পরিহার কর। রাজ্য কারও একচেটিয়া নয়। জনগণ বিচার করবে। কেন এই সর্বনাশ। দুটি নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে এ পথকে ওরা নিচ্ছে সমস্ত পাহাড় এলাকাকে অস্থির করে তুলেছে ওরা। আমি বলব তারা যেন রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য সেই সুবুদ্ধির উদয় হয় সেই আবেদন রাখছি তাদের কাছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই বলেছেন যে লক্ষণধন কলই সশস্ত্রভাবে পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছে এবং উনি উল্লেখ করেছেন মাননীয় সদস্য রতিবাবুর সাথে মিটিং করে ফিরার পথেই নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। এটা গতকাল উনি অভিযোগ করেছেন। এরপরে দেখুন আজকের রেফারেন্সটা মাননীয় সদস্য আনন্দমোহন বোয়াজাই এনেছেন। গণ্ডাছড়ার একটি অস্ত্র তৈরীর কারখানা পাওয়া গেছে। সেটি কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস অস্ত্র তৈরীর কারখানা গত রাত্রেও তেলিয়ামুড়ায় চামপ্রাইয়ে আনন্দ দেববর্মা নামে আমাদের সি পি এমের একজন কর্মীকে হত্যা করেছে। ওরা সবাই সি, পি, এমের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। এখন যে সমস্ত আক্রমণ চালাইবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কংগ্রেস

টি, ইউ, জে, এস কর্মী বা নেতারা আছে যদি প্রমাণ হয় তাহলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না, এটা জানাবেন কি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই গ্রেপ্তার করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন মাননীয় সদস্য অমলবাবু বলবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে যে বিষয় বলা হচ্ছে এটা অবশ্যই দুঃখের ব্যাপার। যে একজন বিধায়কের ছেলে অপহরণ হয়ে গেছে। আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে গত দুদিনে সি পি এমের কর্মীর উপর আক্রমণ হয়েছে সেটিও পরিতাপের ব্যাপার। এই রাজ্যে বিগত দিনে যারা মারা গেছে তারা সবাই টি, ইউ, জে. এস এর, কংগ্রেসের এটা বুঝা যায়। আর এখানে পরিকল্পিতভাবে একজন ব্যক্তিকে অপহরণ করে কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এসকে মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার একটি চক্রান্ত চলছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— আমার সরকারের সেই রকম কোন উদ্দেশ্য নেই আমি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি—সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে সে যে দলেরই হউক তাকে তার অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তি পেতেই হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের বিধায়ক পরিবারটিকে নিয়ে যে হত্যার হিড়িক চলছে সেই আগুন নিয়ে খেলা আর কতদিন চলবে? যদি এভাবে আগুন জ্বলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আরও আগুন জ্বলবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাদেরকে এই কথা জানিয়ে দিন।

শ্রীদেবব্রত কলই :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ পর্বে আনন্দমোহন রোয়াজা কর্তৃক উৎথাপিত নোটিশের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে গত ১১ই আগষ্ট তারিখে গণ্ডাছড়া হতে রইস্যাবাড়ী যাওয়ার পথে নৌকা ডুবিতে যে একজন পুলিশ কর্মী মারা গিয়েছে, সেই দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, যিনি গণ্ডাছড়া গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন, সেই বীরেন্দ্র ত্রিপুরা মাননীয় বিধায়ক আনন্দমোহন রোয়াজার ছেলেকে অপহরণের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। পুলিশ সেটার তদন্ত করছে এবং সেই বীরেন্দ্র ত্রিপুরাই মাননীয় বিধায়কের ছেলের অপহরণের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, সেই সম্পর্কে আমি এখনই কিছু বলতে পারি না। পুলিশের তদন্তের রিপোর্ট পেলে পরে জানা যাবে এর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত বা জড়িত নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আজকের উল্লেখপর্বে এবং দৃষ্টি আকর্ষণী পর্বে যে সমস্ত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ১৩ বিষয়ের মধ্যে ৯টিতেই খুনের বিষয় রয়েছে। এতেই প্রমাণ হয়, এই রাজ্যের আইন শৃংখলা কতটা হতাশাজনক। তাই, আমরা লক্ষ্য করছি যে ১৯৯৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে এই পর্যন্ত যে দুই হাজারেরও বেশী উগ্রপন্থী সরকারের কাছে আত্ম সমর্পণ করলেও, এখনও সারা রাজ্য জুড়ে আগের মত অথবা তারও বেশী পরিমাণে উগ্রপন্থার কাজকর্ম চলছে। সরকার থেকে বলা হচ্ছে এ, টি, টি, এফ উগ্রপন্থীদের নেতা রঞ্জিত দেববর্মা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু আসলে সে এখনও বাংলাদেশ থেকে এই রাজ্যে উগ্রপন্থী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, সেই রণজিত দেববর্মা শাসক দলের একজন গাঁও প্রধানের ছেলে। স্যার, শুধু তাই নয়, এই হাউসেই

মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১১ টির মত উগ্রপন্থী দল আছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এই রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

শ্রীহরিচরণ সরকার (বামুটিয়া) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে সব কথা বলছেন, সেগুলি রিলেটেড নয়, কাজেই, এগুলি প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হউক।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াঃ—স্যার, যে সব এ, টি, টি. এফ উগ্রপন্থী আত্ম সমর্পণ করেছে, তাদের বাড়ী ঘর করার জন্য সরকার থেকে টিন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সব টিন প্রকাশ্য রাস্তায় বিক্রি করা হচ্ছে। কাজেই আমরা মনে করি, এভাবে রাজ্যে শান্তি আসতে পারে না সত্যিই যদি এই রাজ্যে শান্তি আনতে হয়, অথবা উগ্রপন্থার কার্যাকলাপ দমন করতে হয়, তাহলে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণ করার জন্য একটা সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হউক, এবং ঐ সময় সীমার মধ্যে যদি কোন উগ্রপন্থি আত্ম সমর্পন না করেন, তাহলে তাদের ধরে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক? আর, তা না হলে এই রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো—

Laying of a copy of —

"The Tripura Sales Tax (Eleventh Amendment) Rules, 1994 as ruquired under Sub-section (3) of Section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976.

এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলটি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

SHRI SAMAR CHOUDHURY (Minister) :—Mr Speaker Sir, I beg to lay before the House a capy of-

"The Tripura Sales Tax (Eleventh Amendment) Rules, 1994 as required under Sub-section (3) of Section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকের সভায় পেশ করা রোলস্ এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO POSTPOND QUESTION ON THE TABLE

ANNEXURE"C"

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ--সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—লেয়িং অব রিপলাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চন্স। বিধানসভার গত অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শাহজাল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১২ এর এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৫০ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১২ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

PRESENTATION OF PETETIONS

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় এল জি ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী উনার স্বার অসুখ এই কারনে তিনি একটু আগে উদয়পুর নিজ বাসভবনে চলে গেছেন। আমি অনুরোধ করব এই বিজনেসটা পোষ্টপণ্ড করতে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

SHRI ANIL SARKAR (Minister) :—Mr. Deputy Speaker, Sir. I beg to lay before the House a copy of—The reply of "Thepostponed Question No. 50 on the table of House."

PRESENTATION OF PETETIONS

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি দুটি পিটিশন পেয়েছি। প্রথম পিটিশনটি দিয়েছেন শ্রীবাদল সেন গং ২৬ জন পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো— "আমলীঘাট থেকে মনুঘাট রাস্তা (পি-ডব্লিও-ডি) দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য প্রার্থনা। পিটিশনটি ফরোয়ার্ড এবং কাউনটার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশনটি এই সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— Mr. Deputy Speaker, Sir, in pursuance of the rule 256 of the Rules of procedure & conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to present a Petition signed by Babul Sen and other 27 signatoies regarding completion of road work from Amlighat to Manughat as early as possible.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— দ্বিতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঢালী ও অন্যান্য ১৬৭৪ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

"উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত বদরমোকাম ঘাটের নিকট গোমতী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ সম্পর্কে।"।

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড ও কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি পিটিশানটি সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

SHRI PANNALAL GHOSH :— Mr. Deputy Speaker, Sir, in pursuance of the rule 256 of the Rules of Procedure and conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, I beg to present a petition signed by Shri Jagneswar Dhali and other 1674 (one thousand six hundred seventy four) persons regarding construction of a hanging bridge over river Gumti near Badar mokam ghat, Udaipur.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত পিটিশানটি এখন আমি পিটিশান কমিটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠাচ্ছি।

"PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS"

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— প্রেজেন্টেশান অব কমিটি রিপোর্টস এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে (পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান) অনুরোধ করছি পাবলিক

আণ্ডারটেকিংস কমিটির ২৪ তম এবং ২৫ তম (টুয়েন্টিফিফ্‌থ) প্রতিবেদন দুটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।]

SHRI PABITRA KAR ;—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present to the House a copy each of the Twenty-fourth and Twen-fifth Report of the Committee on Public Undertakings.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়কে (গভর্ণমেন্ট অ্যাসুরেন্স কমিটীর চেয়ারম্যান) অনুরোধ করছি গভর্ণমেন্ট অ্যাসুরেন্স কমিটির বিংশতিতম (টুয়েন্টিথ) প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করার জন্য।

SHRI UMESH CHANDRA NATH :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present to the House the Twentieth Report of the Committee on Govt. Assurances.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই মহোদয়কে (পিটিশান কমিটির চেয়ারম্যান) অনুরোধ করছি পিটিশান কমিটির ২৩-তম (টুয়েন্টি-থার্ড) প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করার জন্য।

SHRI DEBABRATA KOLOY :—Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I beg to present to the House the Twenty-third Report of the Committee on Petitions.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদনগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGBNT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, সর্ট ডিসকাশান অন দি মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে। নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"অনাথ বালক বালিকা দিগকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর উনার আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার নোটিশটির বিষয় হলো, অনাথ বালক বালিকাদিগকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সরকারী পরিচালনাধীন প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে অনাথ আশ্রম আছে। এতে সর্বমোট ৩১০ জন অনাথ আছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় দেখেছি, সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষকে এই অনাথ আশ্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমন অনেক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছেন যা খুবই অমানবিক ব্যাপার। আমরা দেখেছি, মা-বাবা আছেন কিংবা নেই এমন সব শিশু নিয়েই অনাথ আশ্রম গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে এটা সরকারী সাহায্যে চলছে। এবং এগুলি কিভাবে চলবে তার বিবরণ আছে। এই হোমগুলিতে ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর অনেকেই কোথাও যেতে চায় না, কারণ তাদের মা-বাবা থাকে না, আত্মীয় স্বজন থাকে না। এতে হোম কর্তৃপক্ষ নানা সমস্যায় ভোগেন—অনেক ছেলে পাশ করে বসে আছে, অনেকে বার বার ফেল করার পর তাকে আর রাখা যায় না। উদয়পুর অনাথ আশ্রমে যে ঘটনাটা ঘটল, যেটা আমরা

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

পত্রিকায় দেখলাম যে তিনদিন খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ১৫ জন ছাত্রের বয়স পেরিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে বি, এ পাশ ছেলেও আছে। হরিমোহন দেব সে বি-এ পাশ করেছে, রণজিৎ দাস হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে, নিদান দাস সে মাধ্যমিক পাশ করেছে। এটা সত্যিই একটা সমস্যা যে সরকার কতদিন এদেরকে বসিয়ে খাওয়াবে। যারা প্রাপ্ত বয়স্ক তারাই বা কোথায় যাবে। সেই জায়গায় সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর হোম থেকে বেড়ুবার সাথে সাথে তাদেরকে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা বা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম-স্টেট এমপ্লয়মেন্ট স্কীম আছে, সেণ্ট্রাল এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম আছে বা অন্যান্য স্বনির্ভর প্রকল্পে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এই শিশুদের লালন পালন করে বড় করার পর সে আর অনাথ থাকেনা, কিন্তু তাদের জীবিকা নির্বাহের একটা ব্যবস্থা না করে দিলে তারা একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করতে চাই এই হোমগুলির যে সমস্ত ছেলেরা বেড়িয়ে যায় তাদের জন্য স্পেশাল কিছু চাকুরীর ব্যবস্থা করা, এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম-স্টেটের হোক বা সেণ্ট্রালের হোক, আই, আর, ডি, পি লোন বা ইণ্ডাস্ট্রি লোন দিয়ে তারা যাতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে শর্ট ডিসকাশান নোটিশ এনেছেন এবং উনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন সেটা মানবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হয় যে সরকারের আর্থিক সংগতি কতটুকু? সরকার ৫টা হোম চালাচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশান আরও ১৫টা এবং সেখানে ৯০পার্সেণ্ট অনুদান দেওয়া হয়। নিয়ম আছে ১৫ বৎসরের উর্দ্ধে হলে তাদের আর হোমে রাখা যাবে না। সেই মাত্র ১৬ বছর পার হয়ে যায় তার জন্য আর্থিক বরাদ্দ কি স্টেট কি সেণ্ট্রাল রাখা সম্ভব নয়! ফিনান্সিয়াল বরাদ্দটা কোন জায়গা থেকে আসে সেটা আমরা ভাল করেই জানি। ৩১০ জনের কাছাকাছি হবে দেখা গেছে তাদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের বয়স ১৬ বছরের উর্দ্ধে হয়ে গেছে। তার মধ্যে এই ১৫ জনও আছে। যাদের কারো মা আছেন, কারো বা বাবা আছেন। সে অর্থে তারা অনাথ না হলেও আর্থিক দিক দিয়ে তারা অনাথ। তাদের প্রতি স্টেটের যে লয়েলিটি আছে, কেননা যে কোনভাবেই হোক তারা এই হোমগুলিতে এসেছে। ওদেরকে হোমে রেখে দেওয়ার মত আর্থিক অবস্থা সরকারের নেই। আমরা দেখেছি ওদেরকে কোন স্বনির্ভর প্রকল্পে নেওয়া যায় কিনা। তাদের কারো মা-বাবা আছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের জমি নেই, বাড়ী নেই, জীবন ধারনের ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু তারাও বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করছে। একবার যখন তারা সরকারী ইনষ্টিটিউশানে এসে গেছে একটা মানসিকতা হয়ে গেছে যে সরকার তাদের লায়েবিলিটি নেবে, তাদের চাকুরী দেবে, তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা সেণ্টপারসেণ্ট ইচ্ছা সরকার আমাদের চাকুরী দেক। সে জায়গায় চাকুরী সৃষ্টি করা কত কঠিন কাজ সেটা অবশ্য সবাই বুঝেন। তাদের উপর কোন রকম রাগ, ক্রোধ বা তাদের সঙ্গে অন্য কিছু থাকতে পারে না, সরকারের ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে তাদেরকে আর ইনষ্টিটিউশানে থাকতে পারছে না। তবুও ১৯৯২-৯৩ সালে তাদের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লোক শিক্ষা পরিষদে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যেমন রেফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশনিং, রেডিও, টি. ভি ইত্যাদি জাতীয় ট্রেনিং নিয়ে সেলফ সাফিসিয়েণ্টভাবে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য দেওয়া হয়েছে। আমি সমস্যাটা একদিক দিয়ে বললাম! তারপর আমরা চিন্তা করছি অঙ্গনয়াদী সেণ্টারে কাজ দেওয়া যায় কিনা কিন্তু অঙ্গনোয়াদীর ৬০০ সেণ্টার আমরা

পারতে পারছি না। নিশ্চয়ই যদি আর্থিক সামর্থ আসে তাদেরকে আমরা যতটুকু এনগেজইড করতে পারি দেখব সেখানে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যারা অন্ধ স্কুল থেকে পাশ করেছে বা এই রকম বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা লেখাপড়া শিখেছে যারা বিকলাঙ্গ এই ধরনের অনেককে আমরা চাকরী দিয়েছি। অনেক অন্ধ এখনও পাশ করে বসে আছে ফার্স্ট ডিভিশানে, সেকেণ্ড ডিভিশানে চাকরী সৃষ্টি না হলে তো তাদেরও এক চাকরী দেওয়া যাচ্ছে না এই সমস্যাটা আছে কাজেই এই দিকটা চেষ্টা আমাদের সকলে মিলে করতে হবে তাদেরকে অন্ততঃ পক্ষে স্বনির্ভর করা যায় কিনা এটা সরকারের লায়েবিলিটি কিন্তু স্টেটের লায়বিলিটি নেবার ক্ষমতা কতটুকু আছে সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু কোন বিকল্প নেই যে ১৮ বছরের পর তাদেরকে রেখে দেওয়া যায় এই লায়েবিলিটি কতটুকু নেবা যায় কাজেই এই হলো এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য। সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছি, চেষ্টা করব কিন্তু এটা একটা পরিস্থিতির সমস্যা, সকলের এটা অনুধাবন করা উচিত।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS — Adopted

ডেপুটি স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশ্যান। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি (৩) প্রাইভেট মেম্বারস্ রেজলিউশ্যান আছে। রিজলিউশ্যানের প্রাইয়রিটি অনুযায়ী প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহাশয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশ্যানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীপান্নালাল ঘোষঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আমার প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশ্যানটি হলো :—

“এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, প্রটেকটেড ফরেস্ট ল্যাণ্ডকে রিজার্ভ মুক্ত করে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।”

আমরা সবাই জানি যে, এই ত্রিপুরার জনসংখ্যা তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুমিয়া এবং ভূমিহীন এবং জুমিয়া যারা আছেন তাদেরকে ভূমি দিতে গেলে যে পরিমাণ খাস জমি থাকা দরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সে রকম খাস জমি সরকারের হাতে নেই। এই জুমিয়া এবং ভূমিহীন যারা আছে তাদের ভূমি দিতে গেলে যে পরিমান খাস এবং জমি থাকা দরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেইরকম খাস জমি সরকারের হাতে না থাকার জন্য এটা জুমিয়া ভূমিহীন যারা আছে অর্থাৎ ল্যাণ্ডলেস এবং হোমলেস যারা আছে তাদেরকে দেওয়া যাচ্ছেনা এর ফলে একটা প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা দীর্ঘ দিনের দাবী এবং সত্যি সত্যি এটা মানবিক দাবী। এটা পূরণ করা যাচ্ছেনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে পরিমান জমি আছে গোটা এরিয়ার মধ্যে ৬০ পারসেন্ট টিলা এরিয়া আর ৪০ পারসেন্ট হল লুঙ্গা, সমতল ইত্যাদি। তারমধ্যে আমরা দেখি যে টি, আর, এফ প্রটেকটেড যে ফরেস্ট এই টি আর, এফের এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমানে জমি আছে এবং সেখানে বন সম্পদ নাই, অথচ সেটা টি এফের আওতায় থাকার ফলে সেখানে সরকারীভাবে ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট করা যাচ্ছে না। কারণ সেখানে ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট

করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বন দপ্তরের বাধা নিষেধ আছে। অথচ আমরা স্বীকার করি একটা রাজ্যের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে, পলিউশানের ক্ষেত্রে বন দরকার, অন্য কারণেও দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে বন সম্পদ গড়ে তোলা দরকার কিন্তু যেখানে লোকসংখ্যার বেশীর ভাগ অংশ বিলো পোভারটি লেবেল আছে, একটা অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে ৭৪ পারসেন্ট বিলো পোভারটি লেবেল আছে। এই বিলো পোভারটি লেবেলে যারা আছে ঘরবাড়ী নেই, জমি নেই, দুর্বলতর অংশ। এই দুর্বলতর অংশের মানুষকে জমি দেওয়ার জন্য আজকে এই রেজোলিউশান আমি এনেছি। এই টি, এফ ল্যাণ্ড যদি আজকে রিজার্ভ মুক্ত করা হয় তাহলে সরকারের পক্ষে ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট করা সম্ভব হবে। দেখা যাচ্ছে যারা ভূমিহীন, তাদের ভূমি না থাকায় ব্যাংক থেকে লোন পাচ্ছে না। আজকে সেখানে নানা রকম স্কীমের মধ্যে জমির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার জন্য ভূমিহীন যারা তারা ব্যাংক থেকে লোন পাচ্ছে না। এইজন্য আমাদের ত্রিপুরাতে এই রকম পি. এফ. ল্যাণ্ড যেটা আছে এ, ডি, সি এরিয়ার ভিতরে যে পরিমাণ পি, এফ, ল্যাণ্ড আছে এবং এ. ডি, সির এরিয়ার ভিতরে এবং বাইরে যে পরিমাণ পি, এফ, ল্যাণ্ড আছে দুটো মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ ৫৬ হাজার ১০৫ হেক্টর। আর রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যে পরিমাণ জমি আছে এ. ডি. সি এরিয়ার ভিতরে এবং বাইরে যা আছে তা হল ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬২ হেক্টর জমি। পি. আর, এফ এবং প্রটেক্টেড ফরেষ্ট সব মিলিয়ে প্রায় ৬ লাখ ২৭ হাজার ২৬৭ হেক্টর জমি আছে। এই রাজ্যে যেখানে জমির পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৬৯ হেক্টর, সেখানে পি. আর. এফ এবং আর এফ মিলিয়ে এই জমি বাদ দিলে পরে মাত্র ৪ লক্ষ ২০ হাজার ৫০২ হেক্টর জমি থাকে। অথচ এখানে রাজ্যের জনসংখ্যা ১৯৯১ সেনসাস অনুযায়ী ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০২ জন। এর মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রামে বাস করে, গ্রামে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা হল ২৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৮৪ জন। এখন এই যে বিরাট সংখ্যক লোক যারা গ্রামে বাস করে। আজকে এখানে যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ৫০২ হেক্টর জমি সেটা এই বিরাট সংখ্যক লোকের মধ্যে আজকে যারা জোত ল্যাণ্ডে আছে বা খাস ল্যাণ্ডে আছে তাদের সেগুলিকে এলটমেন্ট দেওয়া এলটমেন্ট কমিটির ভিতর দিয়ে, এগুলি বিভিন্ন সময় হলেও আমি এই বিষয়ে না গিয়ে শুধু যারা এখনও বাকী আছে সেই পরিমাণটা তাদেরকে যদি দিতে হয় তাহলে সেই সমস্ত প্রসেসিং-এর পরে যে পরিমাণ জমি থাকে তা খুব সামান্য। কারণ বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেসকে যদি ল্যাণ্ড দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে এই যে পি. আর. এফ যেটা আছে সেটাকে রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য যে উদ্যোগ দরকার কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত বাধা নিষেধ আছে সেটকে সেখান থেকে মুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার এই বিধানসভার ভিতর দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে এটা করার চেষ্টা করা উচিত। কারণ আজকে ত্রিপুরার মত একটা অনগ্রসর রাজ্যের ক্ষেত্রে এখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে এত বেশী লোক বাস করে যে তাদের স্বার্থের জন্য এই জায়গাটাকে পি, এফ. ল্যাণ্ড যেটা আছে সেটাকে ঠিক করা দরকার। আজকে এখানে দেখা গেছে এই যে একটা বিরাট বিষয় বা উদ্বেগজনক যেটা যে, এদেরকে এই গরীব অংশের লোকদেরকে ভূমিহীন দেরকে ভূমি দিতে গিয়ে আজকে অসুবিধার মধ্যে পরতে হচ্ছে। আমাদের লাষ্ট যে বামফ্রন্ট সরকার ঐ ১৯৮২ সালে এখানে এই পি এফ-এর অন্তর্ভুক্ত যে জমি যেখানে আমাদের অনেক লোক হয়তো বাড়ী-ঘর করে আছে। কারণ সেখানে কোন ঘর নাই। সুতরাং সেই খালি জায়গার মধ্যে এই রকম বহু মানুষ আছে যারা ঘর করে আছে এবং সেখান কার যে সব জায়গা কৃষি যোগ্য সেগুলিতে কৃষি করছে এই রকম অনেক জায়গা আছে গরীব মানুষরা সেখানে বসবাস করছে। অথচ সরকারের পক্ষে সেখানে তাদেরকে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট নেওয়া সম্ভব না। কাজেই সেই

জায়গাগুলি দেওয়ার জন্য সেখান থেকে যাতে পি এফ তুলে নেওয়ার যায়, সেখানে প্রায় ২৪ বর্গ মাইল-এর মধ্যে পি, এফ-এর যে সমস্ত রেষ্টিকশান আছে সেগুলিকে যাতে তুলে নেওয়া হয় এবং সেই জায়গায় কিছু কিছু ল্যাণ্ড এলটমেন্ট যাতে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করছি। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে পি এফ এর সেন্ট্রাল ফরেষ্ট এক্টকে এই নিয়ে অনেক অসংগতি দেখা দেয়, কাজেই এইটা নিয়ে চিন্তা করছি এটা করা যাবে কি যাবে না. এই ব্যাপারে এইটা অনেকটা দপ্তরের পর্যায়ে আছে। সুতরাং আমাদের এই যে একটা বিরাট অংশ, বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে যারা জুমিয়া আছে।

এটা একটা বিরাট অংশ বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে যারা জুমিয়া আছে, হাজার হাজার জুমিয়া মানুষ আছে। যাদের ল্যাণ্ড তাদের নামে হচ্ছে পারছে না যেহেতু তারা রিজার্ভেশন ফরেষ্টের মধ্যে রয়েছে তাই তাদের ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না। বা অন্য অংশের মধ্যে যারা এস, সি, রয়েছে তপশিলী জাতি রয়েছে বা দরিদ্র মানুষ রয়েছে এই বিরাট অংশের মানুষের মধ্যে যে আশা আকাঙ্খা আছে তাঁরা কোথায় যাবে। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আজকে তারা সংখ্যালঘু। তারপর যারা বাইরে থেকে এখানে এসেছে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখানে থেকেছে তাদের মধ্যে যারা ভূমিহীন, তাদের কথা চিন্তা করে এই যে পি, এফ, যেটা এখানে উল্লেখ করলেন সেটাকে যাতে রিজার্ভ মুক্ত করা যায় সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

আমরা দেখেছি বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে বন দপ্তরের বিরাট একটা অ্যান্টি-পিপল ভূমিকা ছিল। তখন কংগ্রেস সরকারের ছিল। এর আগে অন্যান্য সরকারে ছিল। আজকে এই রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানায় বা ভেতরে বাস করছে গরীব মজুর, ক্ষেত মজুর, দীন মজুর এরা। এদের মধ্যে যারা উপজাতি অংশের মানুষ তাদেরকে কিভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এটা আমরা সবাই জানি। এবং তখন এই বনদপ্তরকে ব্যবহার করা হতো গরীব মানুষ যারা আন্দোলন করছিলেন তাদের প্রতিহত করতে। আজকে সে কারণে আমরা বুঝি যে বনদপ্তরের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের জন্য যেটা দরকার, (আজকে যে বনকে কেটে ফেলা হয়েছে এই ব্যাপারে বহু আলোচনা হয়েছে যে বনজ সম্পদ উজার করে নিচ্ছে আজকে আমরা সেখানে নজর দিতে পারছি না। আজকে সেখানে বন দরকার অথচ সেখানে বন নাই সেখানে বেশী পরিমানে বন সৃষ্টি করা, গাছ লাগানো দরকার যাতে পলিউশন না হয়। তারপর পলিউশন হচ্ছে যেখানে কারখানা রয়েছে সেখানে। সে সব জায়গা পরিকল্পনা মাফিক বন তৈরী করা যেতে পারে। সেই নিরিখে এটাকে সায়েন্টিফিকেলী করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে আজকে বন নাই, বন লাগালেও হচ্ছে না, অথচ সেখানে গরীব মানুষকে সে জমি বন্টন করেও দেওয়া যাচ্ছে তাহলে এতে গরীব মানুষের বিরাট ক্ষতি হবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার এই জায়গাকে বন আইনের ভেতরে রেখে দিয়েছেন। অথচ ত্রিপুরায় বেশীর ভাগই জমি টিলা। এখানে গরীব অংশের মানুষ বেশী, এখানে ভূমিহীন বেশী। কাজেই তাদের স্বার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তাব গ্রহনস্ত করে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বন আইন রয়েছে তাকে পরিবর্তন করার জন্য আবেদন জানানো দরকার, প্রস্তাব জানানো দরকার।

আজকে আমরা দেখেছি যে পলিউশন যাতে না হয় সে জন্য যে পারমান বনের দরকার অর্থাৎ ওয়ান গার্ড বনের দরকার সেজন্য আজকে বনসৃষ্টির জন্য যে মেজার্স নেওয়া হচ্ছে সেটা ঠিক। কিন্তু আজকে চারপাশে, বা বনের ভেতরে যারা বসবাস করছে সরকারী অ্যালটমেন্ট না দিয়েও যারা বসবাস করছেন, তাদেরকে আমরা কাজে লাগাতে পারি এই বন রক্ষার কাজে তাদেরকেও আমরা কাজে উৎসাহিত করতে পারি। এভাবে আমরা তাদেরকে নিয়েই ত্রিপুরা এটা করতে পারি। কিন্তু আজকে সেটা না করলে এরা ত্রিপুরা ছেড়ে কোথায় যাবে? জায়গা ছাড়া তারা থাকবে কোথায়? আজকে আমরা দেখেছি যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যাদের জমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের জোট আমলে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের উৎখাত করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের এন্টি-পিপলস্ একটা মানুষের স্বার্থ নিয়ে সৃষ্টিকারী তুঘলকী ফর্মান জারী করা হয়েছে মানুষের দিকে না তাকিয়ে, মানুষের যে সমস্ত সমস্যা ছিল সে সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা জোট আমলে নেওয়া হয়নি। আমি তাই এই হাউসের মধ্যে এই বিরাট অংশের গরীব মানুষের সমস্যাকে লাঘব করার জন্য এই পি, এফ, ল্যাণ্ডকে রিজার্ভ মুক্ত করে সে জায়গায় ভূমিহীন গরীব মানুষের মধ্যে সে জমি অ্যালটমেন্ট নিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি। সেজন্য আমি আশা করব যে এইখানে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেটা যাতে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেন এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, সেটা কি করে সম্ভব হবে সেটা হচ্ছে সমস্যা।

মিঃ স্পীকার :— যদি বক্তা কমান তাহলে সব করা যাবে, সময়ও কমতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রস্তাবক যারা তারা প্রস্তাব করার পর প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার পর মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একজন করে বক্তব্য রাখলে পরে আমার মনে হয় এই সবগুলি রেজু-লেশন কাভার করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তাহলে তাদের একজনকে দেওয়া হউক। মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে একমত হতে পারছি না। এই প্রস্তাবের পক্ষ নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার প্রকৃতি ও আবহাওয়া সমস্ত জীবনগতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। কারণ এমনিতেই ত্রিপুরার বন দপ্তর প্রায় গুটিয়ে আসছে। বন দপ্তরের কর্মচারীরা বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। কারণ উনাদের মাঠে যাওয়ার সুযোগ নেই, সুযোগ না থাকার কারণ আমাদের রুলিং সরকারে ক্যাডার এবং বেকার ভাইদের অভাব অনটন এই সরকার ঘুচাতে পারছেন না। তাদের অভাবের দরুণ উনারা ত্রিপুরার বন দপ্তরে সমস্ত কাঠ বাধ্য হয়ে পেটের তারণায় কেটে বন দপ্তরের কর্মচারীদের ধমক দিয়ে বন দপ্তরকে শেষ করে দিচ্ছেন। এরপরে এমনিতেই এই বন দপ্তর রিজার্ভের যে জায়গা-গুলি অঘোষিতভাবে ঘোষিত, নানাজন দখল করে নিয়েছে, এটা আমার, এই পুরো জায়গার কাঠ আমি নেব, এমনিতেই ঘোষিত হয়ে আছে। এরপরে যদি আবার এটা রিজার্ভ মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে এখানে আমাদের যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতির মধ্যে গাছের সাথে রয়েছে বৃষ্টির সম্পর্ক, বৃষ্টির সাথে রয়েছে সমস্ত জীব জগতের সম্পর্ক। এখানে যিনি প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য পান্নালাল বাবু উনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, পরিবেশের জন্য প্রকৃতির সমতুলতা রক্ষা করার জন্য বন প্রয়োজন। উনি নিজে স্বীকার করে উনি নিজে কিভাবে

এই ধরনের প্রস্তাব আনলেন সেটা আমি জানি না। আমি বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে বিরোধিতা করছি না। আমার বক্তব্য যে ত্রিপুরার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, ত্রিপুরার উপজাতির দিকে লক্ষ্য করে রিজার্ভের যে কথা বলেছেন এবং বলেছেন জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য এটাকে রিজার্ভ মুক্ত করে জনগণকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা উনি নিয়েছেন। আমি মনে করি সরকার পরিকল্পিতভাবে একটি প্রস্তাব নিক।

এখানে একটা কলোনী সিস্টেম করে লোককে সেই সমস্যা থেকে মুক্ত করা হউক। রিজার্ভকে রিজার্ভ রেখে ফরেষ্ট দপ্তরকে আরো উন্নতি করে ফরেষ্টের গাছকে যাতে আরো বেশী বাঁচানো যায় ফরেষ্টকে আরো বেশী যেন রক্ষা করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি দিলে আমার মনে হয় ভাল হবে। কারণ উনি যে উদাহরণ দিয়েছেন যে লোককে পুনর্বাসন দিয়ে ফরেষ্টকে রক্ষা করার কথা। তার আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি টি. আর. টি. সি সেখানে সরকার চাকুরী দিয়ে তার পরিবারের খাওয়ার সংস্থান করে দিয়েছে সেই টি. আর টি সি. সংস্থা বর্তমানে লাটে উঠার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারী কোন জিনিস লোকে সেটাকে আদর দিয়ে দেখেনি। সেটার প্রত্যক্ষ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন জুটমিল। এই জুটমিল লাটে উঠার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে পুনর্বাসন দিয়ে বন রক্ষা করবে সেটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু হবে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি সেখানে পুনর্বাসন সিস্টেমটা তুলে দিয়ে সেখানে কলোনী সিস্টেম করে সরকার পরিকল্পিতভাবে এইটা কলোনীর লোকের ব্যবস্থা নেন আমার মনে হয় সেটাই ভাল হয়? তারপর হল আজকাল ত্রিপুরাতে গ্যাষ্টিকের রোগী বেশী এবং ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী। গ্যাষ্টিক রোগ জলের জন্য। আর ক্যান্সার হচ্ছে পরিবেশের জন্য যেমন গাড়ী ও অন্যান্য ধূয়াটের জন্য। সেই ধূয়াটে মুক্ত পরিবেশ করতে গাছের প্রয়োজন। এখানে যারা সাইন্স নিয়ে পড়েছেন তারা হয়তো আমার কথাটা নিয়ে ব্যাঙউক্তি করবেন না। আর যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েননি তারা হয়তো করতে পারেন। তাই আমি বলছি যে এই গাছের সঙ্গে পরিবেশের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। গাছের সাথে বৃষ্টি এবং বৃষ্টির সাথে জীবজগতের সম্পর্ক রয়েছে। তাই গাছের প্রয়োজন। ত্রিপুরাতে এমনিতেই ভাল জল পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিপুরার জলে আয়রনের মাত্রা বেশী থাকছে তার জন্যই এই সব রোগ হচ্ছে। যদি এই ভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট ল্যাণ্ড এবং প্রটেকটিভ ফরেষ্ট ল্যাণ্ড উঠিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সেখানে আরো বেশী পরিবেশ খারাপ হবে। আরো বেশী পরিবেশ দূষিত হবে, তাই আমি বলছি আপনাদের বেঞ্চ থেকে যেহেতু এই প্রস্তাব এনেছে তা আমি ভাল করেই জানি আপনারা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ আছেন এটাকে ভোটে দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে পারবেন, ভোট এ দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার আমি বিরোধী পক্ষ থেকে আপনাদের পক্ষে বলিনি বলে এতে যদি আপনারা এই মানসিকতা নিয়ে পাশ করে নেন তা হলে আমাকে হিংসাত্মক মূলকভাবে পরিকল্পিত ভাবে নেওয়া হচ্ছে। এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়ার অর্থ সমস্ত জীবজাতিকে হত্যা করা। তা আপনারা করেছেন বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি. ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাইতো অলরেডি সিদ্ধান্ত জানিয়েদেওয়া হয়েছে, একজন যিনি প্রস্তাবক তিনি বলবেন। বিরোধী পক্ষের একজন বলবেন আর রেসপেক্টিভ মিনিষ্টার বলবেন। তা না হলে তো আজকে আরো সময় দিতে হবে। কাজেই বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য পান্না লাল ঘোষ যে প্রস্তাবটা রেখেছেন সেটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে সমগ্র বিষয়টাকে বিবেচনার মধ্যে এনেছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন বা বিরোধী দলের যে সারা দেখলাম তার স্বক্তার বক্তব্যের সমর্থনে তা বিচ্ছিন্নতা শুধু নয় চোখটা সাধারণ মানুষের প্রতি ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি একেবারেই নেই। সার ত্রিপুরায় ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১শত ৯১ হেক্টর।

২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১শত ৯১ হেঃ ১৯৮২ সাল অব্দি। বিভিন্ন এলাকা গঠন করে রাজ্যে মোট রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল ৩লক্ষ ৫৭ হাজার ১শত ৩৮ হেঃ জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফরেষ্ট স্যেটলাইট সার্ভে ১৯৯১ সালে হয়েছে। তার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯১ সালে মাত্র ১লক্ষ ৮২ হাজার ৫শ৭ হেক্টর ৭০ শতাংশ অথবা তার বেশী বনায়ন হয়েছে বলে বলা হয়েছে। রিজার্ভ ফরেষ্ট এর বাকী কোথাও কোথাও ১০ শতাংশ বেশী অথবা তার চাইতে কম। কোন কোন জায়গাতে গাছই নেই, অনাবৃত অবস্থায় পরে আছে। বন দপ্তরের হিসাবে বন এলাকার হিসাব হয়েছে মাত্র ১৭.৪ শতাংশ। সর্বমোট ফরেষ্ট রিজার্ভ এড়িয়া তার মধ্যে ১৭.৭ শতাংশ বন দপ্তর চিহ্নিত করেছেন যেখানে ফরেষ্ট সার্ভে ৪০ শতাংশ বেশী। কিন্তু রাজ্যের ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে ফরেষ্ট আইন মোটবেগ ৩৪.২ শতাংশ জমি নষ্ট হয়েছে। রিজার্ভের সকল জমিতে পূর্ণ বনায়ন করা হলো রাজ্যের কোন ইকোলজির ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ যথেষ্ট। এর পরও আরও রয়েছে প্রোসিরেল ফরেষ্ট। কাজেই ভারসাম্যের প্রশ্ন নুতন করে উঠে না। সারা ভারতবর্ষে বনায়ন মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে বনায়নের সব চাইতে বনভূমি বেশী। কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিষ্ট্রি অফ ইনভাইরনমেণ্ট এ্যাণ্ড ফরেষ্ট রাজ্য সরকারের হাত ইনভারনমেণ্ট রক্ষার দায়িত্ব দিতে অস্বিকার করেছেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের জিজ্ঞেস না করে কোন কিছু করতে পারছেনা। রাজ্যের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কেন্দ্রীয়সরকার। ফরেষ্ট কনজারভেশন একট এর দ্বারা সকল সরকারী খাস জমি যেখানেই দুই চারটি আছে, তবে বনায়ন আওতায় দিয়ে বনভূমিছাড়া কোন প্রকার ব্যবহার যেমন কৃষি, রবার চাষ, ফলের বাগান বা বাস্তুভূমির জন্য এলটমেণ্ট পানির জলের জন্য জলধার, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস স্থাপন ইত্যাদির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়সরকারের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই ব্যবস্থায় চাপিয়েছে। রাজ্যের অগ্রগতি সারা রাজ্যের অগ্রগতি মুখ থুবরে পড়ছে। কংগ্রেস আই এবং যুব সমিতি রাজ্যের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতি ও গ্রামীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের জন্য জমির চাহিদা পুরণ এ সরকারের খাস জমি বণ্টনের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী একটা কর্মসূচী গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার যে জনস্বার্থ বিরোধী নীতিকে ওরা আজকে সমর্থন করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বকে খুশি রাখছে। বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য সরকার ১৯শে আগষ্ট ১৯৮২ ইং তারিখের নোটিফিকেশন দ্বরা রিজার্ভ বনভূমির বাইরে সকল প্রটেকটেড ফরেষ্টে এর জমি বিভিন্ন জনস্বার্থে প্রয়োজন প্রধানত কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যবহারে সিদ্ধান্তকে ১৩|৬|৮৯ ইং চিফ সেক্রেটারী মেমর‍্যাণ্ডাম দ্বারা অগ্রাহ্য করা হয়। জোট মন্ত্রিসভা রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। সারা রাজ্যের শত শত ভূমহীন ও ভূমিহীনদের এলটম্যাণ্ট বাতিল করা হয়। লংতরাই ভ্যালির মোট চার-পাঁচটি মৌজার হিসাবে দেখা যায় ১০০০ (এক হাজারের) বেশী ভূমিয়াদের এলটম্যাণ্ট অকার্যকরী করা হয়েছে। খোয়াই ১০৯টি পরিবার, এ ডি সি এলাকার

মধ্যে ৪৪৫'১২টি পরিবারের এলটম্যাণ্ট বাতিল করা হয়েছে। সোনামুড়া ৭৭টি পরিবারের এলটেড জমির ১৬৯'৩৩ একর জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

ফরেষ্ট কনজার্ভেশান এ্যাক্ট দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকা ত্রিপুরায় কেবল মাত্র জোট সরকার কর্তৃক পুনঃ প্রবর্তিত প্রোটেকটেড ফরেষ্ট এলাকার মধ্যেই নয়, প্রায় সকল খাস জমিতেই স্বেরাচারী বাধানিষেধ আরোপ করে রেখেছে। এমন কি সোশ্যাল ফরেষ্ট্রি, সকীমগুলিতে তৈরী বনগুলিতেও সম্পদ এর অধিকার কেড়ে নিয়েছে জনগণের অংশ গ্রহণ ও ভূমিকার উপর আঘাত এনেছে। সংবিধানের ৭ম তহশীলে জমির উপর রাজ্য সরকারের অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। রাজ্য সরকার এনভাইরনমেন্ট এবং ফরেষ্ট সর্বোতভাবে রক্ষা করেই রিজার্ভ বন বহির্ভূত জমি জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, এলটমেন্ট, রাজ্যের কৃষি, রাবার বাগান, চা বাগান ইত্যাদির ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।

১৯৯২ সালে জোট সরকার অত্যন্ত অন্যায় ভাবে নন-এ, ডি, সি এলাকায় ২৫ হাজার হেক্টর নতুন রিজার্ভ ফরেষ্টের নোটিশ দিয়েছে, এর ফলে উপজাতি এবং অ-উপজাতি ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য রক্ষিত জমি রিজার্ভ বনভূমি করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা নুতন রিজার্ভ গঠনের ঘোষিত এলাকা তদন্ত করে দেখেছেন। রাজ্যে ১৯৮২ সালের পর নুতন রিজার্ভ বন গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় হাজার হাজার জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন। রেভিনিয়ু দপ্তর থেকে ১৯৯৪-৯৫ বৎসরে এলটমেণ্টের কর্মসূচীকে প্রধান কর্মসূচী রেখে ল্যাণ্ড রি-ফর্ম ইয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রটেক্টেড ফরেষ্ট এবং ফরেষ্ট কনজার্ভেশান এ্যাক্টের জনস্বার্থ বিরোধী প্রয়োগ বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌছতেই হবে।

ওয়ার্লড ব্যাংক ত্রিপুরায় রাবার চাষের জন্য কয়েক কোটি টাকা দিয়েছেন। রাবার চাষের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেড় বছর হয়ে গেল আজও কেন্দ্রীয় সরকার রাবার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রটেক্টেড ফরেষ্ট থেকে রিলিজ করেনি। প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় এখন পর্যান্ত এসেছে এবং তার অধিকাংশ জমিই জোটসরকার এর পুনঃপ্রবর্তিত প্রটেক্টেড এলাকার মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন কি রাবার গাছকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণেই অন্তর্ভুক্ত বন সৃষ্টির আওতায় মেনে নিতে রাজি হয় নি। যা জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করছে, এই নীতি। ১৯৮৫ এর কৃষি আদমসুমারী মতে ৪,৫৫,২৭০ হেক্টর নন-ফরেষ্ট ভূমির ৩,৩০,১০০ হেক্টর চাষযোগ্য ভূমিরূপে বিবেচিত হয়। গ্রামাঞ্চলের পরিবারের সংখ্যা হিসাবে মাত্র ০,১৩ হেক্টর জমি মাথা পিছু চাষযোগ্য জমি হিসাবে দেখা যায়। বাকি ১,২৫,১৭০ হেক্টর নন-ফরেষ্ট ভূমি রাস্তা নদী নালা, ছড়া এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসসহ শহর ও বাজারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। জুমিয়া এবং ভূমিহীন গরীব কৃষকদের জমির চাহিদা, রাজ্যের স্থিতিশীল অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য সর্ব প্রধান সমস্যায় আকার নিয়েছে।

PAIVATE MEMBER'S RESOLUTION

জোট সরকার ক্ষমতাসীন থাকা কালে আনক্লাস্ড এবং ওপেন ফরেস্ট নাম করে ,৭২,৮০০ হেক্টর জমি রিজার্ভ ফরেস্টের অতিরিক্ত ফরেষ্ট ল্যাণ্ড ঘোষণা দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে এখানে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ এলাকার উপজাতি জনগণের আরও বড় সর্বনাশ ঘটিয়ে রেখেছে। এ. ডি, সির মোট এলাকা ৭.১৩,২৫৬ হেক্টর বন রিজার্ভ ভূমিতে এ, ডি. সির কোন অধিকার নেই। তার ফলে এ, ডি, সির প্রশাসনিক ক্ষমতার কার্যকরী এলাকা ৩,৭২,৮৫০ হেক্টর। কারণ, রিজার্ভ বনভূমি ৩,৪০,৪৩৬ হেক্টর।

জোট সরকার আর দুই লক্ষ ৭ হাজার ৬৫ হেক্টর পি এফ নামে এ ডি সির কার্যকরী ক্ষমতার আওতা থেকে কেড়ে নিয়েছেন। এ, ডি. সি. এলাকার সমতল বনাভূমি খুবই কম। কর্মসংস্থান কোথা থেকে হবে। সম্পদহীন উপজাতি জুমিয়া ও গরীব পরিবারগুলির কোথা থেকে সম্পদ সৃষ্টি হবে। যার উপর নির্ভর করে উপজাতীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ আইডেনটিটি এবং আত্ম পরিবারের শক্তি বৃদ্ধি হবে। এ ডি. সির জনসংখ্যা ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০০। তাদের মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০০। বিশ্বাসঘাতক জোট সরকার এ. ডি সিকে ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং উপজাতি যুব সমিতি এই দলের নেতৃ হয়ে এই ষড়যন্ত্রে জ্ঞাতসারে সামিল হয়েছে। উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সকল মানুষ তা বুঝতে পেরেছেন। সেই জন্যই রাজ্যে আবার জনপ্রিয় সরকারকে অধিকতর শক্তিতে বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন করেছে। এলাকার জনগণ, উপজাতি জনগণকে রক্ষার জনাই রিজার্ভ ফরেষ্টকে সীমাবদ্ধ এলাকায় রেখে সকল জমিকে উদ্ধার অনিবার্য হয়ে পরেছে। সমাজজীবনের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে সকল শ্রেণীর জমির ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার একটি বিকল্প পথে এগিয়ে চলতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় ফরেস্ট কনজারভেশনের আইনের কার্যকর তা রক্ষা করে. প্রোটেকটেড ফরেস্ট আদেশটিকে প্রত্যাহার করে সকল ফরেস্ট ল্যাণ্ড এ ছোট বড় ন্যাচারেল ফরেস্টগুলিকে সরকারের ব্যবস্থায় রেখে বাকী সবজমি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অধীনস্থ করেছিলেন। হাজার হাজার অ্যালটমেন্ট হয়েছে। জুমিয়া ও ভূমিহীনদের রেজিষ্টি তৈরী হয়েছে। ধাপে ধাপে সকল সম্পদহীন পরিবারের সম্পদ সৃষ্টি করতে। ওয়াটারশেড প্রজেক্ট সয়েল কনজারভেশন এর প্রোগ্রাম নিয়ে টীলা জমির চালে. পতিত জঙ্গলাবৃত লুঙ্গা জমিকে উদ্ধার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে সকল বেকার উপজাতি ও অউপজাতিদের টেনে নিয়েছে। সামাজিক বনায়নে কুটির শিল্পের কাঁচামালের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়তঃ বামফ্রন্ট সরকার এই লক্ষ্য ও কর্মসূচীকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

১৯৮০ এর ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টের ব্যবহারগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং ৯,৮,৮২ তারিখের প্রোটেকটেড ফরেষ্ট প্রত্যাহারের আদেশ রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়ের মধ্যে একটি মতানৈক্য ও মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পৃথক মত নিয়ে চলেছেন। মতানৈক্যের বিষয়টি ত্রিপুরার আইন দপ্তরের মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ফরেষ্ট এর নিকট মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুঃখজনক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এখনো প্রটেকটেড ফরেষ্ট আদেশটিকে বহাল রাখার সপক্ষেই রয়েছেন মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই হাউসকে আমি অনুরোধ করব, সকল সদস্যের, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে রাজ্য সরকার ইচ্ছুক। কাজেই সর্বসম্মত মতামত এই হাউস থেকে নিয়ে তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান

হউক যাতে, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন। টেনথ ফিন্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান, কে কে পন্থজী এই রাজ্যে এসেছিলেন। তখন তাঁর সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি মন দিয়ে আমাদের আলোচনা শুনেছিলেন। রাজ্যের এই সমস্যার প্রতি তিনিও সহানুভূতিশীল। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমনমোহন সিং হাই পাওয়ার টীমের চেয়ারম্যান হিসাবে এসেছিলেন। সেখানে তিনি মন্ত্রীসভার সাথে, রাজ্যের অফিসারদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। তিনি রাজ্যের এই সমস্ত সমস্যার কথা শুনেছেন। রাবার চাষ সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন নানাভাবে এই জমির প্রকৃত ব্যবহার করা যাতে এখানকার মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাদ পায়। এখানকার এই যে বিভ্রান্তি, উপজাতি, যুবকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি, অ-উপজাতি যুবকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, সংকটে জর্জরিত অবস্থায় বেকার জীবনের কারণে, এই সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে দূর করতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। তিনি পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে গিয়েছেন, তিনিও বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন, এবং অনুরোধ করবেন, বিষয়টিকে অত্যন্ত বিবেচনার সাথে যে ৩৪ শতাংশ রিজার্ভ বন আছে তা সংরক্ষিত রেখে বাকী সমস্ত জমিমুক্ত করে এখানকার রাজ্য সরকারের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমি আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে এনে রিজার্ভ বনের বাইরে জনহীন এলাকা, যে ঝোঁপঝাঁড় হয়ে আছে এই সমস্ত এলাকার সমস্ত জমিতে বন আইনের যে নিষেধ রাখা হয়েছে সেই নিষেধ প্রত্যাহার করে উপজাতি, অ-উপজাতি জনসংখ্যার অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক যারা এখনও ভূমিহীন, জুমিয়া আছেন তাদের পুনর্বাসন দিয়ে এবং ব্যাপক এক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে আজ সরকারের যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগকে সাহায্য করা হউক। সেই অনুপাতে পরিকল্পনাখাতে টাকার অংক বাড়িয়ে ত্রিপুরার এই অগ্রগতিকে সহায়তা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিয়ম অনুসারে যিনি উত্থাপন করেছেন তাঁর বলার রাইট আছে। কাজেই পান্নাবাবু আর বলবেন কি ?

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর আলোচনা করব না।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোট লোটে দিচ্ছি।

রিজলিউশানটি হলো : "এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, প্রটেকটেড ফরেষ্ট ল্যাণ্ডকে রিজার্ভমুক্ত করো জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

(রিজলিউশনটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশনটি সভায় উৎথাপিত করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এনেছি এটা খুবই স্পর্শকাতর, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এই হাউসের সমস্ত দলের সদস্যদের আমার পক্ষ থেকে প্রথমেই অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে শুধু মাত্র দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিকোন থেকে না দেখে আমাদের দেশের জাতীয় স্তরের যে সমস্যা, সেই সমস্যার অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে, সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে যাতে জীবন যাপন করতে পারে

সেই দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হয়। এখানে সময় খুব বেশী নেই। কাজেই আমি আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে খুবই সংক্ষেপে যে বিষয়টি বলতে চাই তা হচ্ছে, ত্রিপুরা একটি বিশেষ ক্যাটাগরী রাজ্য। এটা এক সময় উপজাতিদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারা শতকরা ৯০ জনের উপরে ছিল। ত্রিপুরা খুবই ছোট রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটর দিক থেকে ত্রিপুরা ২য় রাজ্য। প্রথম ছোট রাজ্য সিকিম তখনও উপজাতিদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি খুবই অনুন্নত মানের ছিল। আজকেও তার থেকে মুক্ত হয় নি। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে আমরা এখানে ইচ্ছাকৃতভবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে পড়েনি। পাশাপাশি সবচেয়ে বড় বর্ডার থাকায় সেখানকার বিরাট অংশের অ-উপজাতি অংশের মানুষ আমরা এখানে এসে একই ঘরে আছি, একই জায়গায় আছি। একটু আগে এখানে আলোচনা হয়েছে, বিরাট সমস্যা। এর থেকেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা এটা দেখছি। ফলে এই যে অথেন্টিক প্রবলেম আমাদের রাজ্যে আজকে সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্যাটা কি? সেটা যদি আমাদের মাথায় না থাকে এবং আমরা দেখেছি এই অথেন্টিককে ভিত্তি করে এ রাজ্যে একটা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এই দাঙ্গার পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস (ই) দাবী করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হউক। অবশ্য তখন কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি সেটা না করে বিষয়টির গভীরতা বুঝতে চেয়েছিলেন। এবং বামফ্রন্ট সরকারকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দাঙ্গার মোকাবিলা করেছিলেন এবং দাঙ্গার কারণ কি তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা কমিশন গঠন করেছিলেন। একটা প্রস্তাব করা হয় যে বিষয়টিকে নিছক আইন শৃংখলার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে চলবে না। এই যে অথেন্টিক প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছিল সেটা জমির থেকে। এই রাজ্যে কোন শিল্প নেই, কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এখানে একটা মাত্র ছোট্ট করিডোর, আর বাকী সমস্তটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সংগে বর্ডার। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি আইন শৃংখলার দৃষ্টিভংগীতে দেখি তাহলে এটা ঠিক হবে না। এই রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থারউন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক জীবনের উন্নয়ন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে এখানকার মানুষ উন্নত হবে না। আমার এই প্রস্তাব জমিটাকে বাদ দিয়ে আনি নি। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষই হচ্ছে শান্তিপ্রিয়। ট্রাইবেল হোক, নন ট্রাইবেল হোক সবাই শান্তিপ্রিয়, মুষ্টিমেয় কিছু দুস্কৃতকারী এখানে আছে, কোন রাজনৈতিক দল তাদেরকে ব্যাক করছে। এই রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষদের হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু তাদের গুড উইলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য পুলিশ দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি তথ্য দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের রাজ্যে বাংলাদেশের সাথে বর্ডার হচ্ছে ৮৭০ কি মি। আমাদের পাশের রাজ্য আসামে বর্ডার হচ্ছে মাত্র ৫৩ কি. মি., আর মিজোরামে বর্ডার হচ্ছে ১০০ কি. মি.। সুতরাং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বর্ডারের সীমানা আমাদের অনেক বেশী। আমার কাছে এই তথ্য নেই যে এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে প্যারামিলিটারী ফোর্স কত আছে ১৯৯২-৯৩ইং সালে আমাদের রাজ্যে ১১ ব্যাটেলিয়ন বি. এস. এফ ছিল। আর আজকে সেখানে ৫/৬ ব্যাটেলিয়ন বি. এস. এফ আছে। কাজেই, এই যে একটা বিরাট সীমান্তবর্তী অঞ্চল, যে কারণে সীমানা পার হয়ে গিয়ে উগ্রপন্থীরা এই সমস্ত কাজ করে, এই উগ্রপন্থামূলক কাজকর্ম রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। বার বার আমরা এই কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি। এখানে বিরোধী দলনেতা আছেন। তিনি একসময় এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি কেন্দ্রের সাথে বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়টি

আলোচনা করেছেন। এটা কোন দলের প্রশ্ন নয়। এখানে পর্যাপ্ত পরিমান বি, এস, এফ কেন দেওয়া হবে না।

আমরা বার বার দাবী করছি অন্যান্য বর্ডারের সঙ্গে কাশ্মীর বর্ডারের সঙ্গে, পাঞ্জাব বর্ডারের সঙ্গে, পাঞ্জাব বর্ডারের সঙ্গে এটাকে মিলালে চলবে না। কারণ সেগুলি হচ্ছে সমতল এলাকা কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে পাহাড়-জঙ্গল বেষ্টিত জায়গা। এখানে এই যে ৮৪০ কিলোমিটার বর্ডার আছে এই সমস্ত বর্ডারকে ভিত্তি করে একটা সড়ক তৈরী করতে হবে বি, এস, এফের একটা চৌকি থেকে আর একটা চৌকিতে যাতে জীপে করে যাওয়া যেতে পারে, যাতে এই সমস্যাটা সৃষ্টি না হয়, অপর দিকে উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন সময়ে যারা এই সমাজ বিরোধী কাজকর্ম করে তারা যাতে এখানে কাজ করে সেখানে যেতে না পারে এবং সেখানে থেকে ট্রেনিং দিয়ে যেন এখানে আসতে না পারে, কিন্তু অটা তো মানছে না তাই এটা করতে হবে। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার বর্ডার রোড মাত্র ১২৭ কিলোমিটার এখনও করতে পারেন নি। কেন পারেননি আজকে ৪৮ বছর হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিমাতৃ সুলভ আচরণ কেন। তারপর আমি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক করার জন্য এর আগে যখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি বার বার দিল্লীর দরবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই দাবী পেশ করেছিলেন। আমরা শুনেছি জোট আমলেও সমীর বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও সেই দাবী পেশ করেছিলেন এবং জোট সরকারকে হটিয়ে জনগণ যখন বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন এই মুখ্যমন্ত্রী শুধু কাগজে-পত্রে নয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সে দাবীগুলি পেশ করেছেন। আমাদের পুলিশের অবস্থা কি? এখন থ্রি নট থ্রি রাইফেল যেটা, সেটা সবচেয়ে নিম্ন মানের রাইফেল সেজন্য বার বার বলা হচ্ছে আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন, স্বীকারও করেছেন তবুও হচ্ছে না। আমাদের এখানকার পুলিশের যোগাযোগ যে যন্ত্র, যাকে ওয়্যারলেস বলে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খারাপ সেটা। এই যে সেট তার অবস্থা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যদি মুখে কথা বলা যায় তবুও শুনা যাবে কিন্তু এই সেটের সাহায্যে শুনা যায় না। আজকে আধুনিক যুগে আমরা রকেটে যাচ্ছি, সারা পৃথিবীতে এক মিনিটে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কথা বলতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে পুলিশের যে যন্ত্র তা আধুনিক হবে না কেন ত্রিপুরায়? সেটা ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং এই যন্ত্র খের হয়ে গেছে। গাড়ীতে করে কর্ডলেস টেলিফোন নেওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্য ছোট্ট জায়গা একটা সেটেই সব যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এটা এখনও আমাদের এখানে আনা যায়নি। অন্য সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুলিশের সেখানে রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া পুলিশের কাজ করা যেতে পারে না। কিরকম দুর্ভাগ্য, গত বছরও বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত সেশানের আগের সেশানে সরকারের আর্থিক দৈন্যতার জন্য পুলিশ ষ্টেশনে গাড়ী দিতে পারছে না বলা হয়েছে, এটা হবে কেন? এই বিষয়গুলি আজ আমাদের সবার উদ্বেগের কারণ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় আমরা যখন টি, এস, আরের প্রথম ব্যাটেলিয়ান গঠন করি তাকে ট্রেনিং দিয়ে তার যে যোগ্যতা সে যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান গঠন করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। সেটা অবশ্য করে যেতে পারেননি। কিন্তু জোট সরকার এসে সেই ব্যাটেলিয়ান গঠন করেছেন। তবুও তো আজকে আমাদের দুটো ব্যাটেলিয়ান আছে যারা আজ আমাদের সাহায্য করতে পারেন, যাদের উপর আমরা বিভিন্নভাবে নির্ভর করতে পারি। বিভিন্ন ভাবে এই সমস্ত ঘটনায় তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে এবং তারা মোকাবিলা করেন বিভিন্ন জায়গায়। আমরা আরও

প্রস্তাব সেখানে রেখেছিলাম শুধু আমাদের সময়েতে নয় জোট সরকারও আরও দুটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন। এবং এই প্রস্তাব আমাদের সরকার স্বীকারও করেছিলেন যে নিজস্ব বাহিনী গঠন করার যদি অসুবিধা থাকে তাহলে এটাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী হিসাবে স্বীকার করা হোক। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এটাকে গঠন করে দেওয়ার প্রয়োজনবোধে আপনারা ঐ সি, আর, পি এর মতো বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাহিনী ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু তবুও আমরা করব কারণ দুটো লাভ হবে আমাদের রাজ্যের এই সুযোগ আমাদের রাজ্যের দুই হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আমাদের নিজস্ব ছেলেও নাই, বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনাগুলি মোকাবিলা করার জন্য তাদের দিয়ে খুব সুবিধা হবে। এই যে অবস্থাটা আজকে কেন তার জন্য অনুমোদন আসবেনা? এটাকে তৈরী করার জন্য আমি যতদূর জানি রাজ্য সরকার তার জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে, জায়গা সিলেক্ট করে রেখেছেন, তারপরও কেন হবেনা? তারপরও আমি বলবনা কেন্দ্রীয় সরকার এটা বিমাতৃসুলভ আচরণ করার জন্য এটা করছেন না। ত্রিপুরা কি দেশের বাইরে? আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন করা হবে না। এটার জন্য রাজনীতি কেন হবে? আমরা জানি আমাদের এই রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য সমস্ত ফোর্স এখানে কাজ করতে পারেনা। আমাদের এখানে পাহাড়ী এলাকাতে বিশেষ করে উগ্রপন্থী যারা আছে, আমি যেটা বলতে পারি আসাম রাইফেলরা তারা পাহাড়ী এলাকায় কাজ করতে পারে, তাদের ট্রেনিং দেওয়া আছে। সি, আর, পি, কে সেই জায়গায় ভাল করতে পারে না, সমতল জায়গায় উনারা ভাল করতে পারেন। আমার কাছে যে খবর আছে তাতে দেখা যায় আমাদের এখানে ৯৫ সনে ১ কোম্পানী আসাম রাইফেল ছিল, এমনকি ৯৩ সন পর্যন্ত এটা ৭ কোম্পানী ছিল, যেটা রাজ্য সরকার ব্যবহার করতে পারে নাই। এখন আমাদের এখানে মাত্র ৫ কোম্পানী আসাম রাইফেল আছে। এটা রাজ্য সরকারের অধীনে না, তাদেরকে রাজ্য সরকার ব্যবহার করতে পারেন না। কেন? ঐ সময় উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসাম রাইফেলকে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে এখন মাত্র বাইরের যে বাহিনী সেখানে ৩৮ কোম্পানী মাত্র আছে। সি, আর, পি, এর ৩০ কোম্পানী এবং আর, এ, সি ৬ কোম্পানী। এস, পি, এর ৬ কোম্পানী ছিল সেটা নিয়ে গেছে, আর, এ সিকে ৭ নাকি নিয়ে যাবে। বলছে কিছু দেওয়া হবে, কিন্তু কত দেওয়া হবে সেটা বোধ হয় নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই। আমাদের এখানে যে বিশেষ পরিস্থিতি, এই যে একটা অপেস্টিক প্রব্লেম, এই প্রব্লেমকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের বাহিনীর অপ্রতুলতা আছে। তবুও আমাদের সারাদেশের মধ্যে একটি মাত্র রাজ্য ত্রিপুরা আজকে শান্তি সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারছি। ঘটনা ঘটছে। কিন্তু সেই ঘটনার তীব্রতা আগে যতটা ছিল এই সরকার আসার পরে সেই ঘটনাগুলি অনেক কম হয়েছে। আমরা যদি মনিপুরের সঙ্গে মেলাই, আমরা যদি আসামের সঙ্গেও মিলাই অনেক বেশী ঘটনা সেখানে ঘটছে। এখানে ঘটনা ঘটছে না তা নয়, এখানে ঘটনা ঘটছে। এখানে পুলিশ দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এই সরকার যেকোন দল হোক, যেকোন প্রশ্ন হোক দায়িত্ব পালন করছেন। তাই আমি আমার আলোচনা না বাড়িয়ে বিরোধী দলের যারা এখানে আছেন আপনারা আমরা সবাই একমত হয়ে যেহেতু এখানে রাজ্যে মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন জড়িত, রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি যেখানে জড়িত, আমরা যাতে এই বিধান সভাকে ব্যবহার করে, এই বিধানসভার মধ্যে থেকে সর্বসম্মত একটা প্রস্তাব গ্রহণ করি। আমরা আমাদের পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করব আমাদের অতিরিক্ত বাহিনী গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এবং আর্থিক সাহায্য করেন। তার জন্য এখানে থেকে একমত হয়ে একটা প্রস্তাব নিয়ে আমরা যাব, এই কথা বলে

আমি আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমর বাবুর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আজকে বিধানসভায় যা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। সেই জন্য আমি পবিত্র বাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানানোর ২টি কারন। ১টি হল সরকার কি বলল না বলল সেটা বড় প্রশ্ন নয়। পবিত্রবাবু নির্ভিকভাবে এটা বলেছেন, উনার সেই সৎসাহস আছে যে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে এটা উনি স্বীকার করলেন। যদিও মন্ত্রী মহোদয়দের আমরা যখন প্রশ্ন করি তারা সেটা স্বীকার করেন না। তারা বলেন জঙ্গলের রাজত্ব ছিল কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস এর আগলে, এখন শান্তির রাজত্ব রাম রাজত্ব চলছে। ধন্যবাদ পবিত্রবাবুকে উনি সেটা স্বীকার করলেন। দ্বিতীয়তঃ পবিত্রবাবুকে আর একবার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে, উনি স্বীকার করেছেন যে ওনাদের সময় ১৯৮০ সালে নিরস্ত্র দাঙ্গা হয়েছিল, এই দুইটা সত্য কথা তিনি স্বীকার করায় আমি কংগ্রেস ও টি ইউ জে, এসের তরফ থেকে উপজাতি বেঞ্চের সবাইকে না হলেও পবিত্র বাবুকে আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার একটা কথা, আমরা কিন্তু কোন কথা বলিনি ওনাদের বলার সময়, ওনারা এইভাবে ডিস্টার্ব করলে আপনি বললে আমি বসে পড়ি। আপনি হাউস কনট্রোল করুন।

মিঃ স্পীকার :— বলুন, বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান এনেছেন তাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় মোটামোটি একটা হল পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং নূতন পুলিশ বাহিনী গঠন করা আর এটা না হলে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে কাজ চালানো। আমি স্যার আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ বাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই যে রাজ্যে যেসমস্ত প্যারা মিলিটারী ফোর্স বা পুলিশ আছে তাদেরকে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা। আমরা যখন দেখলাম এই সরকার ক্ষমতায় এল, অন্য সব কিছু বাদ দিলেও কই ওয়ে ওভারী অপহরণ এবং তথাকথিত দুষ্কৃতকারী দ্বারা যে হত্যা হয়েছে, তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কয়জন অপহরণকারীকে আজ পর্যন্ত এই পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে বলে বলতে পারবেন। কয়জন অপহরণকারীকে যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের কয়জনকে এই ৩৬ কোম্পানী যে আছে বলে বললেন তা তারা উদ্ধার করেছে বলতে পারবেন। বাজোর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকে পর্যন্ত টাকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, সুধীরবাবুর ভাইকে। এখানে যা পুলিশ বাহিনী আছে তাকে লাগানো হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস দলের বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এই দলের সমর্থক যারা তাদেরকে পিটানোর জনা, তাদেরকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করার জনা, তাদেরকে কোন প্রকার প্রটেকশান না দেওয়ার জন্য এই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি এর উদাহরন দিচ্ছি, জহরবাবুর উপর গুলি করা হল, আর পুলিশ বাহিনী আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। দীলিপ বাবুর বাড়ীতে চার বার হামলা হল আর এদিকে ৩৬ কোম্পানী পুলিশ আছে বলে যে বলেছেন তারা কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। এই রকম ভূরি ভূরি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাবে যে, এই পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণ আইন শৃংখলার কথা বলে লাভ নাই, আমি কাগজ এনেছি যদি আপনি সুযোগ দেন, বৈদ্যনাথবাবুর বলার পর আমি ওনার অফিসারের সই করা কাগজ হাউসে পেশ করব, কিলিংস কত হয়েছে, ২০০ এর উপর কিলিংস এই রাজ্যে হয়েছে এই সরকার আসার পর।

এই সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত যে মেজর অফেন্সগুলি হয়েছে তার একটা চার্ট পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে চাওয়ার পর। এবং ওখানে সন্দেহ হওয়ায় তার একটা কপি আমার কাছে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে। সে কপি থেকে আমি আমার রিপ্লাই পাঠিয়েছি কোথায় কোথায় সাপ্রেস করা হয়েছে সেটা দেখিয়ে। মাননীয় বৈদ্যনাথবাবু যদি প্রয়োজন মনে করেন এবং চান তাহলে আমি সেটি দিতে পারি।

(নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে: এটা আপনার কাছে এসেছে কি করে?)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ:—ইট ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট। অ্যানী পাবলিক ডকুমেন্ট কি করে আসে সেটা ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট্ আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। অ্যানি পাবলিক ডকুমেন্ট ক্যান কাম্ টু মি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই প্রাক্তন দশ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমার মত, সুধীরবাবুর মত বা দশরথবাবুর মত নন্ তিনি কতজন ধর্ষিত হয়েছেন সে প্রশ্ন করেন কিন্তু তার উত্তর তিনি পান না। কাজেই প্রশাসন কিভাবে চলছে, পুলিশ কিভাবে চলছে, নৃপেনবাবুর এই একটা প্রশ্নেই এই প্রশাসন এবং পুলিশ কিভাবে চলছে তার একটা উদাহরণ। হ্যাঁ, প্রশাসন যে না চলছে তা নয়।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য একটু আলোচনা বন্ধ রাখুন।

আমার মনে হয় হাউসের সময় আরো বাড়ানো দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ইস্যুদের উপর আলোচনা যতক্ষণ পর্যন্ত চলে ততক্ষণ পর্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানো হউক্।

মিঃ স্পীকার:—ঠিক আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশাসন কিভাবে চলছে আমি সেটা বোঝবার জন্য আমি তিনটি ওয়্যারলেস ম্যাসেজ্ পড়ে শুনাচ্ছি অথবা আপনি বললে আমি সেটা কপি পাঠিয়ে দিতে পারি। প্রশাসনের বীর পুরুষরা কিভাবে প্রশাসন চালাচ্ছে আমি সেটা দেখাচ্ছি।

To

The SP North/South/West.

Wireless No. 546-88 CID/94-28594

As Desired by the Government Kindly furnish the Detail Information for Withdrawal of all Cases Registered Against ATTF as per Proforma Already Supplied to you in the ATTF And NLFT Cases.

The Information Should be Furnished in Duplicate and Seperate Sheet and Papers to be used for each Case.

The Matter is Most Urgent.

মানুষ যারা মারছে সেই এ, টি, টি.এফ., এন, এল, এফ, টি-টি টি, ওয়াই এফ, টি. টি ওয়াই, এফ, টি, টি, ভি, এফ ওদের সমস্ত কেইস হাইওয়ে রাহাজানি যারা করেছে, শিক্ষকদের যারা মেরেছে, সরকারী কর্মচারীদের টাকা যারা নিয়েছে, গাড়ীর ড্রাইভারদের যারা হত্যা করেছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি যারা করেছে, এইসব প্রশাসক পুলিশকে কাজে

লাগছে এই সমস্ত ক্রিমিন্যালদের প্রশ্রয় দেবার জনা, যে কদমায় যত ক্রিমিন্যাল কেস্ আছে, ডাকাতির কেস, সব তুলে নেওয়ার জনা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশাসনের মূলে পুলিশ দায়ী, হাইকোর্টের জজরা, বিচারপতিরা যার থান পুলিশের প্রোটেকশন তারা পান না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের বিধানসভা যে নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে সে নিয়ম অনুযায়ী কোন সদস্য চেয়ারের উপর পা তুলে কিছু করতে বা বলতে পারেন না। অথচ এখানে বিরোধীদলের নেতা উনি চেয়ারে পা তোলে বক্তৃতা করছেন। আমি অনুরোধ করব উনি যেন এটা না করেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার উনার চোখের বোধ হয় দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। চোখে চশমা না থাকলে উনি আমারটা নিয়ে দেখতে পারেন আমি কোথায় পা রেখেছি চেয়ারে না টেবিলের উপরে। সেটা উনার দেখা দরকার

(নেপথ্যে শ্রীসমর চৌধুরী :—আপনি ভীষণ চালাক)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আমার দেশের মানুষ আপনি জানেন কত দূর চালাক।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের, অফিসারদের, সরকারী কর্মচারীদের, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের ব্যাংকগুলি আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আজকে এই সরকার তাদের প্রোটেকশন দিতে পারে না, আজকে এই সরকার বলছে যে তাদের আরো পুলিশ দিতে হবে, পুলিশকে ৩০৩ রাইফেল দিতে হবে— কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন যারা করছে সেই কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর কর্মীদের গুলি করে মারতে হবে। সুতরাং তাদের এস, এল, আর ইত্যাদি অস্ত্র দিতে হবে। আজকে এই সরকার খোঁজ নিক— মাননীয় উচ্চতম আদালত থেকে কি মেসেজ এসেছে। আমি উচ্চতম আদালতের মেসেজ এখানে পড়তে চাই না। সেই সরকারকে পুলিশ দিতে হবে, থ্রি নট রাইফেল-এ চলবে না কারণ গণতন্ত্র উদ্ধারকারী যারা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস; তাদের গুলি করে মারতে হবে। তাদের এস, এল, আর. দিতে হবে যাতে ব্রাশ ফায়ার করা যায়। আজকে এই সরকার খোঁজ নিক মাননীয় উচ্চতম আদালত থেকে কি মেসেজ এসেছে ত্রিপুরায়। কি মেসেজ এসেছে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বৈদ্যনাথ বাবু খোঁজ নিন। আমি উচ্চতম আদালতের মেসেজ এখানে বলতে চাই না। কাজেই যেখানে রাজ্যে আগরতলা শহরে আপনার বিচারপতিকে রক্ষা করা, বিচারপতি আগের দিন এস, পিকে রিটেন পিটিশন দিয়েছে কিন্তু ২৪ ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর সেখানে পুলিশ যায়নি। পুলিশ দাও মন্ত্রীবাবুদের রক্ষা করার জন্য, পুলিশ দাও এই এ, টি, টি, এফ এবং এন, এল, এফ, টি, নামীয় রাষ্ট্রদ্রোহী চুক্তিকারী যারা তাদের টাকা দেওয়ার জনা। কাজেই যে ক্রমে প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশন আনা হয়েছে এটা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। পবিত্রবাবু সত্য কথা বলেছেন যে, রাজ্যে আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হয়েছে, দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় হয়েছে সেটা বললে আমরা সমর্থন করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি পবিত্রবাবু মনে করেন এতে উনাদের চলবে তা হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই এই সভা আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, "কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সর্বসম্মতভাবে দাবী জানাচ্ছি যে, রাজ্যে আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ায় এবং শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ায় একে মোকাবেলা করার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়ে সব কিছু তদন্ত করে

দেখে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন কিনা বা উন্নত বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন বা আরও আর্থিক সহায়তা করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং এক্ষুনিই আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে প্রেরণ করা উচিৎ কিনা এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।"

যদি এতে রাজী হয় ট্রেজারী বেঞ্চের তাঁরা, আমার বন্ধু অমলবাবু গত চার দিন আগে এই হাউসে একটি কলিং এটেনশান এনেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ। এটাও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ হবে। আইন-শৃংখলা আপনারা যেভাবে মোকদ্দমা তুলেছেন, ধর্ষণকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, হত্যাকারীদের বুকের পাঁজরে রাখছেন. লুণ্ঠনকারীদের কাছ থেকে বখরা নিচ্ছেন. আপনাদের ক্ষমতা নেই এই রাজ্যের আইন-শৃংখলা আপনারা রক্ষা করতে পারেন বা উগ্রপন্থী দমন করতে পারেন। কোথায় ছিল পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে ত্রিপুরায় পাহাড়ী বাঙ্গালীর অনৈক্য, একটা উদাহরণ দিতে পারবেন? ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সারা রাজ্যে একটা দাঙ্গা হয়েছে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে? ১৯৭৮ সালে আপনারা ক্ষমতায় এলেন, ১৯৭৯ সালে আপনারা টি, এন, ভিকে জন্ম দিলেন। তার আগে মহারাজার আমলে রায়পুরায় দাঙ্গা যখন হল তখন এই ত্রিপুরার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ওপারের বাঙ্গালীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে আপনারা এবং আমাদের মধ্যে যারা এসেছে এখানকার পাহাড়ী ভাইয়েরা মায়েরা বোনেরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু তখনতো দাঙ্গা লাগেনি। আজকে কেন দাঙ্গা লাগল? আপনারা বড় বড় কথা বলেন, আপনারা কংগ্রেসকে দায়ী করেন, টি, ইউ, জে, এসকে দায়ী করেন আপনাদের লজ্জা হয় না? ১৯৭৮ সালে আপনারা আসার পর আপনারা টি, এন, ভিকে জন্ম দিলেন। ১৯৭৯ সালে তেলিয়ামুড়াতে লাগল, ১৯৮০ সাল থেকে দাঙ্গা শুরু হল সেই দাঙ্গা এখনও চলছে, জাতি দাঙ্গা এখনও চলছে ত্রিপুরায়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেটা আপনারা পারবেন না, আপনাদের ক্ষমতা নেই। কাজেই কেন্দ্র টাকা দেয় না, কেন্দ্র রিজার্ভ ফরেস্ট কমায় না কেন্দ্র এই করে না সেই করে না বললে চলবে না। আপনাদের দশ বছর কেন্দ্র ঢেলে দিয়েছে। একটু আগে বলেছেন ইন্দিরা গান্ধীর কথা। আমি সেই জন্য উনাকে নমস্কার জানাই উনি বলেছেন যে টাকা ঢেলে দিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী টাকা ঢেলে দেওয়ার পরে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পরে কি হয়েছে? হত্যা কমেছে? এই সরকারের ক্ষমতা আছে? আমরা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলাম। আগের দশ বছর আর এখন এর ১৮ মাস একটা শ্বেতপত্র বের করার জন্য রাজ্যে কত দাঙ্গা আপনাদের সময় হয়েছে, আমাদের ৫ বছর এ কত দাঙ্গা হয়েছে, আপনাদের দশ বছরে কত দাঙ্গা হয়েছে, সাধারণ আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হয়েছে সেই ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার ক্ষমতা এই সরকারের আছে কিনা? বড় বড় কথা বলতে পারবেন, আমাদের বকতে পারবেন, আমাদের গণতন্ত্র হত্যাকারী বলতে পারবেন, আমাদের খাস জমি দেইনি বলতে পারবেন, আমাদের লুঠতরাজ বলতে পারবেন, আমরা ব্লকের টাকা নিয়ে ছয় বলতে পারবেন, সব বলতে পারবেন কিন্তু প্রমাণ করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী সুবোধ বাবুকে ধন্যবাদ জানাই গত বিধানসভায় বলেছেন যে লুটপাট কমিটি ব্লকে পঞ্চায়েতে কোন লুটপাট হয়নি। এই হাউজে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন যে তদন্ত করে দেখা গেছে সেই প্রমান সরকারের হাতে নেই। কিন্তু বলার সময় মন্ত্রী বল্লে কি হবে, দায়ের থেকে দায়ের আছাড় বড়, আপনারা যারা সাধন চক্রবর্ত্তীর মত আছাড় যারা আছেন মন্ত্রীর থেকে আপনারা. বেশী বড়, মন্ত্রীর কথা আপনারা কর্ণপাত করেন। আপনাদের সেটার প্রয়োজন নেই। কাজেই

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসের যিনি লিডার বৈদ্যনাথ বাবু যদি বলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে যদি বলেন তাহলে বৈদ্যনাথ বাবু বলার পর আমি আবার আমার বক্তব্য রাখব।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, সময় তো দেওয়া হয়েছে, আবার সময় কি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তো বলিনি যে আমাকে সময় দিতেই হবে। ঠিক আছে। আপনারা পরে হয়তো বলবেন যে আমরা তা সমর্থন করিনি। আমাদের রিজিওলেশান আমরা কি হলে পারি আবার তা পড়ে শুনাচ্ছি এই সভায়;।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তা একবার পড়েছেন তো আবার পড়ে কি হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—এক মিনিট স্যার, এক মিনিট, এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সর্বসম্মতভাবে দাবী জানাচ্ছে যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ায় এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিতকারী ব্যক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়ে সব কিছু তদন্ত করে দেখে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বা কিনা নূতন বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বা আরো আর্থিক সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং এখুনি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে প্রেরণ করা উচিৎ কিনা এই সব পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অতি সত্বর গ্রহণ করবেন। আমরা রাজি আছি। এই ধরনের রিজিলিউশান নিলে। আর উনি যেটা এনেছেন তার সঙ্গে আমরা একমত হতে প৯০০। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ভূতের মুখে কিছু রামনাম শুনলাম। স্যার, ১৯৮০ইং এই বসে আছেন এখানে টি ইউ জে এস এর নেতা তৈতুতে ৮ঠা এপ্রিল সম্মেলন করলেন। সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্তটা কি ছিল? এবং ত্রিপুরা বাহিনী থেকে গিয়ে বিজয় রাংখল সৃষ্টি হল।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, তিনি এই ভাবে আংগুল দেখিয়ে বলতে পারেন না। এটা উচিৎ নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—রাখুন, রাখুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—আপনি আগে বসুন, পয়েন্ট অব অর্ডার আমি দিয়েছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী):— তারপরে বিজয় রাংখল কি করেছিল?

এখন গায়ে লাগলে হবেনা। ৮৭ইং বিজয় রাংখল চিঠি লিখল, কি লিখল? বামফ্রন্ট সরকারকে সরালে এটা একমাত্র সর্ত তা হলে আমি আত্মসমর্পণ করব। তার পরে বিজয় রাংখলের স্টেটমেন্ট। কাদেরকে কথা হচ্ছিল ঐ কিল্লাতে যারা ধরা পড়েছেন তাদের সঙ্গে ওরা বলছে এই টি. ইউ. জে. এস সমস্ত টাকা দিচ্ছে। খুমলুং থেকে মাসে মাসে টাকা দিচ্ছে। ওরা তখন যাই করছিল এখন তাই করছে। ঐ সমীর বাবু চলে গেলেন, সমীর বাবু চলে গেলেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—আমি আছি, আমি আছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী):— আসেন। আসুন বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি সেটা বলেছেন যে গতকাল এই রকম প্রমাণ পেয়েছেন, এইভাবে উনি থাউগা বলতে পারেন না। একজন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত (মুখ্যমন্ত্রী) এই কথা বলতে পারেন না।

এটা হাউসকে মিসলিড বিভ্রান্ত করার জন্য চাটিবকে করার জন্য কিভাবে বলেছেন এখানে। কাজেই এটা মানা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে বসুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার সমীরবাবু এখানে বসে আছেন। হয়ত : ওকালতি করেন মাঝে মাঝে, ওনার সরকার ছিল পাঁচ বৎসর। সমীরবাবু আপনি কি দেখতে চান আপনার পাঁচ বছরের ইতিহাস।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—পয়েন্ট অফ অর্ডার মিঃ স্পীকার স্যার, সেট আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের পাঁচ বছরের কথা বাদ দেন আপনাদের ১৮ মাসে কি হয়েছে সেটি দেখুন। এই চেলাঞ্জ আপনি গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—এইভাবে ট্রিং নাচছে। বয়েস হয়েছে ওনার স্যার, আমি বলেছিলাম পাহার পর্বত সমান ডকিউম্যান্ট আছে। শহরের উপর আক্রমন হয়েছে পলিশ দেখিনি। ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার মিলে টি এন ভির সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। কি চুক্তি ছিল টি ভির নামে যতগুলি ক্যাস আছে সেই ক্যাসগুলি তুলে নেওয়ার চুক্তি ছিল বেশ ভাল কথা, যখনই যেকোন উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তাদের নামে যে ক্যাস আছে সেই গুলি তুলে নেওয়া হয় সেটি নিয়ম। সেটিই হয়ে থাকে। আর টি এন ভি যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মধ্যে আবার ২৮ জন এন এল এফ টিতে যোগ দিয়েছে। তার মধ্যে আবার ১৮ জন সারেণ্ডার করেছে। এই এ টি টি এফ-এর সময়। কাজেই যে চুক্তি হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে। কাজেই এটা আশ্চর্যের কোন ব্যাপার না। আপনারা করেছেন আগে, সব স্ট্যাট করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন।

স্যার বিরোধী দলনেতা যে সমস্ত কথা বলেছেন, তারা কি চান না শান্তি। তারা চান অস্থিরতা সৃষ্টি করতে। সেইদিন মাস তিনেক আগে সন্তোষবাবু এসেছিলেন সেই সময় আমাদের সুধীরবাবু বক্তব্য রেখেছিলেন, কাগজে দেখিছি, তারা কি চায় এই সরকার কাজ করতে না পারোক। বিরোধী দলের ভূমিকা কি এটাই হবে ?

বিরোধী দলের দায়িত্ব কি এটা ? আমরা জানি যে আপনাদের কোন কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা ভাবনা নেই। আপনারা আমাদের কোন রকম সাহায্য করতে চাইছেন না, কেন না জনগণ আমাদের বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় এনেছেন আর আপনাদের জনগন প্রত্যাহার করেছেন। তানাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ডার সীল করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য যে প্যারা মিলিটারী, অথবা সি, আর, পি, এফ অথবা এস, পি, এস, এক জাতীয় পুলিশবাহিনীর দরকার. তার জন্য যে উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন, সেটাকে অবশ্যই সমর্থন জানাতেন, শুধু দিল্লী গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কান মন্ত্র দিয়ে আসবেন, হ্যাঁ, আপনারা কি কান মন্ত্র দিবেন না দিবেন, সেটা আপনাদের বিষয়। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আরও প্যারা মিলিটারী, আরও পুলিশ চাই ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমরা তো কোনও এর বিরোধিতা করিনি. তিনি কেন এখানে অসত্য বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, উনি যখন তাঁর বক্তব্য রেখেছেন, তখন আমি তো একটা টুঁ শব্দও করিনি, কিন্তু আমি যখন আমার বক্তব্য রাখছি, তখন উনি বারে বারেই বাধা দিচ্ছেন। এটা উচিত নয়। স্যার, এখানে বলা হচ্ছে, যে বিরোধী দলের সদস্যদের দমন করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা আদৌ ঠিক নয়। স্যার, এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল এবং তখন আমরা যদি উত্তেজিত জনগণকে বাধা না দিতাম, তাহলে তো এই রাজ্যে রক্ত গঙ্গা বয়ে যেত। কিন্তু আমরা সেটা করিনি না করতে দেয়নি, কেননা, আমরা কোন প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে সরকার চালাইতে চাই না। কাজেই তাদেরকে হুশিয়ার করে দিতে চাই আমাদের বামফ্রন্ট যদি সংযমী না হতো, তাহলে কত ধানে কত চাউল, সেটা তখনই তারা বুঝতে পারতেন। আর বিরোধী দল এই রাজ্যের আইন শৃংখলার মধ্যে একটা অরাজকতা কায়েম করতে চাইছে, কিন্তু আমরা সেটা হতে দেবনা। তাই বলছিলাম যে আমরা এটা তাদের কাছ থেকে খুব বেশী এ্যাকস্পেক্ট করি না, যে তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। আশা করছি, আমাদের যে দাবী, তার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় যেমন এ, টি, টি একের পুর্ণর্বাসন আরও ২টি ব্যাটেলিয়ন রেইজড করার যে প্রস্তাব, তাতে রাজী হবেন, কেননা, এগুলি রাজ্যে শান্তি শৃংখলা বিশেষ করে উগ্রপন্থী দমনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, একথা বলে আমি প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শেষ হল। আমি রিজলিউশানটিকে ভোটে দিচ্ছি।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, রাজ্যের জন জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নকারী শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য পুলিশবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং প্রয়োজনীয় নুতন পুলিশবাহিনী গঠন করার জন্য অনুমোদন ও আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে।

এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরও দাবী জানাচ্ছে যে রাজ্যে নতুন পুলিশবাহিনী গঠন করা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যে প্রেরণ করা হউক।

(উক্ত রিজলিউশানটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য তপন বাবু আপনার রিজিউলিশনটা মোভ করুন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে রিজিউলিশনটা এনেছি সেটা হলো "গত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অজুহাতে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের কিছু শাখা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়ায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া ব্যাংকের শাখাগুলো পুনরায় খোলার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে।" স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি গত কিছু দিন যাবত, আমরা সারা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষতঃ পরিসেবা ক্ষেত্রে এক নুতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার ফলে শুধু ব্যাংক নয়, এল, আই, সি, বিমান পরিসেবা সমস্ত জায়গাতে তার এফেক্ট পড়ছে। আমরা যেটা জানি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং ঠিক আজকে আমার চোখের সামনে তার ডাইরেক্ট এফেক্ট সমস্ত ক্ষেত্রে না পরলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই গ্যাট চুক্তির প্রভাব সেইটা পড়তে শুরু করেছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের শাখা রয়েছে সেগুলি বন্ধ হওয়ার পেছনে আমরা জানি এই কারা এগুলি কাজ করছে। ফলে সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মানুষ

নয় এই পরিষেবার মধ্যে যে সমস্ত কর্মচারী অফিসাররা আছেন তাদের চাকুরী যাওয়ার একটা আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন জেনে এসেছি এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সংস্থা হিসাবে জনগণের মধ্যে তার পরিসেবা আরও বিস্তৃত করবে এবং বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাংকগুলি যুক্ত হবে এবং সরাসরি জনগণের মধ্যে ব্যাংকের দরজা খোলে যাবে। ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার স্বপক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই সময়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তার মূলকথা ছিল যে ব্যাংকের দরজা আগে বড় লোকদের জন্য ছিল, বড় লোকদের জন্য কাজ করতো কিন্তু যে মুহূর্তে ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হলো আমরা লক্ষ্য করলাম যে ব্যাংকগুলি শুধু বড় লোকদের জন্য নয়, গরীব লোকদের জন্যও কাজ করবে। এই ছিল ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার যুক্তি।

কিন্তু ২০ বছরের মাথায় দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত অনুসৃত নীতি ছিল সেই নীতিগুলি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন উঠছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত নূতন নীতি গ্রহণ করছেন তাতে মনে হচ্ছে শিল্প, বীমা, ব্যাংক পরিষেবা কৃষি সমস্ত কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদের কাছে নীতি স্বীকার করছে। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে আজকে গ্যাট, সেই ডাংকেল প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রণ করছে। তার একচেটিয়া আধিপত্য গোটা বিশ্বে। এখন আশংকা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ তার নিজের সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে আবার ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছে। সেই আশংকা আজকে একটা নক্কির সামনে দিয়ে আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরের বিষময় ফল হচ্ছে এটা। আজকে আমরা দেখছি রাজ্যের মধ্যে দুইটা বীমা অফিস উদয়পুর এবং ধর্মনগর এ সেই বীমা অফিস বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে জনগণের তরফ থেকে প্রতিবাদ উঠছে। বিক্ষোভ হচ্ছে কিন্তু সেই বিক্ষোভ কোন কাজ হচ্ছে না। সরকার একতরফাভাবে এই গ্যাট চুক্তিতে যে দস্তখত দিয়েছে সেই দস্তখত দিয়ে দেওয়ার স্বরূপ এই সমস্যার দিকে সরকার চলে যাচ্ছে। ব্যাংকও কোন কাজ করছে না। আর এস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা কিছুদিন আগে কয়েকটি জায়গা ঘুরেছি। সেখানে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই রকম কয়েক উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। সেই কবরাকে একটি ইউ. বি. আই. এর শাখা ছিল। সেটাকে ক্লোজার নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অজুহাত কি? অজুহাত দেখান হয়েছে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ। আমাদের বিরোধী সদস্যরা ছিলেন। আশা করি, তাঁরা বলবেন। সেখানে মানুষ আছে। কিন্তু সেখানকার মানুষ আই আর, ডি, পি-র টাকা পেল না। ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ছিল এখানে স্টেট লেভেলে ব্যাঙ্কিং-এর কিছু শর্তাবলী থাকে ব্যাঙ্কের সাথে যারা ব্যবসা করছেন, তাদের রাজ্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকেন কোন ব্যাঙ্ক কতটা করে আই. আর. ডি. পি. দেবে কিংবা স্ব নির্ভর প্রকল্পে কতটা করে বিনিয়োগ করবেন। এই সব ডিসিশান নিয়ে টারগেট ঠিক করা থাকে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, ব্যাঙ্ক তাদের টারগেটে পৌঁছুতে পারছে না। টারগেট থেকে সরে আসছে। নানা অজুহাত দেখাচ্ছে। উগ্রপন্থীর অজুহাত। সরকার তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেছেন পুলিশ সাপোর্ট দেবে। সেখানেও মানুষ রয়েছে, সরকারী নানা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অফিস রয়েছে। তারপরেও ব্যাঙ্ক উঠে গেল। সে এলাকার মানুষ কোন অবস্থায় তা মেনে নিতে পারছে না। আমি দেখছি, বড়মুড়াতেও একই অজুহাতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল। তারা গুটিয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যে ইণ্ডিয়ার সমস্ত নির্দেশ মতই কোন শাখা চালাবে না বলে, কোন শাখাকে উগ্রপন্থীর অজুহাত, কোথাও পারস্থিতি স্বাভাবিক নয় বলে ব্যাঙ্কের শাখাগুলিকে ক্লোজার ঘোষণা করা

হচ্ছে। স্যার, এই রাজ্যের মানুষত আর উঠে যেতে পারবে না ব্যাঙ্ক গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে। এই জন্যই আমি বলছি, এখানেই বড়কাঁঠালে বন্ধ আই. আর. ডি. পি. ঋণ গ্রহীতা ছিল। তাদের বঞ্চিত করে দিয়ে সেখানকার শাখা ক্লোজার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি এও শুনেছি, রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন, বড়কাঁঠালের ঐ শাখাটাকে পুনরায় চালু করার জন্য। আমরা দেখেছি খুমলুং (রাধাপুরে) ইউ. কো. ব্যাঙ্কের শাখা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। কাজ দেখান হচ্ছে, লাভজনক নেই। এই শাখা চালু হবার পর আমরা শুনেছি, ৯ লক্ষ টাকার ব্যালেন্স ডিপোজিট শো করা হচ্ছে। কর্মচারীরা তাদের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে লিখেছে। জেনারেল আর. বি. আই. কে, লিখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর. বি. আই. ইউ-কো-ব্যাঙ্কের খুমলুং শাখা ক্লোজ করে দিয়েছেন। ইউনিয়ন আন্দোলনকে বলেছেন আমরা অসহায়। আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মানতে হবে। আমাদের ঐ শাখা ক্লোজার ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে কতজন শ্রমিক কর্মচারী চাকরী খোয়াল সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ আমাদের মেনে কার্যকরী করতে হবে। কাজেই এইভাবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইউ-কো ব্যাংক ইউনাইটেড ব্যাংক একটার পর একটা শাখা মাত্র শুরু করেছেন। এখন এই অবস্থার মধ্যে যদি রাজ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত না হয়, এবং এইখান থেকে সম্মিলিতভাবে সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, সবকার সব মিলিতভাবে, এবং ব্যাংকের কর্মচারীরা অফিসাররা সবাই মিলে সর্বসম্মতভাবে এই প্রতিবাদ ধ্বনিত না হয় ব্যাংকের পরিসেবাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য যে নীতি এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাংকের শাখাগুলিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল সে জায়গা থেকে তারা একচানে যেতে পারেন না এবং তার প্রতিবাদ আমাদের করতেই হবে। সেজন্যই আমি আমার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানোর জন্য এই প্রস্তাব আমি তুলেছি। স্যার, আর এখানে আমি দেখছি, গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র ব্যাংক যা রিফাইন্যান্সির এজেন্সির মত কাজ করছে। সেটাকে কিভাবে পলিটিক্যালি ইউজ করার মধ্য দিয়ে এই ব্যাংককে আজকে প্রায় শুকিয়ে যাবার মত অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তাদেরকে কোথায় বিজাভ ব্যাংক, সেই জনার্দন পূজারী, সন্তোষমোহন দেবরা? যাঁরা জোট আমাদের আগে জোট জয় নাকে ক্ষমতায় আনবার জন্য জনার্দন পূজারী ঋণ মেলা করেছিলেন? আমরাতো সেই সময় প্রতিবাদ করেছিলাম। ঋণ মেলা হচ্ছে দুর্নীতির একভাবে মানুষকে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। যে মানুষকে ঋণের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে, মানুষ একদিন তো জবাব চাইবে। আজকে কংগ্রেস(ই) এবং টি. ইউ. জে. এস নেতারা গ্রামে যেতে পারছেন না। আজকে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহীতাদের নামে নোটিশ যাচ্ছে। কংগ্রেসী নেতারা গ্রামীণ ব্যাংকের ২০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। সে সময় ব্যাংকের অফিসার এবং কর্মচারীরা প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাদের সে প্রতিবাদ সেদিন কোন কাজে আসেনি। সেই জনার্দন পূজারী, সন্তোষমোহন দেব পলিটিক্যাল উইলকে সাবসেস করার জন্য পলিটিকাল ডিসিশান নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যাংক গ্রাম। ব্যাংককে শুকিয়ে মারবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আজকে গ্রামীণ ব্যাংকের কি দুর্দশা হয়েছে? তারা ২ কোটি টাকা ঋণ ফেরৎ আনতে পারছেনা। গ্রামে গ্রামে সেদিন ক্যাম্পেইন করা হয়েছিল পলিটিকালী যে যারা ঋণমেলা পেয়েছে তাদেরকে ঋণ ফেরৎ দিতে হবে না। এই কথা তারা সেদিন ঋণ গ্রহীতাদের বুঝিয়েছেন। তাদের কে এক পয়সাও রিকভারী করা যাচ্ছে না। ব্যাংকের টাকা কার টাকা? সেটাতো জনগণের গচ্ছিত টাকা। এই টাকা আরেকজনকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, কিন্তু এই টাকা পরিশোধ করতে হবে না। পৃথিবীর কোন জায়গায় আমরা এই কথা শুনিনি, ভারতবর্ষের কংগ্রেস (ই) নেতাদের কাছ থেকে শুনলাম। ঋণ মেলার কুকর্মের

পেলে আজকে মানুষ ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ পাচ্ছে, দুইদিন পরে হয়তো ক্রোক-এর পরোয়ানা যাবে। তখন কিন্তু এই কংগ্রেস (ই) বন্ধুদের পাওয়া যাবেনা ঋণ গ্রহীতা গরীব মানুষদের পাশে যাদেরকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে। আজকে একদিকে মানুষ মরছে; অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক শুকিয়ে যাচ্ছে। আজকে গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসার, কর্মচারীদের বেতনের টাকার সংস্থান হচ্ছে না। গ্রামীণ ব্যাংককে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি সামগ্রীকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তার যে অনুসৃত নীতি -- ব্যাংক পরিসেবা, বীমা পরিসেবা, যোগাযোগ পরিসেবা সর্বোপরি গ্যাট চুক্তির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করার ফলে ভারতবর্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে গেছে ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে। সেইদিক থেকে ভারতবর্ষকে আজকে ফিরে আসতে হবে। আজকে ভারতবর্ষকে আজকে ফিরে আসতে হবে। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এই বিধানসভায় এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবিলম্বে আমাদের এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ব্যাংক পরিসেবাকে একটুকু সংকোচিত করা চলবে না। ব্যাংক পরিসেবাকে সমস্ত মানুষের কাছে নিয়ে যাবার প্রয়োজন এবং তার জন্য ব্যাংকের একটা শাখাকেও বন্ধ করা চলবে না। যে শাখাগুলিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, ইতিমধ্যে ক্লোজ আপ নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে পুনরায় চালু করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বিরত থাকেন এই রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই দাবী আমি এখানে করছি। আমি আশা করব ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ব্যাংক পরিসেবা জনগণের প্রয়োজনের মধ্যে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করে তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এবং সেই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি এখানে বলেছেন গ্যাট চুক্তির ফলেই ব্যাংকের শাখাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি এই আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য ভাল করেই জানেন যে গ্যাট চুক্তি এখনও বাস্তবায়িতই হয় নি, এটা আসবে ১৯৯৫ইং থেকে গ্যাট চুক্তি এখনও রূপায়িত হয়নি। তাছাড়া তিনি এখানে বলেছেন যে উগ্রপন্থী সমস্যার কারণে ব্যাংকের শাখাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রসঙ্গক্রমে উনি করবুকের কথা বলেছেন। করবুকে আমি গিয়েছিলাম। করবুকের ব্যাংকের শাখা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি করবুক স্কুলের বোর্ডিং হাউসের মধ্যে পুলিশের ফাঁড়ি আছে।

যেটা আজকে ফার্ষ্ট আওয়ারে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৬টা বন্ধ হয়ে আছে এর মধ্যে বোধহয় করবুক একটা এই রাজ্যের মধ্যে। এটা আমার বক্তব্য নয় স্যার, এটা হাউসের বক্তব্য। এই রাজ্যের মন্ত্রী, পক্ষ এবং বিপক্ষের বিধায়কগণ সবারই আশংখা এবং সবাই উৎবিগ্ন যে এই স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ব্যাংকের শাখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আজকে এখানে বিভিন্নভাবে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক থাকলেই আর ব্যাংকের একাউন্টে টাকা থাকলেই সেটা শেষ কথা নয় স্যার, এই ব্যাংকের সঙ্গে সাধারণ জনগণের যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনগণের জীবন যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। সামান্য একটা ঘটনা আমাদের বিলোনীয়ায় এবং সাব্রুম রাস্তার মেইন রোড থেকে আসার পথে যেটা সাব্রুমের গাড়ী, বিলোনীয়ার গাড়ী, উদয়পুরের গাড়ী এবং শান্তির বাজারের গাড়ী সেই জায়গায়

পতিছড়ি আধা ফার্লং আর নাতীন জিলাতে আধা ফার্লং দুইটা মিলিয়ে এক ফার্লং জায়গায় সিকিউরিটি দেওয়া যাচ্ছে না, স্যার, বার বার গাড়ি নষ্ট হচ্ছে। রাজ্যের এই অবস্থার কথা বিভিন্ন সময়ে হাউসে আলোচনা হয়েছে। আইন-শৃংখলার প্রশ্ন আমি সেই প্রশ্নে যাচ্ছি না। এখানে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। জাম্প করব হচ্ছে, গাছের ডালে দুই বোনের লাস এক সঙ্গে ঝুলছে, এই রাজ্যের মধ্যে নিজের চেম্বারে বিচারক নিগৃহীত হচ্ছেন, এই রাজ্যের পুলিশ কনেষ্টবলের হাতে এ্যাসিস্ট্যেন্ট কমানডেন্ট মারা যাচ্ছেন গুলি খেয়ে, এই রাজ্যের মধ্যে অদ্ভুদ ঘটনা ঘটছে স্যার। কাজেই এই রাজ্যের মধ্যে মানুষের জীবন যাত্রা, ব্যাংকের সঙ্গে পাবলিকের যোগাযোগ ব্যবসা বা বাণিজ্য করতে না পারে, পাবলিক যদি চলাচল করতে না পারে তাহলে কিভাবে ব্যাংকের লেনদেন ঠিক থাকবে। এক একটা অবস্থা কি আপনারাই বলছেন, মাননীয় মন্ত্রী নিজে বলেছেন যে উন্নয়নের কাজ করা যাচ্ছে না, অফিসার যেতে পারছেন না, এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার গেলে অপহৃত হচ্ছেন, কনট্রাকটার যেতে পারছেন না, বাসে যোগাযোগ বা যাতায়াত করতে পারছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। ব্যাংক নয় শুধু স্যার, এই রাজ্যের আরও কি কি বন্ধ হয়ে যাবে আমরা সে জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, কেন না এই রাজ্যের মধ্যে কর্মচারীদের ৭৩ শতাংশ ডি, এ, প্রাপ্য কিন্তু সারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি, এ, দিয়েছেন। সেটা দেখার কোন চিন্তা ভাবনা নেই, স্যার, এটা এই সরকারের চিন্তা ভাবনা করার দরকার ছিল কারণ আর একটা পে কমিশনের সময় হয়ে গেছে। তার কোন উত্তর নেই, একদম চুপ। কাজেই, এই রাজ্যে শুধু পুলিশ দিয়ে কাজ করানো নয় আগামীদিন কর্মচারী দিয়েও কাজ করানো অসম্ভব হয়ে দাড়াবে। যে জিনিসটার আশংকা আজকে রাজ্যবাসী করছেন এই রাজ্যের সব কিছু স্তব্ধ হয়ে রয়েছে স্যার, তাহলে কি হবে স্যার বেকারের কথা বললেন চাকরী হবে না, উন্নয়নের কথা বললেন উগ্রপন্থীর জ্বালায় যেতে পারে না, লোনের কথা বললে ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে তাহলে কোথায় যাব। বিচার ব্যবস্থার দিকে যাওয়ার সুবিধা নেই। আইন-শৃংখলা নেই বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী গরম হয়ে গেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার উনি দায়িত্বের মিনিষ্টার হয়ে এই জিনিসগুলো সামনে তুলে ধরছি তার অর্থ এই নয় স্যার, এখানে ব্যাংক যে বন্ধ হয়ে গেছে মনে করলি শান্ত য কারণে এই জায়গার মধ্যে জনজীবনকে স্বাভাবিক করে ব্যাংকের সংগে লেনদেনের সুযোগ করে দেবেন যাতে দেশের মানুষ তার জন্য উনাদের উদ্যোগী হওয়া দরকার। আর এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বোধ হয় ব্যাংক বন্ধ করেননি, বন্ধ করেন রিজার্ভ ব্যাংকই। রিজার্ভ ব্যাংক এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব ছিল প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য একটা করে ব্যাংক খোলার জন্য কাজেই সেই ব্যাংক ব্যবস্থাকে পলিটিক্যাল আড্ডায় পরিণত করা ঠিক নয় সেই ব্যাংক ব্যবস্থার টোট্যাল কাঠামো উনি বলেছেন ত্রিপুরারাজ্যে শত্রুতামূলক-ভাবে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, ঋণমেলার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংক কি স্যার, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ হয়েছে সারা ভারতবর্ষে গ্রামীন ব্যাংকের একই চিত্র নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের আলাদা চিত্র, কাজেই এইভাবে বিভ্রান্ত করে, মানুষের দৃষ্টিকে এঁরিয়ে দিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে এইভাবে আন্দোলন তৈরী করা সঠিক নয় স্যার, কাজেই আমি উনার বক্তৃতার সংগে এক মত হতে পারলাম না। স্যার এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— ভারপ্রাপ্ত চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করব না। প্রথমতঃ

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী আনীত প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি নিউ ইকনমিক পলিসির সম্পর্কে দিন ভাবার দরকার আছে। এ সম্পর্কে বলবার আছে, ব্যাংক বন্ধ করা হচ্ছে সম্ভবতঃ এটা তাদের মাথায় ঢুকছে না, বলা হচ্ছে। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা করেন তারা যারা আছেন তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে চোখে ঠুলি দিয়ে বসে আছেন। সমস্ত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সময় ঠিক হয়ে আসছে আগামী দিন আরো খুব কঠিন হবে। এই যে সিক ব্যাংক ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়ার কথা আমি কাগজে দেখেছিলাম যে ওরা ফেইস বাই ফেইস নাকি ব্যাংক এর শাখা বন্ধ করে দেবে। একদিন কাগজে দেখেছিলাম ৯ হাজার ৩০০ ব্রাঞ্চ বন্ধ করে দেবে। আমি জানিনা কবে কখন কোথায় বন্ধ করে দেবে সেই তারিখ আমার কাছে নাই আজকে, যে প্রস্তাবটি এবং তার সঙ্গে যে বিষয়টি যুক্ত তা হচ্ছে আমাদের এখানে দুটি ব্যাংকের শাখা একটি কররুকে সেটা ওখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যতনবাড়ীতে আমরা কররুকে হেড কোয়ার্টার করেছি। সেই ব্লক হেড কোয়ার্টার হয়ে গেল সেখানটাতে আমরা সেই ব্যাংকের শাখাকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসলেও সেখানে আমরা নিয়ে যেতে পারব। বড় কাঠালে যে শাখাটি আছে গত ২-৩ মাস যাবৎ বন্ধ আছে। ব্যাংকের স্থানীয় কর্মচারীদের উপর এবং ব্যাংকের অথরিটির উপর চাপ রাখা হয়েছে যে সেখানে ব্যাংক খুলতে হবে। তারা একটু পরিশ্রম করছেন। আমরা আশা করছি জনগনের স্বার্থে এই ব্যাংক খোলা যাবে, কাজ করানো যাবে। প্রসংগক্রমে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা আসছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ৯০টি শাখা ত্রিপুরাতে আছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বসাকুল্যে লায়েবলিটি হচ্ছে ৩৮ কোটি। তার মধ্যে ২৩ কোটি হচ্ছে ঋণ মেলার. এইটা আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম। যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বলছে তোমাদের এত লায়েবিলিটি এবং এরা খুব ভাল করে জানেন যে বিগত ৮- নির্বাচনের আগে কি করে ঋণ মেলা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ভাল করে জানেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনমোহন সিং যখন এখানে এসেছিলেন সেই মিটিং-এর মধ্যে আমি বলেছিলাম যে ইজ লায়েবিলিটি এর দিস ডেট। আমি ঠিক এইভাবে বলেছিলাম। আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের রক্ষা করবার চেষ্টা করছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ... হচ্ছে। এবং যেখানে বিভিন্ন ব্যাংকের, গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলি আছে এই প্রস্তাব আমরা এখান থেকে গ্রহণ করে ভারত সরকারকে জানাতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত গরীব, তাদের স্বার্থে এই ব্যাংকগুলো চালু রাখা দরকার, আর যে কটি শাখা সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছে সেগুলিও আমরা যেন খোলা রাখা যায় এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি রিজলিউশানটি হলো :—

"গত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতীয়করণকৃত রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকের কিছু শাখা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়ায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া ব্যাংকের শাখাগুলো পুনরায় খোলার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে।"

(রিজলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

"VALEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER"

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ সপ্তম বিধান সভার পঞ্চম অধিবেশনের শেষ দিন। গত ১৬ই

[illegible] সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ হইতে এই সভা আরম্ভ হয়েছিল। এবারের অধিবেশনে বিরোধী দলের এবং ক্ষমতাসীন দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সভা চলাকালীন সময়ে যে সৌহার্দ্রপূর্ণ এবং শৃংখলাপরায়নতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার জন্য আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ এবং সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে মাননীয় মহোদয়গণ যেভাবে সহযোগীতা করেছেন তারজন্য সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে আরক্ষা দপ্তরের কর্মচারীরা। সাংবাদিক সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেভাবে সহযোগীতা করছেন তারজন্য অভিনন্দন জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE ANNEXURE— "A"

ADMITTED STARRED QUESTION No— 95

Name of the Member : SRI NRIPEN CHAKRABORTY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state :—

QUESTION.	ANSWER
1. The total number of Homes for different kinds of orphan in state run by the Social Welfare Department, in Agartala, Narsingarh, Badha ghat and other adjoining areas and number of inmates in each such Home.	1 Total number of Homes— 7 (seven) Name of Homes. — inmates. 1. State Protective Homes, Mohanpur— 54 Nos. 2. State Children Home for Boys, Abhoynagar.—61 ,, 3. State Children Home for Girls, Abhoynagar.—61 ,, 4. State Mahila Ashram Abhoynagar— 75 ,, 5. State Infirmary, Narsingarh.— 110 ,, 6. State Foundling Home, Narasingarh— 82 ,, 7. State Juvenile Home, Narsingarh— Nil.
2. Is there any rehabilitation programme for the boys and girls who come out from those Home.	2. No. There is no such spacific scheme for rehabilitation of such orphen inmotos at present. The issue of rehabilitation of inmates is under active consideration of the government.
3. If so, that are the programme.	3. Does not arise.

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—96

Name of the Hon'ble Member :—Shri Nripen Chakraborty,

will the Hon'ble Minister-in.charge of the Social Welfare & Social Education Department be please to state,

QUESTIONS	ANSWERS
1 The present condition of the refor-matery run by the Government for the rehabilitation of the socially misguided girls, at Taranagar, Mohan-pur Sadar.	1. The Home is running smoothly though there are some difficulties such as scarcity of water & Doctor.
2. Whether there is any proposal to start some more such informateries for the street girls, now accomedated in central Jail, Agartala.	There are no street girls lodged in Central Jail, Agartala,
3. If so, details about such proposals,	3. Does not arise.

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—98

Name of M. L. A.— Sri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge for the Education Department be pleased to state :—

Questions

1. Has the Tripura University been shifted in full to its New site at Surjyamani Nagar, under Sadar, Sub-Division.

2. What arrangement has been made for transport of teachers and students at the new site, and

3 When the construction of the complex is expected to be completed for full shifting of classes in the new complex.

Answers

1. Tripura University has shifted partly to its new site at Surjyamani Nagar, only two buildings have been constructed, namely for life science and Chemistry departments

and both the Deparments have been shifted there.

2. Arrangement for transportation of teachers, office staff and research scholers has been made by a TRTC bus. Once on every working day from College tilla campus to new campus at Surjyamani Nagar on payment of Rs. 500/- per days (Both ways) to TRTC.

3. It would depend on the avilability of funds.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121.

Name of the Hon'ble Member :— SRI PABITRA KAR'

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Departmen the pleased to state

QUESTIONS	ANSWERS
১। রাজ্যে সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হোমের সংখ্যা কত?	১। রাজ্যে সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত হোমের সংখ্যা ১১টি এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হোমের সংখ্যা ১৫টি।
২। অনুমোদন প্রাপ্ত হোমগুলিতে নিয়মিত অনুদান দেওয়া হচ্ছে কিনা?	২। না।
৩। না দেওয়া হলে তাহার কারণ।	৩। আর্থিক বরাদ্দের অপ্রতুলতার জন্য সরকারের অনুদান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 123

Name of M. L. A :— SRI SAMIR DEB SARKAR.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার আমপুরা হাইস্কুলের উপজাতি ছাত্রীদের জন্য নির্মিত বোর্ডিং হাউসটি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই।

২। সত্য হলে তার কারণ কি?

৩। উক্ত বোর্ডিংটির জন্য বর্তমান সময় পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। ছাত্রী নিবাস চালু করতে আবশ্যিক সবরকম সুযোগ সুবিধা যথা— পাচীর নির্মাণ, হোষ্টেল সুপারের বাসগৃহ তৈরী, জলের সুবিধা, লেট্রিন, Urinal point ও ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় চালু করা সম্ভব হয়নি।

৩। উক্ত বোর্ডিং হাউসটি ও তৎসংলগ্ন Superintendent-র কোয়ার্টারটি নির্মাণকার্যে পূর্ত দপ্তর মোট ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO.— 126.

Name of Member:— SHRI UMESH CHANDRA NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state :—

QUESTIONS	ANSWERS
১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলায় Social Education এর একটি Pacca quarter জৈন্ত বিবি নামক একজন স্ত্রীলোককে দান করা হয়েছে কিনা।	১। না।
২। যদি দান না করা হয়ে থাকে তবে সেই Quarter থেকে উক্ত জৈন্ত বিবিকে অন্যত্র পুনর্বাসন দিয়ে Social Education এর অফিস হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?	২। সরকারের বিবেচনাধীন আছে যাতে ঐ ঘরটি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 130.

Name of M. L. A. :— SHRI UMESh CHANDRA NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনগর হাইস্কুলে একজন সি, আই, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন, এবং

২। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত পি, আই-এর পক্ষে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব কি না ?

ANSWERS

১। হাঁ, সত্য।

২। আর্থিক দায়িত্ব বাদে অন্যান্য সব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

ADMITTED STARRED QUESTION No :—188

Name of the Member : –Sri Pabitra kar. MLA

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Caste Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ও, বি, সি এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নে সরকার কি কি পদক্ষেপ নেবার পরিকল্পনা করছেন ?	১) রাজ্যে বসবাসরত পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে দুটি ভাগে

ভাগ করা হয়েছে। যথা :— ক) শিক্ষামূলক উন্নয়ন এবং খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ক) শিক্ষামূলক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ :—

১) প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি, ২) মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি এবং ৩) ও বি সি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ ইত্যাদি।

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ :—

১) শব্দকর (ঢুলি) সম্প্রদায়ের জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয়।

২) শাল সম্প্রদায়ের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৩) কামার সম্প্রদায়ের জাতিগত ব্যবসার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৪। কুম্ভকার সম্প্রদায়ের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৫) বরজ (পানচাষী সম্প্রদায়ের) পান চাষের সাহায্য

৬) গোপ, গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেদের দুগ্ধ ব্যবসার জন্য আর্থিক সাহায্য।

৭) মণিপুরি মহিলাদের সুতা ক্রয় করে তাঁত বোনার সাহায্য।

৮) মণিপুরী ছাড়া অন্যান্য তাঁত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য।

৯) স্ব-নির্ভর প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য।

১০) পুনর্বাসন প্রকল্পে সাহায্য। এছাড়া কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণদান প্রকল্প।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-264.

Name of M L. A. :- SRI TAPAN CHAKRABORTY, AND SRI ANIL CHAKMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৩ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত রাজ্যে মোট কতটি স্কুলে (নিম্ন, মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং

২। তার জন্য সরকারের কত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

৩। উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার আনন্দ বাজার হাইস্কুল ও জয়নগর হাইস্কুলে কি কি আসবাব-পত্র বণ্টন করা হয়েছে ?

ANSWERS

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৪ইং ১লা এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৭টি বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

২। তার জন্য সরকারের ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার খেদাছড়া হাইস্কুলে ৫০টি জয়েন্ট বেঞ্চ, ১৩টি হাতলছাড়া চেয়ার, ৫টি টেবিল বণ্টন করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 268

Name of Member :—SHRI ANIL CHAKMA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কয়টি হাইস্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে, এবং

২। রাজ্যের কোন কোন হাইস্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ীর নির্মাণ কার্য বর্তমান আর্থিক বছরে শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

A N S W E R S

১। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে কোন নতুন হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা নাই। তবে যে সমস্ত পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ চলিতেছে সেগুলি শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে কোন হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ীর নির্মাণে কার্য শুরু করার পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 269

NAME OF M. L. A:— SRI ANIL CHAKMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষে "উত্তর ত্রিপুরার আনন্দ বাজার হাইস্কুলে, পেঁচারথল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও মাছমারা হাইস্কুলে ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত ছাত্রী নিবাসগুলি নির্মাণে কাজ আরম্ভ করা হবে ?

ANSWERS

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষে আনন্দবাজার হাইস্কুল, পেঁচারথল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, লেম্ভুছড়া দেওয়ান হাইস্কুলে (মাছ মারা হাইস্কুল) ছাত্রীবাস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 275

Name of M. L. A :— SHRI ASHOK DEBBARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের উচ্চতর ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কতটি সাধারন শিক্ষকের পদখালি আছে?

২। কি কি কারনে পদগুলি এখনও পূরণ করা সম্ভব হয় নাই?

৩। ইতিমধ্যে শূন্যপদগুলি ... পূরণের সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি?

৪। শূন্যপদগুলির মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য কতটা পদশূন্য আছে?

ANSWERS

১। বর্তমানে ৭৯টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ১৮৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদখালি আছে।

২। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে Feeder Post যোগ্য প্রার্থী না থাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হেডমাষ্টার হাই এবং স্কুল পরিদর্শকের নিয়োগনীতি Rules ১৯৮৮ মোতাবেক Feeder post এর Reecuitment Rules সংশোধন ও Iater-Se--Seniority list নতুন ভাবে করার প্রয়োজন দেখা দের যার ফলে শূন্য পদগুলি পূরন করা সম্ভব হয় না।

৩। হ্যাঁ

৪। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদগুলির মধ্যে ১৭টি পদ তপশিলী জাতি ও ৩৬ টি পদ তপশিলী উপজাতিদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৩০টি পদ তপশিলী জাতি ও ৫৯টি পদ তপশিলী উপজাতির জন্য শূন্য পদ আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 280

NAME OF M. L. A. :— SRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Sports & youth programme" Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। খেলাধূলার মান উন্নয়নে এই প্রেক্ষাগারগুলিতে সরকার কি কি ধরণের সাহায্য সহযোগীতা করিবেন?

২। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণবন হাইস্কুলের মাঠটিকে সংস্কার করে মাঠের উন্নতি সাধন করা হবে?

৩। সত্য হইলে তাহার সংস্কারের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হবে?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANSWARS

১। স্বীকৃত প্রেসেন্টারগুলিতে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী ও সম্ভব হলে ক্রীড়া শিক্ষক ও পাঠান হয়।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED QUESTION NO. 283.

Name of the Member:—**SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY M. L. A,**

Will the Hon'ble minister-in Charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। ১৯৯৬ সালের মধ্যে রাজ্যকে নিরক্ষর মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং

এবং নিরক্ষরতা অভিযানের কতটুকু সুফল পাওয়া গিয়েছে?

ANSWERS

১। ত্রিপুরা রাজ্যকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা মুক্ত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান নামক একটি ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিন জেলায় তিনটি জিলা সাক্ষরতা সমিতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমিতির নেতৃত্বে আছেন, সংশ্লিষ্ট জেলায় শাসকগণ, বর্তমানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষার জেলা পরিদর্শক এবং প্রতিটি ব্লকের সমাজশিক্ষা পরিদর্শকগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এই কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। এছাড়া একটি রাজ্য ভিত্তিক একাডেমিক কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটিও ইতিমধ্যে ককবরক ও বাংলা ভাষায় পৃথক দুইটি পাঠ্য বই প্রস্তুত করেছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান ঘোষণা হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি জেলায় পূর্ণ সাক্ষরতা কর্মসূচী বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং ৩টি জেলাতে জেলা সমিতি গঠন করা হয়েছে। জেলা সাক্ষরতা সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ব্লকে ব্লক সাক্ষরতা সমিতির এবং রাজ্যের প্রায় ৫০% পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য বই পুস্তক বাংলা ও ককবরক ভাষায় গঠিত হয়েছে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মসূচী ও তৈরী চলছে। ৩টি জেলায় কর্মসূচী দারুনভাবে

ANSWER

এগিয়ে চলছে। উত্তর জেলায় সমিতির প্রচার প্রশিক্ষণের কাজ সহ সংশ্লিষ্ট কাজ শেষ করে এর মধ্যে ছামনু, কাঞ্চণপুর, ধুমছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ১৩৭টি সাক্ষরতা কেন্দ্র শুরু করেছে যাতে পড়ুয়াদের সংখ্যা ১৩৭×৩০=৪০১০, পশ্চিম ও দক্ষিণে জেলায় সাংগঠনিক পরিকাঠামো কাজ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

আশা করা যাচ্ছে সহসা উত্তর জেলায় সমিতিগুলি সাক্ষরতা কেন্দ্র চালু করতে পারবে। এই হল ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আজ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এছাড়া সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সাক্ষরতা প্রসারের বিভিন্ন কর্মসূচী আরও চলেছে তাতে ১৯৯২-৯৩ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে ৬৭টি গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 284

Name of the member :— SRI MAKHANLAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা বাধ্যতা-মূলক করা হবে কিনা,

২। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিষয় শিক্ষক ব্যবস্থার অবসান করে গ্রামের স্কুলগুলির মত সাধারণ শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এবং

৩। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কক-বরক শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

১। বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।

২। প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষক সমস্ত বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষকের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সমস্ত গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের সংস্থান রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। মাধ্যমিক স্তরে কক্‌বরক মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সেই অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কক্‌বরক ভাষাকে কক্‌বরক ভাষাভাষীদের জন্য প্রথম ভাষা (ফার্ষ্ট লেংগুয়েজ) হিসাবে চালু করা হবে। তদুপরি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অককবরক ভাষার জন্য ঐচ্ছিক তৃতীয় ভাষা (থার্ড লেংগুয়েজ) হিসাবে কক্‌বরক পাঠ্যপুস্তক চালু করা হবে।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—34

Name of Member :—SHRI MAKHANLAL CHAKRABORTY,

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Forest Departmant be pleased to state :—

১) সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে এই বৎসর বন দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে কত বৃক্ষ বা ফলের চারা সরবরাহ করেছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২) তাহাতে বন দপ্তর কত আয় করেছেন এবং

৩) নিজস্ব উদ্যোগে রাজ্য কত বৃক্ষ রোপণ করেছেন এবং নিজস্ব বাগান সৃষ্টি করেছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১ম এবং ২য় প্রশ্নের উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩য় প্রশ্নের উত্তর :—

বন দপ্তর ১৯৯৭-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে নিজস্ব উদ্যোগে মোট ৮৬, ৭০, ৬৪৪টি বিভিন্ন জাতের চারা রোপন করিয়া মোট ৪৮৬৬০৪ হে: বাগান সৃষ্টি করেছেন। এর বন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১) সদর বন বিভাগ	—	৩২৭'১১ হে:
২) তেলিয়ামুড়া বন বিভাগ	—	৩৭৯.০০ হে:
৩) সিপাহীজলা অভয়ারণ্য	—	৩০ ০০ হে:
৪) কৈলাশহর বন বিভাগ	—	২৫০.৯৩ হে:
৫) কাঞ্চণপুর বন বিভাগ	—	৫৩৬.০০ হে:
৬) মনু বন বিভাগ	—	৮৫৭.৫০ হে
৭) আমবাসা বন বিভাগ	—	১০৭৭.০০ হে:
৮) উদয়পুর বন বিভাগ	—	৩৬৯'৫০ হে:
৯) বগাফা বন বিভাগ	—	১১০.০০ হে:
১০) গুমতী বন বিভাগ	—	৭৯১.০০ হে:
১১) তৃষ্ণা অভয়ারণ্য	—	১৪০.০০ হে:
		৪৮৬৬.০০ হে:

এর ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন

ANNEXURE— "C"

POSTPONED ADMITTED STARRED QUESTION NO.50.

Name of M. L. A :—Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state : --

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নিরাপত্তার অভাবে বর্তমানে কয়টি বিদ্যালয় বন্ধ আছে ?

২। নিরাপত্তার কারণে বিদ্যালয়ে যান না অথচ বেতন নিচ্ছেন এমন কতজন শিক্ষক আছেন ?

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অচলাবস্থা রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে কোন সংকট ডেকে আনতে পারে কিনা—রাজ্য সরকার ভেবে দেখেছেন কি ?

৪। ভেবে থাকলে কি সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

MINISTER-IN-CHARGE

ANSWERS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নিরাপত্তার কারণে কোন বিদ্যালয় বন্ধ আছে এইরূপ কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। তবে টি, টি, এ, এ, ডি সি এলাকাধীন ১৪টি বিদ্যালয়কে সাময়িক ভাবে Non functioning রাখা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।